আখ্যানমঞ্জরী।

ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগরসঙ্কলিত।

[প্রথমভাগ।]
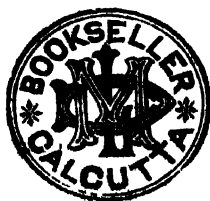
চতুর্থ সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দে

৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

১৩২৪

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস
২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিজ্ঞাপন।

পূজ্যপাদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশযের সঙ্কলিত আখ্যানমঞ্জরীব প্রথম ভাগ, ১৯২৪ সংবতের সংস্করণ অবলম্বনে এক্ষণে পুনর্মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহাতে কোনও উপাখ্যান পরিত্যক্ত হয নাই, তবে ছাত্রগণের বোধসৌকর্য্যার্থে স্থানে স্থানে দুই একটি শব্দের পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে মাত্র। ইতি—

সংবৎ ১৯৭০।

প্রকাশক।

সূচী।

আখ্যানমঞ্জরী।

প্রথম ভাগ।

প্রত্যুপকার।

এক ব্যক্তি, অশ্বে আরোহণ করিয়া, ইংলণ্ডের অন্তর্গত রেডিং নগরের নিকট দিয়া, গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, একটি বালক, পথের ধারে, কর্দ্দমে পতিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ দেখিয়া, স্পষ্ট বোধ হইল, সে অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছে। অশ্বকে দণ্ডায়মান করিয়া সে ব্যক্তি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, বালক কহিল, মহাশয়! পড়িয়া গিয়া, আমার হাত পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, নড়িতে পারি, বা চলিয়া যাই, আমার এমন ক্ষমতা নাই, এজন্য কাদায় পড়িয়া আছি, উঠিতে পারিতেছি না।

অশ্বারোহী ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল, বালকের অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার হৃদয়ে বিলক্ষণ দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, বালককে কর্দ্দম হইতে উঠাইয়া, তাহার উপর আরোহণ করাইলেন, এবং উহার হস্ত ও অশ্বের মুখরজ্জু ধারণ করিয়া, গমন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি রেডিং নগরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পরিচিতা এক বৃদ্ধা স্ত্রী ঐ নগরে বাস করিত। তিনি তাহার আলয়ে গমন করিলেন, এবং কহিলেন, দেখ, যাবৎ এই বালক সুস্থ হইতে না পারে, তোমার আশ্রয়ে থাকিবে, ইহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার নিমিত্ত, যে ব্যয় হইবে, সে সমস্ত আমি দিব, আর, তুমি যে ইহার জন্য যত্ন ও পরিশ্রম করিবে, তাহার জন্যও সমুচিত পুরস্কার করিব। বৃদ্ধা সম্মত হইল। তখন তিনি, এক ডাক্তার আনাইয়া, তাঁহার উপর বালকের চিকিৎসার ভার দিলেন, এবং বৃদ্ধার হস্তে কিছু টাকা দিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছু দিনের মধ্যেই, বালক, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার গুণে, সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিল, তাহার শরীর সবল এবং হস্ত ও পদ কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিল। তখন সে আপন আলয়ে প্রতি-গমন করিল, এবং সূত্রধারের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এই ঘটনার কতিপয় বৎসর পরে, ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি, একদা, রেডিং নগরের মধ্য দিয়া, গমন করিতেছিলেন। এক সেতুর উপরিভাগে উপস্থিত হইলে, অশ্ব, কোনও কারণে ভয় পাইয়া অত্যন্ত চঞ্চল ও নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল, এবং আরোহীর সহিত নদীতে লম্ফ প্রদান করিল। সে ব্যক্তি সন্তরণ জানিতেন না, সুতরাং, তাঁহার জলে মগ্ন হইবার উপক্রম হইল। অনেকেই সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া, এই শোচনীয় ব্যাপার অবলোকন করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই, সাহস করিয়া, তাঁহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে পারিল না।

সেই সেতুর অনতিদূরে, এক সূত্রধার কর্ম্ম করিতেছিল সে, তদুপরি জনতা দেখিয়া ও কোলাহল শুনিয়া, কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, তথায় উপস্থিত হইল, জলপতিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র জলে ঝম্প প্রদান করিল, এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে লইয়া তীরে উত্তীর্ণ হইল। তদ্দর্শনে, সেতুব উপরিস্থিত ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল, এবং সূত্রধারের সাহস ও ক্ষমতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রাণবক্ষা হওয়াতে, সেই ব্যক্তি প্রাণদাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কহিলেন, ভাই, তুমি আজ আমার যে উপকার করিলে, তজ্জন্য আমি চির কালের নিমিত্ত, তোমার কেনা হইযা বহিলাম। এই বলিযা, তিনি তাহাকে পুরস্কার দিতে উদ্যত হইলেন। তখন সূত্রধার কৃতাঞ্জলি হইযা কহিল, মহাশয। আপনি আমায় চিনিতে পারিতেছেন না। কিছুকাল পূর্ব্বে, আমি ভগ্নহস্ত ও ভগ্নপদ হইযা, কর্দ্দমে পতিত ছিলাম, আপনি সে সমযে, দয়া করিযা, আমার প্রাণরক্ষা কবিযাছিলেন। আপনাব কৃত উপকার আমার হৃদয়ে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিযাছে। অধিক কি বলিব, আপনি আমার পিতা, আমি অতি অধম, আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাই আমি যথেষ্ট পুরস্কার মনে কবিতেছি, আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।

এই বলিয়া, প্রণাম করিয়া, সূত্রধার কর্ম্মস্থানে গমন করিল. এবং তিনিও তাহার সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনে প্রীত হইয়া, স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

মাতৃভক্তি

স্কটলণ্ডের অন্তঃপাতী ডণ্ডী নগরে এক দরিদ্রা নারী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র শিশু সন্তান ছিল। বৃদ্ধা, অনেক কষ্টে ও অনেক পরিশ্রমে, কিছু কিছু উপার্জ্জন করিয়া, নিজের ও পুত্রের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিতেন।

লেখা পড়া না শিখিলে মূর্খ হইবে, ও উত্তর কালে অনেক দুঃখ পাইবে, এই ভাবিয়া তিনি, লেখা পড়া শিখাইবার নিমিত্ত, পুত্রকে এক বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। পুত্রও, বিলক্ষণ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া উত্তমরূপে শিক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে, তাহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর হইল। এই সময়ে, তাহার জননী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অবয়ব সকল অবশ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল। তিনি শয্যাগত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা কোন রূপে গ্রাসাচ্ছাদন ও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত, কিছুমাত্র উদ্বৃত্ত হইত না, সুতরাং, তিনি কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে, তাঁহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা না থাকায়, সকল বিষয়েই অত্যন্ত কষ্ট উপস্থিত হইল।

জননীর এই অবস্থা ও কষ্ট দেখিয়া, পুত্র মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, ইনি অনেক কষ্টে আমায় লালন পালন করিয়াছেন, ইঁহার স্নেহে ও যত্নেই, আমি এত বড়

হইযাছি, ও এত দিন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি, এখন ইঁহার এই দশা উপস্থিত, আমার প্রতিপালন ও বিদ্যাশিক্ষাব নিমিত্ত, ইনি এত দিন যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন, এ সময়ে ইঁহাব জন্য, আমার তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও পরিশ্রম করা উচিত, আমি থাকিতে ইনি যদি অনাহারে প্রাণত্যাগ করেন, তাহা হইলে আমাব বাঁচিযা থাকা বিফল। আমার বাব বৎসর বযস হইযাছে, এ বয়সে পরিশ্রম করিলে, অবশ্যই কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে পারিব।

এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, সেই সুবোধ বালক এক সন্নিহিত কারখানায উপস্থিত হইল, এবং তথাকাব অধ্যক্ষের নিকট আবেদন করিযা, তাঁহাব অনুমতিক্রমে, কর্ম্ম করিতে আবম্ভ করিল। তাহার যেমন বয়স, সে তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিশ্রম করিতে লাগিল, এইরূপে সমস্ত দিন পবিশ্রম কবিযা, সে যাহা উপার্জ্জন করিত, সমুদয জননীব নিকট আনিযা দিত। সেই উপার্জ্জন দ্বারা তাহাদের উভয়ের অনাযাসে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন হইতে লাগিল।

কর্ম্মস্থানে যাইবার পূর্ব্বে, ঐ বালক, গৃহসংস্কার প্রভৃতি আবশ্যক কর্ম্ম সকল করিযা, জননীর ও নিজের আহার প্রস্তুত করিত, এবং অগ্রে তাঁহাকে আহার করাইযা, স্বযং আহার করিত। সে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গৃহে আসিত, ইতিমধ্যে জননীর যাহা কিছু আবশ্যক হইতে পারে, সে সমুদয় প্রস্তুত করিয়া, তাঁহার পার্শ্বে রাখিয়া যাইত।

বৃদ্ধা লেখা পড়া জানিতেন না; সুতরাং সমস্ত দিন,

একাকিনী শয্যায় পতিত থাকিয়া, কষ্টে কালক্ষেপ করিতেন। পীড়িত অবস্থায় কোনও কর্ম্ম করিতে পারেন না, এবং কেহ নিকটেও থাকে না, যদি পড়িতে শিখেন, তাহা হইলে অনায়াসে দিন কাটাইতে পারেন। এই বিবেচনা করিয়া সেই বালক, অনেক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে, তাঁহাকে এত শিক্ষা করাইল যে, তিনি, কাহার অনুপস্থিতিকালে, সহজ সহজ পুস্তক পাঠ করিয়া অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

এই বালক সুবোধ ও মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ, অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ আচরণ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রতিবেশীরা, তাহার চরিত্র দর্শনে প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

পিতৃভক্তি।

আয়র্লণ্ডের অন্তঃপাতী লণ্ডনডরি নগরে বেকনর নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে জাহাজে নাবিকের কর্ম্ম করিত। তাহার পুত্রও, দ্বাদশ বৎসর বয়সে, ঐ ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিল। পিতা পুত্রে এক জাহাজে কর্ম্ম করিত। বেকনর আপন পুত্রকে উত্তমরূপ সন্তরণ শিক্ষা করাইয়াছিল। মৎস্য যেমন অবলীলাক্রমে জলে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, বেকনরের পুত্রও

সন্তরণ বিষয়ে সেইরূপ দক্ষ হইয়াছিল। সে প্রতিদিন, কর্ম্মে অবসর পাইলেই, জাহাজ হইতে ঝম্পপ্রদান করিয়া সমুদ্রে পড়িত এবং জাহাজের চতুর্দ্দিকে সন্তরণ কবিযা বেড়াইত, ক্লান্তিবোধ হইলে, লম্বমান রজ্জু অবলম্বন করিয়া জাহাজে উঠিত।

এক দিবস, বায়ুবেগ-বশে সহসা জাহাজ আন্দোলিত হইলে, কোনও আরোহীর অতি অল্পবযস্কা কন্যা সমুদ্রে পতিত হইল। বেকনর, দেখিবামাত্র, লম্ফ দিযা সমুদ্রে পড়িল এবং তৎক্ষণাৎ সেই কন্যার বস্ত্র ধরিয়া, তাহাকে জল হইতে উর্দ্ধে তুলিল। অনন্তব, সে কন্যাকে বক্ষঃস্থলে লইয়া সন্তরণ করিয়া জাহাজেব প্রায নিকটে আসিযাছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, একটা ভযানক হাঙ্গর তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে। দেখিবা মাত্র, বেকনর ভযে কাঁপিতে লাগিল। জাহাজের উপবিস্থ সমস্ত লোক অত্যন্ত ব্যাকুল হইল, এবং বন্দুক লইযা, হাঙ্গরকে লক্ষ্য করিযা, গুলি চালাইতে লাগিল, কিন্তু কেহই সাহস কবিযা, তাহার সাহায্যের নিমিত্ত, জলে অবতীর্ণ হইতে পাবিল না, সকলেই হায কি হইল বলিযা, কোলাহল করিতে লাগিল।

জাহাজ হইতে যত গুলি মারিয়াছিল, তাহাদের একটিও হাঙ্গরের গাযে লাগিল না। হাঙ্গর ক্রমে ক্রমে সন্নিহিত হইয়া, মুখব্যাদানপূর্ব্বক বেকনরকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তাহার পুত্র অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিল। সে তাহাব প্রাণনাশেব উপক্রম দেখিয়া, এক তীক্ষ্ণধার তরবারি গ্রহণপূর্ব্বক, সমুদ্রে

ঝম্প প্রদান করিল, এবং দ্রুত বেগে হাঙ্গরের দিকে গমন করিয়া, উহার উদরে তরবারি প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন হাঙ্গর, কুপিত হইয়া, তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সে, সন্তরণকৌশলে উহার আক্রমণ অতিক্রম করিয়া, উহাকে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতে লাগিল।

এই অবকাশে, জাহাজের উপরিস্থ লোকেরা কতিপয় রজ্জু নিক্ষেপ করিল। পিতা পুত্র এক এক রজ্জু অবলম্বন করিল, তাহারা টানিয়া উহাদিগকে জল হইতে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে উঠাইল। এই সময়ে সকলে, উহাদের প্রাণরক্ষা হইল ভাবিয়া, আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু সেই দুর্দান্ত জন্তু মুখব্যাদান ও ঊর্দ্ধে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক, বেকনরের পুত্রের কটিদেশ পর্য্যন্ত গ্রাস করিল, এবং তৎক্ষণাৎ তীক্ষ্ণ দন্ত দ্বারা গ্রস্ত অংশ ছেদন করিয়া লইয়া, জলে পতিত হইল। বালকের কলেবরের অর্দ্ধ অংশ মাত্র রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল।

এই হৃদয়বিদারণ ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে, ব্যক্তি মাত্রেই, হতবুদ্ধি ও জড়প্রায় হইয়া, কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান রহিল, অনন্তর সকলেই, শোকে বিকলচিত্ত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। বেকনর, জাহাজে উত্তোলিত হইয়া, পুত্রের তাদৃশী দশা দেখিয়া শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইল। পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা বলপূর্ব্বক ধরিয়া না রাখিলে, সে নিঃসন্দেহ, সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া, প্রাণত্যাগ করিত। তাহার পুত্র যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীবিত ছিল, একদৃষ্টে পিতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমার প্রাণ যাউক, কিন্তু, পিতার প্রাণ রক্ষা করিয়াছি, এই আনন্দ অনুভব করিতে

করিতে, সে প্রাণত্যাগ করিল। তাহার মুখের ভাব দর্শনে, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই এরূপ বোধ ও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল।

ভ্রাতৃস্নেহ।

ইয়ুরোপের অন্তঃপাতী সুইট্জর্লণ্ড দেশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল পর্ব্বতের শিখরভূমি নিরন্তর নীহারে থাকে। এজন্য ঐ দেশে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। জ্যেষ্ঠের বয়স নয় বৎসর, কনিষ্ঠের বয়স ছয় বৎসর, এরূপ দুই সহোদর, নীহারের উপর দৌড়াদৌড়ি করিয়া, খেলা করিতে করিতে, এক সন্নিহিত জঙ্গলে প্রবেশ করিল, এবং ক্রমে ক্রমে, অনেক দূর যাইয়া পথ হারাইল।

সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে তাহারা অতিশয় শঙ্কিত ও গৃহপ্রতিগমনের নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল।

জ্যেষ্ঠটির বয়স যেমন অল্প, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়াছিল। সে বিবেচনা করিল, যত চেষ্টা করি না কেন, এই জঙ্গল হইতে বাহির হইতে পারিব না, সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা, এই স্থানেই রাত্রি কাটাইতে হইবে, কিন্তু নীহারের উপর শয়ন করিলে উভয়েই মরিয়া যাইব। অতএব যেখানে নীহার নাই, এমন স্থান অন্বেষণ করি।

এই স্থির করিয়া, সেই বালক নীহারশূন্য স্থানের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময়ে চন্দ্রের উদয় হওয়াতে, তদীয় আলোকে, পর্ব্বতের পাদদেশে একটি ক্ষুদ্র গহ্বর লক্ষিত হইল। বালক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইযা দেখিল, সেখানে কিছুমাত্র নীহার নাই। তখন সে, কতকগুলি শুষ্ক পর্ণ সংগ্রহ কবিযা, তদ্দ্বাবা একপ্রকার শয্যা প্রস্তুত কবিল, পবে কনিষ্ঠ ভ্রাতাব হস্ত ধবিযা কহিল, ভাই, আব কাঁদিও না, তোমাব কোনও ভয নাই, এস, এইখানে শয়ন কর।

ইহা কহিযা, কনিষ্ঠকে শযন কবাইযা, আপনিও তাহার পার্শ্বে শযন করিল। কনিষ্ঠ বারংবার কহিতে লাগিল, দাদা, বড শীত। জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ ভাইটিকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, এবং তাহাব কোনও কষ্ট দেখিলে, সে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করিত, এক্ষণে, কি উপাযে তাহার শীতনিবারণ হয, অনন্যমনে তাহাই চিন্তা কবিতে লাগিল, অবশেষে, অন্য কোনও উপায না দেখিযা, আপন গাত্র হইতে সমুদয বস্ত্র খুলিযা, তাহার গাত্রে দিল, এবং পাছে তাহাতেও তাহার শীত নিবাবণ না হয়, এই ভাবিযা, স্বযং তাহার গাত্রের উপর শযন করিল।

এইরূপে, নিজের ও জ্যেষ্ঠের বস্ত্রে আবৃত হওযাতে ও জ্যেষ্ঠের গাত্রেব উত্তাপ পাওয়াতে কনিষ্ঠের অনেক শীত নিবারণ হইল, তখন সে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দ বোধ করিল। তদ্দর্শনে জ্যেষ্ঠের হৃদয আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইল, নিজে অনাবৃত গাত্রে থাকাতে, তাহার যে ভয়ঙ্কর কষ্ট হইতেছিল, তাহাকে কষ্ট বলিযা গণ্য করিল না। যদি তাহারা এই ভাবে অধিকক্ষণ

থাকিত, তাহা হইলে অগ্রে জ্যেষ্ঠের, ও কিয়ৎক্ষণ পরে কনিষ্ঠের, নিঃসন্দেহ প্রাণবিয়োগ হইত, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহা ঘটিতে পারিল না।

সন্ধ্যাব পব কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত, তাহাবা গৃহে প্রতিগত না হওযাতে, তাহাদেব পিতা ও মাতা অতিশয চিন্তিত হইলেন। কিযৎক্ষণ পরে, তাহাদের পিতা অন্বেষণে নির্গত হইলেন, এবং ইতস্ততঃ অনেক অনুসন্ধান কবিযা অবশেষে সেই গহ্বরে উপস্থিত হইযা দেখিলেন, তাহারা শযন কবিযা আছে। তিনি তাহাদেব বিষযে একপ্রকার হতাশ হইযাছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে দেখিতে পাইযা, আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইযা উঠিলেন। তাঁহাব নয়নে আনন্দাশ্রুধাবা বহিতে লাগিল। কিযৎক্ষণ পবে, তিনি তাহাদিগকে পর্ণশয্যা হইতে উঠাইলেন, এবং প্রথমতঃ যথোচিত তিরস্কার করিলেন, পরে, কিরূপে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের কষ্ট নিবারণের চেষ্টা করিযাছিল, ইহা অবগত হইযা, যার পব নাই আনন্দিত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠের ভ্রাতৃস্নেহের আতিশয্য দর্শনে পুলকিত হইযা, তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি স্নেহ ও অনুরাগ প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সমভিব্যাহাবে লইযা, সত্বর গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

লোভসংবরণ।

এক দরিদ্র বালক কোনও বড মানুষেব বাটীতে কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার প্রতি গৃহমার্জ্জনা প্রভৃতি অতি

সামান্য নিকৃষ্ট কর্ম্মের ভার ছিল। সে, এক দিন, গৃহস্বামিনীর বাসগৃহ পরিষ্কার করিতেছে, এবং গৃহমধ্যে সজ্জিত মনোহর দ্রব্য সকল অবলোকন করিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইতেছে। তৎকালে সে গৃহে অন্য কোনও ব্যক্তি ছিল না, এজন্য সে নির্ভয়ে এক একটি দ্রব্য হস্তে লইয়া, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, পুনরায় যথাস্থানে রাখিয়া দিতেছে।

গৃহস্বামিনীর একটি সোনার ঘড়ী ছিল, সেটি অতি মনোহর, উত্তম স্বর্ণে নির্ম্মিত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডে অলঙ্কৃত। বালক, ঘড়ীটি হস্তে লইয়া উহার অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও ঔজ্জ্বল্য দর্শনে মোহিত হইল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমার এরূপ একটি ঘড়ী থাকিত, তাহা হইলে কি আহ্লাদের বিষয় হইত। ক্রমে ক্রমে তাহার মনে প্রবল লোভ জন্মিলে, সে ঘড়ীটি অপহরণ করিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, বালক সহসা চকিত হইয়া উঠিল, এবং বলিতে লাগিল, যদি আমি, লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া এই ঘড়ী লই, তাহা হইলে চোর হইলাম। এখন কেহ গৃহমধ্যে নাই, সুতরাং আমি চুরি করিলাম বলিয়া কেহ জানিতে পারিবে না, কিন্তু যদি দৈবাৎ চোর বলিয়া ধরা পড়ি, তাহা হইলে আমার দুর্দ্দশার সীমা থাকিবে না। সর্ব্বদা দেখিতে পাই, চোরেরা রাজদণ্ডে যৎপরোনাস্তি শাস্তি ভোগ করিয়া থাকে। আর যদিই আমি চুরি করিয়া মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না। জননীর নিকট অনেক বার শুনিয়াছি, আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই

না বটে, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান রহিয়াছেন, এবং আমরা যখন যাহা করি, সমুদয় প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

এই বলিতে বলিতে, তাহার মুখ ম্লান ও সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। তখন সে ঘড়ীটি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া, কহিতে লাগিল, লোভ করা বড় দোষ, লোকে, লোভ সংবরণ করিতে না পারিলেই, চোর হয়, আমি আর কখনও কোনও বস্তুতে লোভ করিব না, এবং লোভের বশীভূত হইয়া, চোর হইব না, চোর হইয়া ধনবান্ হওয়া অপেক্ষা, ধর্ম্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল। তাহাতে চির কাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়। চুরি করিতে উদ্যত হইয়া, আমার মনে এত ক্লেশ হইল, চুরি করিলে, না জানি আমি কতই ক্লেশ পাইতাম। এই বলিয়া, সেই সুবোধ, সচ্চরিত্র দরিদ্র বালক পুনরায় গৃহ মার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল।

গৃহস্বামিনী সেই সময়ে পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উপবিষ্টা থাকিয়া, বালকের সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন। তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ এক পরিচারিকা দ্বারা আপন সম্মুখে আনাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক! তুমি কি জন্য আমার ঘড়ীটি লইলে না? বালক, শুনিবা মাত্র স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া গেল, কোনও উত্তর দিতে পারিল না, কেবল, জানু পাতিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে, কাতর নয়নে গৃহস্বামিনীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে ও নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তাঁহাকে এইরূপ কাতর দেখিয়া, গৃহস্বামিনী স্নেহবাক্যে

কহিতে লাগিলেন, বৎস। তোমার কোনও ভয় নাই, তুমি কি জন্য এত কাতর হইতেছ? আমি, এই খানে থাকিয়া, তোমার সকল কথা শুনিতে পাইয়াছি, শুনিযা তোমাব উপব কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইযাছি, বলিতে পাবি না। তুমি দবিদ্রের সন্তান বটে, কিন্তু আমি কখনও তোমাব তুল্য সুবোধ ও ধর্ম্মভীত বালক দেখি নাই, জগদীশ্বব তোমায যে লোভ সংববণ করিবাব এরূপ শক্তি দিযাছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রণাম কর ও ধন্যবাদ দাও। অতঃপর, সর্ব্বদা এরূপ সাবধান থাকিবে, যেন কখনও লোভে পতিত না হও।

এই বলিযা, তাহাকে অভয প্রদান করিযা, তিনি কহিলেন, শুন বৎস। তুমি যে এরূপে লোভসংববণ করিতে পারিযাছ, তজ্জন্য তোমাকে পুবস্কাব দেওযা উচিত। এই বলিযা, কতিপয মুদ্রা তাহাব হস্তে দিযা, কহিলেন, অতঃপর, তোমায আর গৃহ-মার্জ্জন প্রভৃতি নীচ কর্ম্ম করিতে হইবে না, তুমি, বিদ্যা শিক্ষা কবিলে, আবও সুবোধ ও সচ্চরিত্র হইবে, এজন্য কল্য অবধি আমি তোমাকে বিদ্যালযে নিযুক্ত করিয়া দিব, এবং অন্ন বস্ত্র পুস্তক প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষয়েব ব্যয় নির্ব্বাহ কবিব। অনন্তর, তিনি হস্তে ধরিযা তাহাকে উঠাইলেন, এবং তাহার নযনের অশ্রুজল মার্জ্জন করিযা দিলেন।

গৃহস্বামিনীব এইরূপ স্নেহবাক্য শ্রবণে ও সদয় ব্যবহাব দর্শনে, সেই দীন বালকের আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাহার নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। সে, পব দিন অবধি, বিদ্যালযে প্রবিষ্ট হইয়া, যার পর নাই যত্ন ও

পরিশ্রম করিয়া, শিক্ষা করিতে লাগিল। কালক্রমে সে বিলক্ষণ বিদ্যা উপার্জ্জন করিল, এবং লোকসমাজে বিদ্বান্ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

গুরুভক্তি।

রুশিয়ার রাজমহিষী দ্বিতীয় কেথেরিনের অপত্যস্নেহ অত্যন্ত প্রবল ছিল। কাহারও শিশু সন্তান দেখিলে, তিনি অনির্ব্বচনীয় প্রীতি অনুভব করিতেন। পরিচারকদিগের শিশু সন্তান সকল সর্ব্বদা তাঁহার নিকটে থাকিত। অনাথ বালক বালিকাদিগকে, স্নেহ ও যত্নপূর্ব্বক, লালন ও নিজ ব্যয়ে প্রতিপালন করিতেন। কর্ম্মচারীদিগের উপর এই আদেশ ছিল, অনাথ বালক বালিকা দেখিলে, তাঁহার নিকটে আনিয়া দিবে।

এক দিন, পুলিসের লোকেরা, পথিমধ্যে একটি অতি অল্পবয়স্ক বালককে পতিত দেখিয়া, তাহাকে রাজমহিষীর নিকটে আনিয়া দিল। তিনি, সবিশেষ স্নেহ ও যত্ন সহকারে, তাহার লালন পালন করিতে লাগিলেন।

এই বালক রাজমহিষীর সবিশেষ স্নেহপাত্র হইল। সে পঞ্চমবর্ষীয় হইলে, তিনি তাহাকে বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিলেন, এবং যাহাতে সে উত্তমরূপ বিদ্যা লাভ করিতে পারে, সে বিষয়ে অত্যন্ত যত্ন করিতে লাগিলেন। সেই বালক

বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্, সুযোগ পাইয়া, আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে, শিক্ষা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ, সে স্বভাবতঃ অতিশয় সুশীল ও সুবোধ। যে সমস্ত গুণ থাকিলে, বালক লোকের প্রিয় ও স্নেহভাজন হয়, সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত ছিল। ইহা দেখিয়া, রাজমহিষী অত্যন্ত আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন। তাহার উপর তদীয় স্নেহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলতঃ তিনি তাহাকে আপন গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করিতেন, এবং সেই বালকও তাঁহাকে আপন জননীর ন্যায় জ্ঞান করিত।

এক দিন, সে বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলে, রাজমহিষী তাহাকে, নিকটে আসিবার নিমিত্ত, আহ্বান করিলেন। তিনি, অন্য অন্য দিন, তাহাকে যেরূপ হৃষ্ট ও প্রফুল্লবদন দেখেন, সে দিন সেরূপ দেখিলেন না। তাহাকে নিতান্ত ম্লান ও বিষণ্ণ দেখিতে পাইয়া, তিনি ক্রোড়ে বসাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক রোদন করিতে লাগিল। তিনি তাহার নেত্র মার্জ্জন ও মুখ চুম্বন করিয়া, আশ্বাসবাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ, বল।

তখন সে কহিল, জননি, আমি আজ বিদ্যালয়ে যতক্ষণ ছিলাম, কেবল রোদন করিয়াছি। সেখানে গিয়া শুনিলাম, আমাদের শিক্ষক মরিয়াছেন, এবং দেখিলাম, তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানেরা রোদন করিতেছেন। সকলে বলিতেছেন, তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখী, খাওয়া পরা চলে, এমন সঙ্গতি নাই, এবং সাহায্য করে, এমন আত্মীয়ও নাই। এই সকল দেখিয়া

শুনিয়া, আমার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে। মা! তোমায় তাঁহাদের কোনও উপায় করিয়া দিতে হইবে।

সেই বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজমহিষীর অন্তঃকরণে করুণার উদয় হইল। তিনি অবিলম্বে, এক পরিচাবককে আহ্বান করিযা, এ বিষযেব অনুসন্ধান করিতে পাঠাইয়া দিলেন, এবং সেই বালকেব মুখ চুম্বন করিযা কহিলেন, বৎস! অল্প বযসে তোমার এরূপ বুদ্ধি ও বিবেচনা হইযাছে, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত প্রীত হইলাম, বলিতে পারি না। যাহাতে তোমার শিক্ষকেব পবিবাব ক্লেশ না পায, তাহা আমি অবশ্য করিব, তুমি সেজন্য দুঃখিত হইও না।

কিযৎক্ষণ পরে, প্রেবিত পবিচাবক প্রত্যাগমন করিল, এবং শিক্ষকের মৃত্যু ও তদীয পবিবাবেব অনুপায বিষযে বালক যাহা কহিযাছিল, সে সমুদয় সম্পূর্ণ সত্য বলিযা, বাজমহিষীব নিকট জানাইল। তখন তিনি, বালকের হস্তে দিযা, শিক্ষকেব পত্নীর নিকট, আপাততঃ তিন শত রূবল (১) পাঠাইলেন, এবং যাহাতে সেই নিরুপায পবিবাবেব স্বচ্ছন্দে ভবণ পোষণ চলে, এবং শিশু সন্তানদিগেব উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা হয তাহার অবিচলিত ব্যবস্থা কবিযা দিলেন।

---

(১) রুশিয়াদেশে প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রা, মূল্য ১॥৶০।

ধর্ম্মভীরুতা।

পোর্টুগালের রাজধানী লিসবন নগরে অতি নিঃস্ব এক বিধবা স্ত্রী বাস করিত। সে, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে, এক দিবস রাজবাটীতে উপস্থিত হইল, এবং রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা জানাইল। রাজপুরুষেরা, "তোর মত লোকের রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই, তুই এখান হইতে চলিয়া যা," এই বলিয়া তাড়াইয়া দিল। সে, তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া, প্রত্যহ যাতায়াত করিতে লাগিল, রাজপুরুষেরাও প্রত্যহ তাহাকে তাড়াইয়া দিতে লাগিল।

অবশেষে, এক দিবস, সে রাজাকে পদব্রজে গমন করিতে দেখিয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং সম্মুখে একটি বাক্স ধরিয়া কহিল, মহারাজ! কিছুকাল পূর্ব্বে ভূমিকম্প হওয়াতে যে সকল অট্টালিকা পতিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে আমি এই বাক্সটি পাইয়াছি, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, আমার ছয়টি সন্তান, অতি কষ্টে দিনপাত করি। এই বাক্সের মধ্যে যে সকল মহামূল্য বস্তু আছে, সে সমুদয় আত্মসাৎ করিলে, আমার দুরবস্থা বিমোচন হয়, আমার পুত্রেরা ধনবান্ বলিয়া গণ্য হইয়া, চিরকাল সুখে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে পারে। কিন্তু, মহারাজ, এ পরস্ব, পরস্ব হরণ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম। অপকর্ম্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্ম্মপথে থাকিয়া দুঃখে কালযাপন করা ভাল। আমি এই বাক্স আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। যে ব্যক্তি ইহার যথার্থ

স্বামী তাঁহার অনুসন্ধান ও অবধারণ করিয়া তাঁহাকে দিবেন, আর আমি যে পরিশ্রম করিয়া, ইহা বহিষ্কৃত করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দেওয়াইবেন।

রাজার আদেশক্রমে, সেই স্থানেই বাক্স উদ্ঘাটিত হইল। তিনি, উহার মধ্যস্থিত রত্নসমূহের সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া, চমৎকৃত হইলেন, অনন্তর, সেই স্ত্রীলোককে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, তুমি দুঃখিনী বটে, কিন্তু তোমার তুল্য নির্লোভ ও ধর্ম্মপরায়ণ লোক কখনও দেখি নাই, তুমি যে ঈদৃশ মহামূল্য রত্ন সকল হস্তে পাইয়া ধর্ম্মভয়ে লোভ সংবরণ করিয়াছ, তজ্জন্য আমি তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ দিতেছি। আজ অবধি তোমার দুরবস্থা দূর হইল, অতঃপর তোমায় এক দিনের জন্যও, কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি তোমার ও তোমার সন্তানদিগের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলাম।

এই বলিয়া রাজা কোষাধ্যক্ষকে ডাকাইলেন, এবং অবিলম্বে সেই দুঃখিনী বিধবাকে বিংশতি সহস্র শিযাস্তর (১) দিতে আদেশ করিলেন। অনন্তর, সেই রত্নসমূহের যথার্থ অধিকারীর সবিশেষ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত, আজ্ঞা প্রদান করিয়া কহিলেন, যদি বিশিষ্টরূপ অনুসন্ধান করিয়াও প্রকৃত অধিকারীর উদ্দেশ না হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত রত্ন বিক্রীত হইবে, এবং বিক্রয়লব্ধ সমস্ত ধন এই বিধবা ও তাহার পুত্রেরা পাইবে।

---

(১) ইটালি প্রভৃতি দেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, মূল্য ১৮০

অপত্যস্নেহ।

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে হোয়াইট্‌চেপল নামে এক স্থান আছে। তথায় পরস্পর-সংলগ্ন শ্রেণীবদ্ধ কতকগুলি গৃহ ছিল। যাহাদের নিজের বসতিবাটী নাই, এরূপ লোকেরা ভাড়া দিয়া ঐ সকল গৃহে অবস্থিতি করিত। একদা দৈব ঘটনায় তথায় অতি ভয়ানক অগ্নিদাহ উপস্থিত হইল। যেখানে অগ্নি লাগে, তথায় প্রবল বেগে বায়ু বহিতে থাকে, সুতরাং অগ্নি উত্তরোত্তর অধিকতর প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এখানেও অগ্নি, প্রবল বায়ুর সহায়তায়, অল্পক্ষণের মধ্যে, বিলক্ষণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, অনেকেই গৃহ হইতে বহির্গত হইতে পারিল না। সমবেত প্রতিবেশীরা, অনেক কষ্টে কতকগুলি লোককে বহিষ্কৃত করিল, অবশিষ্ট সমুদয় লোক তন্মধ্যে রহিয়া গেল।

একটী দরিদ্রা স্ত্রীর কতকগুলি শিশুসন্তান ছিল। সে, প্রতিবেশীদিগের সহায়তায়, আপন সন্তানগুলি লইয়া, বহির্গত হইয়াছিল। জগদীশ্বরের কৃপায়, এ যাত্রা পরিত্রাণ পাইলাম, এই ভাবিয়া, সে, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সাহায্যকারী প্রতিবেশীদিগের যথেষ্ট স্তুতি করিল, পরে একে একে সন্তানগুলির নাম গ্রহণপূর্ব্বক, আহ্বান করিতে গিয়া, জানিতে পারিল, সর্ব্বকনিষ্ঠ শিশু সন্তানটি আনীত হয় নাই, সে গৃহমধ্যে রহিয়া গিয়াছে। তাহাকে না দেখিতে পাইয়া, সেই দরিদ্রা

উন্মত্তাব ন্যায হইল এবং সন্তানেব স্নেহ ও মাযাব বশীভূত হইযা, স্বীয প্রাণবিনাশের শঙ্কা না কবিযা, অকুতোভযে, দ্রুত বেগে, অগ্নিরাশির মধ্যে প্রবেশ করিল।

কিযৎক্ষণ পরে, সে, এক শিশু সন্তান ক্রোডে কবিযা পূর্ব্বস্থানে আগমন কবিল। সন্তানেব প্রাণ বক্ষা করিযাছি, এই ভাবিযা আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায হইল, এবং কিরূপে জ্বলন্ত অধিবোহণী দ্বাবা আবোহণ করিল কিরূপে গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক দোলা হইতে সন্তান লইযা পুনবায গৃহ হইতে নির্গত হইল, এই সমস্ত সন্নিহিত ব্যক্তিবর্গেব নিকট বর্ণন কবিতে লাগিল। কিযৎক্ষণ পবে, আহ্লাদভবে, শিশু সন্তানেব মুখ চুম্বন কবিতে গিযা, দেখিতে পাইল, সে তাহাব সন্তান নহে। তাহাব পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে অপর এক স্ত্রীলোক থাকিত, সে, আপন সন্তান পবিত্যাগ কবিযা, পলাইযা আসিযাছিল, এ তাহার সন্তান।

যৎকালে সে, শিশু সন্তানকে আনিবাব নিমিত্ত গমন করে, তখন ধূম ও অগ্নিশিখায সমস্ত স্থান এরূপ আচ্ছন্ন হইযাছিল যে, কিছুমাত্র দেখিতে পাওযা যায নাই, সুতবাং স্বীয গৃহ ভ্রমে অপব গৃহে প্রবেশ কবিযাছিল, এক্ষণে আপন ভ্রম বুঝিতে পাবিযা, শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইযা বিলাপ কবিতে লাগিল। অপত্যস্নেহের এমনই মহিমা, সেই স্ত্রীলোক, কোনও মতে স্থিব হইতে না পাবিযা, শোকসংবরণ করিযা, পুনরায সেই শিশু সন্তানের আনয়ন নিমিত্ত, জ্বলন্ত গৃহেব অভিমুখে ধাবমান হইল। সে, গৃহের সম্মুখবর্ত্তিনী হইবামাত্র,

উহা দগ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন সে, একবারে হতাশ হইয়া, হায় কি হইল বলিয়া বিচেতন ও ভূতলে পতিত হইল, এবং অল্প সময় মধ্যেই প্রাণত্যাগ করিল।

অদ্ভুত পিতৃভক্তি।

আমেরিকার অন্তঃপাতী নিউ ইয়র্ক প্রদেশে, এক অতি নিঃস্ব পরিবার ছিল। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই বহুদিন অবধি, অকর্ম্মণ্য ও পরিশ্রমে অসমর্থ হইয়াছিল, এজন্য তাহাদের স্বয়ং কিছু উপার্জ্জন করিবার ক্ষমতা ছিল না। তাহাদের এক মাত্র কন্যা, সেই, পরিশ্রম করিয়া, কথঞ্চিৎ তাহাদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিত। দুর্ভাগ্যক্রমে, ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে শীতকালে, ঐ প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে, তাহাদের দিনান্তেও আহার পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিল। ফলতঃ, এই সময়ে শীতে ও অনাহারে, তাহারা যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে লাগিল।

পিতা মাতার দুরবস্থা দেখিয়া, এবং প্রাণপণে চেষ্টা ও পরি-পরিশ্রম করিয়াও তাঁহাদের আহারাদি সংগ্রহে অসমর্থ হইয়া, কন্যা অতিশয় দুঃখিত ও শোকাভিভূত হইল, এবং কি উপায়ে তাঁহাদের কষ্ট নিবারণ হয়, অহোরাত্র এইমাত্র চিন্তা করিতে লাগিল।

এক দিন কথাপ্রসঙ্গে কোন ব্যক্তি কহিল, অমুক ডাক্তার ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যদি কেহ আপন সম্মুখের দন্ত বিক্রয়

করে, তাহা হইলে তিনি, তিন গিনি (৩) করিয়া, প্রত্যেক দন্তের মূল্য দিবেন, কিন্তু ডাক্তার স্বয়ং, সেই ব্যক্তির মুখ হইতে, দন্ত তুলিযা লইবেন।

এই ঘোষণাব কথা শুনিযা, কন্যা মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, আমি নানা চেষ্টা দেখিতেছি, এবং অনেক-প্রকার কষ্টও ভোগ করিতেছি, তথাপি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে, পিতা মাতার আহার সংগ্রহ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে, এই উপায অবলম্বন করিলে, কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহাদের দুঃখ দূর হইবে। অতএব আমি, অবিলম্বে ডাক্তারের নিকট গিয়া, সম্মুখের কযটি দন্ত দিযা, গিনি আনযন করি।

মনে মনে এই আলোচনা করিযা, কন্যা ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল, মহাশয! আপনি যে ঘোষণা করিযা দিযাছেন, তদনুসারে আমি আপনার নিকট দন্ত বিক্রয় করিতে আসিযাছি, যে কযটির প্রযোজন হয, তুলিযা লইয়া, আমাকে অঙ্গীকৃত মূল্য প্রদান করুন।

ডাক্তার স্থির করিযা রাখিযাছিলেন, কেহই তাঁহার ঘোষণা অনুসারে, দন্ত বিক্রয় করিতে আসিবে না। এক্ষণে, এই কন্যাকে দন্তবিক্রযে উদ্যত দেখিযা, চমৎকৃত হইযা, জিজ্ঞাসা করিলেন, অযি বালিকে! তুমি কি কারণে ঈদৃশ ক্লেশকর বিষয়ে সম্মত হইতেছ? কাঁচা দন্ত তুলিযা লইলে, কত কষ্ট হয, তাহা তোমার বোধ নাই, বিশেষতঃ চির দিনের জন্য

(১) ইংলণ্ডদেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য তৎকালে [illegible], এক্ষণে ২৪৲।

অত্যন্ত কদাকার হইয়া যাইবে। তুমি বালিকা, এরূপে দন্ত বিক্রয় করিয়া, টাকা লইবার প্রয়োজন কি, বুঝিতে পারিতেছি না।

কি অবস্থায়, ও কি কারণে, দন্ত বিক্রয় করিয়া, টাকা লইতে আসিয়াছ, কন্যা সজলনয়নে সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। ডাক্তার অতিশয় দয়ালু ও সদ্বিবেচক ছিলেন। তিনি, তদীয় পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তির ঐকান্তিকতা দর্শনে, মুগ্ধ ও কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অনন্তর, তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, সস্নেহ বচনে কহিলেন, বৎসে। তোমার মত গুণবতী বালিকা ভূমণ্ডলে আছে, আমার এরূপ বোধ হয় না, আমি তোমার দন্ত চাই না, যদি আমি তোমার মত গুণবতী বালিকাকে কষ্ট দি ও কদাকার করি, তাহা হইলে, আমার মত নরাধম আর কেহ নাই। তোমার অসাধারণ গুণের যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কারস্বরূপ, আমি তোমায় দশটি গিনি দিতেছি, লইয়া গৃহে যাও, এবং নিশ্চিন্ত হইয়া, পিতা মাতার শুশ্রূষা কর।

এই বলিয়া, দয়ালু ডাক্তার, সেই কন্যার হস্তে দশটি গিনি সমর্পণ করিলেন। কন্যা আহ্লাদে পুলকিত হইল। তাহার নয়নদ্বয় হইতে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অনন্তর, সে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া, তদীয় অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, গৃহে প্রতিগমন করিল।

ধর্ম্মপরায়ণতা।

ফরাসি দেশে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার বাটীর সন্নিকটে এক বৃদ্ধা বিধবা বাস করিত। সে অতিশয় দরিদ্রা, তাহার কতকগুলি অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান ছিল। বৃদ্ধা অতি কষ্টে তাহাদের লালন পালন করিত। সচ্চরিত্রা ও ধর্ম্মপরায়ণা বলিয়া, সে আপন প্রতিবেশী এক সম্পন্ন ব্যক্তির বিলক্ষণ স্নেহপাত্র ও সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন ছিল।

১৭৯২ খৃষ্টাব্দে, এক দিবস, তিনি সেই বৃদ্ধাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ, আমি, কোনও কার্য্যের অনুরোধে, কিছু দিনের জন্য, স্থানান্তরে যাইতেছি, ত্বরায় আমার প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, তোমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া যাইতেছি, যদি প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমার মৃত্যু হয়, এবং আমার পুত্র কন্যা না থাকে, তাহা হইলে, তুমি আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, আর, যদি তৎপূর্ব্বে অর্থের অভাব জন্য তোমার দুরবস্থা ঘটে, তাহা হইলে, এই সম্পত্তির কিয়ৎ অংশ লইয়া, ব্যয় করিতে পারিবে। এই বলিয়া, আপন সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধার হস্তে সমর্পণ করিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

বৃদ্ধা প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিত, তদ্দ্বারা কোনও রূপে নিজের ও সন্তানগুলির ভরণপোষণের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। সেই সম্পন্ন ব্যক্তির প্রস্থানের কিছু দিন

পরেই, সে অতিশয় পীড়িত হইল, সুতরাং প্রতিদিন পরিশ্রম করিয়া যে কিছু উপার্জ্জন করিত, তাহা রহিত হইল, এজন্য তাহার ও সন্তানগুলির কষ্টের পরিসীমা রহিল না। সম্পন্ন ব্যক্তির যেরূপ অনুমতি ছিল, তদনুসারে সে, এমন অবস্থায়, তাঁহার সম্পত্তির কিয়ৎ অংশ লইয়া, কষ্ট দূর করিতে পারিত। কিন্তু, যেমন অবস্থা ঘটিলে, তাঁহার অনুমতিক্রমে, তদীয় সম্পত্তির কিয়ৎ অংশ লইতে পারি, অদ্যাপি আমার সে অবস্থা ঘটে নাই, এই ভাবিয়া, সে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিল না।

কিয়ৎ কাল পরে সেই স্ত্রীলোক ঐ সম্পন্ন ব্যক্তির অবধারিত মৃত্যুসংবাদ পাইল। কিন্তু, তিনি নিঃসন্তান মরিয়াছেন, অথবা তাঁহার সন্তান আছে তাহার কিছুমাত্র জানিতে পারিল না এজন্য তখনও সে তাঁহার সম্পত্তিতে হস্তার্পণ করিল না। ক্রমে চারি বৎসর অতীত হইল, তথাপি সে ঐ সম্পত্তি স্পর্শ করিল না। সে মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিল, যদিও তাঁহার সন্তান না থাকে, অন্য কোনও উত্তরাধিকারী থাকা অসম্ভব নহে, যদি উত্তরাধিকারীও না থাকে, তাঁহার কেহ উত্তমর্ণও থাকিতে পারে। আমি তাঁহার সম্পত্তি গ্রহণ করিব, আর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা বা উত্তমর্ণেরা বঞ্চিত হইবেন, ইহা কোনও ক্রমে ন্যায়ানুগত নহে।

ক্রমে ক্রমে রোগ ও কষ্ট ভোগ করিয়া বৃদ্ধার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, তথাপি সে সেই সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কিংবা সেই সম্পত্তির কিয়ৎ অংশ লওয়া উচিত বিবেচনা করিল না, কিন্তু, পাছে ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ অধিকারীর হস্তে

অর্পণ না করিয়া মরিয়া যাই, এ দুর্ভাবনায় অস্থির ও অসুখী হইতে লাগিল এবং এ বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিল।

অবশেষে বৃদ্ধা শুনিতে পাইল, ঐ সম্পত্তির অধিকারী প্রুশিয়াদেশে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং পত্নী ও কতিপয় শিশু সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন। তখন বৃদ্ধার আহ্লাদের সীমা রহিল না। সে অবিলম্বে তাঁহার পত্নীর নিকট এই সংবাদ পাঠাইল যে, আপনার স্বামী আমার নিকট প্রচুর অর্থ রাখিয়া গিয়াছেন, আপনি সত্বর আসিয়া লইয়া যাইবেন। তদনুসারে, তিনি বৃদ্ধার ভবনে উপস্থিত হইলে, সে সমস্ত সম্পত্তি তদীয় হস্তে অর্পণ করিয়া কহিল, আজ আমি নিশ্চিন্ত হইলাম, আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইল। বোধ হয়, আমি অধিক দিন বাঁচিব না, আর কিছু দিন, আমি আপনাদের সংবাদ না পাইলে, আপনারা এই সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইতেন।

এই বলিয়া, বৃদ্ধা, যেরূপে ঐ সম্পত্তি তাহার হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল, সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিল। ধনস্বামীর পত্নী, অসম্ভাবিত রূপে প্রভূত সম্পত্তি লাভ করিয়া, যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, সেই বৃদ্ধা দরিদ্রার বাক্য শ্রবণে ও ব্যবহার দর্শনে, তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক আহ্লাদিত হইলেন। ফলতঃ, তিনি, তাহার ঈদৃশ অসাধারণ ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মপরায়ণতা দর্শনে, অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তি সহকারে ভূরি ভূরি ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই স্ত্রীলোক যেরূপ সাধু, ইহার তদনুরূপ

পুরস্কার করা উচিত, না করিলে, আমি নিঃসন্দেহ অধর্ম্মগ্রস্ত হইব।

এই স্থির করিয়া তিনি সেই বৃদ্ধাকে কহিলেন, অয়ি ধর্ম্মশীলে। তুমি আমাদের যে মহোপকার করিলে, কিয়ৎ অংশে আমায় তাহার পরিশোধ করিতে দাও। বলিয়া, তিনি তাহাকে বহু সহস্র মুদ্রা দিতে উদ্যত হইলেন। তখন বৃদ্ধা কহিলেন, অর্থের লোভ থাকিলে, আমি আপনার সর্ব্বস্বই লইতে পারিতাম, আপনার স্বামী আমায় যথেষ্ট স্নেহ ও অনুগ্রহ করিতেন, আমি যে তাঁহার ন্যস্ত সম্পত্তি যথার্থ উত্তরাধিকারীর হস্তে অর্পণ করিতে পারিলাম, তাহাতেই আমি চরিতার্থ হইয়াছি, আমার অপর পুরস্কারের প্রয়োজন নাই, আপনি যদি আমার উপর তাঁহার ন্যায় স্নেহদৃষ্টি রাখেন, তাহাই আমি প্রভূত পুরস্কার জ্ঞান করিব।

পিতৃবৎসলতা।

ইয়ুরোপে যে সকল ভদ্রসন্তানেরা সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তাহারা, প্রথমতঃ কিছু দিন, যুদ্ধকার্য্যের উপযোগী বিষয়ে শিক্ষা পাইয়া থাকে। এই শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। যাহারা ঐ সকল বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহাদিগকে, ভোজন পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ে, তত্রত্য নিয়মাবলীর অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়,

যাহারা অন্যথাচরণ করে, তাহারা বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়া থাকে।

ইংলণ্ডের এইরূপ কোনও বিদ্যালয়ে, একটি বালক নিযুক্ত হইল। সে সুবোধ, সাবধান, সচ্চরিত্র ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সম্যক্ অবহিত লক্ষিত হওযাতে, তথাকার অধ্যক্ষ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। বিদ্যালয়ের নিযম অনুসারে, যখন সকল বালক আহাব কবিতে যাইত, সে বালকও তাহাদেব সঙ্গে আহাব কবিতে বসিত। অন্য অন্য বালকেরা আহারেব সময়, গল্প ও আমোদ কবিত, কিন্তু সে সেরূপ কবিত না। সে, প্রথমে সূপ ভক্ষণ করিযা, রুটী ও জল খাইযা উদবপূর্ত্তি কবিত, মাংস প্রভৃতি যে সমস্ত উপাদেয বস্তু প্রস্তুত হইত, তাহা স্পর্শও করিত না। ইহা দেখিযা তাহাব সহচবেবা কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে, সে কোনও উত্তব দিত না, বিষণ্ণ বদনে মৌন অবলম্বন করিয়া থাকিত।

ক্রমে ক্রমে এই বিষয অধ্যক্ষের গোচব হইলে, তিনি তাহাকে কহিলেন, অহে যুবক! তুমি এরূপ আচবণ কবিতেছ কেন? তোমায আহাব বিষযে, এখানকাব নিযম অনুসাবে চলিতে হইবে, সকলে যেরূপ আহাব কবে, তোমাবও সেইরূপ আহাব কবা আবশ্যক। এ সাংগ্রামিক বিদ্যালয, যে বিষযে যে নিযম বদ্ধ আছে, কোনও অংশে, তাহার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না, অতএব সাবধান কবিযা দিতেছি, অতঃপর, তুমি রীতিমত আহাব করিবে, কদাচ অন্যথাচবণ কবিবে না।

অধ্যক্ষ এইরূপে সাবধান করিয়া দিলেও, সেই যুবক পূর্ব্ববৎ

সূপ, রুটী ও জল মাত্র আহার করিতে লাগিল। অধ্যক্ষ শুনিয়া অত্যন্ত কুপিত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপন নিকটে আনাইয়া, ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, তুমি অন্যান্য সকল বিষয়ে সুবোধ বটে, কিন্তু এ বিষয়ে তোমায় অত্যন্ত অবাধ্য দেখিতেছি, সে দিন সাবধান করিয়া দিয়াছি, তথাপি তুমি বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছ। যদি স্বেচ্ছা অনুসারে চলা তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে, তোমায় বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে।

এই ভয় প্রদর্শন করাতে, বালক অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিষণ্ণ হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে কহিল, মহাশয়। আমায় ক্ষমা করুন, আমি ইচ্ছা পূর্ব্বক বিদ্যালয়ের নিয়ম লঙ্ঘন, বা আপনার উপদেশে অবহেলা করি নাই। যে কারণে উপাদেয় বস্তু ভক্ষণে বিরত থাকি, তাহা আপনার গোচর করিতেছি। আমার পিতা যার পর নাই নিঃস্ব, অতি কষ্টে আমাদের দিনপাত হয়। যখন বাটীতে ছিলাম, জঘন্য পোড়া রুটী মাত্র খাইতে পাইতাম, তাহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নহে, এক দিনও আহার করিয়া পেট ভরিত না। এখানে আমি প্রতিদিন উত্তম সূপ ও উত্তম রুটী পেট ভরিয়া খাইতেছি, এখানে আসিবার পূর্ব্বে, আমি কখনও এরূপ উত্তম ও প্রচুর আহার পাই নাই। আমার পিতা মাতা, প্রায় প্রতিদিন, এক প্রকার উপবাসী থাকেন। আহার করিতে বসিলেই, তাঁহাদিগকে মনে পড়ে, তাঁহাদের আহারের কষ্ট মনে করিয়া, উপাদেয় বস্তু ভক্ষণে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

সেই সুশীল, সুবোধ বালকের এই সকল কথা শুনিযা অধ্যক্ষ সাতিশয চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে অত্যন্ত প্রশংসা কবিতে লাগিলেন। কিযৎক্ষণ পবে, তিনি কহিলেন কেন, তোমাব পিতা বহুকাল রাজকর্ম্ম করিযাছিলেন, তিনি কি পেন্‌শন পান নাই? বালক কহিল, না মহাশয। তিনি পেন্‌শন পান নাই, পেন্‌শনেব প্রার্থনায, এক বৎসব কাল বাজধানীতে ছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পাবেন নাই, অবশেষে অর্থাভাবে আব এখানে থাকিতে না পারিযা, হতাশ হইযা গৃহে প্রতিগমন কবিযাছেন, তিনি পেন্‌শন পাইলে, আমাদেব এত কষ্ট হইত না।

ইহা শুনিযা অধ্যক্ষ কহিলেন, আমি অঙ্গীকার কবিতেছি, যাহাতে তোমাব পিতা পেন্‌শন পান, তাহার উপায কবিব; আর, যখন তোমার পিতাব এরূপ দুববস্থা শুনিতেছি, তখন তিনি, আনুষঙ্গিক ব্যয নির্ব্বাহ জন্য, তোমায আবশ্যক মত অর্থ দিযাছেন, আমাব এরূপ বোধ হইতেছে না, সুতবাং, সে জন্য তোমাব বিলক্ষণ কষ্ট হয, সন্দেহ নাই, আপাততঃ, তুমি তিনটি গিনি লও, ইহা দ্বারা আবশ্যক ব্যয নির্ব্বাহ করিও, আর, যত সত্বর পারি, তোমার পিতার নিকট আগামী ছয মাসেব পেন্‌শন পাঠাইয়া দিতেছি।

বালক শুনিযা, আহ্লাদসাগবে মগ্ন হইল, এবং অধ্যক্ষেব দত্ত তিনটি গিনি, অনিমিষ নযনে, নিবীক্ষণ করিতে লাগিল, কিযৎক্ষণ পবে কহিল, আপনি আমার পিতার নিকট সত্বর টাকা পাঠাইবেন, বলিলেন, কি রূপে ঐ টাকা পাঠাইবেন? অধ্যক্ষ

কহিলেন, তোমায় সে ভাবনা করিতে হইবে না, আমরা অনায়াসে তাঁহার নিকট টাকা পাঠাইতে পারিব। বালক কহিল, না মহাশয়। আমি সে ভাবনা করিতেছি না, আমি আপনার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আপনি আমার পিতার নিকট টাকা পাঠাইবেন, ঐ সঙ্গে এই তিনটি গিনিও পাঠাইয়া দিবেন, আমি যত দিন এখানে থাকিব, আমার এক পয়সারও প্রয়োজন হইবে না, কিন্তু এই তিনটি গিনি পাইলে, তাঁহার যথেষ্ট উপকার বোধ হইবে।

অধ্যক্ষ, তাহার সদ্বিবেচনা ও পিতৃবৎসলতার আতিশয্য দর্শনে, অত্যন্ত প্রীত হইলেন, এবং সেই বালকের প্রতি নির-তিশয় সন্তোষ প্রদর্শন করিলেন। অনন্তর তিনি, রাজার গোচর করিয়া, তাহার পিতার পেন্‌শানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন, এবং আগামী ছয় মাসের পেন্‌শন ও সেই তিনটি গিনি তাহার পিতার নিকট প্রেরণ করিলেন।

তদবধি, সেই নিঃস্ব পরিবারের, দুঃখের অবস্থা অতিক্রান্ত হইয়া, পুনরায় সুখের ও স্বচ্ছন্দের অবস্থা উপস্থিত হইল।

নিঃস্বার্থ পরোপকার।

পারিস নগরে, হেনল্ট নামে এক বিধবা নারী থাকিতেন। তিনি, নস্য বিক্রয় ব্যবসায় দ্বারা, বহু কাল পর্য্যন্ত, স্বচ্ছন্দে ও সম্মান পূর্ব্বক কাটাইলেন, কিন্তু বায়াত্তর বৎসর বয়সে,

অতিশয় নিঃস্ব ও নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। যে গৃহে তাঁহার বিপণি ছিল, তাহার ভাটক দানে অসমর্থ হওয়াতে, তাঁহাকে ঐ গৃহ পরিত্যাগ করিতে হইল। এক্ষণে তাঁহার আর দাঁড়াইবার স্থান রহিল না। তাঁহার দুই পুত্র বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, এই দুঃসময়ে তাঁহারা তাঁহার কিছুমাত্র আনুকূল্য করিলেন না।

মারগরেট ডিমলিন নামে তাঁহার এক পরিচারিকা ছিল। সে তেইশ বৎসর তাঁহার নিকটে কর্ম্ম করে। এক্ষণে স্বামিনীর দুরবস্থা দেখিয়া, তাহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল। সে দয়া করিয়া আনুকূল্য না করিলে, নিঃসন্দেহ অনাহারে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটিত।

ডিমলিন, প্রথমতঃ, এক প্রতিবেশীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং অনেক বিনয় ও কাতরোক্তি করিয়া, এই প্রার্থনা করিল, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আপন বিপণির এক পার্শ্বে, আমার স্বামিনীকে স্থান দিন। তিনি সম্মত হইলে, হেনল্টকে সেই স্থানেই বাস করাইল। তথায়, তিনি পূর্ব্ববৎ নস্য বিক্রয় করিতে লাগিলেন। তদ্দ্বারা যাহা লাভ হইতে লাগিল, তাহাতে তাঁহার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন দেখিয়া, ডিমলিন তাঁহার আনুকূল্যের নিমিত্ত, সূচীকর্ম্ম প্রভৃতি দ্বারা, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিতে লাগিল।

প্রতিবেশীরা ডিমলিনকে ধর্ম্মিষ্ঠা, দয়াশীলা ও সচ্চরিত্রা বলিয়া জানিত। সুতরাং অনেকেই তাহাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র হইত। কিন্তু, এমন দুঃসময়ে, আমি ইঁহাকে

পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না, আমি গেলে, ইহার কষ্টের সীমা থাকিবে না, ইনি যত দিন জীবিত থাকিবেন, আমি অন্যত্র কুত্রাপি যাইতে পারিব না। এই বলিয়া, সে কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইত না।

এইরূপে, নিরুপায় হেনল্ট যতদিন জীবিত রহিলেন, ডিমলিন, সাধ্যানুসারে তাঁহার পরিচর্য্যা ও প্রাণরক্ষা করিল। কিন্তু, সে তাঁহার কত দূর পর্য্যন্ত উপকার করিতেছে, তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেন না। ডিমলিনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন দূরে থাকুক, তিনি, অকারণে কুপিত হইয়া, সর্ব্বদা তাহাকে প্রহার করিতেন, ডিমলিন তাহাতেও কষ্ট বা অসন্তুষ্ট হইত না। বিশেষতঃ, সে তাঁহার নিকটে যে তেইশ বৎসর কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার পনর বৎসরের বেতন পায় নাই। ইহাকেই নিঃস্বার্থ পরোপকার বলে। ফলতঃ ডিমলিনের আচরণ দয়া, ভদ্রতা ও প্রভুভক্তির অদ্ভুত দৃষ্টান্ত।

পারিস নগরে ফ্রেঞ্চ একাডেমি নামে এক প্রসিদ্ধ সমাজ আছে। সৎকর্ম্মে লোকের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত, সমাজের অধ্যক্ষেরা প্রতিবৎসর এক এক পারিতোষিক প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবেচনায় যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় সৎকর্ম্ম করে, সে ঐ পুরস্কার পায়। ডিমলিনের আচরণ শ্রবণে, তাঁহারা এত প্রীত হইলেন যে, সে ঐ বৎসরের পুরস্কারের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যোগ্য, ইহা স্থির করিয়া, তাহাকেই ঐ পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

আতিথেয়তা।

মঙ্গো পার্ক নামে এক ব্যক্তি, দেশপর্য্যটন দ্বারা, লোকসমাজে বিলক্ষণ বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি, পর্য্যটন করিতে করিতে, আফ্রিকার অন্তঃপাতী বাম্বারা রাজ্যের রাজধানী সিগো নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং তত্রত্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত, অভিলাষ করিলেন। মধ্যে এক নদী ব্যবধান আছে, তাহা উত্তীর্ণ হইয়া রাজবাটী যাইতে হইবে। সে দিবস, পারঘাটায় এত জনতা হইয়াছিল যে, অন্যূন দুই ঘণ্টা কাল, তাঁহাকে সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল।

এই অবকাশে, রাজপুরুষেরা রাজার নিকট সংবাদ দিল, এক হীনবেশ শ্বেতকায় মনুষ্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। শ্রবণমাত্র, নৃপতি আপন এক অমাত্যকে তাঁহার নিকটে পাঠাইলেন। সে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিল, আমি রাজকীয় আদেশক্রমে আপনাকে জানাইতেছি, তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে, নদী পার হইবেন না। পরে, সে কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিল, এবং কহিল, অদ্য আপনি ঐ গ্রামে গিয়া রাত্রি যাপন করুন।

পার্ক শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু আর কোনও উপায় নাই দেখিয়া, সেই গ্রামে চলিলেন। পথিমধ্যে রজনী ও ঝড় বৃষ্টি উপস্থিত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে, গ্রামে প্রবিষ্ট হইয়া, তিনি স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, বিদেশীয় লোক

বলিয়া কেহই সাহস করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল না। সুতরাং, তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়িলেন। বিশেষতঃ, সেখানে বন্য জন্তুর অত্যন্ত উপদ্রব, অনাবৃত স্থানে থাকিলে, প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব, কি উপায়ে নিরাপদে রাত্রি যাপন করিতে পারি, তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে, তিনি, অন্য কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া, এক বৃক্ষের স্কন্ধদেশে অশ্ব বন্ধন করিলেন। পরে, বৃক্ষের উপরিভাগে বসিয়া রজনী যাপন করিব তাহা হইলে, বন্য জন্তুতে আক্রমণ করিতে পারিবে না, এই স্থির করিয়া, ঐ বৃক্ষে আরোহণ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধা কাফরি সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া, স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, ইনি বিদেশীয় লোক, আশ্রয় না পাইয়া, ব্যাকুল ও চিন্তান্বিত হইয়াছেন। তখন, সে তাঁহাকে তাহার অনুগামী হইতে সঙ্কেত করিল। তদনুসারে, তিনি তাহার সমভিব্যাহারে চলিলেন।

বৃদ্ধা, আপন আবাসে উপস্থিত হইয়া, কুটীরের এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিল। তাহার কন্যারা গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা ছিল, সে তাহাদিগকে অগ্রে অতিথিসেবার আযোজন করিতে কহিল। তাহারা, অবিলম্বে এক বৃহৎ মৎস্য সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার নিমিত্ত আহার প্রস্তুত করিল, এবং পর্য্যাপ্ত আহার করাইয়া, মাচুর পাতিয়া, তাঁহাকে শয়ন করাইল। এইরূপে অতিথিপরিচর্য্যা সমাপ্ত হইলে, তাহারা পুনরায় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইল, এবং অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে লাগিল।

কাফরিকন্যারা, বোধ হয়, শ্রমলাঘবের নিমিত্ত, কর্ম্ম করিবার সময় গান করিতে লাগিল। পার্ক কাফরিভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতেন। গান শুনিযা, কাফরিজাতির উপব তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি জন্মিল। দেখিলেন, তিনিই তাহাদেব গানের বিষয। গানের মর্ম্ম এই, "ঝড বহিতেছিল, বৃষ্টি পডিতেছিল, দীন হীন শ্বেতকায মনুষ্য ক্লান্ত হইযা আমাদেব বৃক্ষেব তলে বসিযা ভাবিতেছিলেন, তাঁহার জননী নাই যে দুগ্ধ দেন, স্ত্রী নাই যে আহাব প্রস্তুত কবিযা দেন, এস, আমবা শ্বেতকায মনুষ্যকে আশ্রয দি, তাঁহার কেহ নাই, তিনি নিবাশ্রয।"

কাফবিস্ত্রীদিগেব দযা ও সৌজন্য দর্শনে, পার্ক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন। সে বাত্রি তাহারা আশ্রয না দিলে, তাঁহার দুর্গতির সীমা থাকিত না, হয ত, প্রাণনাশ পর্য্যন্ত ঘটিত। রাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি গাত্রোত্থান কবিলেন, গৃহস্বামিনীর নিকটে গিযা, আন্তবিক ভক্তিসহকাবে, তাহাকে শত শত ধন্যবাদ দিলেন, এবং তাহাব ও তাহাব কন্যাদিগেব নিকটে বিদায লইযা, বাজধানী অভিমুখে প্রস্থান কবিলেন।

দয়াশীলতা।

পারিস নগবে মিজিযন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সামান্যরূপ ব্যবসায় দ্বাবা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিছু দিন পরে, বিস্তর ক্ষতি হওয়াতে, তাঁহার ব্যবসায় বন্ধ হইযা

গেল। তিনি অত্যন্ত কষ্টে পড়িলেন। লা ব্লোন্দ নামে তাঁহার এক তরুণী পরিচারিকা ছিল, তাঁহার দুঃসময় ঘটাতে, কেবল সেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল না, আর সকলে চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে, মিজিয়নের মৃত্যু হইল। তাঁহার স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান রহিল। কিন্তু তাহাদের ভরণপোষণের কোনও উপায় ছিল না। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, লা ব্লোন্দের অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল। সে, দাসীবৃত্তি করিয়া, ক্রমে ক্রমে পনর শত ফ্রাঙ্ক (৪) সঞ্চয় করিয়াছিল, সমুদয় তাহাদের ভরণপোষণে সমর্পণ করিল। ইহা ভিন্ন, তাহার কিছু পৈতৃক ভূসম্পত্তি ছিল, তাহা হইতে সে দুই শত ফ্রাঙ্ক (৪) উপস্বত্ব পাইত, তাহাও তাহাদের ব্যয়ে নিয়োজিত হইল। এইরূপে, সে ঐ অনাথ পরিবারের প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই দয়াশীলা পরিচারিকাকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত অনেকে অভিলাষ করিতেন। কিন্তু সে, এইমাত্র উত্তর দিত, আমি যদি ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাই, কে ইহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

কিছু দিন পরে, মিজিয়নের পত্নীর উৎকট রোগ জন্মিল। ইতঃপূর্ব্বে লা ব্লোন্দ এই নিরুপায় পরিবারের ভরণপোষণে সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিল, তাহার হস্তে আর কিছুই ছিল না। তাহাদের নিমিত্ত, অবশেষে সে, বসন, ভূষণ প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিল।

(৪) ফরাসিদেশে প্রচলিত রৌপ্যমুদ্রা, মূল্য ।৵৫।

যে সকল স্ত্রীলোক, হাঁস্পাতালে গিয়া, রোগীদের পরিচর্য্যা করে, তাহারা কিছু কিছু পাইয়া থাকে। লা ব্লোন্দ, দিবাভাগে, মিজিয়নের পত্নীর শুশ্রূষা করিত, এবং তাহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্ত, রজনীতে হাঁস্পাতালে গিয়া, রোগীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইত।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের, এপ্রিল মাসের শেষভাগে, মিজিয়নের পত্নীর মৃত্যু হইল। পারিস নগরে, অনাথ বালক বালিকাদিগের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত, দীনাশ্রয় নামে স্থান আছে। কেহ কেহ লা ব্লোন্দকে এই পরামর্শ দিল, অতঃপর তুমি এই দুটি শিশুকে দীনাশ্রয়ে পাঠাইয়া দাও। সে এই প্রস্তাবে অত্যন্ত রোষ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া কহিল, আমি ইহাদিগকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিব না, ইহাদিগকে আমার বাসস্থানে লইয়া যাইব, আমার যে দুই শত ফ্রাঙ্ক আয় আছে, সেখানে থাকিলে, তদ্দারা আমার নিজের ও ইহাদের ভরণপোষণ অনায়াসে সম্পন্ন হইবে।

সাধুতার পুরস্কার।

পারিস নগরে এক ব্যক্তি অতি দরিদ্র ছিলেন। তিনি বহু কষ্টে দিনপাত করিতেন। সুজেট্ নামে এক তরুণী ভ্রাতৃতনয়া ব্যতিরিক্ত তাঁহার কেহই ছিল না। এই ভ্রাতৃকন্যা অতি সুশীলা ও সচ্চরিত্রা ছিল এবং আপন পিতৃব্যকে অত্যন্ত স্নেহ ও

ভক্তি কবিত। নিতান্ত অসঙ্গতি প্রযুক্ত পিতৃব্য তাহার ভরণ-পোষণ কবিতে পাবিতেন না, সে, এক গৃহস্থেব বাটীতে দাসীবৃত্তি কবিযা, জীবিকা-নির্ব্বাহ কবিত, এবং বেতন স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ যাহা পাইত, তদ্দ্বাবা পিতৃব্যের আনুকূল্য কবিত।

কিছুদিন পবে, ঐ কন্যার বিবাহেব সম্বন্ধ স্থিব ও দিন অবধাবিত হইল। সমুদয আযোজন হইতেছে, দুই তিন দিবসেব মধ্যে বিবাহ হইবে, এমন সমযে, সহসা তাহাব পিতৃব্যেব মৃত্যু হইল। তাঁহাব এমন সঙ্গতি ছিল না যে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিযার ব্যয নির্ব্বাহ হয। তখন সেই কন্যা বরকে কহিল, দেখ, আমাব পিতৃব্যেব মৃত্যু হইযাছে, তাঁহাব অন্ত্যেষ্টি ক্রিযা নির্ব্বাহের কোনও উপায নাই, আমি বৈবাহিক পবিচ্ছদ ক্রযেব নিমিত্ত যাহা সঞ্চয কবিযা রাখিযাছি, তদ্ব্যতিরিক্ত আমার হস্তে এক কপর্দ্দকও নাই, এক্ষণে তদ্দ্বাবা তাঁহাব অন্ত্যেষ্টি ক্রিযা সম্পন্ন কবি, পবে, পুনবায সঞ্চয কবিযা, পরিচ্ছদ ক্রয কবিব, আপাততঃ কিছুদিনেব জন্য আমাদেব বিবাহ স্থগিত থাকুক।

সুজেট্ যে বাটীতে কর্ম্ম কবিত, ঐ বাটীব কর্ত্রী তাহাব প্রস্তাব শুনিযা, উপহাস কবিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, তোমাব পিতৃব্যেব অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হয হউক, সে অনুরোধে উপস্থিত বিবাহ স্থগিত রাখা কোনও মতেই উচিত নহে। অতএব, আমার পবামর্শ এই, অবধাবিত দিবসে বিবাহ সম্পন্ন হইযা যাউক। সুজেট্ তাঁহার পরামর্শ শুনিল না, কহিল, যথাবিধানে পিতৃব্যের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া না করিয়া, আমি কদাচ বিবাহ কবিব না, যদি কবি, তাহা হইলে, আমার মত

পাপীয়সী আর কেহ নাই। আর, যদি এ জন্য আমার বিবাহ না হয, আমি তাহাতেও দুঃখিত নহি।

এই উপলক্ষে বিলক্ষণ বিবাদ উপস্থিত হইল। গৃহস্বামিনী ও বব উভয়ে, নির্দ্ধাবিত দিবসে বিবাহ হওযা আবশ্যক বলিযা পীডাপীডি কবিতে লাগিলেন, সুজেট্ কোনও ক্রমে সম্মত হইল না। অবশেষে গৃহস্বামিনী, কুপিত হইযা তাহাকে তাডাইযা দিলেন, এবং ববও, আর আমি তোমায বিবাহ কবিব না বলিযা, সম্বন্ধ ভাঙ্গিযা দিল। সুজেট্ তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত বা উৎকণ্ঠিত না হইযা, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং পিতৃব্যেব আলযে উপস্থিত হইযা, অন্ত্যেষ্টি ক্রিযাব আযোজন কবিতে লাগিল।

যথাবিধানে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন কবিযা সুজেট বিবলে বসিযা, পিতৃব্যেব শোকে বিলাপ ও পবিতাপ কবিতেছে, এমন সমযে, এক সুশ্রী সুবেশ যুবা পুরুষ সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। ইনি, বহুদিন অবধি, সুজেট্‌কে জানিতেন, তাহাব কর্ম্মচ্যুত হওযাব ও সম্বন্ধ ভাঙ্গিযা যাওয়াব কারণ অবগত হইযাছিলেন। ইনি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন, এ পর্য্যন্ত বিবাহ করেন নাই, এক্ষণে সুজেট্‌কে বিবাহ কবিবেন, স্থিব করিযা তাহাকে আপন আলযে লইযা যাইতে আসিযাছিলেন।

সুজেট্ এই ব্যক্তিকে সুশীল, সচ্চবিত্র ও বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক বলিযা জানিত, ইহাকে সহসা উপস্থিত দেখিযা, শোক সংবরণ পূর্ব্বক, উঠিযা দাঁডাইল। ঐ ব্যক্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া সাদব বচনে কহিলেন, সুজেট্! শুনিলাম, তুমি কর্ম্মচ্যুত

হইযাছে, এবং বিবাহের সম্বন্ধও ভাঙ্গিযা গিযাছে। যদি তোমাব আপত্তি না থাকে, আমি তোমাব পাণিগ্রহণে প্রস্তুত আছি। সুজেট্ শুনিযা, সঙ্কুচিত হইযা কহিল, মহাশয। আপনি বড লোক, আমি অতি দীন, আপনি আমায বিবাহ করিবেন, ইহা কখনও সম্ভব নহে। আপনি পবিহাস কবিতেছেন, আমাব এই শোকের ও দুঃখেব সময, এরূপে পবিহাস করা উচিত নয।

এই কথা শুনিযা, সেই যুবক কহিলেন, অযি সুশীলে। ধর্ম্ম-প্রমাণ কহিতেছি, তোমায পবিহাস কবিতেছি না, আমি এত নির্ব্বোধ, নিষ্ঠুর ও অধম নহি যে, তোমাব মত গুণবতী মহিলাব শোকে ও দুঃখে দুঃখিত না হইযা, পবিহাস করিব, তুমি এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে আশঙ্কা কবিও না। তুমি জান, আমাব বিবাহ হয় নাই, এক্ষণে আমার বিবাহ কবা স্থির হইযাছে, বিবাহ কবিতে হইলে, তোমাব মত সর্ব্বগুণসম্পন্না কামিনী কোথায পাইব?

এই সকল কথা শুনিযা, সুজেট্ কহিল, না মহাশয। আপনি যাহা কহিলেন, ইহা শুনিয়া আর আমি পরিহাস বোধ করিতেছি না। আপনি আমায় বিবাহ করিলে, আমার সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সকল লোকে আপনাকে অবজ্ঞা ও উপহাস করিবে, আপনার পক্ষে আমায় বিবাহ কবা পরামর্শসিদ্ধ নহে। তখন, তিনি হাস্যমুখে কহিলেন, যদি কেবল এই তোমার আপত্তি হয়, সে জন্য ভাবনা করিতে হইবে না। এক্ষণে উঠ, আর এখানে কাল হরণ করিবার প্রয়োজন নাই, আমার জননী তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন।

সুজেটের পিতৃব্য একটি বিড়ালকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। ঐ বিড়াল মরিযা গেলে পর, উহার চর্ম্ম লইয়া, তিনি বিড়ালেব আকৃতি নির্ম্মাণ কবাইযাছিলেন। ঐ আকৃতি তাঁহার শয্যাব শিখরদেশে স্থাপিত থাকিত। প্রস্থানকালে সুজেট্‌ কহিল, দেখ, আমি পিতৃব্যকে অত্যন্ত ভাল বাসিতাম, তাঁহার স্মরণার্থে এই আকৃতিটি লইযা যাইব। এই বলিযা উঠাইতে গিযা, উহাব অসম্ভব ভার দর্শনে, সে চমৎকৃত হইল। তখন সেই যুবক, কৌতূহলাক্রান্ত হইযা, তাদৃশ ভাবেব কারণ নির্ণয় করিবাব নিমিত্ত, বিড়ালেব চর্ম্ম ছেদন কবিবা মাত্র, স্বর্ণমুদ্রা বৃষ্টি হইতে লাগিল। সুজেটের পিতৃব্য অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন, আহারাদিব ক্লেশ স্বীকাব কবিযাও, সহস্র লুইডোর (৫) সঞ্চয কবিযা রাখিযাছিলেন। এক্ষণে, তাঁহাব সঞ্চিত বিত্ত তদীয সুশীলা ভ্রাতৃতনযার নিরুপম গুণের পুবস্কাব হইল।

পরের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণদান।

সেণ্ট এটিযন নামে এক ব্যক্তিব প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতে তিনি লুকাইযা থাকেন। বাজপুরুষেরা সবিশেষ অনুসন্ধান আরম্ভ করাতে, তিনি প্রকাশভযে, অধিকদিন এক স্থানে থাকিতে পারিতেন না, কোনও স্থানে দুই তিন দিন থাকিযা, স্থানান্তবে প্রস্থান করিতেন। প্রতিক্ষণেই, তাঁহাব রাজপুরুষদিগেব হস্তে

(৫) ফরাসিদেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ২০৲ টাকা।

পতিত হইবার আশঙ্কা হইত। যাহার আলয়ে লুকাইয়া থাকেন, পাছে সেই ব্যক্তিই ভয়ে প্রকাশ করিয়া দেয়, এই আশঙ্কায় তিনি কোনও স্থানেই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কারণ, যাহারা তাঁহাকে লুকাইয়া রাখিবে, অথবা তাঁহার লুকাইয়া থাকিবার স্থান জানিতে পারিয়াও রাজপুরুষদিগের গোচর না করিবে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ড অবধারিত ছিল।

পারিস নগরে পেসক-নাম্নী এক অতি সচ্চরিত্রা দয়াশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি অনুসন্ধান করিয়া, এটিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কহিলেন, আপনি যে বিষম বিপদে পড়িয়াছেন, তাহার সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি, আপনি আমার আলয়ে চলুন, সেখানে থাকিলে, কেহই সন্ধান পাইবে না।

এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, এটিয়ন কহিলেন, আপনি যে আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন, এবং এই বিপদের সময় দয়া করিয়া, আশ্রয় দিতে চাহিতেছেন, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত উপকৃত বোধ করিতেছি, বলিতে পারি না। কিন্তু এ হতভাগ্যকে আশ্রয় দিলে, আপনি নিঃসন্দেহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইবেন, আপনার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে, এই কারণে, আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না। যেরূপ দেখিতেছি, আমার রক্ষার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, এমন স্থলে, আমি অকারণে আপনার প্রাণদণ্ডের হেতু হইতে পারিব না।

এটিয়নের এই কথা শুনিয়া, পেসক কহিলেন, মহাশয়! আপনি অন্যায় কহিতেছেন, আপনার প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিলে,

পাছে বিপদে পড়ি, এই ভয়ে আমি, তাহাতে ক্ষান্ত হইয়া, আপন আবাসে নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিব, সাধ্যানুসারে আপনার সাহায্য করিব না, ইহা কখনই হইবে না। আপনি কহিতেছেন, আপনি আমার আলয়ে গেলে, আমারও প্রাণনাশের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু বিপদের সময়ে যদি বন্ধুর সাহায্য করিতে না পারি, তাহা হইলে প্রাণ থাকিবার কোনও প্রযোজন দেখিতেছি না।

অবশেষে এটিযন পেসকের যত্ন ও বিনয়ের বশীভূত হইয়া নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহার আলয়ে গমন করিলেন। যাহাতে তিনি সেখানে লুকাইয়া আছেন বলিয়া, কেহ জানিতে না পারে, পেসক, অশেষ প্রকারে, সেইরূপ যত্ন ও কৌশল করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই, এই বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়িল। এটিযনের প্রাণদণ্ড হইল। পেসক তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই অপরাধে, তিনিও অবিলম্বে তাঁহার অনুগামিনী হইলেন।

যৎকালে, এই দয়াশীল স্ত্রীলোক ধৃত ও রাজপুরুষদিগের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন, তিনি, কিছু মাত্র ভীত বা দুঃখিত হন নাই, তাঁহার আকারে বা কথোপকথনে ভয় বা দুঃখের কোনও লক্ষণ লক্ষিত হয় নাই। প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, তিনি অকুতোভয়ে তাহাতে সম্মত হইলেন, তাঁহার দয়া, সৌজন্য ও অকুতোভয়তা দর্শনে ব্যক্তি মাত্রেই মুগ্ধ ও বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিল।

ভ্রাতৃবৎসলতা।

ইণ্টাফনিস নামে এক ব্যক্তি উৎকট অপরাধ করাতে, পারস্যের অধীশ্বর দারা, অত্যন্ত কুপিত হইযা, তাহার স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি পবিবাবের ও আত্মীযগণেব প্রাণবধেব আদেশ প্রদান করেন। তদীয় পত্নী, নিতান্ত শোকাকুল হইযা, ক্ষমা প্রার্থনা করিবার নিমিত্ত, প্রত্যহ বাজবাটীতে যাতাযাত করিতে লাগিল। সে অবাধে এইরূপ কবাতে, দাবাব অন্তঃকরণে করুণার সঞ্চার হইল। তখন তিনি, দূত দ্বাবা, তাহাব নিকট এই কথা বলিযা পাঠাইলেন, তোমাব কাতরতা দর্শনে, রাজাব অন্তঃকরণে দযার উদয হইযাছে, তদনুসারে তিনি তোমাদের এক ব্যক্তিকে ক্ষমা কবিতে সম্মত হইযাছেন, কোন্ ব্যক্তির প্রাণবক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা তোমাব অধিক প্রার্থনীয, ইহা জানিবাব নিমিত্ত তিনি আমায তোমাব নিকট পাঠাইয়াছেন।

এই রাজকীয নিদেশ শ্রবণে, সেই স্ত্রীলোক মনে মনে কিয়ৎ ক্ষণ বিবেচনা করিয়া কহিল, যদি রাজা কৃপা করিয়া আমাদের হতভাগ্য পরিবারের ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে কেবল এক ব্যক্তিব প্রাণরক্ষায় সম্মতি দেন, তাহা হইলে আমি আমার ভ্রাতার প্রাণরক্ষা প্রার্থনা করি। দূত এই প্রার্থনা রাজার গোচর করিলে, তিনি শুনিয়া সাতিশয চমৎকৃত হইলেন, এবং সেই দূতকে পুনরায় তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

তদনুসারে, দূত পুনরায় তাহার নিকটে গিয়া কহিল, স্ত্রীলোকের ভ্রাতা অপেক্ষা স্বামী অধিক প্রিয়, ও সন্তান অধিক স্নেহপাত্র, ইহাই সর্ব্বদা সর্ব্বত্র লক্ষিত হইয়া থাকে, কিন্তু তোমার আচরণে তাহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য লক্ষিত হইতেছে, তুমি, স্বামী ও সন্তান পরিত্যাগ করিয়া, কি কারণে ভ্রাতার প্রাণরক্ষা প্রার্থনা করিতেছ, রাজা তাহা সবিশেষ জানিতে চাহেন।

তখন সেই স্ত্রীলোক কহিল, আপনি রাজাকে বলিবেন, যদি তিনি আমার স্বামীর প্রাণদণ্ড করেন, ইচ্ছা করিলে, আমি পুনরায় স্বামী পাইতে পারিব, যদি তিনি আমার সন্তানদিগের প্রাণদণ্ড করেন, পুনরায় আমার সন্তান লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু আমার ভ্রাতার প্রাণদণ্ড করিলে, আমি আর ভ্রাতা পাইতে পারিব না, কারণ, আমার পিতা মাতা উভয়েরই মৃত্যু হইয়াছে। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া, আমি ভ্রাতার প্রাণরক্ষা প্রার্থনা করিয়াছি, এক্ষণে, তাঁহার যেরূপ অভিরুচি হয়।

দূত, রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, এই সমস্ত নিবেদন করিলে, তিনি, সেই স্ত্রীলোকের উপর যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, তাহার প্রার্থনা অনুসারে তদীয় ভ্রাতার প্রাণরক্ষার আদেশ দিলেন এবং তাহার সদ্বিবেচনার পুরস্কারস্বরূপ, তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন।

প্রভুভক্তি।

পারিস নগরে লঞ্জিনে নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। রাজদণ্ডে প্রাণবধের আদেশ হওয়াতে, তিনি তথা হইতে পলায়ন করিলেন, এবং বেণে নামক স্থানে তাঁহাদের যে বসতিবাটী ছিল, তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎকালে, সেই বাটীতে এক পরিচারিকা ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তিনি কি অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, প্রথমতঃ পরিচারিকার নিকট তাহার কিছুমাত্র ব্যক্ত করিলেন না।

কতিপয় দিবস পরে, লঞ্জিনে সংবাদপত্রে দেখিলেন, রাজপুরুষেরা এই ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন, যাহারা রাজদণ্ডগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে আশ্রয় দিবে, কিংবা যে সকল পরিচারক অথবা পরিচারিকারা তাদৃশ ব্যক্তিদিগকে গোপন করিয়া রাখিবে, তাহাদেরও প্রাণদণ্ড হইবে। তিনি, তৎক্ষণাৎ পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, দেখ, রাজদণ্ডে আমার প্রাণবধের আদেশ হইয়াছে, সে জন্য আমি, পারিস পরিত্যাগ করিয়া, এখানে লুকাইয়া আছি, আজ সংবাদপত্রে দেখিলাম, যদি কোনও পরিচারক বা পরিচারিকা ঈদৃশ দণ্ডগ্রস্ত প্রভুকে গোপন করিয়া রাখে, তাহারও প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব তুমি অবিলম্বে এই স্থান হইতে প্রস্থান কর, এখানে থাকিলে, তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।

এই কথা শুনিয়া পরিচারিকা কহিল, মহাশয়! আমি

বহুকাল আপনার আশ্রয়ে আছি, এবং আপনার অন্নে প্রতি-পালিত হইয়াছি, এক্ষণে, বিপদের সময়, যদি আমি আপনাকে পরিত্যাগ কবিয়া যাই, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা কৃতঘ্ন আব কেহই হইতে পারে না, এ অবস্থায়, আমি কখনই, আপনাকে পবিত্যাগ করিযা, স্থানান্তবে যাইব না। যদি আপনার নিকটে থাকিযা ও পরিচর্য্যা কবিয়া আমার প্রাণদণ্ড হয়, তাহাতে আমি কাতব নহি, বরং শ্লাঘা জ্ঞান কবিব, আমি মৃত্যুকে কিছু মাত্র ভযানক জ্ঞান করি না। যদি আপনাব প্রাণ বক্ষা বিষয়ে, কিঞ্চিৎ অংশেও, সাহায্য করিতে পাবি, জন্ম সার্থক জ্ঞান করিব।

পবিচারিকাব উক্তি শুনিযা ও ভক্তি দেখিযা, লঞ্জিনে চমৎকৃত হইলেন, এবং কহিলেন, দেখ, আমার উপব তোমার যে এত দূর পর্য্যন্ত স্নেহ ও ভক্তি আছে, ইহাতে আমি কত প্রীত হইলাম, বলিতে পাবি না, কিন্তু অকাবণে আমি তোমার প্রাণদণ্ড হইতে দিব না, কারণ, তুমি এখানে থাকিযা, আমাব প্রাণ বক্ষা বিষযে, কোনও সাহায্য কবিতে পারিবে না, লাভের মধ্যে আপনার প্রাণ নাশেব পথ কবিতেছ। অতএব তুমি অবিলম্বে এখান হইতে চলিয়া যাও, আমি এখানে লুকাইয়া আছি, যদি তুমি ইহা কাহারও নিকট ব্যক্ত না কর, তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

এইরূপে, লঞ্জিনে পরিচারিকাকে অনেক প্রকাবে বুঝাইলেন, সে কোনও ক্রমেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইল না। তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন, তথাপি সে সম্মত

হইল না, তিনি বিরক্ত হইয়া ভর্ৎসনা করিলেন, তথাপি সে সম্মত হইল না, অবশেষে তিনি কুপিত হইয়া কহিলেন, আমি তোমার প্রভু, তোমায় এই আদেশ করিতেছি, অবিলম্বে আমার আলয় হইতে চলিয়া যাও। তখন সে অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে কহিল, আপনি ক্ষমা করুন, প্রাণ থাকিতে আমি, এমন সময়ে, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না, আমি অনেক কাল আপনার পরিচর্য্যা করিয়াছি। এক্ষণে, পুরস্কারস্বরূপ এই ভিক্ষা চাহিতেছি, কৃপা করিয়া আমায় আপনার নিকটে থাকিতে দেন।

পরিচারিকার ভাব দর্শনে ও প্রার্থনা শ্রবণে, তিনি নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, এবং অগত্যা তাহার প্রার্থিত বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। এ দিকে তাঁহার পলায়নসংবাদ প্রচার হইবা মাত্র, রাজপুরুষেরা বিশিষ্ট রূপে তাঁহার অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই প্রভুভক্তিপরায়ণা পরিচারিকা সকল বিষয়ে এরূপ বুদ্ধিকৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিল যে, তিনি কোথায় লুকাইয়া আছেন, তাঁহারা কিছু মাত্র অনুধাবন করিতে পারিলেন না। অবশেষে, বিপক্ষপক্ষ অপদস্থ হওয়াতে, লজ্রিনে প্রাণদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইলেন।

নিঃস্পৃহতা।

ইংলণ্ডদেশীয ডিউক অব মণ্টেগু অতিশয দয়ালু ও দীন-প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহাব এই রীতি ছিল, নিরাশ্রয ব্যক্তি-দিগের দুঃখ বিমোচনের নিমিত্ত, সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন বেশে ভ্রমণ করিতেন। একদিন প্রাতঃকালে তিনি ঐ অভিসন্ধিতে এক অনাথমণ্ডলীতে উপস্থিত হইলেন, এবং এক বৃদ্ধা স্ত্রীকে সম্মুখে দেখিযা জিজ্ঞাসা কবিলেন, এক্ষণে অত্যন্ত দুঃসময উপস্থিত, একপ সমযে তুমি কিরূপে দিনপাত কব ? যদি আবশ্যক থাকে, বল, আমি তোমাব সাহায্য কবিতে প্রস্তুত আছি। বৃদ্ধা কহিল, জগদীশ্বরের কৃপায, আমি স্বচ্ছন্দে আছি, আমাব কোনও বিষয়ে অপ্রতুল নাই, যদি দীন দেখিযা দযা কবিযা দিতে ইচ্ছা থাকে, ঐ গৃহে এক অনাথা স্ত্রী আছে, তাহাকে সাহায্য দান করুন, অনাহারে তাহার প্রাণ-প্রযাণেব উপক্রম হইযাছে।

বৃদ্ধাব বাক্য শ্রবণ মাত্র, ডিউক মহোদয নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সেই অনাথা উপায়বিহীনা স্ত্রীকে কিছু দিয়া পুনরায বৃদ্ধার নিকটে উপস্থিত হইযা, তাহাকে কহিলেন, যদি তোমাব আর কোনও প্রতিবেশীব অপ্রতুল থাকে, বল। তাঁহার পুনরায় সেই বৃদ্ধার নিকটে যাইবার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাকেও কিছু দান করিবেন এবং আর কাহারও অপ্রতুল আছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে, সে অবশ্যই আপন অবস্থা নিবেদন করিবে।

কিন্তু বৃদ্ধা কহিল, হাঁ মহাশয়। আমার আর এক প্রতিবেশী আছে, সে অত্যন্ত দুঃখী ও অত্যন্ত সৎস্বভাব। ডিউক কহিলেন, অযি বৃদ্ধে। আমি এ পর্য্যন্ত তোমাব তুল্য নিঃস্পৃহ ও সাধুশীল স্ত্রীলোক দেখি নাই। যদি তুমি বিবক্ত না হও, আমি তোমার নিজেব অবস্থা সবিশেষ জানিবার অভিলাষ কবি। তখন বৃদ্ধা কহিল, আমি নিতান্ত দুঃখিনী নহি, কাহারও কিছু ধাবি না, তদ্ভিন্ন, আমার পনর টাকা সংস্থান আছে।

এই কথা শ্রবণ কবিযা, ডিউক অতিশয প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং মনে মনে তাহার সুশীলতা ও নিঃস্পৃহতার অশেষবিধ প্রশংসা করিযা কহিলেন, তোমাব যাহা সংস্থান আছে, যদি আমি তাহাব কিছু বৃদ্ধি করিযা দি, বোধ কবি, তাহাতে আপত্তি হইতে পারে না। বৃদ্ধা কহিল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাতে আমাব সবিশেষ আপত্তি নাই, কিন্তু আপনি আমায যাহা সাহায্য কবিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, অনেকেব তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক, যদি আমি উহা লই, তাহাদিগকে বঞ্চনা কবা হয়, আমার বিবেচনায় ওরূপ লওযা গর্হিত কর্ম্ম।

বৃদ্ধার ঈদৃশ উদারচিত্ততা দেখিযা, মহানুভব ডিউক মহোদয় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা বহিষ্কৃত করিয়া, তদীয় হস্তে প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, তোমায় অবশ্য ইহা গ্রহণ করিতে হইবে, যদি না কর, আমি যার পর নাই ক্ষুব্ধ হইব। বৃদ্ধা, তদীয় দয়ালুতা ও বদান্যতার একশেষ দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া

রহিল, অনন্তর, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদ্‌গদ বচনে কহিল, মহাশয়! অধিক কি বলিব, আপনি দেবতা, মানুষ নহেন।

রাজকীয় বদান্যতা।

এক দিন, অপবাহ্ণ সময়ে, ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছিলেন। সেই সময়ে, দুইটী দীন বালক সহসা তাঁহাব সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহারা তাঁহাকে রাজ্যেশ্বব বলিয়া জানিত না, সামান্য ধনবান্ মনুষ্য জ্ঞানে, তাঁহার সম্মুখে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, বিষণ্ণ বদনে কাতর বচনে কহিল, মহাশয়! আমাদের অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ হইযাছে, সমস্ত দিন আহার পাই নাই, অনুগ্রহ করিযা আমাদিগকে কিছু দিন। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের গণ্ডস্থল বাহিয়া অশ্রুধাবা পতিত হইতে লাগিল। কণ্ঠরোধ হওয়াতে, তাহারা আর অধিক বলিতে পারিল না।

এই ব্যাপার দর্শনে জর্জের অন্তঃকরণে করুণাসঞ্চার হইল। তখন তিনি, তাহাদের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ভূমি হইতে উঠাইলেন, এবং আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক, তাহাদের অবস্থার বিষয়ে, সবিশেষ সমস্ত বর্ণন করিবার নিমিত্ত, কহিলেন। এইরূপে আশ্বাসিত হইযা, তাহারা কহিল, মহাশয়। আমরা অত্যন্ত দীন, কিছু দিন হইল, আমাদের জননী পীড়িত হইয়াছিলেন. পথ্য ও ঔষধ না পাইয়া, আজ তিন দিন হইল, প্রাণ

ত্যাগ করিয়াছেন, তিনি মৃত হইয়া পতিত আছেন, অর্থাভাবে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয় নাই। আমাদের পিতা আছেন, তিনিও, অত্যন্ত পীড়িত হইয়া, আমাদের মৃত জননীর পার্শ্বে পড়িয়া আছেন, অর্থাভাবে তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে না, যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তিনিও ত্বরায় প্রাণ ত্যাগ করিবেন, সন্দেহ নাই। এই বলিতে বলিতে, তাহাদের নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

সেই দীন পরিবারের দুরবস্থার বিবরণ শুনিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর শোকার্ত্ত ও দয়ার্দ্র হইলেন, এবং কহিলেন, তোমরা বাটীতে চল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি তাহাদের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাদের বর্ণিত বৃত্তান্ত স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া, অত্যন্ত শোকাকুল হইয়া, অশ্রু বিমোচন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গে যাহা ছিল, তৎক্ষণাৎ সেই বালকদিগের হস্তে দিলেন, পরে সত্বর স্বীয় প্রাসাদে প্রতিগমন করিয়া রাজমহিষীকে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করাইলেন এবং অবিলম্বে, সেই বিপদাপন্ন দীন পরিবারের নিমিত্ত, প্রভূত আহার সামগ্রী, শীতবস্ত্র, পরিধেয় বসন প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু পাঠাইলেন, আর তাহাদের পীড়িত পিতার চিকিৎসার নিমিত্ত, এক জন উত্তম ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

এইরূপ রাজকীয় সাহায্য লাভ করিয়া, সে ব্যক্তি ত্বরায় সুস্থ হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডেশ্বর সেই নিরাশ্রয় পরিবারের প্রতি এত সদয় হইয়াছিলেন যে, তাহাদের উপস্থিত বিপদ্ নিবারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, তাহাদের অনায়াসে

ভরণ পোষণ নির্ব্বাহের এবং সেই দুই বালকের উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষার, বিশিষ্টরূপ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

মাতৃবৎসলতা।

রোম নগরের কোনও সৎকুলপ্রসূতা নারী উৎকট অপরাধ করাতে, বিচারকর্ত্তারা, প্রাণদণ্ডের আদেশ বিধান করিয়া, তাহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করেন, এবং কারাধ্যক্ষকে আদেশ দেন, অমুক দিন, অমুক সময়ে, অমুক স্থানে, এই স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ড করিবে। সহসা তাঁহাদের আদেশ অনুযায়ী কর্ম্ম সমাধা না করিয়া, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিলেন, সর্ব্বসাধারণ সমক্ষে বধস্থানে লইয়া গিয়া, এরূপ সদ্বংশসম্ভূতা নারীর প্রাণদণ্ড করিলে, ইহার আত্মীয়বর্গের মস্তক অবনত হইবে, তদপেক্ষা উত্তম কল্প এই, আহার বন্ধ করিয়া রাখি, তাহা হইলে, অল্প দিনের মধ্যে অনাহারে ইহার প্রাণাত্যয় ঘটিবে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি ঐ স্ত্রীলোককে অনাহারে রাখিয়া দিলেন।

অবরোধের পর দিন, তাহার কন্যা আসিয়া, কারাধ্যক্ষের নিকট, জননীকে দেখিতে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তিনি সবিশেষ পরীক্ষা দ্বারা, তাহার সঙ্গে কোনও প্রকার আহার সামগ্রী নাই দেখিয়া, তাহাকে কারাগৃহে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিলেন। কন্যা, তদবধি প্রতিদিন, মাতৃসমীপে যাতায়াত করিতে লাগিল।

এই রূপে কতিপয় দিবস অতীত হইলে, কারাধ্যক্ষ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কই কন্যা অদ্যাপি ইহার জননীকে দেখিতে আইসে, ইহার তাৎপর্য কি, সে অনাহারে কখনই এত দিন বাঁচিতে পারে না, কিন্তু তাহাব মৃত্যু হইলেই বা, এ প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে আসিবে কেন। যাহা হউক, ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে হইল। এই বলিযা, তিনি, সে কোনও প্রকার আহার পায কি না, ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান করিলেন, কিন্তু তাহার আহার প্রাপ্তিব কোনও সম্ভাবনা দেখিতে পাইলেন না। তখন, এই কন্যা, বোধ হয, স্বীয জননীব নিমিত্ত, কোনও প্রকার আহার লইয়া যায, এইরূপ সন্দিহান হইয়া, তিনি স্থির করিয়া রাখিলেন, অদ্য যে সময়ে সে আপন জননীব নিকটে যাইবে, প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত হইযা, সমুদয় প্রত্যক্ষ ও পরীক্ষা করিব।

নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হইল। কন্যা যথানিয়মে কারাধ্যক্ষের অনুমতি লইয়া, জননী-সন্নিধানে গমন করিল। কিঞ্চিৎ পরে, কারাধ্যক্ষ প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিত হইয়া, অবলোকন করিলেন, কন্যা জননীকে স্তন্য পান করাইতেছে। তিনি তদীয় মাতৃস্নেহের এইরূপ ঐকান্তিকতা দর্শনে, অতিশয় চমৎকৃত হইয়া, মনে মনে তাহাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিলেন এবং কারাবরুদ্ধা কামিনী, কিরূপে, অনাহারে, এত দিন, প্রাণ ধারণ করিয়া আছে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর তিনি এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব ঘটনার সমস্ত বিবরণ বিচারকর্ত্তাদিগের গোচর করিলে, তাঁহারা কন্যার মাতৃভক্তি ও বুদ্ধি-

কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিলেন, এবং নিরতিশয় প্রীত ও যৎপরোনাস্তি চমৎকৃত হইয়া, কারারুদ্ধা কামিনীর অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন। ঐ কামিনী কেবল কারামুক্তা হইলেন, এরূপ নহে, যাবজ্জীবন তাহাদের দৈনন্দিন ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য, সাধারণ ধনাগার হইতে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। বিচারকর্ত্তারা এই পর্য্যন্ত করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, যে স্থলে এই অলৌকিক ঘটনা হইয়াছিল, তদুপরি, সর্ব্বসাধারণের প্রতি মাতৃভক্তির উপদেশ স্বরূপ, এক অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন।

বর্ব্বরজাতির সৌজন্য।

আমেরিকার এক আদিম নিবাসী ব্যক্তি মৃগয়া করিতে গিয়াছিল। সে সমস্ত দিন, পশুর অন্বেষণে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, সায়ংকালে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল, এবং ক্ষুধা ও পিপাসায় একান্ত অভিভূত হইয়া, এক সন্নিহিত ইয়ুরোপীয়ের বাসস্থানে উপস্থিত হইল। অনন্তর, গৃহস্বামীর সন্নিধানে গিয়া, সে আপন অবস্থা জানাইল, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কাতর বাক্যে প্রার্থনা করিল, মহাশয়! কিছু আহার দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। ইয়ুরোপীয় ব্যক্তি শুনিয়া কোপ প্রকাশ করিয়া কহিলেন, যা বেটা, এখান হইতে চলিয়া যা, আমি তোর জন্যে

আহার প্রস্তুত করিয়া রাখি নাই। তখন সে কহিল, মহাশয়! তৃষ্ণায় আমার প্রাণ বিয়োগ হইতেছে, আহার করিতে কিছু না দেন, অন্ততঃ, জল দিয়া আমায় প্রাণ দান করুন। এই প্রার্থনা শুনিয়া, ইয়ুরোপীয় কহিলেন, অরে পাপিষ্ঠ! তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব না। তখন সে, নিতান্ত হতাশ হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে, ঐ য়ুরোপীয় ব্যক্তি, বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে, মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। মৃগ অন্বেষণে ইতস্ততঃ বিস্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক, পরিশেষে, গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, তিনি বয়স্যগণের সঙ্গভ্রষ্ট হইলেন। সায়ংকাল উপস্থিত হইল। তখন সে ব্যক্তি, কোন্ পথে গেলে, অরণ্য হইতে বহির্গত হইয়া, লোকালয়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না, বয়স্যগণের নাম নির্দেশ করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে বারংবার আহ্বান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। অতঃপর, তাঁহার অন্তঃকরণে বিলক্ষণ ভয়ের উদয় হইতে লাগিল। অধিকন্তু, সমস্ত দিনের পরিশ্রমে, তিনি নিতান্ত ক্লান্ত, এবং ক্ষুধায় ও পিপাসায় একান্ত অভিভূত, হইয়াছিলেন। এই সময়ে, এই অবস্থায়, তিনি, প্রাণ রক্ষা বিষয়ে, একপ্রকার হতাশ হইয়া, লোকালয়ের উদ্দেশ্যে, ইতস্ততঃ ধাবমান হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমেরিকার আদিম নিবাসী এক ব্যক্তির পর্ণশালা তাঁহার নয়নগোচর হইল। তখন, কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া, তিনি সত্বর গমনে কুটীরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং

পুরস্কার অঙ্গীকার করিয়া, কুটীরস্বামীকে কহিলেন, তুমি আমাকে আমার আলয়ে পঁহুছাইয়া দাও।

তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া, সে ব্যক্তি কহিল, অদ্য সময় অতীত হইযাছে, আপনি, কোনও ক্রমেই এ রাত্রিতে নির্বিঘ্নে আপন আলযে পঁহুছিতে পারিবেন না, কল্য প্রাতে আমি আপনাকে লোকালয়ে পঁহুছাইয়া দিব, আজ আমাব কুটীরে অবস্থিতি করুন, আমার যা কিছু সংস্থান আছে, আপনার পরিচর্য্যায় নিয়োজিত হইবে। ইযুরোপীয, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিযা, সে রাত্রি সেই কুটীরে অবস্থিতি করিলেন। কুটীরস্বামী, সাধ্যানুসারে, তাঁহার আহাব ও শযনেব ব্যবস্থা কবিযা দিল। রজনী প্রভাত হইলে, সে ব্যক্তি, ইযুরোপীযেব সঙ্গে কিয়ৎ দূব গমন করিল, এবং যে পথে গেলে, তিনি অক্লেশে'ও নিরুদ্বেগে, আপন আলযে পঁহুছিতে পারিবেন, তাহা দেখাইয়া দিল।

পরস্পর বিদায় লইবার সময় উপস্থিত হইলে, আমেবিকার অসভ্য, ইযুরোপীয সভ্যেব সম্মুখবর্ত্তী হইযা, কিযৎ ক্ষণ, অবিচলিত নযনে, তাঁহার মুখ নিবীক্ষণ করিল, অনন্তব, ঈষৎ হাস্য সহকারে ইযুরোপীযকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কি পূর্ব্বে আর কখনও, আমায দেখেন নাই? তিনি, তাহার দিকে সাভিনিবেশ দৃষ্টিনিক্ষেপ কবিয়া তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন, দেখিলেন, কিছু দিন পূর্ব্বে, যে ব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া, তাঁহার আলযে গিযা, জলদান দ্বারা প্রাণদান প্রার্থনা করিয়াছিল, এবং তিনি সেই প্রার্থনা পরিপূরণ না করিয়া, যৎপরোনাস্তি অবমাননা পূর্ব্বক, যাহাকে তাড়াইযা দিযাছিলেন, সেই

অসময়ে আশ্রয় দিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করিযাছে। তখন তিনি হতবুদ্ধি হইয়া অধোবদনে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং কি বলিযা, পূর্ব্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত, ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না।

তখন সেই অসভ্যজাতীয় ব্যক্তি গর্ব্বিত বাক্যে কহিল, মহাশয। আমরা বহু কালের অসভ্য জাতি। আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন, কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহাব বিষযে অসভ্য জাতি সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট। সে যাহা হউক, অবশেষে, আপনার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত্ত ও তৃষ্ণার্ত্ত হইযা আপনার আলযে উপস্থিত হইবে, তাহাকে উপযুক্তরূপ আহার-আদি প্রদান করিবেন, তাহা না করিয়া, তেমন অবস্থায, অবমাননা পূর্ব্বক, তাড়াইয়া দিবেন না। এই বলিযা, নমস্কার করিযা, সে প্রস্থান করিল।

ভ্রাতৃবিরোধ।

এক গৃহস্থ ব্যক্তির কিছু ভূমি সম্পত্তি ছিল। তিনি, সাতিশয় যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কৃষিকর্ম্ম করিয়া, স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক, বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন হয়েন। তাঁহার দুই পুত্র ছিল। পাছে উত্তর কালে, বিষয় বিভাগ উপলক্ষে, ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কায় তিনি, অন্তিম কাল

উপস্থিত হইলে, বিনিযোগপত্র দ্বারা উভয়কে যথাযোগ্য বিষয় বিভাগ করিযা দিযা যান। তাঁহার এক উদ্যান ছিল, অনবধানতা বশতঃ তিনি বিনিয়োগপত্রে ঐ উদ্যানের কোনও উল্লেখ কবিযা যান নাই।

তাহারা দুই সহোদরে, ঐ বিনিযোগপত্র অনুসারে, প্রত্যেকে পৈতৃক বিষযেব যে অংশ পাইযাছিল, সুশীল সুবোধ ও পরিশ্রমশালী হইলে, তাহা দ্বাবা সুখে, স্বচ্ছন্দে ও সম্মান সহকারে, সংসাবযাত্রা নির্ব্বাহ কবিযা যাইতে পারিত। কিন্তু তাহাদের সেরূপ প্রকৃতি ছিল না। বিনিযোগপত্রে পবিত্যক্ত অবিভক্ত উদ্যান লইযা, পবস্পর বিবোধ উপস্থিত হইল। সেই উদ্যানের বমণীযতা ও লাভকরতা উভয গুণই বিলক্ষণ ছিল, এজন্য উভযেবই একাকী সম্পূর্ণ উদ্যান অধিকার করিবার সম্পূর্ণ লোভ জন্মিল। সেই লোভ সংবরণে অসমর্থ হওয়াতে উভযেবই অন্তঃকবণে, ঐ উপলক্ষে, পরস্পবেব প্রতি বিষম বিদ্বেষ জন্মিযা উঠিল। বিষযলোভ মনুষ্যের অতি বিষম শত্রু। ভ্রাতৃস্নেহ ও হিতাহিতবোধ তাহাদের হৃদয হইতে এক কালে অন্তর্হিত হইযা গেল।

উভয়কে বিবাদে উদ্যত দেখিযা, প্রতিবেশিগণ, মধ্যস্থ হইযা, তাহাদের বিরোধ ভঞ্জনের যথোচিত চেষ্টা ও যত্ন করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। উভযেই বিদ্বেষবুদ্ধির এরূপ অধীন হইয়াছিল যে, উভয়েই কহিল, সর্ব্বস্বান্ত হয় তাহাও স্বীকার, তথাপি উদ্যানের অংশ দিব না। তাহাদের ঈদৃশ ভাব দর্শনে, সাতিশয় বিরক্ত হইয়া, মধ্যস্থগণ নিরস্ত

হইলেন। উভয়ের পরমাত্মীয় ও যথার্থ হিতৈষী অতি মাননীয় এক ভদ্র ব্যক্তি, উভযকে ডাকাইয়া, অশেষ প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, তোমরা কেন অকারণে বিরোধ করিতেছ বল, যেমন উভয়ে, অন্যান্য বিষয়ে, সমাংশভাগী হইয়াছ, বিবাদাস্পদীভূত উদ্যানেও সেইরূপ সমাংশভাগী হও। আমার কথা শুন, অন্যান্য বিষয়ের ন্যায়, উদ্যানও উভয়ে সমাংশ করিয়া লও। রাজদ্বারে আবেদন করিলেও, বিচারকর্ত্তারা সমাংশ ব্যবস্থাই করিবেন, এক জনকে এক বারে বঞ্চনা করিযা, অপর জনকে কখনই সমস্ত উদ্যান দিবার আদেশ করিবেন না, লাভের মধ্যে, উভয় পক্ষের অনর্থক অর্থব্যয হইবে, এই মাত্র, আর হয ত এই বিবাদ উপলক্ষে, উভয়েরই সর্ব্বস্বান্ত হইবে। অতএব, ক্ষান্ত হও, আমি মধ্যবর্ত্তী থাকিয়া সামঞ্জস্য করিযা, উদ্যানের বিভাগ করিযা দিতেছি।

এই হিতোপদেশ শ্রবণ করিযা জ্যেষ্ঠ কহিল, আপনি আমাদের পরম আত্মীয় ও অতি মাননীয় ব্যক্তি, আপনার উপদেশবাক্য শ্রবণ ও আদেশবাক্য প্রতিপালন করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয। কিন্তু অংশ করিযা লইতে গেলে, এমন সুন্দর উদ্যান একবারে হতশ্রী হইয়া যায়, অতএব, আপনি আমার ভ্রাতাকে বুঝাইযা বলুন, সে, ন্যায্য মূল্য লইযা, আমাকে সমুদয উদ্যান ছাড়িয়া দিউক। কনিষ্ঠও শুনিযা, ঈষৎ হাস্য করিয়া, অবিকল ঐরূপ প্রস্তাব করিল। আত্মীয় ব্যক্তি বিস্তর বুঝাইলেন ও অনেক প্রকার কৌশল করিলেন, কিন্তু কাহাকেও উদ্যানের অংশ গ্রহণে অথবা মূল্য গ্রহণ পূর্ব্বক অংশ

পরিত্যাগে সম্মত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি, যৎপরোনাস্তি বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, চলিয়া গেলেন।

অনন্তব, উভয়েই, কর্ত্তব্য নিরূপণ নিমিত্ত, এক এক উকীলেব নিকটে গমন কবিল, এবং, তথায় অভিলাষানুরূপ উপদেশ ও পবামর্শ পাইয়া, নিরতিশয় উৎসাহ সহকাবে, বিবাদে প্রবৃত্ত হইল। এক স্থানে জ্যেষ্ঠের জয়, অপর স্থানে কনিষ্ঠেব জয়, এইরূপে কতিপয় বৎসর ব্যাপিয়া, মোকদ্দমা চলিল। অবশেষে, সর্ব্বশেষ বিচাবালয়ে সমাংশের ব্যবস্থা অবধারিত হইল। তখন. উভয়কেই অগত্যা সেই ব্যবস্থা শিরোধার্য্য কবিয়া লইতে হইল।

মোকদ্দমাব ন্যায্য ব্যয় তাদৃশ অধিক নহে, কিন্তু আনুষঙ্গিক ব্যয় এত অধিক যে, দীর্ঘ কাল তাহাতে লিপ্ত থাকিলে, প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়। তাহাদেব হস্তে যে টাকা ছিল, কিছু দিনেব মধ্যে, তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল. সুতরাং, টাকা সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, উভয়কেই ভূমি সম্পত্তিব কিয়ৎ অংশ বিক্রয় করিতে ও কিয়ৎ অংশ বন্ধক রাখিতে হইল। যে উদ্যানেব নিমিত্ত এত আগ্রহ ও এত আক্রোশ, তাহাও, দীর্ঘ কাল উপেক্ষিত হইয়া, শ্রীভ্রষ্ট ও অকিঞ্চিৎকব হইয়া গেল। যখন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইল, সে সময়ে উভয়েব এত ঋণ হইয়াছিল যে, সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিলেও, পরিশোধ হইয়া উঠিবে না। তাহারা, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, এবং প্রতিবেশিগণ ও আত্মীয়বর্গের উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, এক্ষণে,

সর্ব্বস্বান্ত করিয়া, অবশেষে, তাহাদিগকে দুর্দ্দশায় কাল যাপন করিতে হইল।

ন্যায়পরায়ণতা।

ইংলণ্ডদেশে লিযোনার্ড নামে এক বালক ছিল। সে অতি দুঃখীর সন্তান। তাহার পিতা অতি কষ্টে সংসাবযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ দ্বাদশ বর্ষ বযঃক্রম কালে, লিযো-নার্ডেব পিতৃবিযোগ হয, তাহাব জননীব এরূপ পবিশ্রমশক্তি ছিল না যে, তিনি আপনাব ও পুত্রের ভবণ পোষণ নির্ব্বাহ কবেন। লিয়োনার্ড প্রতিজ্ঞা কবিল, অন্য কাহাবও গলগ্রহ হইব না, এবং ভিক্ষা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারাও জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা কবিব না, যে রূপে পাবি, পরিশ্রম দ্বারা আপন ভবণ পোষণ সম্পাদন করিব।

এইরূপ সঙ্কল্প করিযা, লিয়োনার্ড কহিতে লাগিল, আমি এক প্রকার লিখিতে ও পডিতে শিখিয়াছি, যদি আমি সচ্চরিত্র ও পরিশ্রমী হই, কেনই আমি জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিব না। এই স্থির করিযা জননীর অনু-মতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সে এক সন্নিহিত নগরে উপস্থিত হইল। সেই নগরে তাহার পিতার এক পরম বন্ধু ছিলেন, তাঁহার নাম বেনসন্। তিনি সঙ্গতিপন্ন লোক এবং বাণিজ্য করিতেন। লিয়োনার্ড, তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া, আপন অবস্থা

জানাইল, এবং বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিল, আপনি কৃপা করিয়া, আমায় আপনার আশ্রয়ে রাখুন, এবং আমার দ্বারা যাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে, ঐরূপ কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত করুন। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিব, প্রাণান্তেও অধর্ম্মাচরণে প্রবৃত্ত হইব না।

দৈবযোগে সেই সময়ে বেন্‌সনের একটি সহকারী নিযুক্ত করিবার প্রয়োজন ছিল। এক অপরিচিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা অপেক্ষা, বন্ধুপুত্র লিয়োনার্ডকে নিযুক্ত করা পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া, তিনি আহ্লাদ পূর্ব্বক তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। লিয়োনার্ড স্বভাবতঃ অতি সুশীল, সচ্চরিত্র, পরিশ্রমী ও ন্যায়পরায়ণ, কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল, এবং সৎপথে থাকিয়া, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, সুন্দররূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। যদি দৈবাৎ কখনও আবশ্যক কর্ম্ম করিতে বিস্মৃত হইত, অথবা ভ্রান্তিক্রমে কোনও কর্ম্ম প্রকৃতরূপে সম্পাদন করিতে না পারিত, সে তৎক্ষণাৎ আপনার দোষ স্বীকার করিত, এবং সাধ্য অনুসারে সেই দোষের সংশোধনে যত্নবান্ হইত।

লিয়োনার্ডের সুশীলতা, সচ্চরিত্রতা ও শ্রমশীলতা দর্শনে, বেন্‌সন তাহার প্রতি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন, এবং ক্রমে তাহার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন ও তাহার হস্তে সকল বিষয়ের ভার দিতে আরম্ভ করিলেন। এই রূপে, অল্প

দিনের মধ্যে, সে বিষয়কর্ম্মে নিপুণ, এবং স্বীয় প্রভুর প্রিয়-পাত্র ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিল।

বেন্‌সনের স্ত্রী পুত্র আদি পরিবার ছিল না। তিনি একটি স্ত্রীলোকের হস্তে সাংসারিক সমস্ত বিষয়ের ভার দিয়া রাখিয়াছিলেন, স্বয়ং কখনও কোনও বিষয়ে দৃষ্টিপাত বা কোনও বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন না। ঐ স্ত্রীলোকের ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না, সুতরাং সে সুযোগ পাইলেই অপহরণ করিত। এক্ষণে, সে লিয়োনার্ডের উপর প্রভুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ও সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধানের ভার দেখিয়া, বিবেচনা করিল, এই বালক এখানে বিদ্যমান থাকিলে, আমার লাভের পথ এক কালে রুদ্ধ হইয়া যাইবে, এবং হয় ত, অবশেষে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিতে হইবে, অতএব, কৌশল করিয়া ইহাকে এখান হইতে বহিষ্কৃত করা আবশ্যক, তাহা না হইলে, আমার পক্ষে ভদ্রস্থতা নাই।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, সেই স্ত্রীলোক, অবসর বুঝিয়া, এক দিন, বেন্‌সনের নিকট, কৌশলক্রমে কহিতে লাগিল, মহাশয়! আপনি অতি সদাশয়, সকলকেই সজ্জন মনে করেন, আপনি এই বালকের উপর অধিক বিশ্বাস করিবেন না আপনি উহাকে যত সুশীল ও সচ্চরিত্র ভাবেন, ও সেরূপ নহে, অগ্রে সাবধান না হইলে, অবশেষে উহা দ্বারা আপনার অনেক অনিষ্ট ঘটিবে। আমার মনে সন্দেহ হওয়াতে, উহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, আমি যত দূর জানিতে পারিয়াছি,

তাহাতে উহার উপর অত্যন্ত বিশ্বাস করা কোনও ক্রমে উচিত নহে। আমি বহু কাল, আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছি, আপনার অনিষ্ট সম্ভাবনা দেখিয়া, সতর্ক না করিলে, আমার অধর্ম্মাচরণ হয়, এজন্য আমি আপনাকে এ সকল কথা জানাইলাম।

এই স্ত্রীলোকের উপর বেন্‌সনের বিলক্ষণ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু লিযোনার্ড যে অতিশয় সুশীল ও সচ্চরিত্র, সে বিষয়েও তাঁহার অণুমাত্র সংশয় ছিল না, এজন্য, তিনি, সেই স্ত্রীলোকের কথায় সহসা বিশ্বাস না করিয়া, বিবেচনা করিলেন, এই বালক যে অধর্ম্মপথে পদার্পণ করিবে, কোনও ক্রমে আমার এরূপ বিশ্বাস হয় না। কিন্তু অত্যন্ত অধার্ম্মিকেরাও বিশ্বাস জন্মাইয়া, সহজে আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত সম্পূর্ণ ধার্ম্মিকের ভাণ করিয়া থাকে। অতএব, এই স্ত্রীলোকের কথায় একেবারেই উপেক্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা বিধেয় নহে, আমি গোপনে এই বালকের চরিত্র পরীক্ষা করিব।

মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, বেনসন এক দিন লিয়োনার্ডকে কহিলেন, আমার এই এই বস্তুর অত্যন্ত প্রয়োজন হইয়াছে, যত মূল্যে হয়, সত্বর ক্রয় করিয়া আন। এই বলিয়া যত আবশ্যক তাহা অপেক্ষা অধিক টাকা তাহার হস্তে দিয়া, তিনি তাহাকে আপণে প্রেরণ করিলেন। লিয়োনার্ড, ঐ সমস্ত বস্তু ক্রয় করিয়া, অনতিবিলম্বে প্রত্যাগমন করিল, এবং, ক্রীত বস্তু প্রভুর সম্মুখে রাখিয়া, অবশিষ্ট টাকা তাঁহার হস্তে

দিল। লিয়োনার্ড এবিষয়ে এক কপর্দ্দকও অপহরণ করে নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়া, তিনি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ স্ত্রীলোক যে, কেবল বিদ্বেষ বশতঃ, তাহার গ্লানি করিয়াছিল, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন।

এক দিন, বেন্‌সন, অনবধানতা বশতঃ কার্য্যালয়ে কতকগুলি মোহর ফেলিয়া গিয়াছিলেন। লিয়োনার্ড সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিল, মোহর পড়িয়া আছে। সেই সময়ে ঐ স্ত্রীলোকও সেই স্থানে উপস্থিত হইল। সে, লোভে আক্রান্ত হইয়া, অথবা লিয়োনার্ডকে অপদস্থ করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার নিকট প্রস্তাব করিল, এস, আমরা উভয়ে এই মোহরগুলি ভাগ করিয়া লই। লিয়োনার্ড শ্রবণমাত্রে, সেই ঘৃণিত প্রস্তাবে আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া কহিল, আমি এই মোহর প্রভুর হস্তে দিব, ইহা তাঁহার সম্পত্তি, পরের ধন অপহরণ করা অতি অসৎ কর্ম্ম, আমি কোনও ক্রমে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

এই বলিয়া, সেই মোহর লইয়া, লিয়োনার্ড বেন্‌সনের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অমুক স্থানে এই মোহরগুলি পড়িয়া ছিল, এই বলিয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিল। বেন্‌সন, লিয়োনার্ডের ঈদৃশ অবিচলিত ন্যায়পরায়ণতা দর্শনে, নিরতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিলক্ষণ পুরস্কার দিলেন। ক্রমে ক্রমে এই বালকের উপর তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ জন্মিল যে, পরিশেষে তিনি তাহাকে পুত্রবৎ পরিগৃহীত করিয়া, আপন সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিলেন।

সম্পূর্ণ।

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যাবতীয় পুস্তক আমাদের নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দে ব্রাদার্স,

৬৬ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আখ্যানমঞ্জরী

দ্বিতীয় ভাগ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।

বিসিভার সংস্কবণ।

প্রকাশক—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র মজুমদাব,
২২।৫ নং, ঝামাপুকুব লেন, কলিকাতা।

১৩২৭

মূল্য ।৶০ আনা।

সূচী।

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিজ্ঞাপন।

আখ্যানমঞ্জবীব দ্বিতীয ভাগ প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের যে ভাগ, ইতঃপূর্ব্বে দ্বিতীয় ভাগ বলিযা প্রচলিত ছিল, তাহা অতঃপব তৃতীয ভাগ বলিয়া পবিগণিত হইবেক ইতি।

ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা,

১লা আষাঢ়, সংবৎ ১৯৪৫।

আখ্যানমঞ্জরী

দ্বিতীয় ভাগ।

দয়া ও দানশীলতা

আয়র্লণ্ডদেশীয় ডাক্তার অলিবর্ গোল্ড্স্মিথ্ অতিশয় দয়ালু ও দানশীল ছিলেন। পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত, এবং সেই দুঃখের নিবারণে প্রাণপণে যত্ন করিতেন। দুঃখী লোকে সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি তাহাদের প্রার্থনাপরিপূরণে কদাচ বিমুখ হইতেন না। কাব্য প্রভৃতি নানাবিধ উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচনা দ্বারা তিনি যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, দয়া ও দানশীলতা দ্বারাও তদনুরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছেন।

একদা এক স্ত্রীলোক পত্র দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, আমার স্বামী অতিশয় অসুস্থ হইয়া শয্যাগত আছেন; আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক, তাঁহাকে দেখিয়া ঔষধাদির

ব্যবস্থা করিয়া দিলে, আমরা যার পর নাই উপকৃত হই। এই পত্র পাইয়া, দয়াশীল গোল্ড্স্মিথ, অবিলম্বে তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন, এবং সবিশেষ জিজ্ঞাসা দ্বারা সমস্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিলেন, অনাহার তাঁহার পীড়ার একমাত্র কারণ, অর্থের অভাবে পর্য্যাপ্ত আহার না পাইয়া, দিন দিন কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়া, তিনি শয্যাগত হইয়াছেন, রীতিমত আহার পাইলেই, সত্বর, সুস্থ ও সবল হইতে পারেন, ঔষধসেবন নিষ্প্রয়োজন।

এই স্থির করিয়া, তিনি সেই রোগী ও তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি রোগের কারণ নির্ণয় করিয়াছি, বাটীতে গিয়া, রোগের উপযুক্ত ঔষধ পাঠাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। স্বীয় আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তিনি একটি পিলের (১) বাক্স বাহির করিয়া, দশটি গিনি (২) লইয়া তাহার ভিতরে রাখিলেন, এবং তাহার উপর লিখিয়া দিলেন, আবশ্যকমত বিবেচনা পূর্ব্বক, এই ঔষধের সেবন করিলে, অল্প দিনের মধ্যেই, সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারিবেন। অনন্তর তিনি, স্বীয় ভৃত্য দ্বারা, এই অপূর্ব্ব ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন।

(১) পিল্—গুলি ঔষধ, ঔষধের বড়ি।

(২) ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা, মূল্য ১৫৲।

রোগী ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ঔষধের বাক্স খুলিয়া, তন্মধ্যে অদ্ভুত ঔষধ দেখিয়া, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন; এবং, কিয়ৎক্ষণ, পরস্পর মুখনিরীক্ষণ করিয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে, গোল্ড্স্মিথের দয়ালুতা ও দানশীলতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

যথার্থ পরোপকারিতা

ফ্রান্সের অন্তর্বর্ত্তী মার্সীল্স্ প্রদেশে, গয়ট্ নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যুৎকট পরিশ্রম করিয়া, তিনি যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করেন। তিনি বিলাসী ও ভোগাভিলাষী ছিলেন না, অতি সামান্যরূপ আহার করিয়া, ও অতি সামান্যরূপ পরিচ্ছদ পরিয়া, কালযাপন করিতেন। তাঁহার এইরূপ ব্যবহার দেখিয়া, প্রতিবেশীরা তাঁহাকে অত্যন্ত কৃপণ স্থির করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিতেন, গয়ট্ অতি নরাধম, প্রাণপণে পরিশ্রম করিয়া, যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছে, কিন্তু এমনই কৃপণস্বভাব যে, ভাল খায় না ও ভাল পরে না। না খাইয়া, না পরিয়া, অর্থ সঞ্চয়ের ফল কি, তাহা ঐ পাপিষ্ঠই জানে। ফলকথা এই, তিনি, প্রতিবেশিবর্গের নিকট, যার পর নাই, কৃপণ ও নীচস্বভাব বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

তাঁহাকে পথে দেখিতে পাইলে, সকলে হাততালি ও গালাগালি দিত ; বালকেরা, ঐ অমুক যায় বলিয়া, হাসি ও তামাসা করিত, এবং ঢেলা মারিত। তিনি তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রে ক্ষুব্ধ, দুঃখিত, বা চলচিত্ত হইতেন না ; তাহাদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, সহাস্য বদনে, চলিয়া যাইতেন।

এইরূপে, গয়ট্, জীবদ্দশায়, সকলের অশ্রদ্ধাভাজন ও উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির যেরূপ বিনিয়োগ করিয়া যান, তদ্দৃষ্টে সকলে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন ; এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান ও প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তিনি বিনিয়োগপত্রে লিখিয়া যান, বাল্যকালে, অত্রত্য হীনাবস্থ লোকদিগের জলকষ্ট দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হইত। অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলাম, প্রচুর অর্থ ব্যতিরেকে, ঐ ভয়ানক কষ্টের নিবারণের আর উপায় নাই। এজন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া, অর্থোপার্জ্জন করিব, এবং কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যয় না করিয়া, উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ উল্লিখিত জলকষ্টের নিবারণার্থে, সঞ্চিত করিয়া রাখিব। এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে, আমি যাবজ্জীবন, প্রাণপণে

পরিশ্রম ও আহার প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়ে সাতিশয় ক্লেশ-স্বীকার করিয়া, প্রচুর অর্থসঞ্চয় করিয়াছি। এক্ষণে, এই বিনিয়োগপত্র দ্বারা, আমার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ পূর্ব্বোক্ত জলকষ্টনিবারণের নিমিত্ত, প্রদত্ত হইতেছে। যাঁহাদের উপর এই বিনিয়োগপত্রের অনুযায়ী কার্য্যনির্ব্বাহের ভার অর্পিত হইল, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় প্রার্থনা এই, অবিলম্বে এক উত্তম জলপ্রণালী প্রস্তুত করাইযা দিবেন।

বিবেচনা কবিয়া দেখিলে, গয়ট্, সর্ব্বাংশে, অতি প্রশংসনীয় ব্যক্তি। তাঁহার ন্যায, প্রকৃত পবদুঃখকাতর ও যথার্থ পরোপকারী মনুষ্য, সচবাচর, নয়নগোচর হয় না। সকলে তদীয দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সংসারে ক্লেশের লেশমাত্র থাকে না।

মাতৃভক্তির পুরস্কার

য়ুরোপের রাজাদের ও প্রধান লোকদিগের প্রথা এই, তাঁহারা যে গৃহে অবস্থিতি করেন, সেই গৃহের বহির্ভাগে অল্পবয়স্ক ভৃত্যেরা উপবিষ্ট থাকে। আবশ্যক হইলে, তাঁহারা ঘণ্টা বাজান; ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া, ভৃত্যেরা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়।

এক দিন, প্রুশিয়ার অধীশ্বর ফ্রেডরিক ঘণ্টা বাজাইলেন; কিন্তু কোনও ভৃত্য উপস্থিত হইল না। তখন তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, এবং একমাত্র বালকভৃত্যকে নিদ্রিত দেখিযা, তাহাকে জাগরিত করিবার নিমিত্ত, নিকটে গিযা, তাহাব জামাব বগলিতে একখানি পত্র দেখিতে পাইলেন। কৌতূহলাক্রান্ত হইযা, তিনি ঐ পত্রখানি হস্তে লইলেন। পত্রখানি বালকের জননীর লিখিত। বালক, বেতন পাইযা, জননীব ব্যয়নির্ব্বাহের নিমিত্ত টাকা পাঠাইযা দিযাছিল। তিনি, টাকা পাইযা পুত্রকে লিখিযাছেন,—বৎস, তুমি যাহা পাঠাইযাছ, তাহা পাইযা আমি অতিশয আহ্লাদিত হইযাছি। তুমি যথার্থ মাতৃভক্ত, আশীর্ব্বাদ করিতেছি, জগদীশ্বব তোমার মঙ্গল করুন।

পত্র পডিযা, ফেডবিক্ অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, মাতৃভক্ত বালকেব প্রশংসা করিতে করিতে, নিজ গৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক, একটী টাকার থলি বহিষ্কৃত কবিলেন এবং সেই পত্রখানি ও ঐ টাকাব থলিটি বালকের বগলিতে রাখিযা, নিজ গৃহে প্রবেশ করিয়া, ঘণ্টা বাজাইতে লাগিলেন। বালকের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তখনও ঘণ্টাধ্বনি হইতেছিল; তাহা শুনিযা, সে তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে উপস্থিত হইল। রাজা বলিলেন, তোমার বিলক্ষণ নিদ্রা

হইয়াছিল। বালক নিতান্ত ভীত হইল, কোনও উত্তর করিতে পারিল না। এই সময়ে, সহসা তাহার হস্ত বগলিতে পতিত হইলে, তন্মধ্যে টাকাব থলি দেখিযা, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং বিষণ্ণ বদনে কাতব নযনে, রাজার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবলবেগে প্রভূত বাষ্পবাবি বিনির্গত হইতে লাগিল, ভয়ে ও বিস্ময়ে অভিভূত হইযা, সে একটিও কথা বলিতে পারিল না।

তাহাব এইরূপ ভাব দেখিযা, বাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, কি জন্য এত কাতর হইতেছ ও রোদন কবিতেছ, বল। তখন বালক, জানু পাতিযা, ভূতলে উপবিষ্ট হইল, এবং কৃতাঞ্জলি হইযা, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে বলিল, মহাবাজ, এই টাকার থলি কিরূপে আমাব বগলিতে আসিল, কিছুই বুঝিতে পাবিতেছি না। কোনও ব্যক্তি, নিঃসন্দেহ আমাব সর্ব্বনাশেব চেষ্টায় আছে, সেই আমার নিদ্রিত অবস্থায, এই টাকার থলি বগলিতে রাখিয়া গিযাছে, অবশেষে, আমি চুবি করিয়াছি বলিয়া, আমায ধবাইযা দিবে। এই বলিতে বলিতে, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

বালকের মাতৃভক্তির বিষয অবগত হইযা, রাজা প্রথমতঃ যত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, এক্ষণে, তাহার এই ভাব দেখিয়া, তদপেক্ষা অনেক অধিক আহ্লাদিত

হইলেন; এবং বালকের উপর সাতিশয় প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, অহে বালক, তুমি বগলিতে টাকার থলি দেখিয়া অত বিষণ্ণ ও কাতর হইতেছ কেন, কোন দুষ্ট লোক, তোমার সর্ব্বনাশের অভিসন্ধিতে, তোমাব বগলিতে এই টাকার থলি রাখিয়াছে, সেরূপ ভাবিযা ভয় পাইবার প্রয়োজন নাই। দয়াময জগদীশ্বর আমাদের হিতার্থে, অনেক শুভকর কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ইচ্ছাতেই এই টাকার থলি তোমার বগলিতে আসিয়াছে। তুমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দাও। কোনও দুষ্ট লোক, দুষ্ট অভিপ্রায়ে এরূপ করিযাছে, তুমি ক্ষণকালের জন্যও, সেরূপ ভাবিও না ও ভয পাইও না। ইহা তোমার মাতৃভক্তির যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার।

এইরূপ বলিয়া, সেই ভযবিহ্বল বালককে অভযপ্রদান করিয়া, রাজা বলিলেন, এই টাকাগুলি তুমি জননীর নিকট পাঠাইয়া দাও, এবং তাঁহাকে আমার নমস্কার জানাও ও লিখিযা পাঠাও, আজ অবধি আমি তোমার ও তোমার জননীর সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করিলাম।

দয়ালুতা ও পরোপকারিতা

ফ্রান্সদেশীয় প্রসিদ্ধ বিদ্বান্ মণ্টেস্কু অতিশয় দয়াশীল ও পবোপকারী ছিলেন। তিনি, কার্য্যবশতঃ, মার্‌সীল্‌স্ প্রদেশে গিযাছিলেন। তথায, জলপথে পবিভ্রমণ করিবার অভিলাষে, তিনি, একখানি নৌকা ভাড়া করিয়া, তাহাতে আরোহণ কবিলেন। এই নৌকার দাঁড়ি ও মাঝি অতি অল্পবয়স্ক, তাহাদের সহিত কথোপকথন কবিতে কবিতে, তিনি তাহাদের পরিচয জিজ্ঞাসা কবিলে, তাহারা বলিল, আমবা দুই সহোদব, সেকরার কর্ম্ম করিযা জীবিকা নির্ব্বাহ করি, যে উপার্জ্জন করি, তাহাতে আমাদের স্বচ্ছন্দে দিনপাত হয়, আযেব বৃদ্ধি কবিবার মানসে আমরা, অবসবকালে নাবিকের কর্ম্ম করিয়া থাকি।

এই কথা শুনিয়া, মণ্টেস্কু বলিলেন, আমার বোধ হইতেছে, তোমাদেব অর্থলোভ অতি প্রবল; সেই লোভের বশীভূত হইয়া, তোমরা এই ক্লেশকর নীচ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তখন তাহারা বলিল, না মহাশয়, আমরা অর্থলোভে বশীভুত হইয়া, এই নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই নাই। যে কারণ বশতঃ, আমাদিগকে এই নীচ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে, তাহা অবগত হইলে, আপনি আমাদিগকে অর্থলোভের বশীভূত ভাবিবেন না।

আমাদের পিতা বিদ্যমান আছেন। তিনি একখানি জলযান কিনিয়া, নানাবিধ দ্রব্য লইয়া, বার্ব্বরিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ প্রবল দস্যুদল, আক্রমণ ও সর্ব্বস্বহরণ পূর্ব্বক, ত্রিপোলী প্রদেশে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে দাসব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রীত করিয়াছে। তিনি তথা হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়া বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আমায় কিনিয়াছেন, তিনি নিতান্ত অভদ্র ও নির্দ্দয় নহেন, আমার পক্ষে বিলক্ষণ সদয় ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং টাকা পাইলে, আমায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত আছেন। কিন্তু, তিনি এত অধিক টাকা চাহিতেছেন যে, কোনও কালে, আমি ঐ টাকার সংগ্রহ করিতে পারিব, তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই, সুতরাং আর আমার দেশে যাইবার আশা নাই। অতএব, তোমরা, আমায় আর দেখিতে পাইবে, সে আশা করিও না।

এই কথা বলিতে বলিতে, তাহাদের দুই সহোদরের শোকানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তদীয় নয়ন হইতে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাহারা বলিল, মহাশয়, আমাদের পিতা অতিশয় পুত্রবৎসল, তাঁহার অদর্শনে আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। যত টাকা

দিলে, তিনি দাসত্বমুক্ত হইতে পারেন, আমরা, সেই টাকার সংগ্রহের নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন ও চেষ্টা করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। অন্য উপায় দেখিতে না পাইয়া, অবশেষে, এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। আমরা যে তাঁহাকে দাসত্বমুক্ত করিতে পারিব, আমাদের সে আশা নাই, কিন্তু তদর্থে, যথোচিত চেষ্টা না করিয়াও, ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাহাদের কথা শুনিয়া ও পিতৃভক্তি দেখিয়া, মণ্টেস্কু প্রসন্ন বদনে বলিলেন, দেখ, প্রথমত, তোমাদিগকে অর্থলোভী স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে, কি কারণে তোমরা এই নীচ বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছ, তাহার সবিশেষ অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম, তোমরা যথার্থ সুসন্তান, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। এই বলিয়া, বিলক্ষণ পুরস্কার দিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন।

কতিপয় মাস অতীত হইল। এক দিন তাহারা দুই সহোদরে দোকানে কর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের পিতা তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে নয়নগোচর করিয়া, তাহারা বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং আহ্লাদে গদগদ হইয়া, অশ্রুপাত করিতে লাগিল। তাহাদের পিতা, মনে করিয়াছিলেন, পুত্রেরা টাকা

পাঠাইয়াছিল, তাহাতেই তিনি দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন। তিনি, তাহাদের মুখচুম্বন করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং জিজ্ঞাসিলেন, তোমরা এত টাকা কোথায় পাইলে? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কোনও অন্যায় উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, এই টাকার সংগ্রহ করিয়াছ। তাহারা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়া বলিল, না মহাশয়, আপনি ওরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন, আমরা আপনকার দাসত্বমোচনের জন্য, টাকা পাঠাই নাই, বলিতে কি, আমরা এ বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানি না।

এই কথা শুনিয়া, তাহাদের পিতা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং বলিলেন, তবে এ টাকা কে দিল। আমার প্রভু, টাকা পাইয়া, আমায় নিষ্কৃতি দিয়াছেন, তাহা আমি অবধারিত জানি। টাকাও অনেক, এত টাকা কোথা হইতে আসিল, তাহা আমিও জানিলাম না, তোমরাও জানিলে না, এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়। ফলতঃ, তিন জনেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দুই সহোদরে বলিল, মহাশয়, আমরা এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি; এ আর কাহারও কর্ম্ম নহে। কিছু দিন পূর্ব্বে, এক সদাশয় দয়ালু মহাশয়, আমাদের নৌকায় চড়িয়া, কথাপ্রসঙ্গে আপনকার বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন। তিনি অতিশয়

দয়াশীল, প্রস্থানকালে আমাদিগকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন, অচিরে তোমাদের মনস্কাম পূর্ণ হইবে। তিনিই আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দয়া করিয়া, আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ, তাহাদের এই অনুমান অমূলক নহে। মণ্টেস্কুর দয়াতেই, তাহাদের পিতা দাসত্বমুক্ত হইয়াছেন।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

আরবদেশে সলিমন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি প্রসিদ্ধ সম্ভ্রান্তবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম প্রাণদণ্ডের উপক্রম দেখিয়া, প্রচ্ছন্ন বেশে পলাইয়া, কুফা নগরে উপস্থিত হইলেন, যাঁহার উপর বিশ্বাস করিতে পারেন, এরূপ কোনও আত্মীয় বা পরিচিত ব্যক্তি তথায় না থাকাতে, এক বড় মানুষের বাটীর বহির্দ্বারে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, গৃহস্বামী, কতিপয় ভৃত্য সমভিব্যাহারে, উপস্থিত হই-লেন, এবং অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া ইব্রাহিমকে জিজ্ঞাসিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে বসিয়া আছ? ইব্রাহিম বলিলেন, আমি এক অতি হতভাগ্য বিপদ্‌গ্রস্ত

ব্যক্তি, আপনকার শরণাগত হইয়া আশ্রয়প্রার্থনা করিতেছি।

আরবদিগের রীতি এই, কেহ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া প্রার্থনা করিলে, তাঁহারা তাহাকে আশ্রয় দেন, তাহার পরিচয়গ্রহণ বা তাহার চরিত্র বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান করেন না, এবং যাহাকে আশ্রয় দেন, সে ব্যক্তি, আশ্রয়দানের পর, বিষম শত্রু ও যার পর নাই অনিষ্ট-কারী বলিয়া পরিজ্ঞাত হইলেও, তাহার অনিষ্ট সাধনে কদাচ প্রবৃত্ত হয়েন না। তদনুসারে, গৃহস্বামী ইব্রাহিমের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র বলিলেন, জগদীশ্বর তোমায় রক্ষা করুন, তোমার কোনও আশঙ্কা নাই, তুমি আমার আলয়ে, যতদিন ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি কর। এই বলিয়া তিনি তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করিলেন। ইব্রাহিম, তদীয় আলয়ে আশ্রয়গ্রহণ পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

কতিপয় মাস অতিবাহিত হইল। ইব্রাহিম দেখিলেন, গৃহস্বামী প্রত্যহ নিরূপিত সময়ে ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অশ্বারোহণে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি, কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া, একদিন গৃহস্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি প্রতিদিন এরূপ সময়ে কোথায় যান। তিনি বলিলেন, সলিমানের পুত্র ইব্রাহিম

নামে এক ব্যক্তি আমার পিতার প্রাণবধ করিয়াছে, শুনিয়াছি, ঐ দুরাত্মা, এই নগরের কোনও স্থানে লুকাইয়া আছে, বৈরনির্য্যাতনের অভিপ্রায়ে, তাহার অনুসন্ধান করিতে যাই।

ইব্রাহিম কিছুদিন পূর্ব্বে, এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি এই গৃহস্বামীর পিতা, তাহা জানিতেন না, এক্ষণে, গৃহস্বামীর বাক্য শুনিয়া জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিয়া, তিনি বলিলেন,—মহাশয়, আমি বুঝিতে পারিলাম, জগদীশ্বর আপনকার বৈরনির্য্যাতনবাসনা অনায়াসে পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়েই আমায় এ স্থানে আনিয়াছেন। আমি আপনকার পিতার প্রাণহন্তা, আমার প্রাণবধ করিয়া, আপনি বৈর-নির্য্যাতনবাসনা পূর্ণ করুন।

এই কথা শুনিয়া গৃহস্বামী বলিলেন, বোধ করি, ক্রমাগত যন্ত্রণাভোগ করিয়া, আপনকার আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই; এজন্যই, আপনি এরূপ প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু, অকারণে এক ব্যক্তির প্রাণবধ করিব, আমি সেরূপ নরাধম নহি। ইব্রাহিম বলিলেন, আমি আপনকার নিকট প্রবঞ্চনাবাক্য বলিতেছি না, এই বলিয়া, যেরূপে যেস্থানে, যে অবস্থায়, গৃহস্বামীর পিতার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ করিলেন।

পিতৃবধবৃত্তান্ত কর্ণগোচর হইবামাত্র, গৃহস্বামীর কোপানল প্রজ্বলিত হইযা উঠিল। তাঁহাব সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পবে, তিনি অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন, অনন্তর, ইব্রাহিমের দিকে দৃষ্টিসঞ্চার করিযা বলিলেন, অহে বৈদেশিক, তুমি যে অপবাধ করিযাছ, তজ্জন্য এই দণ্ডে তোমাব প্রাণবধ কবা উচিত। কিন্তু তোমায বিপদ্গ্রস্ত জানিযা, আপন আলযে আশ্রয দিযাছি ও অভযদান কবিযাছি। এমন স্থলে আমি তোমার প্রাণবধ করিয়া, অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে পাবিব না। আমি তোমায পাথেয়স্বরূপ, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি, উহা লইয়া, অবিলম্বে আমাব আলয় হইতে পলাযন কর। অতঃপর এরূপ সাবধান হইযা চলিবে, যেন আর কখনও তোমার সঙ্গে আমাব সাক্ষাৎকাব না ঘটে, সাক্ষাৎকাব ঘটিলেই, আমার হস্তে তোমাব মৃত্যু অবধারিত জানিবে। এইরূপ বলিযা, একশত স্বর্ণমুদ্রা দিয়া, তিনি ইব্রাহিমকে বিদায দিলেন।

দয়া ও সদ্বিবেচনা

বিপক্ষেরা, কুপরামর্শ দিয়া, সাম্রাজ্যের কতিপয় দূরবর্ত্তী প্রদেশে, প্রজাদিগকে রাজবিদ্রোহে অভ্যুত্থিত করিয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া, চীনের সম্রাট্ সাতিশয় কুপিত হইলেন, এবং স্বীয় অমাত্যবর্গকে বলিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে আইস, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অবিলম্বে বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। এই বলিয়া, তিনি, বিদ্রোহীদের দণ্ডবিধানার্থে, প্রস্থান করিলেন।

সম্রাট্ প্রবল সৈন্য সহিত, সন্নিহিত হইবামাত্র বিদ্রোহীরা, তাঁহার শরণাগত হইয়া, নিতান্ত বিনীত ও একান্ত কাতরভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তিনি ক্ষমা ও অভয়দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সম্রাট্ তাহাদের গুরুতর দণ্ডবিধান করিবেন, কিন্তু এক্ষণে, তাঁহার তাদৃশ ব্যবহার দর্শনে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। প্রধান অমাত্য, সম্রাটের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, মহারাজ, আপনি পূর্ব্বে স্পষ্ট বাক্যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিবেন, কিন্তু এক্ষণে, ক্ষমা ও অভয়দান করিয়া, তাহাদের সহিত সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতেছেন। এই কি আপনকার প্রতিজ্ঞাপালন।

প্রধান অমাত্যের কথা শুনিয়া, সম্রাট্ সহাস্য বদনে বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, বিপক্ষদলের সমূলে উচ্ছেদ করিব। কিন্তু, আমি উপস্থিত হইবামাত্র, যখন উহারা আমার শরণাগত হইল, এবং বিনীতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করিল, তখন উহারা আর আমার বিপক্ষ নহে। বিবেচনা করিয়া দেখ, এক্ষণে উহারা আমার সহিত যেরূপ ভদ্র ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে উহারা আমার বন্ধু হইয়াছে। এমন স্থলে, উহাদিগকে বিপক্ষ ভাবিয়া, উহাদের প্রাণবধ প্রভৃতি উৎকট দণ্ডবিধান করা, কদাচ উচিত হইতে পারে না। এই কথা শুনিয়া, সন্নিহিত সমস্ত লোক মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং সম্রাটের দয়া, সৌজন্য ও সদ্বিবেচনার সাতিশয় প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর ফিলিপ্ অতি পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। আর্গাইল্নিবাসী আর্কেডিয়স্ নামে এক ব্যক্তি সর্ব্বদা তাঁহার অতিশয় নিন্দা করিত। একদা আর্কেডিয়স্ ঘটনাক্রমে, ফিলিপের অধিকারে প্রবেশ করাতে, রাজপুরুষেরা, তাহাকে নিরুদ্ধ করিয়া, রাজ-

সমীপে উপস্থিত করিলেন, এবং বলিলেন, মহারাজ, এই দুরাত্মা, সতত, আপনকার কুৎসাকীর্ত্তন করে, এক্ষণে ঘটনাক্রমে আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আমাদের প্রার্থনা এই, এ গুরুতর অপরাধ করিয়াছে, তাহার সমুচিত দণ্ডবিধান করুন, এবং, অতঃপর, যাহাতে আর আপনকার নিন্দা করিতে না পারে, তাহারও যথোপযুক্ত উপায়বিধান করুন।

রাজপুরুষদিগের প্রার্থনা ও উপদেশ শুনিয়া, ফিলিপ্ বলিলেন, তোমরা যে উপদেশ দিতেছ, তদনুযায়ী কার্য্য করা, সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই রাজ-বাক্য শুনিয়া, সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেই মনে করিয়াছিলেন, রাজা তাহারে কারাগারে রুদ্ধ করিবেন, এবং অবশেষে, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবেন। কিন্তু, তিনি তাহাকে নিকটে আনাইয়া, যথেষ্ট সমাদরপূর্ব্বক, আপন সম্মুখে বসাইলেন, এবং তাহার নিজের ও পরিবারবর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, বন্ধুভাবে কিয়ৎক্ষণ, কথোপকথন করিলেন। এইরূপে, যথোচিত শিষ্টাচার ও শিষ্টালাপের পর, বহুমূল্য উপহার দিয়া, তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন।

আর্কেডিয়স্ ভাবিয়াছিলেন, ফিলিপ্ তাঁহার প্রথমতঃ যথোচিত শাস্তি ও অবশেষে প্রাণদণ্ড করিবেন, কিন্তু

তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, আন্তরিক ভক্তিসহকারে তাঁহার প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। সন্নিহিত রাজপুরুষেরা বলিলেন, মহারাজ, ওরূপ দুরাচারের সহিত, এরূপ ব্যবহার করা, আমাদের বিবেচনায় ভাল হয় নাই, ইহাতে উহার আরও আস্পর্দ্ধা বাড়িবে, এবং মনে করিবে, আপনি উহার তোষামোদ করিলেন। ফিলিপ্ শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

কিছু দিন পরে, চারি দিক্ হইতে, সংবাদ আসিতে লাগিল, আর্কেডিয়স্, এত কাল, রাজার বিষম শত্রু ছিল, এক্ষণে, তাঁহার, যার পর নাই, হিতৈষী হইযাছে। সর্ব্বত্র, সর্ব্ববিধ লোকের নিকট, সে রাজার গুণানুবাদ ও প্রশংসাকীর্ত্তন করে, এবং আন্তরিক ভক্তি সহকারে, রাজার উল্লেখ করিয়া, মুক্ত কণ্ঠে বলিতে থাকে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের তুল্য অমায়িক, নিরহঙ্কার, উন্নতচিত্ত, উদারচরিত পুরুষ, কস্মিন্ কালেও, কাহারও নয়নগোচর হইযাছে, আমার এরূপ বোধ হয না। আমি যে, সবিশেষ না জানিয়া, এত কাল, তাঁহার কুৎসাকীর্ত্তন করিয়াছিলাম, তাহা নিতান্ত নির্ব্বোধ ও যার পর নাই অভদ্রের কার্য্য হইয়াছে। এই সকল কথা শুনি ফিলিপ্ পার্শ্ববর্ত্তী রাজপুরুষবর্গের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ

পূর্ব্বক, সহাস্য বদনে বলিলেন, এখন বল দেখি, আমি তোমাদের অপেক্ষা, নিপুণতর চিকিৎসক কি না ?

দয়া ও সদ্বিবেচনা

ইংলণ্ডদেশের প্রসিদ্ধ কবি শেন্‌ষ্টোন কোনও স্থানে যাইতেছিলেন। পথের দুই পার্শ্বে জঙ্গল, এরূপ স্থানে উপস্থিত হইলে, সহসা এক ব্যক্তি, জঙ্গল হইতে বহির্গত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে পিস্তল ধরিয়া বলিল, আপনকার সঙ্গে যে টাকা আছে, আমায় দেন, নতুবা এখনই গুলি করিয়া, আপনকার প্রাণসংহার করিব। শেন্‌ষ্টোন্, চকিত হইয়া, এক দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তখন সে বলিল, আপনি আমার মত দরিদ্র নহেন; টাকার জন্য এত ভাবিতেছেন কেন ? যদি প্রাণ বাঁচাইবার ইচ্ছা থাকে, টাকা দেন, বিলম্ব করিবেন না। শেন্‌ষ্টোন্, টাকা বহিষ্কৃত করিয়া, তাহাকে বলিলেন, ওরে হতভাগ্য, এই টাকা লও, এবং যত শীঘ্র পার, পলায়ন কর। সে ব্যক্তি টাকা লইয়া, পিস্তলটি জলে ফেলিয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল।

শেন্‌ষ্টোনের সঙ্গে একটি অল্পবয়স্ক পরিচারক ছিল। তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি অপরিজ্ঞাত

রূপে, ঐ লোকটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাও; এবং ও কোন্ স্থানে থাকে, তাহা দেখিয়া আইস। পরিচারক, দুই ঘণ্টার মধ্যে, প্রভুর নিকটে প্রত্যাগমন করিল, এবং বলিল, ও ব্যক্তি হেল্‌স্‌ওয়েলে থাকে। আমি তাহার বাটীর দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া, কপাটস্থিত ছিদ্র দ্বারা, দেখিতে পাইলাম, সে টাকার থলিটি তাহার স্ত্রীর সম্মুখে ফেলিয়া দিল, এবং বলিল, আমি ইহকালে ও পরকালে জলাঞ্জলি দিয়া, এই টাকা আনিয়াছি, লও, তৎপরে, দুটি পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহাদিগকে বলিল, তোমাদের প্রাণরক্ষার্থে, আমি আপনার সর্ব্বনাশ করিলাম। এই বলিয়া, নিতান্ত শোকাকুল হইয়া, সে ব্যক্তি রোদন করিতে লাগিলেন।

এই কথা শুনিয়া, শেন্‌ষ্টোন্ সে ব্যক্তির স্বভাব, চরিত্র ও অবস্থার বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, এবং জানিতে পারিলেন, সে মজুরী করিয়া দিনপাত করে, অবস্থা নিতান্ত মন্দ, পরিবার অনেকগুলি, কিন্তু, পরিশ্রমী ও সৎস্বভাব বলিয়া, সকলের নিকট পরিচিত। এই সমস্ত অবগত হইয়া, শেন্‌ষ্টোন্ বিবেচনা করিলেন, ইহার স্বভাব ও চরিত্রের যেরূপ পরিচয় পাইতেছি, তাহাতে এ অপকর্ম্ম করিবার লোক নহে। নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই, ইহাকে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিতে

হইয়াছে, যাহাতে, ইহার পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইতে পারে, এরূপ উপায় করিয়া দিলে, ইহাকে দুশ্চরিত্র হইতে হয় না। অতএব, তাহার একটা ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

এই স্থির করিয়া, তিনি, অবিলম্বে, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র সে বিষণ্ণ বদনে, তাঁহার চরণে নিপতিত হইল, এবং অশ্রুপূর্ণ লোচনে, কাতর বচনে, ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে লাগিল। তদীয় ঈদৃশ ভাব দর্শনে, শেনষ্টোনের অন্তঃকরণে অতিশয় দয়া উপস্থিত হইল। তখন তিনি, তাহাকে ভূতল হইতে উঠাইয়া, অশেষ প্রকারে, তাহার সান্ত্বনা করিলেন, আশ্বাসপ্রদান পূর্ব্বক, তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, আপন আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং যাহাতে সে অনায়াসে পরিবারের ভরণপোষণ সম্পন্ন করিতে পারে, এরূপ এক কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। তদবধি, আর কখনও, সে, দস্যুবৃত্তি বা অন্যবিধ কোনও দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় নাই।

দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা

জোসেফ্ নামে এক কাফ্রি, বাব্বেডো নগরে, বাস করিতেন। তাঁহাব কিছু অর্থ-সংস্থান ও সামান্যরূপ একটি দোকান ছিল। ঐ দোকানে ক্রয় বিক্রয় দ্বাবা, তিনি যাহা পাইতেন, তাহাতে তাঁহাব স্বচ্ছন্দে জীবিকা-নির্ব্বাহ হইত। জোসেফ্ অতি সজ্জন, ধর্ম্মশীল ও পরোপকারী ছিলেন। সেই নগবে অনেক দোকান ছিল; কিন্তু তাঁহার দোকান সর্ব্বক্ষণ, খরিদদাবগণে পরিপূর্ণ থাকিত. যদি কেহ কোনও দ্রব্য খুঁজিযা না পাইত, জোসেফ্ পরিশ্রম ও অনুসন্ধান করিয়া, সে দ্রব্যের যোগাড় করিযা দিতেন। বস্তুতঃ, সচ্চরিত্র ও পরোপকারী বলিযা, তিনি সর্ব্ববিধ লোকের নিকট, সাতিশয আদবণীয় ও মাননীয ছিলেন।

১৮৮৫ খৃঃ অব্দে আগুন লাগিযা, ঐ নগবের অধিকাংশ ভস্মসাৎ হইযা যায, এবং অনেক অধিবাসীর সর্ব্বস্বান্ত হয়। জোসেফ্ যে অংশে বাস করিতেন, কেবল ঐ অংশে কোনও অনিষ্ট ঘটে নাই। যাহাদের সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছিল, জোসেফ্ যথাশক্তি, তাহাদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথম অবস্থায় কোনও পরিবারের নিকট উপকৃত হইয়াছিলেন। ঐ পরিবারেরও এক ব্যক্তির, ঐই

উপলক্ষে, সর্ব্বস্বান্ত ঘটে। এ ব্যক্তি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন, কিন্তু সাতিশয় দানশীলতা দ্বারা, অগ্নিদাহের পূর্ব্বেই, নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়েন, পরে যে কিছু অবশিষ্ট ছিল, এই অগ্নিদাহে, সে সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। ইহার দুরবস্থা দর্শনে, জোসেফের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়ার সঞ্চার হইল। ইনি অতিশয় দানশীল ও পরোপকারী ছিলেন, এবং ইনি যে পরিবারের লোক, জোসেফ্ এক সময়ে, ঐ পরিবারের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই দুই কারণে, ঈদৃশ দুঃসময়ে ইঁহার আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত, জোসেফের নিতান্ত ইচ্ছা হইল।

কিছু দিন পূর্ব্বে, এই ব্যক্তি খত লিখিয়া দিয়া, জোসেফের নিকট হইতে, ৬০০৲ ছয় শত টাকা, ধার লইয়াছিলেন। জোসেফ্ ভাবিলেন, এ ব্যক্তির সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে, তাহার উপর আবার ঋণদায, কিরূপে এ ঋণের পরিশোধ করিবেন এই দুর্ভাবনায, ইঁহাকে অতিশয় অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। এ অবস্থায় ঋণ হইতে নিষ্কৃতি পাইলে, ইনি, অনেক অংশে নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। এতএব, অদ্যই আমি ইঁহাকে ঋণ হইতে মুক্ত করিব। এরূপ করিলে, আমি এই পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কিয়ৎ অংশে, তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা হইবে।

এই স্থির করিয়া, জোসেফ্ ঐ ব্যক্তির নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং যথোচিত বিনয় ও সম্মান সহকারে, সম্ভাষণ করিয়া, বলিলেন, মহাশয়, এই অগ্নিদাহে আপনকার যে ভয়ানক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, তাহা দেখিয়া, আমার অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে, এবং, এই সময়ে আমি আপনকার পরিবারের নিকট যে উপকার প্রাপ্ত হইযাছি, তাহাও আমার অন্তঃকরণে সর্ব্বক্ষণ জাগরূক রহিযাছে। আর আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি, আপনকার যে ঋণ আছে, কি রূপে তাহার পরিশোধ করিবেন, এই দুর্ভাবনায, অত্যন্ত অসুখে কালযাপন করিতে হইবে। আমার নিকটে আপনকার যে ঋণ আছে, সে জন্য আর আপনকার চিন্তিত হইবার প্রযোজন নাই। আমি, আহ্লাদিত চিত্তে, আপনাকে ঋণমুক্ত করিতেছি। বিপদাপন্ন ব্যক্তির সাহায্য করা মনুষ্যমাত্রের আবশ্যকর্ত্তব্য, বিশেষতঃ আমি আপনাদের নিকট যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য, কার্য্য দ্বারা কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করা, আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। আমি আপনকার এ অবস্থায়, কিঞ্চিৎ অংশেও যে, সাহায্য করিতে পারিলাম, ও কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাইলাম, তাহাই আমি প্রচুর লাভ মনে করিতেছি। আপনকার নিকট হইতে প্রাপ্য

টাকা পাইলে, আমি যত আহ্লাদিত হইতাম, আপনাকে নিষ্কৃতি দিয়া, আমি তদপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক আহ্লাদিত হইলাম। এক্ষণে, আপনকার নিকট, বিনয়বচনে আমার প্রার্থনা এই, আমা দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, যদি কখনও আপনকার এরূপ কোনও প্রয়োজন উপস্থিত হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক জানাইলে, আমি চরিতার্থ হইব।

এইরূপ বলিয়া, জোসেফ্ তাঁহার লিখিত খতখানি সন্নিহিত জ্বলন্ত অনলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। জোসেফের দয়া ও সৌজন্য দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎ দিন পরে, এই ব্যক্তি, অল্প বেতনে, কোনও কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন, এবং তাহাতেই কোনও রূপে, দিনপাত করিতে লাগিলেন। সচ্ছল অবস্থায়, তিনি অনেকের আনুকূল্য করিতেন, এবং আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতিকে মধ্যে মধ্যে আহার করাইতেন। আয়ের খর্ব্বতা বশতঃ এক্ষণে সেরূপে চলা তাঁহার ক্ষমতার বহির্ভূত; কিন্তু এরূপ করিতে না পারিলে, তাঁহার অসুখের সীমা থাকিত না। আত্মীয়েরা, অথবা অন্যবিধ লোকে, তাঁহার আলয়ে আহার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে, তিনি অস্বীকার করিতে পারিতেন না, তাঁহারা উপস্থিত হইলে, তদীয় ভৃত্য, জোসেফের নিকটে

গিয়া, এই বৃত্তান্ত জানাইত। জোসেফ্ তৎক্ষণাৎ আবশ্যক আহারসামগ্রী পাঠাইয়া দিতেন। এইরূপ, তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হইত, জোসেফ্, আহ্লাদিত-চিত্তে, তাহার সমাধান করিয়া দিতেন।

অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা

হলষ্টিন্ নগরে, রুশিয়া রাজ্যের এক দল অশ্বারোহী সৈন্য থাকিত। ঐ সৈন্যদলের বাব্ নামক অধ্যক্ষ, সাতিশয় কার্য্যদক্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া, বিলক্ষণ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু, তিনি, কোন্ দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কেহই জানিত না। লুসম্ নামক নগরে অবস্থিতিকালে, তিনি যেরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ব্যক্তিমাত্রেই চমৎকৃত ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

এক দিন সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ ও আর কতকগুলি ভদ্র লোক, তদীয় আলয়ে আহার করিবার নিমিত্ত, নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ঐ নগরে এক ব্যক্তি সামান্য ব্যবসায় অবলম্বন পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। সেনাপতি বাবের এক সহকারী কর্ম্মচারী

দ্বারা, ঐ ব্যক্তিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আজ অমুক সময়ে আপনি সস্ত্রীক, আমার আবাসে আসিবেন।

সেনাপতি কি জন্য আহ্বান করিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া, তিনি অতিশয় ভয় পাইলেন। তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হওয়া উচিত নহে, এই বিবেচনায়, তিনি সস্ত্রীক, তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলে, সেনাপতির সম্মুখে নীত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা অতিশয় ভয় পাইয়াছেন। তখন তিনি সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক অভয়দান করিয়া বলিলেন, আমি, কোনও দুষ্ট অভিপ্রায়ে, আপনাদের আহ্বান করি নাই। আমি কোনও প্রকারে অত্যাচার বা অসদ্ব্যবহার করিব, আপনারা ক্ষণকালের জন্যও, সে আশঙ্কা করিবেন না, আপনাদের সহিত বিশিষ্টরূপ আলাপ করা আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। অদ্য আমি আপনাদিগকে আহার করাইব। আপনারা, নির্ভয় ও নিরুদ্বেগ হইয়া, উপবেশন করুন। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে আপন সমীপে উপবেশিত করিলেন, এবং নিরতিশয় সদয়ভাবে, তাঁহাদের সহিত নানা বিষয়ে, কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আহারের সময় উপস্থিত হইল। সেনাপতি তাঁহা-দিগকে আপনার নিকট বসাইলেন; সাতিশয় যত্ন ও

আদব পূর্ব্বক, আহার কবাইলেন; এবং তাঁহাদেব পবিবারসংক্রান্ত নানা কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। সে ব্যক্তি বলিলেন, আমাব পিতা, সামান্য ব্যবসায দ্বাবা, জীবিকানির্ব্বাহ কবিতেন, আমি তাঁহাব জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমার দুইটী সহোদব ও একটী ভগিনী আছেন। সেনাপতি জিজ্ঞাসা কবিলেন, এই দুই ভিন্ন আপনকাব কি আব সহোদব নাই? তিনি বলিলেন, না মহাশয, এক্ষণে, আমাব আব সহোদব নাই। আমাব আব একটি সহোদব ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সৈনিক দলে প্রবিষ্ট হইবাব নিমিত্ত, অতি অল্প বযসে, বাটী হইতে প্রস্থান কবিযাছেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন কি না, বলিতে পারি না, কাবণ, তদবধি আব তাঁহাব কোনও সংবাদ পাওযা যায় নাই।

অত্যুচ্চপদারূঢ় সেনাপতিকে, এক সামান্য দোকানদারেব সহিত, সাতিশয সদয ভাবে, কথোপকথনে আবিষ্ট দেখিযা, তাহাব অধীন সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মচাবীবা চমৎকৃত হইলেন। সেনাপতি, তাঁহাদেব ভাব বুঝিতে পারিয়া, বলিলেন, হে ভ্রাতৃগণ, সর্ব্বদা শুনিতে পাই, আমি কোন দেশে, কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ বিষযে তোমরা সতত অনুসন্ধান কবিযা থাক, কিন্তু, এ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইতে পার নাই। এজন্য, আজ আমি তোমাদিগকে জানাইতেছি, এই নগর আমাব জন্মস্থান, ইনি আমার

জ্যেষ্ঠ সহোদর। এই কথা শুনিয়া, সকলে বিশেষতঃ তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তর, সেনাপতি, নিরতিশয় স্নেহ ও সমাদর সহকারে, আলিঙ্গন করিয়া, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরকে বলিলেন, আপনকার যে সহোদর নরলোকে বিদ্যমান নাই বলিয়া, বোধ করিয়াছেন, আমি আপনকার সেই সহোদর। কল্য আমরা সকলে আপনকার আলয়ে আহার করিব। এই বলিয়া, তিনি তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে, সবিশেষ সম্মানপূর্ব্বক, বিদায় দিলেন, এবং, যাহাতে তদীয় আলয়ে আহারক্রিয়া, সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার নিমিত্ত, আদেশপ্রদান করিলেন।

এইরূপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া, মহামতি সেনাপতি, স্বীয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের সাংসারিক ক্লেশের, সর্ব্বতোভাবে নিবারণ করিলেন। তদবধি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সর্ব্বত্র মান্য হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। সেনাপতির ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তত্রত্য সমস্ত লোক, মুক্ত-কণ্ঠে সাধুবাদ-প্রদান করিয়াছিলেন।

যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়তা

প্রসিদ্ধ সাহসী চতুর্থ এলন্‌জো, যৌবনকালে পোর্ত্তুগালের রাজসিংহাসনে অধিরূঢ় হয়েন। তিনি সাতিশয় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, এবং মৃগয়ার আমোদেই, সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনারা সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে, তদীয় প্রিয়পাত্রেরা, মৃগয়ার গুণকীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে মৃগয়াতে উৎসাহিত করিতেন। মৃগয়ার অনুরোধে, তিনি নিয়ত অরণ্যে অবস্থিতি করিতেন, রাজ-কার্য্যে একেবারেই মনোযোগ দিতেন না, তাহাতে রাজ কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা ঘটিতে লাগিল।

কিছুদিন পরে, গুরুতর কার্য্যবিশেষের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে উপস্থিত হইতে হইল। তাঁহার উপস্থিতির পূর্ব্বে, রাজ্যের প্রধান লোকেরা ও রাজমন্ত্রীরা, সভাভবনে সমবেত হইয়া, তদীয় আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি, সভাভবনে প্রবিষ্ট ও সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াই, একমাস অরণ্যে থাকিয়া, মৃগয়ার আমোদে, কেমন সুখে কালযাপন করিয়াছেন, আহ্লাদে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতে লাগিলেন; যে কার্য্যের অনুরোধে, তাঁহাকে রাজধানীতে আসিতে হইয়াছে, তাহার একবারও উল্লেখ করিলেন না।

তাঁহার বাক্য সমাপ্ত হইলে, এক অতি প্রধান সম্ভ্রান্ত লোক দণ্ডায়মান হইলেন, এবং বলিলেন, রাজসভা ও রণক্ষেত্র রাজাদের নিমিত্ত নিরূপিত হইয়াছে, বন জঙ্গল তাঁহাদের নিমিত্ত অভিপ্রেত নহে। গৃহস্থ লোক, আবশ্যক কার্য্যে দৃষ্টি না রাখিয়া, কেবল আমোদে কাল কাটাইলে, তাহাদেরই অনিষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু রাজারা, রাজ-কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া, কেবল আমোদে আসক্ত হইলে, দেশস্থ সমস্ত লোকের অনিষ্ট হয়, আপনি মৃগয়াস্থলে যে ক্ষমতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শুনিবার নিমিত্ত আমরা এখানে আসি নাই, কোনও গুরুতর কার্য্যের অনুরোধেই আসিয়াছি। মহারাজের প্রজাদের যে ক্লেশ ও দুরবস্থা ঘটিয়াছে, যদি তাহার প্রতিবিধানে মনোযোগী ও যত্নবান্ হন, তবেই তাহারা আপনকার অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিবে, নতুবা—এই পর্য্যন্ত শুনিয়াই ক্রোধে অধৈর্য্য হইয়া, রাজা বলিলেন, নতুবা কি করিবে? রাজার ক্রোধ দর্শনে, কোনও অংশে শঙ্কিত না হইয়া, সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দৃঢ়বাক্যে বলিলেন, নতুবা, তাহারা রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এরূপ কোনও ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা দেখিবে।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, এলন্‌জোর কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি, তোমরা আমার যে

অবমাননা করিলে, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল দিতেছি, এই বলিয়া, সভাগৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, কিন্তু, কিয়ৎক্ষণ পরেই, নিতান্ত শান্তমূর্ত্তি হইয়া, সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন, এবং সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বলিলেন, আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিয়াছি। বাস্তবিক, যে ব্যক্তি, রাজা হইয়া, প্রজার হিতসাধনে যত্নবান্ না হইবে, প্রজারা কখনই তাহার অনুগত থাকিবে না। আমি ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া, সর্ব্বসমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ অবধি, আর আমি মৃগয়া বা অন্যবিধ ব্যসনে, ক্ষণকালের জন্যও আসক্ত হইব না, অনন্যমনাঃ ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, সর্ব্বপ্রযত্নে রাজকার্য্যসম্পাদনে তৎপর হইব, প্রাণান্তেও এই প্রতিজ্ঞার লঙ্ঘন করিব না।

এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, রাজসভায় সমবেত সম্ভ্রান্তগণ ও অমাত্যবর্গ আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং আশীর্ব্বাদপ্রয়োগ পূর্ব্বক, রাজাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাজা, সেই দিন অবধি, মৃগয়া প্রভৃতি সর্ব্ববিধ ব্যসনে বিসর্জ্জন দিয়া, দিবারাত্রি, রাজকার্য্যসম্পাদনে নিবিষ্টচিত্ত হইলেন, একদিন একক্ষণের জন্যও, সে বিষয়ে অযত্ন বা উপেক্ষা করেন নাই। ফলতঃ, তিনি রাজ্যের যেরূপ মঙ্গলবিধান ও প্রজাবর্গের

যেরূপ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, পোর্ত্তুগাল-দেশে কখনও কোনও রাজা সেরূপ করিতে পারেন নাই।

অদ্ভুত অমায়িকতা

সম্রাট্ দ্বিতীয় জোসেফ্ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন, সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, আলাপ করিতেন, সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া, অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, কাহাকেও হেয়জ্ঞান করিতেন না। তিনি একদা ফ্রান্সের রাজধানী পারী নগরে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তিনি প্রচ্ছন্ন-বেশে, পান্থনিবাসে (৩) গিয়া, সকল লোকের সহিত, নিতান্ত অমায়িকভাবে, কথোপকথন করিতেন।

একদিন, তিনি, এক ব্যক্তির সহিত সতরঞ্চ খেলিতে বসিলেন। প্রথম বাজিতে তাঁহার হার হইল। সম্রাট্ আর এক বাজি খেলিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে, সে ব্যক্তি বলিলেন, মহাশয়, আমায় মাপ করিবেন, আমি আর খেলিতে পারিব না। শুনিয়াছি, অদ্য সম্রাট্ রঙ্গভূমিতে যাইবেন, আমি তাঁহাকে দেখিবার জন্য তথায় যাইব। তখন তিনি বলিলেন, আপনি, সম্রাট্‌কে দেখিবার নিমিত্ত এত ব্যগ্র হইয়াছেন কেন, তাঁহাকে দেখিলে, আপনার

---

(৩) পান্থনিবাস, পথিকদিগের অবস্থিতির স্থান।

কি লাভ হইবে, বলুন। আমি আপনাকে অবধারিত বলিতেছি, তাঁহাতে ও অন্য অন্য ব্যক্তিতে, কোনও অংশে, কিঞ্চিন্মাত্র প্রভেদ নাই। তখন সে ব্যক্তি বলিলেন, যা হউক না কেন, সম্রাট্ অতি প্রসিদ্ধ প্রধান লোক, তাঁহাকে দেখিবার নিমিত্ত, অনেক দিন অবধি, আমার অনিবার্য্য কৌতূহল জন্মিয়া আছে, নিকটে পাইয়াও, যদি তাঁহাকে একবার না দেখি, তাহা হইলে, আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ থাকিবে।

তাহার এইরূপ ব্যগ্রতা দেখিয়া, সম্রাট বলিলেন, আপনার রঙ্গভূমিতে যাইবার কি এই একমাত্র উদ্দেশ্য? তিনি বলিলেন, হাঁ মহাশয়, বাস্তবিক, আমার এতদ্ভিন্ন আর কোনও উদ্দেশ্য নাই। তখন সম্রাট্ বলিলেন, আসুন, আমরা আর এক বাজি খেলি, ও জন্য, আর আপনকার ক্লেশস্বীকার করিয়া, রঙ্গভূমিতে যাইবার প্রয়োজন নাই। যাহাকে দেখিবার নিমিত্ত, তথায় যাইতে ব্যগ্র হইয়াছেন, সে ব্যক্তি এই আপনকার সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র, চকিত ও চমৎকৃত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইলেন, এবং সাতিশয় সম্মান সহকারে, অভিবাদন করিয়া, কৃতাঞ্জলি হইয়া, নিতান্ত বিনীত বচনে, নিবেদন করিলেন, মহারাজ,

আপনাকে সামান্য ব্যক্তি স্থির করিয়া, সমকক্ষ ভাবে কথোপকথন করিয়াছি, এবং আপনকার সহিত খেলিতে বসিয়াছি, ইহাতে আমার যে অপরাধ হইয়াছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জ্জনা করিতে হইবে। সম্রাট্ শুনিয়া, সহাস্য বদনে, হস্তে ধরিয়া, তাহাকে বসাইলেন, এবং অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ও অভয়দান করিয়া, পুনর্ব্বার তাহার সহিত খেলিতে বসিলেন।

তদীয় ঈদৃশ অদ্ভুত অমায়িক ভাব দর্শনে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, তিনি, মনে মনে, তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। বস্তুত, সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ঈদৃশ অমায়িক ভাব অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার।

কৃতঘ্নতা

এক সৈনিক পুরুষ রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসপ্রদর্শন করাতে, মাসিডনের অধীশ্বর ফিলিপের সাতিশয় অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিল। সে জলপথে কোনও স্থানে যাইতে-ছিল; পথিমধ্যে, অতি প্রবল বাত্যা, উপস্থিত হওয়াতে, নৌকা জলমগ্ন হইল। সে, প্রবল তরঙ্গবেগে তীরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, উলঙ্গ ও মৃতপ্রায় পতিত রহিল। ঘটনাক্রমে, ঐ প্রদেশের এক ব্যক্তি, সেই সময়ে, সেই

স্থানে উপস্থিত হইলেন, তাহার তাদৃশী দশা দর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন; এবং সবিশেষ যত্ন সহকারে, অশেষ প্রকারে, তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। চল্লিশ দিন তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া, সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া উঠিল। তিনি দয়া করিয়া, স্বীয় আলয়ে না লইয়া গেলে, এবং সবিশেষ যত্ন, পরিশ্রম ও অর্থব্যয়স্বীকার পূর্ব্বক, তাহার শুশ্রূষা না করিলে, সে নিঃসন্দেহ, কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি, যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ও আবশ্যক পাথেয় দিয়া তাহাকে স্বদেশগমনার্থ বিদায় করিলেন।

প্রস্থানকালে, সৈনিক পুরুষ স্বীয় আশ্রয়দাতাকে বলিল, মহাশয়, আমার সৌভাগ্যক্রমে, আপনি, সেদিন, সেস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নতুবা আমার অবধারিত প্রাণবিয়োগ ঘটিত। আপনি, আমার জন্য, যেরূপ যত্ন, যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় করিয়াছেন, পিতা, পুত্রের জন্য, সেরূপ করিতে পারেন কি না, সন্দেহস্থল। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, আমি কস্মিন্ কালেও তাহা ভুলিতে পারিব না। অধিক আর কি বলিব, আপনি আমার জন্মদাতা পিতা অপেক্ষাও অধিক। এইরূপ বলিয়া, অসময়ে আশ্রয়দাতার নিকট বিদায় লইয়া, সৈনিকপুরুষ স্বদেশ অভিমুখে প্রস্থান করিল।

সৈনিক পুরুষের আশ্রয়দাতা যে ভূমিতে বাস ও কৃষিকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন, ফিলিপ, দানপত্র দ্বারা, সেই ভূমি, ঐ সৈনিক পুরুষকে পুরস্কারস্বরূপ দিলেন। এইরূপে সে, প্রাণদাতার অধিকৃত ভূমির অধিকারী হইয়া, তাঁহার গৃহ ভগ্ন করিয়া, তাঁহাকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া দিল। তিনি, তদীয় ঈদৃশ অকৃতজ্ঞতা দর্শনে, সাতিশয় বিস্মিত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন, এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আবেদনপত্র দ্বারা, ফিলিপের গোচর করিলেন। মানুষ এতদূর অকৃতজ্ঞ হইতে পারে, তাঁহার সেরূপ বোধ ছিল না। পত্রপাঠ মাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্ব-স্বামীকে সেই ভূমিতে অধিকারপ্রদানের আদেশপ্রদান করিলেন, এবং সেই পাপিষ্ঠ সৈনিকপুরুষকে স্বীয় সমক্ষে আনাইয়া, তাহার ললাটে, কৃতঘ্ন নরাধম, এই দুটি শব্দ লেখাইয়া, আপন অধিকার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

কৃতঘ্ন ব্যক্তি, সর্ব্বকালে, সর্ব্ব-দেশে, সর্ব্ব সমাজে, নিরতিশয় নিন্দনীয় হইয়া থাকে। মনুষ্যের যত দোষ সম্ভবিতে পারে, গ্রীস্‌দেশীয় লোকে কৃতঘ্নতাকে, সেই সমস্ত দোষ অপেক্ষা, গুরুতর বিবেচনা করিতেন। তাঁহারা কৃতঘ্ন ব্যক্তির সহিত বাক্যালাপ ও তাহার মুখাবলোকন করিতেন না।

কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভয়তা

আরবদিগের খলীফা (৪) হারুল্ উর্ বশীদের, জাফর্ বর্মীকী নামে, বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ, সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ মন্ত্রী ছিলেন। কোনও কারণে কুপিত হইয়া, খলীফা তাঁহার প্রাণদণ্ড করেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দেন, যদি কেহ মন্ত্রীর গুণকীর্ত্তন করে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু, এক বৃদ্ধ আরব, সতত, সর্ব্বসমক্ষে, মুক্তকণ্ঠে, মন্ত্রীর গুণকীর্ত্তন করিতেন। এই বিষয় খলীফার কর্ণগোচর হইলে, তদীয় আদেশক্রমে, ঐ বৃদ্ধ আরব, তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। তখন খলীফা, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন্ সাহসে আমার আজ্ঞালঙ্ঘন করিতেছ?

খলীফার এই কোপপূর্ণ জিজ্ঞাসাবাক্য শ্রবণে, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া, বৃদ্ধ বিনীত বচনে বলিলেন, ধর্ম্মাবতার, যদি আমি, প্রাণভয়ে, মৃত মন্ত্রীর গুণকীর্ত্তনে বিরত হই, তাহা হইলে, আমায় উৎকট অকৃতজ্ঞতাপাপে লিপ্ত হইতে হয়। অকৃতজ্ঞ বলিয়া, লোকালয়ে পরিচিত হওয়া অপেক্ষা, প্রাণত্যাগ করা ভাল। আমি অতি দীন ও সহায়হীন ছিলাম। আমায়, অধিক দিন, সপরিবারে অনাহারে থাকিতে হইত। সৌভাগ্যক্রমে, তাঁহার কৃপা-

(৪) খলীফা—অধিপতি, যিনি সর্ব্ব বিষয়ে কর্তৃত্ব করেন।

দৃষ্টি হওয়াতে, আমার দুঃখ দূর হইযাছে। এক্ষণে আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন এবং সর্ব্বত্র মান্য ও গণ্য হইয়াছি। এ সমস্তই সেই দযাশীল মহাপুরুষেব অনুগ্রহেব ফল। তাঁহার দয়া ও অনুগ্রহ আমাব হৃদযে, সর্ব্বক্ষণ, বিলক্ষণ জাগরূক বহিযাছে। এমন স্থলে, প্রাণদণ্ডভযে, তাঁহার গুণকীর্ত্তনে বিবত হইলে, আমায নিবতিশয় অধর্ম্মগ্রস্ত হইতে হইবে। অতএব ধর্ম্মাবতার, ইচ্ছা হয, আমার প্রাণদণ্ড করুন, জীবিত থাকিয়া, আমি কোনও কাবণে, তাঁহাব গুণকীর্ত্তনে বিবত হইতে পাবিব না।

বৃদ্ধ আববেব কৃতজ্ঞতা ও অকুতোভযতাব আতিশয্য দর্শনে, খলীফা যৎপবোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং সাতিশয প্রসন্ন হইযা, তাঁহাকে বহুমূল্য পুবস্কাব দিলেন। তখন, সেই বৃদ্ধ আবাব বলিলেন, ধর্ম্মাবতাব, ববমীকীর অনুগ্রহই আমার এই অভাবনীয সম্মানের একমাত্র কারণ।

উপকার স্মরণ

একদিন, আমেবিকাব এক আদিম নিবাসী ইংরেজদের পান্থনিবাসে উপস্থিত হইল, এবং পান্থনিবাসে কর্ত্রীর নিকটে প্রার্থনা কবিল, আপনি দয়া কবিয়া আমায় কিছু আহার দেন; আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি।

আপনি যে আহার দিবেন, আজ আমি তাহার মূল্য দিতে পারিব না। অঙ্গীকার করিতেছি, যত শীঘ্র পারি, আপনার এই ঋণের পরিশোধ করিব, কদাচ তাহার অন্যথা হইবে না। পান্থনিবাসের কর্ত্রী তাহার প্রার্থনা শুনিয়া, যথেষ্ট গালি দিলেন, এবং বলিলেন, আমি পরিশ্রম করিয়া যে উপার্জ্জন করি, তোর মত লোককে খাওয়াইয়া তাহা নষ্ট করিতে পারিব না। তুই, এখনই এখান হইতে চলিয়া যা।

এই কথা শুনিয়া, সে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, তথায় উপস্থিত এক ভদ্র ব্যক্তি, তাহার আকার প্রকার দর্শনে, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে, যথার্থই, ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছে। তখন তিনি পান্থনিবাসের কর্ত্রীকে বলিলেন, এ ব্যক্তির যাহা আবশ্যক হয়, দাও, আমি তাহার মূল্য দিব। আহার সমাপ্ত হইলে, আমেরিকার লোকটি, আহারদাতার নিকটে গিয়া, ভক্তিপূর্ব্বক নমস্কার করিয়া, বিনয়নম্র বচনে বলিল, আপনি আমার উপর যে দয়াপ্রকাশ করিলেন, আমি কখনও তাহা বিস্মৃত হইব না। এই বলিয়া, সে ব্যক্তি প্রস্থান করিল।

ইংরেজেরা, ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত আমেরিকার আদিম নিবাসীদের উপর যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেন, এজন্য, তাঁহাদের উপর, তাহাদের ভয়ানক বিদ্বেষ জন্মিয়া-

ছিল। সুযোগ পাইলে, তাহারা তাঁহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে ক্রুটি করিত না। একদা ঐ ভদ্র ব্যক্তি মৃগয়া উপলক্ষে, কোনও অরণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে, সেই সময়ে, আমেরিকার কতকগুলি আদিম-নিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং দেখিবামাত্র, তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া, আপনাদের বাসস্থানে লইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন ও পরামর্শের পর, তাহারা স্থির করিল, এই দণ্ডে ইহার প্রাণদণ্ড করা আবশ্যক। এই ব্যবস্থা শুনিয়া, তথায় উপস্থিত এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, অল্পদিন হইল, আমার পুত্রটী, লড়াই করিতে গিয়া, মারা পড়িয়াছে, অতএব এই লোকটি আমায় দাও, ইহাকে আমি পুত্র করিয়া রাখিব। তদনুসারে, ঐ ব্যক্তি, বৃদ্ধার আলয়ে গিয়া, অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

একদিন, তিনি, বনমধ্যে, একাকী কর্ম্ম করিতেছেন, এমন সময়ে, একটি আমেরিকার আদিমনিবাসী লোক তথায় উপস্থিত হইল, এবং অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে বলিল, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক, অমুক দিন অমুক সময়ে, অমুক স্থানে গিয়া, আমার সহিত দেখা করিবেন। তিনি সম্মত হইলেন, কিন্তু, এ ব্যক্তি কেন আমায় ঐ স্থানে যাইতে বলিল। হয় ত উহার কোনও দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; এই আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, এ

বিষযের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভয় হইতে লাগিল। এজন্য, তিনি, নিযমিত দিনে তথায় উপস্থিত হইলেন না।

কিযৎদিন পরে ঐ আমেবিকাব লোক, পুনর্ব্বার, তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ করিল। তখন তিনি লজ্জিত হইয়া, বলিলেন, আমি নানা কারণে, সে দিন যাইতে পারি নাই, এক্ষণে দিন স্থির করিযা বল, এবাব আমি অবধারিত তোমাব সহিত সাক্ষাৎ কবিব। তদনুসারে দিন নির্দ্ধারিত হইল। অনন্তব, তিনি, নির্দ্ধারিত দিনে, নির্দ্ধারিত স্থানে উপস্থিত হইযা দেখিলেন, সে ব্যক্তি, দুই বন্দুক, দুই বারুদপাত্র, দুই ভোজ্যাধার লইযা, বসিযা আছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র, সে বলিল, আপনি, এই ত্রিবিধ দ্রব্যেব এক একটি লইয়া, আমাব সঙ্গে আসুন। আপনি ভয় পাইবেন না, আমাব দুষ্ট অভিসন্ধি নাই, তাহা থাকিলে, আমি এই দণ্ডে, আপনকার প্রাণসংহাব করিতে পারিতাম। তবে, আমি আপনাকে, কিজন্য কোথায় লইযা যাইতেছি, এখন তাহা ব্যক্ত করিব না। তদীয ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে, সাহসী হইয়া, বন্দুক, বারুদপাত্র ও ভোজ্যাধার লইয়া, তিনি তাঁহার সমভিব্যাহারী হইলেন।

কতিপয় দিনের পর, তাঁহারা এক উচ্চ পাহাড়ের উপর উপস্থিত হইলেন, এবং, কিয়ৎ দূরে কতকগুলি গৃহ

দেখিতে পাইলেন। সেখানে কৃষিকর্ম্ম হইয়া থাকে, তাহারও লক্ষণ লক্ষিত হইল। তখন, আমেবিকার আদিম-নিবাসী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে স্থানে লোকের বসতি দৃষ্ট হইতেছে, আপনি ঐ স্থানের নাম জানেন? তিনি বলিলেন, উহাব নাম লিচ্‌ফিল্ড্, ঐ স্থানে আমার বাস ছিল।

এই কথা শুনিযা, আমেবিকার আদিম-নিবাসী বলিল, আপনকার স্মবণ হইবে কি না, বলিতে পাবি না, কিছু দিন পূর্ব্বে, আমি অতিশয ক্ষুধার্ত্ত হইযা, এক পান্থনিবাসে গিযা, সেই পান্থনিবাসের কর্ত্রীব নিকটে আহার-প্রার্থনা করি। তিনি, যথেষ্ট ভৎর্সনা কবিয়া, আমায তাডাইষা দেন। আমি নিবাশ হইযা চলিযা যাই, এমন সমযে, আপনি দযা করিযা, নিজব্যযে আহাব কবাইযা, আমার প্রাণরক্ষা কবিযাছিলেন। আমি, পান্থনিবাস হইতে, প্রস্থানকালে, আপনাকে বলিযাছিলাম, আপনি আমার যে উপকাব কবিলেন, আমি কস্মিন্‌কালেও, তাহা বিস্মৃত হইব না। আমি শুনিতে পাইলাম, আপনি নিরুদ্ধ হইযা, দাসরূপে অবস্থিতি কবিতেছেন। আপনকার দাসত্ব-মোচনের জন্য, আমি আপনাকে এখানে আনিয়াছি। ঐ আপনকার বাসস্থান, উহা অধিক দূরবর্ত্তীও নহে; আপনি স্বচ্ছন্দে প্রস্থান করুন। আমি আপনকার নিকট

বিদায় লইতেছি। এই বলিয়া, সে প্রস্থান করিল। তিনিও তাহার দয়ায়, দাসত্বমুক্ত হইযা, নির্বিঘ্নে, আপন বাসস্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই অসভ্যজাতীয ব্যক্তিব দযা, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহাব দর্শনে, নিবতিশয প্রীত ও চমৎকৃত হইযা, মুক্তকণ্ঠে তাহাব প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

প্রত্যুপকার

সুপ্রসিদ্ধ বোম্ নগবে এগ্রিপ্পা নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার এক ভৃত্য, তৎকালীন সম্রাট্ টাইবিবিযসেব নিকটে গিযা, এই অভিযোগ কবিল, আমাব প্রভু এগ্রিপ্পা, সতত, আপনকাব, যার পব নাই, কুৎসাকার্ত্তন করিয থাকেন। সম্রাট্ শুনিযা অতিশয ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাকে লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিযা, বাজভবনেব সম্মুখে দাঁড় কবাইযা বাখিতে আজ্ঞা দিলেন।

গ্রীষ্মকালে, মধ্যাহ্ন সমযে, বৌদ্রে অধিকক্ষণ দাঁড়াইযা, এগ্রিপ্পা পিপাসায় অতিশয় কাতর হইলেন। সেই সময়ে, কেলিগুলা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভৃত্য থমাষ্টস্, জলের কুজ লইযা, ঐ স্থান দিয়া, চলিয়া যাইতেছিল। তাহার হস্তে জলের কুজ দেখিয়া, পিপাসার্ত্ত

এগ্রিপ্পা তাহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে নিকট-বর্ত্তী হইলে, তিনি, অতি কাতরভাবে, বিনীত বচনে, পানার্থে জল-প্রার্থনা করিলেন। সে সাতিশয় সৌজন্য-প্রদর্শনপূর্ব্বক, জলের কুজটি তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, ইচ্ছানুরূপ জলপান করিয়া, পিপাসার শান্তি করিলেন, এবং সাতিশয় প্রীত ও আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, দেখ থমাষ্টস্, আজ তুমি আমার যে উপকার করিলে, তাহা আমি কখনও ভুলিতে পারিব না। যে বিপদে পড়িয়াছি, যদি তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাই, আমি তোমায় যথোচিত পুরস্কার করিব।

কিছু দিন পরেই, সম্রাট্ টাইবিরিয়সের মৃত্যু হইল। কেলিগুলা সম্রাট্পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই, এগ্রিপ্পাকে কারাগার হইতে মুক্ত ও জুডিয়াপ্রদেশের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এইরূপে, অতি উচ্চপদে অধিরূঢ় হইয়াও, এগ্রিপ্পা, থমাষ্টসের কৃত উপকার ভুলিয়া যান নাই। তিনি থামষ্টস্‌কে ডাকিয়া পাঠাইলেন, এবং সে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহাকে, উচ্চ বেতনে, স্বীয় সাংসারিক সমস্ত ব্যাপারের অধ্যক্ষতাপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

প্রত্যুপকার

আলি ইবন্ আব্বস্ নামে এক ব্যক্তি, মামুন্ নামক খলীফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্ণে, খলীফার নিকটে বসিয়া আছি, এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলীফা, আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে, আপন আলয়ে লইয়া গিয়া, রুদ্ধ করিয়া রাখিবে, এবং কল্য আমার নিকটে উপস্থিত করিবে, তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীতি হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া, অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম, কারণ, যদি তিনি পলাইয়া যান, আমায় খলীফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনকার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কস্ আমার জন্মস্থান, ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ্ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কস্ নগরের, বিশেষতঃ যে অংশে আপনকার বাস, তাহার উপর, জগদীশ্বরের সতত শুভ দৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের

অধিবাসী এক ব্যক্তি, এক সময়ে, আমায় প্রাণদান দিয়াছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম, বহু বৎসর পূর্ব্বে, ডেমাস্কসের শাসনকর্ত্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে প্রতিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্ত্তা, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটীতে প্রবিষ্ট হইলাম, এবং গৃহস্বামীর নিকটে গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া, গৃহস্বামী আমায় অভয়প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাস কাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না, লজ্জাবশতঃ আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার

প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া, আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে, আর একটী অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছে, আর, পথে আমার পরিচর্য্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান-সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয় আশ্রয়দাতা, আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন, এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন, তন্মধ্যে যাহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতিস্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এজন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে, ঐ স্থান আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়।

এই নির্দ্দেশ করিয়া, দুঃখপ্রকাশ পূর্ব্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্য্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনও কোন উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনও অংশে কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে, মৃত্যুকালে আমার কোনও ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয়

আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনকার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাস কাল, আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম, আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম, তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম, এবং, কি দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলীফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচপ্রকৃতি লোক ঈর্ষ্যাবশতঃ শত্রুতা করিয়া, খলীফার নিকট আমার উপর উৎকট দোষারোপ করিয়াছে, তজ্জন্য তদায় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ ও এখানে আনীত হইয়াছি, আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই, সহজে নিষ্কৃতি পাইব, আমার সে আশা নাই, বোধ করি, আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে আমার প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলেই আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না; আমি একমুহূর্ত্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না, আপনি এই মুহূর্ত্ত হইতে স্বাধীন হইলেন, এই বলিয়া, পাথেয স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রাব একটি থলি তাঁহাব হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন, এবং স্নেহাস্পদ পবিবাববর্গেব সহিত মিলিত হইযা, সংসাবযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাডিযা দিলাম, এজন্য আমাব উপব খলীফাব মর্ম্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহাব সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি, আপনার প্রাণবক্ষা কবিতে পাবি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

আমার প্রস্তাব শুনিযা তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না, আমি এত নীচাশয ও স্বার্থপব নহি যে, কিছুকাল পূর্ব্বে, যে প্রাণেব বক্ষা কবিযাছি, আপন প্রাণবক্ষার্থে, এক্ষণে সেই প্রাণেব বিনাশের কাবণ হইব। তাহা কখনই হইবে না। যাহাতে খলীফা আমার উপর অক্রোধ হন, আপনি দযা কবিযা, তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনকার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে; যদি আপনকার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও, আমার আর কোনও ক্ষোভ থাকিবে না।

পরদিন প্রাতঃকালে, আমি খলীফার নিকটে উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিযাছ? এই বলিযা, তিনি ঘাতককে ডাকাইযা, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইযা, বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্ম্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষযে আমার কিছু বক্তব্য আছে, অনুমতি হইলে সবিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র, তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইযা উঠিল। তিনি রোষরক্ত নযনে বলিলেন, আমি শপথ করিযা বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িযা দিযা থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্ত্তে আমার ও তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন, তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিযা তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

এই কথা শুনিযা, খলীফা, উদ্ধত বচনে বলিলেন, কি বলিতে চাও, বল। তখন, সে ব্যক্তি, ডেমাস্কস্ নগরে, কি রূপে আশ্রযদান ও প্রাণরক্ষা করিযাছিলেন, এবং এক্ষণে আমি তাঁহাকে ছাড়িযা দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত বিপদে পড়িব, এজন্য তাহাতে কোনও মতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ের সবিশেষ নির্দ্দেশ

করিয়া বলিলাম, ধর্ম্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সদ্বিবেচক, তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসক দুরাত্মারা, ঈর্ষ্যাবশতঃ, অমূলক দোষারোপ করিয়া, তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে, নতুবা, যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনও দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিরুচি হয়, করুন।

খলীফা, মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর, প্রসন্নবদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া, আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাঁহাকে অবিলম্বে এই শুভ-সংবাদ দাও, ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

এই কথা শুনিয়া, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া, আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, তাঁহাকে খলীফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলীফা, অবলোকনমাত্র, প্রীতি-প্রফুল্ল

লোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন,—তুমি যে এরূপ উচ্চ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া, অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকট তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলীফা, তাঁহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র, উপহার দিলেন, এবং ডেমাস্কসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয় স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া, তাঁহাকে বিদায় করিলেন।

কৃতজ্ঞতার পুরস্কার

ইংলণ্ড দেশে, ফিট্‌জ্‌উইলিয়ম্‌ নামে এক ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে বিলক্ষণ অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কৃতজ্ঞ, দয়াশীল, তেজীয়ান্‌, ন্যায়পরায়ণ ও অকুতোভয় ছিলেন। সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, তিনি যে প্রভূত অর্থের উপার্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রী

কার্ডিনেল উল্‌জির দয়া ও অনুগ্রহই তাহার প্রধান কারণ। স্বভাবসিদ্ধ কৃতজ্ঞতা গুণের আতিশয্যবশতঃ তিনি ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াও, আন্তরিক ভক্তি সহকারে, মহোপকারক উলজির যথেষ্ট সম্মান করিতেন।

তৎকালীন ইংলণ্ডের অধীশ্বর, অষ্টম হেন্‌রি, সাতিশয় উদ্ধতস্বভাব ও অবিমৃষ্যকারী পুরুষ ছিলেন। তিনি কোনও কারণে কুপিত হইয়া, সবিশেষ অবমাননা পূর্ব্বক, উল্‌জিকে মন্ত্রিত্বপদ হইতে বহিষ্কৃত করেন। এইরূপে অপদস্থ ও অবমানিত হইয়া, তিনি সকলের অবজ্ঞাভাজন হইয়াছিলেন। পাছে রাজার কোপে পতিত হইতে হয়, এই আশঙ্কায়, কেহ কোনও বিষয়ে, তাঁহার কোনও আনুকূল্য করিতেন না। ফিট্‌জ্‌ উইলিয়ম্‌ তাঁহার পদচ্যুতি ও অবমাননার বিষয় অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সাতিশয় আক্ষেপপ্রকাশ পূর্ব্বক, তাঁহাকে নর্থেম্‌টন নামক স্থানে লইয়া গেলেন, এবং ঐ স্থানে মিল্‌টন নামে, যে স্বীয় পরম রমণীয় বাসস্থান ছিল, তাঁহাকে তথায় রাখিয়া, যথোচিত ভক্তি ও সম্মান সহকারে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

এই বিষয় কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, ফিট্‌জ্‌ উইলিয়মের উপর যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন।

তদীয় আদেশ অনুসারে, তিনি রাজসভায় আনীত হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, সাতিশয় রোষপ্রদর্শন পুরঃসর, কর্কশ বচনে বলিলেন, তোমার এত বড আস্পর্দ্ধা যে, তুমি এক রাজ-বিদ্রোহীকে আপন আলযে লইয়া গিয়া, আমোদ আহ্লাদ করিতেছ। বাজাব রোষ দর্শনে কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা চলচিত্ত না হইয়া, তিনি অতি বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি আপন আলয়ে লইযা গিয়া কার্ডিনেলের যে পরিচর্য্যা করিতেছি, বাজভক্তির অসদ্ভাব তাহাব কাবণ নহে, আমি তাঁহাব নিকট অশেষ প্রকারে যে প্রভূত উপকাব প্রাপ্ত হইযাছি, ইহা কেবল তজ্জন্য সামান্য কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন মাত্র

এই হেতুবাদ কর্ণগোচর হইলে, ইংলণ্ডেশ্বর, অধিকতর কুপিত হইযা বলিলেন, সে আবাব কি? ইংলণ্ডেশ্বব, উত্তরোত্তর, অধিকতব কুপিত হইতেছেন দেখিয়া, পাছে তিনি তাহাঁকে বাজভক্তিহীন ভাবেন, এই ভযে ও ভাবনায় অভিভূত হইয়া, ফিটুজ্ উইলিযম, অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, বিনীত বচনে বলিলেন, মহারাজ, আমি সামান্য অবস্থার লোক হইয়াও, বিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছি, কার্ডিনেলেব অনুগ্রহ ও সহায়তা ব্যতিরেকে, কখনই আমার এ উন্নত অবস্থা ঘটিত না; সুতরাং আমি তাঁহার নিকটে ,দুর্ভেদ্য

কৃতজ্ঞতাশৃঙ্খলে বদ্ধ আছি। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শন না করিলে, আমি ভদ্রসমাজে হেয় ও অশ্রদ্ধেয়, এবং ধর্ম্মদ্বারে পতিত হইব, কেবল এই ভয়ে ও এই বিবেচনায়, অবসর পাইয়া, তাঁহার প্রতি যথাশক্তি কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

তদীয় প্রশংসনীয় উত্তরবাক্য শ্রবণে, নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, স্বভাবসিদ্ধ ঔদ্ধত্যভাব বিসর্জ্জন দিয়া, তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং নিকটে গিয়া আন্তরিক অনুরাগ সহকারে, তাঁহার করগ্রহণ পূর্ব্বক বলিলেন, এরূপ কৃতজ্ঞতার যথোচিত পুরস্কার হওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। তুমি সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয়, প্রকৃত যোগ্য ব্যক্তি। আজ অবধি, তুমি একজন রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে, আমার আর যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত আছেন, কৃতজ্ঞতা কাহাকে বলে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাহা অবগত নহেন, তোমায় তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতা শিখাইতে হইবে। বলিতে কি, তোমার অদৃষ্টচর আচরণ দর্শনে ও অশ্রুতচর বচন শ্রবণে, চমৎকৃত ও আহ্লাদে পুলকিত হইয়াছি।

এইরূপে, স্বীয় আন্তরিক ভাবপ্রকাশ করিয়া, ইংলণ্ডেশ্বর, সেই মুহূর্ত্তে, সেই ক্ষেত্রে, ফিট্জ্ উই-

লিযমকে নাইট্ (৫) উপাধিপ্রদান পূর্ব্বক, রাজমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যথার্থ কৃতজ্ঞতা

ক্রোডন্ নামক স্থান সেনাপতি ভাব্মণ্টেব হস্তগত হইলে, তিনি আদেশ দিলেন, ঐ স্থানে যে সকল স্পেন্দেশীয সৈন্য ও অন্যবিধ লোক আছে, সকলেব প্রাণবধ কব। সেই সঙ্গে ইহাও প্রচাবিত হইল, যে ব্যক্তি সেনাপতির এই আদেশেব অনুযাযী কার্য্য কবিতে অসম্মত হইবে, অথবা এই আদেশেব বিপবীত আচবণ কবিবে, তাহাব অবধাবিত প্রাণদণ্ড হইবে। ইহা অবগত হইযাও, এক সৈনিক-পুরুষ, স্পেন্দেশীয এক সৈনিকেব প্রাণনাশ না কবিযা, যাহাতে তাহাব প্রাণবক্ষা হয, সে বিষযে সবিশেষ সচেষ্ট হইযাছিল।

---

(৫) নাইট্—উপাধিবিশেষ। অসাধারণ ক্ষমতাপ্রকাশদর্শনে অথবা অন্য কোনও কারণে, রাজারা ব্যক্তিবিশেষকে এই মাননীয় উপাধি দিয়া থাকেন। যাঁহারা এই উপাধি পান, তাঁহাদেব নামের পূর্ব্বে সর এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যথা, সব্ আইজাক্ নিউটন্, সব্ উইলিয়ম জোন্স্ ইত্যাদি।

এইরূপে, সেনাপতির আজ্ঞালঙ্ঘন জন্য গুরুতর অপরাধ হওয়াতে, দণ্ড দিবার নিমিত্ত, সে সেনাসংক্রান্ত বিচারালয়ের সম্মুখে নীত হইল। তুমি এই অপরাধ করিয়াছ কি না? এই জিজ্ঞাসা করাতে, সে, স্পষ্ট-বাক্যে স্বীকার করিল, এবং বলিল, যদি ও ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে, আমি স্বচ্ছন্দ মনে, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছি। এই কথা শ্রবণে, সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া, সেনাপতি বলিলেন, তুমি পরের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে সম্মত হইতেছ, ইহার কারণ কি। বুঝিতে পারিতেছি না।

এই কথা শুনিয়া, সেই সৈনিক-পুরুষ বলিল, ও ব্যক্তি আমার প্রাণদাতা। আমি একবার এইরূপ বিপদে পড়িয়াছিলাম, তখন কেবল উঁহার যত্নে ও চেষ্টায়, আমার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। এখন উনি সেইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন, উঁহার প্রাণরক্ষা বিষয়ে যথাশক্তি চেষ্টা ও যত্ন না করিলে, আমি নিতান্ত অকৃতজ্ঞ হইব। সেনাপতি, সামান্য সৈনিক পুরুষের এতাদৃশ উন্নতচিত্ততা দর্শনে নিরতিশয় প্রীত ও চমৎকৃত হইয়া, তাহার অপরাধের মার্জ্জনা করিলেন, এবং যে ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য, সে অকাতরে প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিল, তদীয় কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ, সে ব্যক্তিরও প্রাণরক্ষার আদেশ

দিলেন। এইরূপে দ্বিবিধ অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়াতে, সেই উন্নতচিত্ত সৈনিক পুরুষ, প্রীতিপ্রফুল্ল হৃদয়ে, অশ্রুপূর্ণ লোচনে, গদ্গদ বচনে, সেনাপতির প্রশংসাকীর্ত্তন করিতে করিতে, প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা

মাসিডনের অধীশ্বর প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী আলেগ্জাণ্ডার, সাইডনের অধিপতি ষ্ট্রাটোকে সিংহাসনচ্যুত করিলেন, এবং স্বীয় প্রিয়পাত্র হিপষ্টিয়নের উপর এই ভার দিলেন, এই নগরের যে ব্যক্তি তোমার বিবেচনায় সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য হয়, তাহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত কর। এই সময়ে হিপষ্টিয়ন্ যাঁহাদের বাটীতে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহারা দুই সহোদর। উভয়েই যুবা পুরুষ, এবং সেই নগরের সর্ব্বপ্রধান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিপষ্টিয়ন্ তাঁহাদিগকে বলিলেন, আলেগ্জাণ্ডার আমার উপর রাজা স্থির করিবার ভার দিয়াছেন, তদনুসারে, আমি তোমাদের দুই সহোদরকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব, মনস্থ করিয়াছি।

এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা বলিলেন, আমরা রাজ-সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে সম্মত নহি। এ দেশে,

পূর্ব্বাপর এই প্রথা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে,—যে ব্যক্তি রাজবংশে জন্মগ্রহণ না করে, সে সিংহাসনে অধিরূঢ় হইতে পারে না। আমরা রাজবংশে জন্মগ্রহণ করি নাই, স্বতবাং, সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার যোগ্য নহি। তাঁহাদিগকে এইরূপ নিঃস্পৃহ ও নি-স্বার্থ দেখিযা, হিপষ্টিয়ন্ যৎপরোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং প্রসন্নচিত্তে, তাঁহাদিগকে সাধুবাদপ্রদান করিযা, বলিলেন, যিনি, সিংহাসনে আরূঢ় হইযা, ইহা মনে রাখিবেন যে, তোমরা তাঁহাকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিযাছ রাজবংশোদ্ভব এরূপ এক ব্যক্তির নাম নির্দ্দেশ কর।

হিপষ্টিযনের কথা শুনিযা, তাঁহারা দুই সহোদরে বলিলেন, দেখুন, অনেক রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি, দুরাকাঙ্ক্ষার বশীভূত হইযা, রাজ্যলাভের লোভে, আলেগ্-জাণ্ডারের প্রিযপাত্রদিগের শরণাগত হইযাছেন, এবং নিতান্ত নীচের ন্যায়, অবিশ্রান্ত তাঁহাদের আনুগত্য করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মনোনীত করিযা দিলে, আমাদের উপকারের বিলক্ষণ সম্ভাবনা। কিন্তু, আমরা অর্থলোভের বশীভূত, অথবা প্রতিপত্তি-লাভের অভিলাষী নহি, এজন্য তাদৃশ কোনও ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিব না। এব্‌ডেলোনিমস্ নামে এক

রাজবংশোদ্ভব ব্যক্তি আছেন, আমাদের বিবেচনায়, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সিংহাসনের যোগ্য পাত্র। কিন্তু, তাঁহার অবস্থা অতি মন্দ, নগরের বহির্ভাগে একটি উদ্যান আছে, তাহাতে অবিশ্রামে পরিশ্রম করিয়া, যাহা পান, তাহাতেই অতিকষ্টে দিনপাত করেন। কিন্তু, তাঁহার ন্যায় ন্যায়পরায়ণ, ধর্ম্মশীল ও সৎপথবর্ত্তী পুরুষ কখনও আমাদের নয়নগোচর হয় নাই।

এই সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, হিপষ্টিয়ন্‌ তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং রাজযোগ্য পরিচ্ছদ তাঁহাদের হস্তে দিয়া বলিলেন, এই পরিচ্ছদ পরাইয়া, এব্‌ডেলোনিমস্‌কে এই স্থানে উপস্থিত কর। তদনুসারে, তাঁহারা দুই সহোদর, রাজপরিচ্ছদ হস্তে করিয়া, এব্‌ডেলোনিমসের অন্বেষণে নির্গত হইলেন। ইতস্ততঃ নানা স্থানে অন্বেষণ করিয়া, অবশেষে তাঁহারা তদীয় উদ্যানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি, খুরপ্র লইয়া, ঘাস তুলিতেছেন। তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া, জ্যেষ্ঠ সহোদর বলিলেন, আমরা আপনকার জন্য এই রাজ-পরিচ্ছদ আনিয়াছি, চিরাভ্যস্ত নিকৃষ্ট পরিচ্ছদ ছাড়িয়া, রাজপরিচ্ছদ ধারণ করুন। আপনি, যাবজ্জীবন, ধর্ম্মপথে চলিয়াছেন; একক্ষণের জন্যও, কোনও কারণে তাহা হইতে বিচলিত হয়েন নাই; কেবল এই হেতুবশতঃ,

আপনি সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছেন; এক্ষণে আপনি প্রজাবর্গের ধনের ও প্রাণের কর্ত্তা হইলেন। আমাদের প্রার্থনা ও অনুরোধ এই, যেন সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া, ধর্ম্মপথ হইতে কদাচ বিচলিত না হন।

এই সকল কথা শুনিয়া ও আনীত রাজপরিচ্ছদ দৃষ্টি-গোচর করিয়া, এব্‌ডেলোনিমস্‌ স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিলেন, এবং কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে বলিলেন, এরূপ আমায় উপহাসাস্পদ করা তোমাদের উচিত নহে। তাঁহারা বলিলেন, না মহাশয়, আমরা উপহাস করিতেছি না, আমরা ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, আপনি যথার্থই রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। তিনি, তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া, রাজপরিচ্ছদধারণে, কোনও মতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে, তাঁহারা বলপূর্ব্বক তাঁহাকে স্নান করাইয়া, রাজপরিচ্ছদ পরাইলেন, এবং, অনেক অনুনয় ও বিনয় করিয়া, তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গেলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, এই সংবাদ সমস্ত নগরে প্রচারিত হইল। অধিবাসিবর্গের অধিকাংশই আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইলেন, কিন্তু কতকগুলি লোক, বিশেষতঃ যাঁহারা ঐশ্বর্য্যশালী, এব্‌ডেলোনিমস্‌ অতি হীন অবস্থার লোক বলিয়া, অতিশয় অসন্তুষ্ট হইলেন। আলেগ্

জাঙ্গারের আদেশ অনুসারে, নূতন রাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তিনি একদৃষ্টিতে বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার স্বভাব, চরিত্র ও বংশমর্য্যাদার বিষয়ে যেরূপ শুনিয়াছি, তোমার আকারে তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু, তুমি এত দিন কেমন করিয়া, এমন হীন অবস্থায়, কালযাপন করিতে পারিলে, তাহা অবগত হইবার নিমিত্ত, আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইতেছে।

এই কথা শুনিয়া, এব্‌ডেলোনিমস্ বলিলেন, মহারাজ, আমার যখন যাহা আবশ্যক হইয়াছে, এই দুই হস্ত তাহার আহরণ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু, যখন আমার কিছুই ছিল না, তখন কিছুই আবশ্যক হইত না। এই উত্তর শ্রবণে, আলেগ্‌জাণ্ডার যৎপরোনাস্তি প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং, পূর্ব্বতন রাজার বেশ, ভূষা, শয্যা, আসন প্রভৃতি সমস্ত বস্তু তাঁহাকে দিলেন। তদ্ব্যতিরিক্ত তদীয় আদেশ অনুসারে, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল তাঁহার রাজ্যে যোজিত হইল।

ধর্ম্মশীলতার পুরস্কার

কণ্টাই রাজকুমাব, ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দে, ফিলিপস্‌বর্গ অবরুদ্ধ করিযাছিলেন, ঐ সময়ে, এক সৈনিক-পুরুষ নিবতিশয সাহস ও পবাক্রম প্রদর্শিত কবাতে, রাজকুমাব, সাতিশয প্রীত হইযা, একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি বহিষ্কৃত কবিয়া, তাহাব হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তুমি যেরূপ ক্ষমতাপ্রকাশ কবিযাছ, ইহা, কোনও অংশে তাহাব যথোপযুক্ত পুরস্কাব নহে। সৈনিক-পুরুষ, পুবস্কাব প্রাপ্ত হইয়া, সাতিশয আহ্লাদিত হইল, এবং যথোচিত বিনয় ও ভক্তিযোগ সহকাবে, নমস্কাব কবিযা, চলিযা গেল।

পরদিন, প্রাতঃকালে, ঐ সৈনিক-পুরুষ, দুইটি হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয ও কতিপয মহামূল্য বত্ন হস্তে কবিয়া, বাজকুমারের নিকটে উপস্থিত হইল; এবং নিবেদন কবিল, মহাশয, থলিব মধ্যে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা ছিল, সেই গুলি, আমায দেওযাই আপনার অভিপ্রেত। কিন্তু, সেই থলিব মধ্যে এই গুলিও ছিল, এ গুলি আমায দেওয়া আপনকার অভিপ্রেত ছিল, আমার এরূপ বোধ হইতেছে না; সুতরাং এ গুলিতে আমার অধিকার নাই। এজন্য, আমি এ গুলি আপনাকে ফিরিয়া দিতে

আসিয়াছি। এই বলিয়া, সেই হীরকমণ্ডিত অঙ্গুরীয প্রভৃতি বাজকুমাবের সম্মুখে রাখিযা দিল।

রাজকুমার, সেই সৈনিক-পুরুষেব অসাধারণ সাহস ও পবাক্রম দর্শনে, যত প্রীত ও প্রসন্ন হইযাছিলেন, এক্ষণে, তাহার অসাধাবণ ধর্ম্মশীলতা দর্শনে, তদপেক্ষা অনেক অধিক প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন, এবং প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে বলিলেন, কল্য তোমাব সাহস ও পবাক্রমেব যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কাবস্বরূপ, স্বর্ণমুদ্রা গুলি দিযাছিলাম, অদ্য, তোমার ধর্ম্মশীলতাব যৎকিঞ্চিৎ পুবস্কাবস্বরূপ, এই দিলাম, তুমি লইযা যাও। ইহা বলিযা, তিনি তাহাকে বিদায কবিলেন। সৈনিক-পুরুষ, বাজকুমারেব এতাদৃশ বদান্যতা ও উদাবচিত্ততা দর্শনে, যৎপবোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইযা, ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম কবিযা, প্রস্থান কবিল।

অদ্ভুত ন্যায়পরতা

পল্লীগ্রামস্থ এক বিদ্যালযের শিক্ষক লিখিয়াছেন, আমি একদিন ছাত্রদিগকে পুস্তকের যে অংশ পডাইলাম, তাহাতে একটি দুরূহ শব্দ ছিল, উহাব বর্ণনির্দ্দেশ, অর্থাৎ বানান করা সহজ নহে। বালকেরা ঐ কথাটিব বর্ণযোজনায় মনোযোগ দিয়াছে কি না, ইহার পরীক্ষা

করিবার নিমিত্ত, শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সে ঠিক বলিতে পারিল না। তৎপরে দ্বিতীয়, তৎপরে তৃতীয়, এইরূপে, ক্রমে ক্রমে, সকল ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলাম, কেহই ঠিক বলিতে পারিল না। অবশেষে, সর্ব্বশেষ ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে, যে বানান করিল, তাহা ঠিক হইয়াছে বলিয়া, আমার বোধ হইল। তখন আমি ঐ ছাত্রকে শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম স্থানে বসিতে বলিলাম। সে আহ্লাদিতচিত্তে, ঐ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

অনন্তর, ঐ কথাটির প্রকৃত বর্ণযোজনা, শ্রেণীস্থ সকল ছাত্রকে শিখাইবার নিমিত্ত, আমি খড়ি লইয়া, ঐ কথাটি বোর্ডে (৬) লিখিলাম, এবং সকলকে বলিলাম, এই কথাটির বর্ণযোজনা অতি দুরূহ, অমুখ ভিন্ন তোমরা কেহ বলিতে পার নাই; তোমাদিগকে কথাটির বর্ণযোজনা দেখাইবার নিমিত্ত, বোর্ডে লিখিলাম, সকলে দেখিয়া শিখিয়া লও।

(৬) বোর্ড—কাষ্ঠফলকনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ, বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শ্রেণীতে এক একটি থাকে। শ্রেণীস্থ সকল বালককে কোনও বিষয় দেখাইবার আবশ্যকতা হইলে, উহা ঐ কাষ্ঠফলকে লিখিত হইয়া থাকে। উহা এরূপে নির্ম্মিত ও এরূপে স্থাপিত হয় যে, উহাতে যাহা লিখিত হয়, শ্রেণীস্থ সমস্ত বালক স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া, দেখিতে পায়।

শিক্ষক, এই কথা বলিয়া, বিরত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে, যে ছাত্রটি ঠিক বানান করিয়াছে বলিয়া, শ্রেণীর প্রথম স্থানে উপবেশিত হইয়াছিল, সে বলিল, মহাশয়, আপনি যেরূপ লিখিলেন, তাহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম, আমি যে বানান করিয়াছি, তাহা ঠিক হয় নাই। আমি ঠিক বানান করিয়াছি, এই বোধ করিয়া, আপনি আমায় শ্রেণীর সর্ব্বপ্রথম স্থানে বসাইয়াছেন। কিন্তু যখন আমি ঠিক বানান করিতে পারি নাই, তখন আমার এ স্থানে বসিবার অধিকার নাই, অতএব, আমি আপন স্থানে যাই। এই বলিয়া, সেই ছাত্রটি তৎক্ষণাৎ, শ্রেণীর সর্ব্বশেষ স্থানে গিয়া উপবিষ্ট হইল।

এই শ্রেণী, অতি অল্পবয়স্ক বালকগণে সঙ্ঘটিত। তন্মধ্যে এই বালকটি সকল বালক অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ। এই অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশ ন্যায়পরতা দেখিয়া, শ্রেণীর শিক্ষক সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং নিরতিশয় প্রীত ও প্রসন্ন হইয়া, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, ঈদৃশ অল্পবয়স্ক বালকের ঈদৃশী ন্যায়পরতা সবিশেষ প্রশংসার বিষয়, তাহার সন্দেহ নাই।

প্রকৃত ন্যায়পরতা

পুরাবৃত্তে বর্ণিত আছে, পারস্য দেশের কোনও রাজা, যার পর নাই ন্যায়পরায়ণ বলিয়া, সর্ব্বত্র সবিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে, কদাচ অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না, এবং, কাহাকেও অন্যায়াচরণে উদ্যত দেখিলে, তৎক্ষণাৎ তাহার নিবারণ করিতেন।

একদা, তিনি, রাজধানীর অতি দূরবর্ত্তী কোনও অরণ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগের অন্বেষণে ও অনুসরণে, অবিশ্রান্ত পর্য্যটন করিয়া, রাজা নিতান্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় একান্ত আক্রান্ত হইলেন, এবং স্বীয় অনুযায়ীদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ দিয়া, পরিচারকদিগকে সত্বর আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। তদনুসারে তাহারা আহার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাহারা দেখিল, রাজধানী হইতে প্রস্থান-কালে, রাজার আহারোপযোগী যাবতীয় দ্রব্য আনীত হইয়াছে, কেবল লবণ আনিতে ভুল হইয়া গিয়াছে।

যাহাদের অমনোযোগে লবণ আনীত হয় নাই, সে ব্যক্তির যথোচিত ভৎর্সনা করিয়া, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে, অদূরবর্ত্তী এক গ্রাম দেখাইয়া দিয়া, বলিল, যত সত্বর পার, ঐ গ্রাম হইতে লবণ লইয়া আইস। রাজা,

পাকশালার সমীপবর্ত্তী পটমণ্ডপে উপবিষ্ট ছিলেন, লবণের অভাবে, পাকশালায় যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, এবং অবশেষে, প্রধান পরিচারক এক ব্যক্তিকে যেরূপে লবণ আনিবার নিমিত্ত পাঠাইল, সমস্ত জানিতে পারিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি লবণ আনিতে যাইতেছিল, তিনি তাহাকে আপন নিকটে আনাইলেন, এবং বলিলেন, প্রকৃত মূল্য না দিয়া, লবণ আনিলে, আমি অতিশয় অসন্তুষ্ট হইব। অতএব, সাবধান, যেন প্রকৃত মূল্য না দিয়া, কাহারও নিকট হইতে লবণ, অথবা অন্য কোনও দ্রব্য লওয়া না হয়।

এই রাজকীয় আদেশ ও উপদেশ অনুসারে, সে ব্যক্তি প্রধান পরিচারকের নিকটে গিয়া, সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, মূল্যপ্রার্থনা করিল। পাকশালাস্থ পরিচারকবর্গ, ঈদৃশ অতি সামান্য বিষয়েও রাজার তাদৃশ মনোযোগ দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইল। প্রধান পরিচারক রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, বলিল, মহারাজ, মূল্য না দিয়া আপনকার জন্য যৎকিঞ্চিৎ লবণ লইলে, কি কোন দোষ হইতে পারে?

প্রধান পরিচারকের এই বাক্য শুনিয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া, রাজা বলিলেন, দেখ, এক্ষণে পৃথিবীতে সচরাচর যত অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ লক্ষিত হইয়া থাকে,

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, এইরূপে অতি সামান্য বিষয় হইতেই ঐ সমস্তের সূত্রপাত হইয়াছে। আমি রাজা; আমি যদি মূল্য না দিয়া, অল্পমাত্র লবণ লই, ঐ দৃষ্টান্ত অনুসারে রাজপুরুষেরা মূল্য না দিয়া, অধিক মূল্যের বস্তু সকল লইতে আরম্ভ করিবেন। এইরূপে যাহাদের বস্তু লওয়া যাইবে, রাজা অথবা রাজপুরুষেরা লইতেছেন, কিছু বলিলে তাঁহাদের কোপে পতিত হইতে হইবে, এই ভয়ে, কেহ কিছু বলিতে পারিবে না, কিন্তু, মনে মনে গালি দিবে ও নিন্দা করিবে, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। ফলকথা এই, ছল, বল, কৌশল, অথবা অন্যবিধ অবৈধ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক, কাহারও কোনও বস্তুতে হস্তক্ষেপ করা যে, যার পর নাই গর্হিত ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই।

পৃথিবীর সকল লোকে এই রাজকীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে, সংসার সর্ব্বাংশে নিরুপদ্রব ও যার পর নাই সুখের স্থান হইয়া উঠে, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু মানবজাতি, বিশেষতঃ ক্ষমতাপন্ন জাতি ও ব্যক্তিবর্গ, স্ব স্ব আচরণের পূর্ব্বাপর যেরূপ পরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাহাতে কোনও ক্রমে, সেরূপ প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না।

ন্যায়পরতার পুরস্কার

ইংলণ্ডদেশীয ফিট্জ্ উইলিয়ম্ নামক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর এক প্রজা, তাঁহাব নিকটে গিযা জানাইল, মহাশয়, আপনি যে বনে মৃগযা করিতে যান, উহার সন্নিকটে একটি বৃহৎ ক্ষেত্র আছে। ঐ ক্ষেত্রে আমি গমেব চাস করিযাছিলাম। এ বৎসর বিলক্ষণ শস্য জন্মিবে, সুতরাং, আমাব বিলক্ষণ লাভ হইবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু, আপনাব সমভিব্যাহারী বহুসংখ্যক লোকের সতত যাতাযাত দ্বাবা, সমস্ত শস্য একবাবে নষ্ট হইযাছে, সুতবাং, আমি যে লাভেব আশা কবিযাছিলাম, তাহাও এককালে বিলুপ্ত হইযাছে।

প্রজাব এই আবেদন শুনিযা, ভূম্যধিকাবী বলিলেন, সখে, তুমি যে ক্ষেত্রেব উল্লেখ কবিলে, মৃগযাকালে আমবা ঐ ক্ষেত্রে সমবেত হইতাম, তাহা আমি বিলক্ষণ জানি, এবং আমবা সমবেত হওযাতে তোমাব বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পাবিতেছি। অতএব তোমাব কত ক্ষতি হইয়াছে, তাহার একটি ফর্দ্দ করিয়া আন, আমি তোমার ক্ষতির পূরণ করিব।

ভূম্যধিকারীর এই সদয় প্রস্তাব শুনিয়া, প্রজা বলিল, মহাশয়, আমি আপনার দয়া ও সদ্বিবেচনার পূর্ব্বাপর যেরূপ পরিচয় পাইয়া আসিতেছি, তাহাতে আমার ক্ষতির বিষয় আপনকার গোচর হইলে, আপনি অবশ্যই আমার ক্ষতিপূরণ করিবেন, তাহা বিলক্ষণ জানি। এজন্য, এক আত্মীয়কে আমার ক্ষতির নিরূপণ করিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। তিনি, সবিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা, যেরূপ নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পাঁচ শত টাকা পাইলে, আমার ক্ষতিপূরণ হইতে পারে, ইহাতে আপনকার যেরূপ অভিপ্রায় হয়। এই কথা শ্রবণগোচর হইবামাত্র, ভূম্যধিকারী, পাঁচ শত টাকা দিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন।

কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরে, ঐ ক্ষেত্রে যেরূপ শস্য জন্মিত, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক শস্য জন্মিল। ফলতঃ, ঐ ক্ষেত্রে, এ বৎসর, প্রজার যেরূপ প্রচুর লাভ হইল, কস্মিন্ কালেও, তাহার ভাগ্যে সেরূপ লাভ ঘটে নাই। তখন সেই প্রজা, পুনরায় ভূম্যধিকারীর নিকটে উপস্থিত হইল, এবং বলিল, মহাশয়, অমুক বনের সন্নিহিত ক্ষেত্রের বিষয়ে, কিছু নিবেদন করিতে আসিয়াছি। এই কথা শুনিয়া, ভূম্যধিকারী বলিলেন, আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে,

তোমার নির্দ্দেশ অনুসারে, ঐ ক্ষেত্রসংক্রান্ত ক্ষতিপূরণের নিমিত্ত তোমায় পাঁচ শত টাকা দিয়াছি, তাহাতে কি তোমার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ হয় নাই ?

ভূম্যধিকারীর বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, সেই প্রজা, বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করিল, মহাশয়, ঐ ক্ষেত্রে আমায় কোনও অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয় নাই। এ বৎসর প্রচুর শস্য জন্মিয়াছে। অন্যান্য বৎসর, আমার যেরূপ লাভ হয়, এ বৎসর তদপেক্ষা অনেক অধিক লাভ হইয়াছে। এজন্য আমি আপনকার দত্ত ক্ষতিপূরণের পাঁচ শত টাকা ফিরিয়া দিতে আসিয়াছি। এই বলিয়া, সে, ভূম্যধিকারীর সম্মুখে পাঁচ শত টাকা রাখিয়া দিল।

প্রজার এতাদৃশী ন্যায়পরতা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, ভূম্যধিকারী প্রীতিপ্রফুল্ল লোচনে, সস্নেহ বচনে বলিলেন, এরূপ ব্যবহার দেখিলে, আমার বড় আহ্লাদ হয়। মনুষ্যমাত্রেরই এরূপ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। এই বলিয়া, তিনি সেই প্রজার সহিত সাতিশয় সদয়ভাবে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিলেন, এবং তদীয় অবস্থা ও পরিবার প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ পরিচয় লইলেন, অনন্তর, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহস্র মুদ্রা লইয়া প্রত্যাগমন করিলেন; এবং, এ তোমার নিরতিশয় প্রশংসনীয়

ন্যায়পরতার যৎকিঞ্চিৎ পুরস্কার, এই বলিয়া, পূর্ব্বদত্ত পঞ্চ শত মুদ্রার সহিত, সেই সহস্র মুদ্রা তাহার হস্তে দিয়া, প্রসন্ন বদনে, সাদর বচনে, তাহাকে বিদায় করিলেন।

ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মশীলতা

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী উবষ্টর্ শায়র্ প্রদেশে, ইবেশাম নামে এক উপত্যকা আছে। এক প্রাচীন ধনবান্ পাদরি, বহুকাল অবধি, তত্রত্য দেবালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে, তদীয় শয্যা, আসন, পরিচ্ছদ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু, নিলাম করিয়া, বিক্রীত হইল। ঐ দেবালয়ে মৃত পাদরির এক সহকারী নিযুক্ত ছিলেন, তিনিই দেবালয়সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি যে সামান্য বেতন পাইতেন, তাহাতে তদীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণ সম্পন্ন হইত না; ফলতঃ, তিনি অতি কষ্টে দিনপাত করিতেন।

যৎকালে, মৃত পাদরির বস্তু সকল বিক্রীত হয়, তৎকালে তিনি একটি পুরাতন আলমারি কিনিয়াছিলেন। তিনি আলমারিটি বাটীতে আনিয়া, ঝাড়িয়া পুছিয়া, পরিষ্কৃত করিতে লাগিলেন। আলমারিতে দুইটি দেরাজ ছিল। একটী দেরাজ খুলিয়া, তাহার ভিতরে, তিনি

দুইটি টাকার থলি দেখিতে পাইলেন, থলি খুলিয়া গণিয়া দেখিলেন, প্রত্যেক থলিতে দুই শত গিনি আছে। এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, তিনি যাবজ্জীবন সুখে ও স্বচ্ছন্দে, কালযাপন করিতে পারিতেন।

যদিও, যার পর নাই দুঃখী ছিলেন, কিন্তু, অর্থ-লোভে অসৎ পথে পদার্পণ করিতে পারেন, তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি সাতিশয় ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করা অতি গর্হিত ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি, মনে মনে এই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ইহা যথার্থ বটে, আমি এই আলমারি কিনিয়াছি, সুতরাং, আলমারিতে আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিয়াছে, কিন্তু আলমারি কিনিয়াছি বলিয়া, আলমারির অভ্যন্তরস্থিত চারি শত গিনিতে, কোনও মতে, আমার স্বত্ব ও অধিকার জন্মিতে পারে না। অতএব, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, এই গিনিগুলি আত্মসাৎ করিলে, নিতান্ত নীচাশয় ও যার পর নাই অধার্ম্মিকের কার্য্য করা হইবে। পরস্ব-হরণ, লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ, সর্ব্বতোভাবে, নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ কর্ম্ম।

এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি, গিনি লইয়া মৃত পাদরির উত্তরাধিকারীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং সবিশেষ সমস্ত, তাঁহাদের গোচর করিয়া, গিনিগুলি

তাহাদের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। তাঁহারা, তদীয় ঈদৃশ আচরণ দর্শনে যৎপরোনাস্তি প্রীত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং এই পৃথিবীতে আর কেহ, আপনকার ন্যায় ধর্ম্মশীল ও ন্যায়পরায়ণ আছেন, আমাদের এরূপ বোধ হয় না, এইরূপ বলিয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

শঠতা ও দুরভিসন্ধির ফল

এক দীন কৃষিজীবী, টস্কানির অধীশ্বর আলেগ্‌জাণ্ডারের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং নিবেদন করিল, মহারাজ, আমি একদিন একটি মোহরের থলি পাইয়াছিলাম, খুলিয়া দেখিলাম, উহার ভিতরে ষাটিটি মোহর আছে। লোকমুখে শুনিতে পাইলাম, ঐ থলিটি ফ্রিয়ুলিনামক সওদাগরের, তিনি প্রচার করিয়া দিয়াছেন, যে ব্যক্তি, এই হারাণ থলি পাইয়া, তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিবে, তিনি তাহাকে দশ মোহর পুরস্কার দিবেন। এই কথা শুনিয়া, আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম; এবং মোহরের থলিটী তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া, অঙ্গীকৃত পুরস্কারের প্রার্থনা করিলাম। তিনি পুরস্কার না দিয়া, তিরস্কার করিয়া আমায় আপন আলয় হইতে বহিষ্কৃত

করিয়া দিলেন। আমি এ বিষয়ে, আপনকার নিকট, বিচারপ্রার্থনা কবিতেছি।

তদীয় অভিযোগ শ্রবণগোচর হইবামাত্র, তিনি এই আদেশপ্রদান করিলেন, ফিয়ুলিকে অবিলম্বে আমার সম্মুখে উপস্থিত কব। সে সম্মুখে আনীত হইল। তিনি, সাতিশয় অসন্তোষপ্রদর্শন পূর্ব্বক, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি; পুবস্কাবদানেব অঙ্গীকাব করিযাছিলে কি না? আব যদি অঙ্গীকাব কবিযা থাক, তবে পুবস্কার দিতে অসম্মত হইতেছ কেন? সে বলিল, হাঁ মহাবাজ, আমি পুরস্কাব দিব বলিযা অঙ্গীকাব কবিযাছিলাম, যথার্থ বটে; এবং পুবস্কাব দিতেও অসম্মত ছিলাম না, কিন্তু বুঝিতে পাবিলাম, কৃষক নিজেই আপনকাব পুবস্কার করিযাছে। মহারাজ, যখন আমি ঘোষণা কবি, তখন ঐ থলিতে ষাটিটি মোহব আছে বলিযা, আমাব বোধ ছিল, বস্তুতঃ উহাতে সত্তরটি মোহব ছিল। দশটি মোহব কৃষক আত্মসাৎ কবিযাছে।

সওদাগবের এই হেতুবাদ শ্রবণে, তিনি, তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পাবিযা, সমুচিত প্রতিফল দিবার নিমিত্ত কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং সহাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, থলি পাইবার পূর্ব্বে, তোমার ওরূপ বোধ হইতেছিল কি না? তখন সওদাগর বলিলেন, না

মহারাজ, থলিতে যে সত্তরটি মোহর ছিল, থলি পাইবার পূর্ব্বে, আমার সেরূপ বোধ হয় নাই। তখন তিনি বলিলেন, আমি এই কৃষকের চরিত্রের বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়াছি, অসৎ উপায়ে অর্থলাভ করিতে পারে, এ সেইরূপ প্রকৃতির লোক নহে। ও থলি পাইয়াছিল, তাহাতে যদি সত্তরটি মোহর থাকিত, তাহা হইলে, সত্তরটিই তোমার নিকটে উপস্থিত করিত। আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ বিষয়ে তোমাদের উভয়েরই ভুল হইয়াছে। ও যে থলি পাইয়াছে, তাহাতে ষাটিটি মোহর আছে, কিন্তু তোমার থলিতে সত্তরটি মোহর ছিল। অতএব, এ থলিটি তোমার নয়।

এই বলিয়া, তিনি, সওদাগরের হস্ত হইতে সেই থলিটি লইয়া, কৃষকের হস্তে দিলেন, এবং বলিলেন, তোমার ভাগ্যবলে, তুমি এই থলিটি পাইয়াছ, ইহাতে যাহা আছে, তাহা তোমার, তুমি স্বচ্ছন্দে ভোগ কর, যদি উত্তরকালে কেহ কখনও এই থলির দাবি করে, তুমি আমায় জানাইবে। এই থলি উপলক্ষে, যদি কেহ তোমায় ক্লেশ দিতে উদ্যত হয়, আমি তাহার প্রতিবিধান করিব। এই বলিয়া তিনি কৃষক ও সওদাগর, উভয়কে বিদায় করিলেন।

ঐশিক্ ব্যবস্থায় বিশ্বাস

একটি দুঃখী বালক অল্প বয়সে পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইযাছিল। সে পিতা মাতার একমাত্র সন্তান। তদীয় ভবণপোষণেব ভাবগ্রহণ কবেন, তাহাব একপ কোনও আত্মীয ছিলেন না। আহাব প্রভৃতি সমস্ত আবশ্যক বিষযে তাহাব ক্লেশেব পবিসীমা ছিল না। কিন্তু, তাহার বুদ্ধি ও বিবেচনা বিলক্ষণ ছিল। সে স্থিব কবিযাছিল, আমি প্রাণান্তে পবেব গলগ্রহ হইব না, পবেব গলগ্রহ হওযা অপেক্ষা অনাহাবে প্রাণত্যাগ কবা ভাল। যথাশক্তি পবিশ্রম কবিযা, যাহা পাইব, তাহাতেই কোনও রূপে আপন ভবণপোষণ সম্পন্ন কবিব।

একদিন এই দীন বালক শুনিতে পাইল, অমুক ব্যক্তিব একটি অল্পবযস্ক পবিচাবকেব প্রযোজন হইযাছে, তিনি লোকেব অন্বেষণ কবিতেছেন। এই কথা শুনিয়া, অতিশয আহ্লাদিত হইযা, সে, ঐ ব্যক্তিব নিকটে উপস্থিত হইল, এবং জিজ্ঞাসা কবিল, মহাশয, আপনকাব কি একটি অল্পবযস্ক পরিচাবকেব প্রযোজন হইযাছে? যদি সেরূপ প্রযোজন হইযা থাকে, অনুগ্রহ করিযা, আমায় নিযুক্ত করুন। সে ব্যক্তি বলিলেন, এক্ষণে আমার ওরূপ পরিচাবকের প্রযোজন নাই। বালক শুনিয়া, হতাশ্বাস হইয়া, ম্লান-বদনে দণ্ডায়মান রহিল।

সে ব্যক্তি বালকের মুখ ম্লান দেখিযা ছুঃখিত হইলেন; এবং জিজ্ঞাসা কবিলেন, তোমার কি কোথাও কর্ম্ম জুটিতেছে না? তখন বালক বলিল, না মহাশয়, আমি অনেক চেষ্টা দেখিতেছি, কিন্তু কোথাও কিছু হইতেছে না। একটী স্ত্রীলোক আমায বলিযাছিলেন, আপনকার লোকের প্রয়োজন হইযাছে, সেই জন্য আপনকার নিকটে আসিয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পাবিলাম, তিনি সবিশেষ না জানিযাই ওরূপ বলিযাছিলেন।

বালকের ভাব দর্শনে, তদীয অন্তঃকরণে বিলক্ষণ দয়ার উদয হইল। তখন তিনি আশ্বাস প্রদানেব নিমিত্ত কহিলেন, তুমি হতোৎসাহ হইও না। এই কথা শুনিযা, বালক প্রফুল্লচিত্তে বলিল, না মহাশয, যদিও আমি অশন বসন প্রভৃতি সর্ব্ববিষযে, সাতিশয ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি একদিনেব জন্যও হতোৎসাহ হই নাই। সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি অচিবে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইযা, আপন ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করিযা রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। আমি কেবল সেই ব্যবস্থার অন্বেষণ করিতেছি।

এক ডাক্তার, কিঞ্চিৎ দূরে অলক্ষিতভাবে অবস্থিত

হইয়া, এই কথোপকথন শুনিতেছিলেন। তিনি বালকের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া, সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, ওহে বালক, তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমায় নিযুক্ত করিব, আমার, তোমার মত পরিচারকের প্রয়োজন আছে। এই বলিয়া, তিনি সেই বালককে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন, এবং তাহাকে যে সকল কর্ম্ম করিতে হইবে, সে সমুদয় বলিয়া দিলেন। বালক, এই রূপে নিযুক্ত হইয়া, যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে কার্য্য করিতে লাগিল, একদিন একক্ষণের জন্যও আলস্য বা ঔদাস্য করিল না। তদ্দর্শনে ডাক্তার, যার পর নাই প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত

আমেরিকা মহাদ্বীপে বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমান, বিখ্যাত বিদ্বান, বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ ও রাজনীতিবিষয়ে বহুদর্শী ছিলেন, এবং কি স্বদেশে, কি বিদেশে, অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। যখন তাঁহার বয়স অল্প, সে সময়ে, তিনি, ডাক্তার কটন্ মেথরের নিকট একটি

উপদেশ পাইয়াছিলেন; ঐ উপদেশের উল্লেখ করিয়া, তদীয় পুত্র ডাক্তার সামুয়েল্ মেথরকে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ১২ই মে, পাসিনামক স্থান হইতে যে পত্র লিখিযাছিলেন, তাহাব মর্ম্ম নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

১৭২৪ সালে আমি আপনাব পিতাব সহিত শেষ দেখা কবি, তৎপবে আব আমাব তাঁহাব সহিত সাক্ষাৎ হয নাই। কিযৎক্ষণ কথোপকথন কবিযা, আমি তাঁহাব নিকট বিদায হইলাম। প্রস্থানকালে তিনি আমায একটি পথ দেখাইযা দিলেন, এবং বলিলেন, "এই পথটি সোজা, এই পথ দিযা গেলে, অপেক্ষাকৃত অল্প সমযে বাটী হইতে বহির্গত হইতে পাবিবে"। এই পথটি অল্প-পবিসব, মধ্যস্থলে মাথাব উপব একটি কড়িকাঠ ছিল। আমি ঐ পথ দিযা চলিলাম। আপনকাব পিতা আমাব পশ্চাৎ আসিতেছিলেন। এই সমযেও আমবা কথোপ-কথন কবিতেছিলাম। কিযৎক্ষণ পবে, আপনকাব পিতা, ব্যস্ত হইযা বলিলেন, মাথা নীচ কব, মাথা নীচ কর। কি জন্য তিনি ব্যস্ত হইযা ওরূপ বলিলেন, তৎকালে তাহা বুঝিতে পাবিলাম না। কিঞ্চিৎ পবেই কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল। তখন, কেন তিনি মাথা নীচ করিতে বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিলাম।

আপনকার পিতা অতি মহাশয় লোক ছিলেন; কোনও একটা উপলক্ষ হইলেই, অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগের হিতার্থে যত্নপূর্ব্বক উপদেশ দিতেন। কড়িকাঠে আমার মাথা ঠোকা গেল দেখিয়া, তিনি সাতিশয় দুঃখপ্রকাশ করিলেন, এবং এই উপলক্ষ করিয়া, আমায় বলিলেন, দেখ, তুমি যৌবনদশায় উপনীত হইয়াছ। অতঃপর তোমায় সংসারযাত্রা সম্পন্ন করিতে হইবে। "সংসার অতি বিষম স্থান, অসাবধান ও উদ্ধত হইয়া চলিলে, পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। অতএব, সাবধান ও নম্র হইয়া চলিবে, মস্তক উন্নত করিয়া চলিলে, সর্ব্বদা এইরূপ আঘাত পাইতে হইবে"।

এই নিরতিশয় হিতকর উপদেশবাক্য শ্রবণ অবধি, সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয়ে জাগরূক রহিয়াছে। ইহা দ্বারা আমি অশেষ প্রকারে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। যখন দেখিতে পাই, কোনও ব্যক্তি অহঙ্কারে মত্ত হইয়া, মস্তক উন্নত করিয়া, উদ্ধতভাবে চলেন, এবং তজ্জন্য পদে পদে অপদস্থ, অবমানিত ও বিপদ্‌গ্রস্ত হয়েন, তখন এই উপদেশবাক্যের মহিমা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ব্যক্তিমাত্রেরই এই উপদেশবাক্যের অনুসরণ করা সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা

রোম নগরীতে বহুকাল অবধি এই প্রথা প্রচলিত ছিল, পাঁচ বৎসর অন্তর একটি সভা হইত। যে সকল ব্যক্তি কাব্যরচনা করিতেন, তাঁহারা স্বরচিত কাব্য ঐ সভায় উপস্থিত করিতেন। যাঁহার কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইত, তিনি সোণার মেডাল (১) ও হাতীর দাঁতের বীণা পুরস্কার পাইতেন।

সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ ট্রেজানের রাজত্বসময়ে অনেকের রচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত হইত। লুশিযস্ বেলিরিযস্ নামক এক ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক, একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, সেই কাব্যখানিও ঐ সভায় সমর্পিত হইয়াছিল। সভ্যদিগের বিবেচনায়, এই অল্প-বয়স্ক বালকের রচিত কাব্যখানি, সে বৎসর সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং তিনি নিরূপিত পুরস্কার প্রাপ্ত হইলেন।

রোমীযদিগের এই রীতি ছিল, কোনও ব্যক্তি অসাধারণ গুণপ্রকাশ করিলে, লোকের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে তদীয় ধাতুময়ী প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইয়া, নগরের সর্ব্বা-পেক্ষা প্রকাশ্য স্থানে স্থাপিত করিতেন। এই প্রতিমূর্ত্তির

(১) মেডাল—অসাধারণ গুণের পুরস্কারার্থে ধাতুনির্ম্মিত মুদ্রাবিশেষ।

মস্তকে একটী মুকুট অর্পিত হইত। এরূপ অল্পবয়স্ক বালক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্যের রচনা করিয়াছেন, এজন্য সকলে, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইয়া, তদীয় প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করাইলেন।

প্রকাশ্য স্থানে প্রতিমূর্ত্তি-স্থাপনের দিনস্থির হইল। নিরূপিত সময়ে, বহুসংখ্যক লোক ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। যাঁহারা কাব্যরচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে ঐ স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল। অনন্তর, প্রধান রাজপুরুষ, প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে মুকুটস্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, বেলিরিয়স্, এক যুবা পুরুষকে দেখিতে পাইলেন। এই যুবাপুরুষ, পুরস্কারপ্রাপ্তির আশয়ে, স্বরচিত কাব্য পাঞ্চবার্ষিক সভায় সমর্পিত করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কাব্য, অনেকের বিবেচনায়, অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু বেলিরিয়সের রচিত কাব্য অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট, এজন্য, পুরস্কার না পাওয়াতে, তাঁহার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ জন্মিয়াছিল।

বেলিরিয়স্, তদীয় আকারে ক্ষোভ ও বিষাদের স্পষ্ট লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিলেন, পুরস্কার পান নাই বলিয়া, ইনি এত ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ হইয়াছেন। ফলতঃ, তাঁহার ভাব দর্শনে, তদীয় অন্তঃকরণে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত

হইল। তখন তিনি, রাজপুরুষের হস্ত হইতে মুকুট লইযা, স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, দেখুন, আপনি যে কাব্যের রচনা করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইযাছে, তাহাব সন্দেহ নাই, সুতরাং, আপনিই পুরস্কার পাইবাব যথার্থ যোগ্য পাত্র। কিন্তু, আমাব বযস অতি অল্প, এত অল্প বযসে কাব্যরচনা কবিতে পারিযাছি, এজন্য, বিচাবকেবা আমার উৎসাহবর্দ্ধনের নিমিত্ত, আমায় পুরস্কাব দিযাছেন, গুণ অনুসারে, বিবেচনা কবিলে, আপনকাবই পুবস্কাব পাওযা উচিত।

এইরূপ বলিযা, সেই বালক আপন প্রাপ্য মুকুট, হর্ষোৎফুল্ল লোচনে, প্রীতিপ্রফুল্ল বদনে, স্বীয প্রতিদ্বন্দ্বীর মস্তকে স্থাপিত কবিলেন। সমবেত সমস্ত লোক ত্রয়োদশ-বর্ষীয় বালকেব ঈদৃশ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব সৌজন্য ও সদ্বিবেচনা দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইযা, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাব প্রশংসা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দোষস্বীকারের ফল

একদা, জর্ম্মনি দেশেব কোনও রাজা ফ্রান্স্ দেশে পর্য্যটন করিতে গিয়াছিলেন। এই দেশে টুলো নামক স্থানে, সৈন্যসংক্রান্ত অস্ত্রশালা ছিল। একদিন, তিনি, অস্ত্রশালা

দেখিবার নিমিত্ত, ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন। অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক, সবিশেষ যত্ন ও সম্মান সহকারে তাঁহাকে সমস্ত দেখাইলেন; তত্ত্বাবধাযকেব বিনীত ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে, রাজা সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন।

অস্ত্রশালাদর্শন সমাপ্ত হইলে, তত্ত্বাবধাযক, রাজার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, বিনীত বচনে নিবেদন করিলেন, মহারাজ, অত্রত্য কারাগারে যে সকল অপরাধী রুদ্ধ আছে, তন্মধ্যে আপনি যাহাকে নির্দ্দিষ্ট কবিবেন, আপনকার সম্মানার্থে আমি তাহাকে কারামুক্ত কবিতে ইচ্ছা করি। এ বিষযে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয।

রাজা, তত্ত্বাবধায়কের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং লোক নির্দ্দিষ্ট কবিবার নিমিত্ত তত্ত্বাবধাযকের সমভিব্যাহারে কাবাগাবে প্রবেশ কবিলেন। তিনি একে একে প্রত্যেক কযেদীব নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং কি কারণে তুমি কাবাগাবে রুদ্ধ হইযাছ, এই জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিলেন। প্রত্যেক কয়েদী বলিল, মহাবাজ, আমার কোন অপবাধ নাই, বিনা অপবাধে আমি কাবাগারে রুদ্ধ হইয়াছি। মহাবাজ, অবিচার, অত্যাচার ও মিথ্যাভিযোগেব জ্বালায় এ দেশে বাস কবা ভার হইয়া উঠিযাছে। বাজা ও রাজপুরুষেবা বিচারবিমুখ হইযা, সমস্ত কাজ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অত্যাচারে এ

দেশে আর তিষ্ঠিতে পারা যায় না। কেহ কাহারও নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজপুরুষেরা সে বিষয়ে কোনও অনুসন্ধান না করিয়াই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দণ্ড দেন, আর রাজপুরুষেরা কাহারও উপর কোনও কারণে অসন্তুষ্ট হইলে, তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করাইয়া দণ্ড দিয়া থাকেন।

অবশেষে রাজা, এক কয়েদীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহার কারারুদ্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসিলে, সে বলিল, মহারাজ, আমি অতি দুষ্টস্বভাব ব্যক্তি, স্বভাব-দোষে কত লোকের উপর কত অত্যাচার ও কত লোকের কত অনিষ্ট করিয়াছি, বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার মত দুরাত্মা আর নাই। পূর্ব্বে আমি আপন দোষ বুঝিতে পারিতাম না, এক্ষণে সবিশেষ অনুধাবন করিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছি, আমার যেরূপ গুরুতর অপরাধ, সে বিবেচনায় আমি লঘু দণ্ড পাইয়াছি। এই বলিতে বলিতে, তাহার নয়নযুগল হইতে প্রবল বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

তাহার কথা শুনিয়া ও তাহার ভাব দেখিয়া, রাজা অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্থির-দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া, তত্ত্বাবধায়ককে বলিলেন, আমার বিবেচনায় এ ব্যক্তিরই কারামুক্ত হওয়া উচিত। অতএব,

আমি এই ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট করিলাম। তদনুসারে সে ব্যক্তি, সেই দণ্ডে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া রাজাকে ধন্যবাদ দিয়া, প্রস্থান করিল।

নিঃস্পৃহতা ও উন্নতচিত্ততা

আমেরিকা দেশে ইংরেজদিগের এক উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ক্রমে ক্রমে অনেক ইংরেজ তথায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই উপনিবেশ, ইংলণ্ডের রাজশাসনের অধীন ছিল। ইংলণ্ডে, রাজা ও প্রজার পরস্পর যেরূপ সম্বন্ধ, আমেরিকার উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গেরও ইংলণ্ডের রাজার সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ ছিল। ফলতঃ, এই উপনিবেশ ইংলণ্ডরাজ্যের অংশস্বরূপ পরিগণিত হইত।

উপনিবেশবাসী প্রজাবর্গ ইংলণ্ডের রাজশাসন-প্রণালীতে অসন্তুষ্ট হইতে লাগিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহাদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইতেছিল। ঐ সমস্ত অবিচার ও অত্যাচার, ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। উপনিবেশবাসীরা প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইংলণ্ডের অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন হইবেন, অর্থাৎ ইংলণ্ডের সহিত আর কোনও সংস্রব না রাখিয়া, উপনিবেশের রাজশাসনকার্য্য আপনারাই সম্পন্ন করিবেন।

এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশিত হওয়াতে, উপনিবেশবাসীরা ইংলণ্ডে রাজবিদ্রোহী বলিযা পরিগণিত হইলেন। বিদ্রোহশান্তিব নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরিত হইল। উভয পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, উপনিবেশবাসীবা সম্পূর্ণ জযলাভ কবিলেন এবং সর্ব্বতোভাবে স্বাধীন হইযা, আপনারা উপনিবেশেব বাজশাসনকার্য্য সম্পন্ন কবিতে লাগিলেন।

যখন এই উপলক্ষে ইংলণ্ডেব সহিত উপনিবেশের প্রথম বিবোধ উপস্থিত হয, তখন উপনিবেশবাসীরা সমবেত হইযা, আপনাদিগেব মধ্য হইতে কতিপয উপযুক্ত ব্যক্তিকে সর্ব্বসাধারণেব প্রতিনিধি স্থির কবিয়া, একটী প্রতিনিধিসমাজের স্থাপন ও ঐ সমাজের উপর সমস্ত কার্য্যনির্ব্বাহের ভারার্পণ কবেন। প্রতিনিধিবা সমাজে সমবেত হইযা, সর্ব্ববিষযেব সবিশেষ সমালোচনা পূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন কবিতেন।

এই প্রতিনিধি-সমাজের সভাপতি সেনাপতি বীড্‌সাহেব, যার পর নাই ধর্ম্মশীল ও দেশহিতৈষী ছিলেন, সবিশেষ যত্ন, আগ্রহ ও অভিনিবেশ সহকাবে কার্য্যনির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার সভাপতিত্ব সময়ে বিবাদনিষ্পত্তির নিমিত্ত ইংলণ্ড হইতে কতিপয় দূত প্রেরিত হইযাছিলেন। তাঁহারা সকল বিষয়ের সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া

বুঝিতে পারিলেন, সভাপতি রীড্‌সাহেবকে হস্তগত করিতে পারিলে, ইংলণ্ডের ইষ্টসিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হয়, তখন তাঁহারা রীড্‌সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, যদি আপনি উপনিবেশের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া, ইংলণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আমরা আপনকার যথোচিত সম্মান করি।

এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে দশসহস্র গিনি উৎকোচ দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। রীড্‌সাহেব, উৎকোচদানের প্রস্তাব শ্রবণে মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া, সহাস্য বদনে বলিলেন, দেখুন, আমি অতি হীন, তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনাদের রাজা আমায় কিনিতে পারেন, তাঁহার এত টাকা নাই। এই বলিয়া, তিনি, তাঁহাদিগকে তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

ফলকথা এই, অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, উৎকোচ-গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশের হিতসাধনে বিরত অথবা অনিষ্ট-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, মহামতি সেনাপতি রীড্‌সাহেব সেরূপ প্রকৃতির ও সেরূপ প্রবৃত্তির লোক ছিলেন না। যাহাদের অর্থলোভ অতি প্রবল, এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ ও উচিতানুচিত বিবেচনা নাই, সেই নিতান্ত নীচাশয় নরাধমেরাই উৎকোচগ্রহণে প্রবৃত্ত হয়। আর যাহারা ন্যায়মার্গ অনুসারে কৃতকার্য্য হইতে না পারে; সেই

দুরাচারেরাই উৎকোচদানরূপ অন্যায্য উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় অভিপ্রেতসাধনের চেষ্টা করিয়া থাকে। ফলতঃ, উৎকোচদান ও উৎকোচগ্রহণ, উভয়ই সর্ব্বতোভাবে নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবহার, তাহার সন্দেহ নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দস্যু, তস্কর, উৎকোচগ্রাহী, ইহারা একসম্প্রদায়ের লোক।

নিরপেক্ষতা ও ন্যায়পরতা

জর্জ্জ্ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্ব সময়ে আমেরিকার ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেটস্ প্রদেশে একটি লোক নিযুক্ত হইবে, উহা বিলক্ষণ লাভের ও সম্মানের পদ। ঐ পদে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনায় দুই ব্যক্তি আবেদন করেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি সভাপতির অতি আত্মীয়। সকল স্থানে সকল সময়ে সকলের সমক্ষে সভাপতি এই ব্যক্তির উপর অকৃত্রিম স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তার প্রদর্শন করিতেন। উভয়ে সর্ব্বদা একত্র উপবেশন ও একত্র আহারবিহার প্রভৃতি করিতেন। বস্তুতঃ, এই ব্যক্তি সভাপতির বহু কালের আত্মীয় ছিলেন। আমি অবধারিত এই পদে নিযুক্ত হইব, এই বিশ্বাসে ইনি আবেদন করিয়াছিলেন; এবং সকল লোকও স্থির করিয়াছিলেন, ইনিই এই পদে

অবধারিত নিযুক্ত হইবেন। অপর আবেদনকারী সভা-পতিব চিববিরোধী। সভাপতি যখন যাহা কবিতেন, এই ব্যক্তি তাহাতেই দোষারোপ করিতেন, এবং সভাপতি যাহাতে অপদস্থ হযেন, সতত সে চেষ্টা পাইতেন। কিন্তু ইনি বিলক্ষণ কার্য্যদক্ষ, পবিশ্রমী ও সৎপথবর্ত্তী ছিলেন; বুদ্ধি ও বিবেচনা, যত্ন ও পবিশ্রম সহকারে সত্বর ও সুশৃঙ্খলরূপে কার্য্যনির্ব্বাহ কবিতে পাবিতেন। বস্তুতঃ, উপস্থিত পদে নিযুক্ত হইবাব নিমিত্ত ইনি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। যাহা হউক, সভাপতি আপন প্রিযপাত্রকে নিযুক্ত না কবিযা, এ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন, ইহা কেহ একক্ষণের জন্যও মনে কবেন নাই।

কিন্তু ওযাশিংটন্ যাব পব নাই নিবপেক্ষ ও ন্যায়-পরাযণ ছিলেন, সুতবাং স্বীয বিপক্ষকে স্বীয আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতব উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকেই উপস্থিত পদে নিযুক্ত করিলেন। এই নিয়োগ দর্শনে, ব্যক্তিমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তদীয আত্মীয সাতি-শয় ক্ষুব্ধ ও দুঃখিত হইলেন, এবং যৎপরোনাস্তি অবমানিত বোধ করিলেন। এক আত্মীয, অমুককে নিযুক্ত না করা অতি অন্যায় হইযাছে, এই বলিয়া, অনুযোগ করিতে লাগিলেন। তখন ওযাশিংটন্ বলিলেন,

দেখ, অমুক আমার আত্মীয়, তাহার কোনও সন্দেহ নাই, এবং এতদিন আমি তাহার উপর যেরূপ স্নেহ, দয়া ও আত্মীয়তা প্রদর্শন কবিযা আসিযাছি, এক্ষণেও তদ্রূপ করিব, তাহাব কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার বিপক্ষ তাঁহাব অপেক্ষা সর্ব্বাংশে যোগ্য ব্যক্তি, আত্মীয ব্যক্তির হিতসাধনেব অনুবোধে যথার্থ যোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করা, কোনও মতে ন্যাযানুগত হইতে পাবে না। এজন্য আমি তাঁহাকে নিযুক্ত কবিতে পাবি নাই। আর বিবেচনা করিযা দেখ, এ আমাব নিজেব বিষয হইলে আমি যথেচ্ছ আচবণ কবিতে পাবিতাম। আমি সভাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত হইযাছি, যাহাতে সর্ব্বসাধাবণের হিত হয়, সেই দিকে দৃষ্টি বাখিযা চলাই আমাব পক্ষে এক্ষণে সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক। অমুক ব্যক্তি আমাব আত্মীয, অতএব তাহাব হিতসাধন করিব, অমুক ব্যক্তি আমাব বিপক্ষ, অতএব তাহার অহিতসাধন কবিব, যদি এরূপ বুদ্ধি ও এরূপ বিবেচনাব অনুবর্ত্তী হইয়া চলি, তাহা হইলে এই দণ্ডে আমাব সভাপতির আসন হইতে অপসারিত হওযা উচিত।

যথার্থ বিচার

তুবস্কদেশীয এক ধনবান্ ব্যক্তি, বলপূর্ব্বক, এক দুঃখী প্রতিবেশীব বাসস্থান অধিকাব কবেন। দুঃখী ব্যক্তি, নিতান্ত নিরুপায হইযা, অবশেষে বিচাবালযে তাঁহাব নামে অভিযোগ করিলেন। এই ব্যক্তির নিকট বাটীব দলীল ছিল। কিন্তু, তাঁহাব প্রবল প্রতিপক্ষ ঐ দলীল অপ্রমাণ কবিবাব নিমিত্ত অর্থবলে বহুসংখ্যব সাক্ষীর যোগাড কবিযা রাখিযাছিলেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত অনায়াসে আপন অভিপ্রায সম্পন্ন কবিবাব বাসনায, তিনি বিচার-পতিকে পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দেন।

বিচাবপতি অতিশয ধর্ম্মশীল ও নিতান্ত ন্যাযপবাযণ ছিলেন, অর্থলোভী ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন না। প্রতিবাদী উৎকোচ দেওযাতে তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ ব্যক্তি নিঃসন্দেহ অন্যায কবিযা, দুঃখী প্রতিবেশীব বাটী অধিকাব কবিযাছে। আমায হস্তগত করিবার নিমিত্ত পাঁচ শত টাকা উৎকোচ দিল, কিন্তু, এই উৎকোচদান যে উহার পক্ষে যার পব নাই অনর্থক হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। যাহা হউক, এক্ষণে আমি উহাকে কিছু বলিব না, বিচারের দিন,

এই উপলক্ষে উহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিব। এই স্থির করিয়া, তিনি পাঁচ শত টাকাব তোড়াটি রাখিযা দিলেন।

বিচারের দিন ঐ দুঃখী ব্যক্তি, বিচাবপতিব নিকট বাটীর দলীল দাখিল করিলেন, কিন্তু অর্থবল নাই, এজন্য ঐ দলীলেব প্রামাণ্য প্রতিপন্ন কবিবার নিমিত্ত একটি সাক্ষীরও যোগাড কবিতে পাবিলেন না। এদিকে তদীয প্রতিপক্ষ, বহুসংখ্যক সাক্ষী দ্বাবা ঐ দলীল কৃত্রিম, ইহা প্রতিপন্ন কবিবাব নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা কবিতে লাগিলেন। তিনি বিচারপতিকে বলিলেন, যদি এ বাটী উহার হইত, তাহা হইলে অন্ততঃ একজনও উহাব পক্ষে সাক্ষী দিতে আসিত। যখন উহার একটিও সাক্ষী নাই, তখন এ বাটী আমার বলিযা বিচাবালযে অভিযোগ করা কতদূব অন্যায হইযাছে, ধর্ম্মাবতার তাহার বিচার করুন।

এই কথা শুনিযা বিচাবপতি বলিলেন, ইহা যথার্থ বটে, ও ব্যক্তি আপন অধিকার সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত একটিও সাক্ষী উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। কিন্তু, আমি উহাব পক্ষে অন্ততঃ পাঁচশত সাক্ষী উপস্থিত কবিতে পারি। এই বলিয়া, তিনি প্রতিবাদীর দত্ত পাঁচশত টাকা বহিষ্কৃত করিলেন, এবং বলিলেন, ও ব্যক্তি যে ঐ বাটীর যথার্থ অধিকারী, এই পাঁচশত টাকা তাহা সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিতেছে। এ বিষয়ে

আমার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা বলিয়া, তিনি যথোচিত ভৎর্সনা ও ঘৃণাপ্রদর্শন পূর্ব্বক টাকার তোড়াটি প্রতিবাদীর গায়ে ফেলিয়া দিলেন, এবং বাদী, বাটীর যথার্থ অধিকারী বলিয়া মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলেন।

যেমন কর্ম্ম তেমনই ফল

ডেন্মার্কের রাজধানী কোপন্‌হেগন্‌ নগরে ক্রিষ্টিয়ন্‌ টূল নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। ক্রিষ্টোফর্‌ রোজন্‌ ক্রেন্‌জ্‌ নামে আর এক ব্যক্তি ঐ নগরে বাস করিতেন। ক্রিষ্টিয়ন্‌ টূলের মৃত্যু হইলে, তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে বলিলেন, কিছুদিন পূর্ব্বে তোমরা স্ত্রীপুরুষে আমার নিকট যে দশ হাজার টাকা ঋণ করিয়াছ, তাহার পরিশোধ কর। ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, আমরা কখনও আপনার নিকট টাকা ধার করি নাই, আপনি ওরূপ কথা বলিতেছেন কেন? তখন তিনি ঐ স্ত্রীলোকের ও তদীয় স্বামীর স্বাক্ষরিত খত দেখাইলেন। খত দেখিয়া ঐ স্ত্রীলোক বলিলেন, এ খত জাল, আমি কখনও এ খতে নাম স্বাক্ষরিত করি নাই।

রোজন্‌ ক্রেন্‌জ্‌, টাকা আদায়ের জন্য ঐ স্ত্রীলোকের নামে নালিশ করিলেন। বিচারপতি, ঐ স্ত্রীলোকের প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশপ্রদান করিলেন। স্ত্রীলোক, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, অবশেষে ডেন্মার্কের অধীশ্বর

চতুর্থ ক্রিষ্টিয়নের নিকট আবেদন করিলেন, মহারাজ, আমরা কখনও অমুকের নিকট টাকা ধার করি নাই; তিনি জাল খত প্রস্তুত করিয়া, আদালতে আমার নামে নালিশ করেন। ঐ খত দেখিয়া, বিচারপতি আমার প্রতি ঋণপরিশোধের আদেশ দিয়াছেন। আমি মহারাজের নিকট ধর্ম্মপ্রমাণ বলিতেছি, আমরা উহার নিকট কস্মিন্ কালেও টাকা ধার করি নাই। মহারাজ, দয়া করিয়া এই বিষয়ের বিচার না করিলে, আমি এ জন্মের মত উচ্ছিন্ন হই।

আবেদনপত্র পড়িয়া রাজা অঙ্গীকার করিলেন, আমি এ বিষয়ের যথোচিত বিচার করিব। অনন্তর তিনি বোজন্ ক্রেন্‌জ্‌কে আপন নিকটে আনাইলেন। এ বিষয় তাঁহার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন করিয়া, রাজা বুঝিতে পারিলেন, এ দেনা বাস্তবিক নহে। তখন তিনি তাঁহাকে ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত অনেক বুঝাইলেন, অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও ফল দর্শিল না। সে ব্যক্তি বলিলেন, মহারাজ, উহারা খত লিখিয়া দিয়া টাকা লইয়াছে; আমি এ টাকা কোনও মতে ছাড়িয়া দিতে পারিব না। রাজা, তাঁহার নিকট হইতে খতখানি লইলেন, এবং বলিলেন, তুমি এক্ষণে এখান হইতে যাও, আমি শীঘ্রই তোমার খত ফিরাইয়া দিব।

এই বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দিয়া, রাজা একাকী

সেই খতের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। অনেক অনুসন্ধান ও অনুধাবনের পব তিনি দেখিতে পাইলেন, যে কাগজে খত লিখিত হইয়াছে, ঐ কাগজ যে কারখানায প্রস্তুত হইযাছিল, ঐ কাবখানা, খতের তাবিখেব অনেক দিন পবে সংস্থাপিত হইযাছে। অনন্তব সবিস্তব অনুসন্ধান দ্বাবা উহাই যথার্থ বলিযা স্থিবীকৃত হইল। অতঃপব বোজন্ ক্রেন্‌জ্ জাল খত প্রস্তুত কবিযাছেন, এ বিষয়ে আর অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না। এই বিষয গোপন বাখিযা, বাজা কতিপয দিনেব পব, বোজন্ ক্রেন্‌জ্‌কে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, আমি পুনবায তোমায় সবিশেষ অনুরোধ কবিতেছি, তুমি এই অনাথা বিধবাব উপব দযাপ্রকাশ কব, যদি না কব, জগদীশ্বব অতিশয অসন্তুষ্ট হইবেন, এবং তোমাকে যথোপযুক্ত দণ্ড দিবেন। বোজন্ ক্রেন্‌জ্ বলিলেন, না মহাবাজ, আমি এ বিষযে কোনও ক্রমে ক্ষান্ত হইতে পাবিব না। বলিতে কি, মহাবাজ, আমাব পক্ষে বিলক্ষণ অবিচার হইতেছে। রাজা বলিলেন, এ বিষযের বিবেচনাব নিমিত্ত তোমায এক সপ্তাহ সময দিতেছি, বিবেচনা করিযা যাহা স্থিব হইবে, এক সপ্তাহ পরে আমায জানাইবে।

এই বলিয়া সে দিন বাজা তাঁহাকে বিদায দিলেন। সপ্তাহ অতীত হইলে, সে ব্যক্তি রাজসমীপে উপস্থিত

হইলেন; এবং বলিলেন, মহারাজ, আপনকার আদেশ অনুসারে সবিশেষ বিবেচনা ও আত্মীয়বর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া দেখিলাম, এ টাকা না পাইলে আমার পক্ষে বড় অন্যায় হয়। আমি টাকা ছাড়িয়া দিতে পারিব না। এ বিষয়ে আপনকার অনুরোধরক্ষা ও আজ্ঞাপ্রতিপালন করিতে পারিতেছি না; তজ্জন্য আমার যে অপরাধ হইতেছে, দয়া করিয়া তাহার মার্জ্জনা করিবেন।

এই সকল কথা শুনিয়া রাজার কোপানল বিলক্ষণ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অবরুদ্ধ ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত করিলেন। অনন্তর নির্দ্ধারিত দিবসে জালখতের বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান ও বিচারপূর্ব্বক সেই খত জাল, ইহা সর্ব্বসমক্ষে সপ্রমাণ করিয়া, তিনি ঐ দুরাত্মার যথোপযুক্ত দণ্ডবিধান করিলেন, এবং সেই বিধবাকে ঋণদায় হইতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন।

পিতৃভক্তি ও ভ্রাতৃবাৎসল্য

ইংলণ্ড দেশে গ্রেন্‌বিল্ নামে এক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিবেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন এবং অবশেষে অবধারিত জানিতে পারিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র দুশ্চরিত্র হইয়াছেন। তখন তিনি

এই বিবেচনা করিলেন, এরূপ দুশ্চরিত্রকে বিষয়ের অধিকারী করা কোনও মতে উচিত হইতেছে না, তাহা করিলে, অল্প দিনের মধ্যে সমস্ত বিষয় নষ্ট হইবে। এজন্য তিনি স্থির করিলেন, কোনও আত্মীয় দ্বারা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে একবার সতর্ক করা আবশ্যক। তদনুসারে এক আত্মীয় তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন, তোমার পিতা তোমায় সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু তোমার চরিত্রদোষ দর্শনে, এক্ষণে আর তাঁহার সেরূপ অভিপ্রায় নাই। যদি অল্প দিনের মধ্যে তোমার চরিত্রের সংশোধন না হয়, তাহা হইলে তিনি তোমায় বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। অতএব যাহাতে তোমার চরিত্র অবিলম্বে সংশোধিত হয়, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট ও যত্নবান্ হও, নতুবা বিষয়প্রাপ্তির আশায় বিসর্জ্জন দাও।

এইরূপে সতর্ক করিলেও তাহার চরিত্রের সংশোধন হইল না। তখন গ্লেন্‌বিল্, কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পিতা তাঁহাকেই বিষয়ের অধিকারী করিবেন, চরিত্রের সংশোধন না হইলে, তিনি তাহা করিবেন না, ইহা কেবল ভয়প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর তিনি জানিতে পারিলেন, পিতা কনিষ্ঠ পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার

অন্তঃকরণে যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও অনুতাপ উপস্থিত হইল। তিনি বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি আমি অসৎপথবর্ত্তী না হইতাম, সমস্ত পৈতৃক ধনের অধিকারী হইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে পারিতাম। পিতা আমায় সতর্ক করিয়াছিলেন, তথাপি আমার জ্ঞানের উদয় হইল না। আমি পিতৃধনে বঞ্চিত হইয়াছি, ইহাতে আর কাহারও দোষ নাই, আমারই সম্পূর্ণ দোষ। এইরূপে তাঁহার জ্ঞানের উদয় হওয়াতে, অল্প দিনের মধ্যেই তদীয় চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইল।

কনিষ্ঠ সাতিশয় পিতৃভক্ত ও নিরতিশয় ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। জ্যেষ্ঠ, চরিত্রদোষবশতঃ পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য অতিশয় মনস্তাপ পাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন, জ্যেষ্ঠ বঞ্চিত হওয়াতে, তিনি সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে কিছুমাত্র সুখী ও আহ্লাদিত হয়েন নাই। অনন্তর যখন দেখিলেন, জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে, তখন তাঁহার দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যদি পিতার জীবদ্দশায় ইঁহার চরিত্রের এরূপ সংশোধন হইত; অথবা পিতা এখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, এবং ইঁহার চরিত্র সংশোধিত হইয়াছে দেখিতে

পাইতেন, তাহা হইলে তিনি নিসন্দেহ ইঁহাকে সমস্ত বিষযেব অধিকাবী কবিতেন। ইঁহাকে সমস্ত বিষযেব অধিকারী কবা তাঁহাব নিতান্ত বাসনা ছিল। সেই চিবন্তন বাসনা পূর্ণ না হওযাতে, তিনি নিরতিশয দুঃখিত হৃদযে দেহত্যাগ কবিযাছেন, সে বিষযে অণুমাত্র সংশয নাই। অতএব যাহাতে ইঁহাব মনোদুঃখ দূবীভূত ও পিতাব মনস্কাম পূর্ণ হইতে পাবে, এরূপ কোনও ব্যবস্থা কবা আমাব পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উচিত ও আবশ্যক।

এইরূপ আলোচনা কবিযা, একদিন কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতিপয আত্মীযকে আহাব কবাইবাব উদ্যোগ কবিলেন। সকলেব আহাব সমাপ্ত হইলে, জ্যেষ্ঠের সম্মুখে একটি পাত্র স্থাপিত হইল। তিনি মনে করিলেন, আব কোনও আহাবদ্রব্য উপস্থিত হইল। পাত্রেব আববণ অপসাবিত কবিযা, তিনি তাহাতে আহাবদ্রব্যের পবিবর্ত্তে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন। উপস্থিত আত্মীযবর্গ কৌতূহল-পবতন্ত্র হইযা, ঐ কাগজখানি পড়িতে আবম্ভ কবিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে, সকলে সাতিশয় চমৎকৃত ও মোহিত হইযা, আন্তবিক ভক্তি ও অনুরাগ সহকাবে কনিষ্ঠকে সাধুবাদ প্রদান কবিতে লাগিলেন।

ঐ কাগজখানি দানপত্র। উহার মর্ম্ম এই—পিতৃদেব আমার জ্যেষ্ঠকে স্বীয সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী করিবেন,

এই সংকল্প করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের চরিত্রদোষ দর্শনে অসন্তুষ্ট হইয়া, তিনি এক আত্মীয় দ্বারা তাঁহাকে জানাইলেন, চরিত্র সংশোধিত না হইলে, তিনি তাঁহাকে বিষয়ের অধিকারী করিবেন না। দুর্ভাগ্যক্রমে পিতৃদেবের জীবদ্দশায় তদীয় চরিত্র সংশোধিত হয় নাই। এজন্য তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে আমায় স্বীয় সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে জ্যেষ্ঠের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে সংশোধিত হইয়াছে। যদি পিতৃদেব এখন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিতেন, জ্যেষ্ঠকে সমস্ত বিষয়ের অধিকারী করিতেন, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। স্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে, পৈতৃক বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া, জ্যেষ্ঠ মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইয়াছেন, এবং জনসমাজে নিরতিশয় অনাদরণীয় ও উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। অতএব, পিতৃদেবের অভিপ্রায়সম্পাদন ও জ্যেষ্ঠের মনোবেদনা নিবারণের নিমিত্ত পিতৃদত্ত সমস্ত সম্পত্তি স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, আহ্লাদিত চিত্তে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দিলাম। অদ্য অবধি তিনি পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইলেন।

সংসারে এরূপ নিঃস্পৃহ, এরূপ পিতৃভক্ত, এরূপ ভ্রাতৃবৎসল নিতান্ত বিরল।

সম্পূর্ণ

আখ্যানমঞ্জরী

তৃতীয় ভাগ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।

নূতন বন্দোবস্তের দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান,
২০।১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৯১৮।

আখ্যানমঞ্জরী

তৃতীয় ভাগ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সঙ্কলিত।

নূতন বন্দোবস্তের দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশক—শ্রীসিদ্ধেশ্বর পান, সিদ্ধেশ্বর প্রেস্ ডিপজিটরি,

২০।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

সন ১৩২৫।

 [মূল্য ।।০ আট আনা।
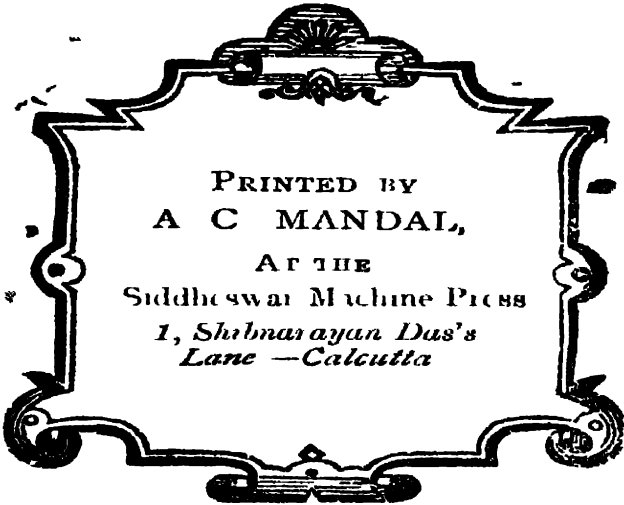
PRINTED BY
A C MANDAL,
AT THE
Siddheswar Machine Press
1, Shibnarayan Das's
Lane —Calcutta

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিজ্ঞাপন।

—:*:—

আখ্যানমঞ্জরী পুস্তকবিশেষের অনুবাদ নহে, কতিপয় ইঙ্গরেজী পুস্তক অবলম্বন পূর্ব্বক সঙ্কলিত হইল। যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

কলিকাতা।

সংবৎ ১৯২০, ১লা অগ্রহায়ণ।

বিজ্ঞাপন।

—:•:—

রাজকীয় বদান্যতা, মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃবিরোধ, নিঃস্বতা ও নিঃস্পৃহতা, বর্ব্বরজাতির সৌজন্য, ন্যায়পরায়ণতা, এই ছয়টি আখ্যান অপেক্ষাকৃত স্বল্পকায় ও সরল ভাষায় লিখিত, এজন্য প্রথম ভাগে সঙ্কালিত হইয়াছে। এই সঙ্কালন নিবন্ধন ন্যূনতার পরিহারার্থে, যথার্থ বদান্যতা, পতিপরায়ণতার একশেষ, নৃশংসতার চূড়ান্ত, দয়াশীলতা, পতিব্রতা কামিনী, অকুতোভয়তা, আশ্চর্য্য দস্যুদমন, এই সাতটি উপাখ্যান নূতন সঙ্কলিত ও এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল। যে অভিপ্রায়ে আখ্যানমঞ্জরী দুই ভাগে বিভক্ত হইল, প্রথম ভাগের বিজ্ঞাপনে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

বর্দ্ধমান।

সংবৎ ১৯২৪। ১লা ফাল্গুন।

সূচী।

প্রকরণ	পৃষ্ঠা
যথার্থ বদান্যতা	১
অদ্ভুত আতিথেয়তা	৪
পতিপরায়ণতার একশেষ	৮
দস্যু ও দিগ্বিজয়ী	১১
নৃশংসতার চূড়ান্ত	১৫
চাতুরীর প্রতিফল	২০
দয়াশীলতা	২৫
উৎকট বৈরসাধন	৩০
পতিব্রতা কামিনী	৩৬
স্বপ্নসঞ্চরণ	৪১
অকুতোভয়তা	৪৭
সৌভ্রাত্র	৫৫
আশ্চর্য্য দস্যুদমন	৬১
দয়া ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা	৭২
যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ	৭৮
অকৃত্রিম প্রণয়	৮৫
পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা	৯৩
পুরুষজাতির নৃশংসতা	১০০
মহানুভাবতা	১০৭
অপত্যস্নেহের একশেষ	১১৪
দয়ালুতা ও ন্যায়পরতা	১২১

আখ্যানমঞ্জরী।

তৃতীয় ভাগ।

যথার্থ বদান্যতা

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী ফ্রোম নগরে রো নামে এক সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্ম্মিণী সমস্ত বিষয়ের অধিকারিণী হইলেন। এই কামিনী নিরতিশয় দয়াশীল ছিলেন, অন্যের দুঃখ দেখিলে, অত্যন্ত দুঃখিত হইতেন, এবং সাধ্যানুসারে তাহার দুঃখবিমোচনে যত্ন করিতেন। তাঁহার যে নিরূপিত আয় ছিল, গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী অংশ ব্যতিরিক্ত তৎসমুদয় দীনগণের দারিদ্র্যদুঃখনিবারণে নিয়োজিত হইত। ফলতঃ, তিনি যেরূপ পরোপকারব্রতে দীক্ষিত ছিলেন, সেরূপ সচরাচর নয়নগোচর হয় না।

বিবি রো কতকগুলি গ্রন্থের রচনা করিয়াছিলেন। তিনি, পুস্তকবিক্রেতাদিগের নিকট হইতে প্রথমবার যে টাকা পাইলেন এক দীন পরিবারের দুরবস্থা দেখিয়া, সমুদয় তাহাদিগকে দান করিলেন। একদা, আর একটি নিরুপায় পরিবারের

ত্বরবস্থা দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত দয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু যাহাতে তাহাদের যথার্থ উপকার হয়, এরূপ অর্থ তৎকালে তাঁহার হস্তে ছিল না। উপায়ান্তর না দেখিয়া, অবশেষে, বাসন বিক্রয় করিয়া, তিনি তাহাদের আনুকূল্য করিলেন। তাঁহার এই রীতি ছিল, সঙ্গে কিছু না লইয়া, বাটী হইতে বহির্গত হইতেন না, কারণ, দীন দুঃখী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, যদি কিছু দিতে না পারিতেন, তাহা হইলে, তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশবোধ হইত।

তিনি, কেবল ধন দ্বারা সাহায্য করিয়া, ক্ষান্ত থাকিতেন না, অবসরকালে, গৃহে বসিয়া, স্বহস্তে নানাবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন, এবং যখন যাহাদের যেরূপ পরিচ্ছদের অপ্রতুল দেখিতেন, তাহাদিগকে সেইরূপ দিতেন। তিনি অন্যের বিপদে বিপদ্ জ্ঞান করিতেন, অন্যের শোকে শোকাকুল হইতেন, অন্যকে রোদন করিতে দেখিলে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারিতেন না, পীড়িত বা বিপদাপন্ন ব্যক্তিদিগের সর্ব্বদা তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং যে বিষয়ে তাহাদের অপ্রতুল দেখিতেন, নিজব্যয়ে তাহার সমাধা করিয়া দিতেন।

পথিমধ্যে যদি তিনি অপরিচিত বালক দেখিতে পাইতেন, আর যদি, তাহার আকার দেখিলে, সুবোধ ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া বোধ হইত, তৎক্ষণাৎ তাহার বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান করিতেন, যদি জানিতে পারিতেন, পিতা মাতার অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাহার বিদ্যাশিক্ষা হইতেছে না, অবিলম্বে তাহাকে

উপযুক্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিয়া দিতেন, এবং স্বয়ং সমস্ত ব্যয়ের নির্ব্বাহ করিতেন। এইরূপে তিনি অনেক দীন বালকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি, কখনও কখনও, স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। যখন তিনি কোনও বালককে তাঁহার অভিলাষানুরূপ ফললাভ করিতে দেখিতেন, আমার যত্ন ও অর্থব্যয় সার্থক হইল ভাবিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইতেন, তাহার বিপরীত দেখিলে, তাঁহার শোকের ও ক্ষোভের সীমা থাকিত না।

তিনি যে কেবল নিতান্ত নিরুপায় লোকদিগকে সাহায্য করিতেন এরূপ নহে। অপেক্ষাকৃত ভাল অবস্থার লোকেরাও, কষ্টে পড়িলে, তাঁহার নিকট যথেষ্ট আনুকূল্য প্রাপ্ত হইতেন। তিনি বলিতেন, অসঙ্গতি বা অল্প সঙ্গতি প্রযুক্ত, লোকের যে ক্লেশ ও দুর্ভাবনা ঘটে, তাহার নিবারণ করিতে পারিলেই, মানবজাতির যথার্থ উপকার করা হয়। তদনুসারে, যে সকল লোক নিতান্ত নিঃস্ব বা দুরবস্থাগ্রস্ত নহেন, তিনি, তাদৃশ ব্যক্তি-দিগেরও কষ্ট দেখিলে, বিলক্ষণ সাহায্য করিতেন।

এই দয়াশীল স্ত্রীলোকের আয় অধিক ছিল না, এজন্য সকলেই, তাঁহার তাদৃশ দান দেখিয়া, আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেন, তিনি, কিরূপে এই সমস্ত ব্যয়ের নির্ব্বাহ করেন, কিছুই বুঝিতে পারিতেন না।

তিনি অত্যন্ত অমায়িক, নিতান্ত সরলস্বভাব, ও সর্ব্বথা অহমিকাশূন্য ছিলেন, সর্ব্বদা, সর্ব্ববিধ লোকের সহিত, সদয়

ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতেন। ফলতঃ, তিনি, কেবল লোকরঞ্জন ও সাধ্যানুসারে লোকের ক্লেশ-নিবারণের জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বিবি বোর মৃত্যু হইলে, সকল লোকই যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছিলেন। নিঃস্ব ও নিরুপায় লোকদিগের শোকের ও দুঃখের অবধি ছিল না। তাঁহার অভাবে, তাহারা পৃথিবী অন্ধকারময় দেখিল এবং তদীয় সদনে ও সমাধিস্থানে সমবেত হইয়া, অত্যন্ত বিলাপ ও তাঁহার পারলৌকিক মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিল। তিনি যে নিরতিশয় দয়া ও সৌজন্য সহকারে তাহাদের প্রার্থনা শুনিতেন এবং অকাতরে তত্তৎ প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহারা, পরস্পর সেই সমস্ত কীর্ত্তন করিতে করিতে অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিত।

অদ্ভুত আতিথেয়তা

একদা আরবজাতির সহিত মূরদিগের সংগ্রাম হইয়াছিল। আরবসেনা, বহুদূর পর্য্যন্ত, এক মূর সেনাপতির অনুসরণ করে। তিনি অশ্বারোহণে ছিলেন, প্রাণভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন। আরবেরা তাঁহার অনুসরণে বিরত হইলে, তিনি স্বপক্ষীয় শিবিরের উদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার দিগ্‌ভ্রম জন্মিয়াছিল, এজন্য, দিঙনির্ণয় করিতে না পারিয়া, তিনি বিপক্ষের শিবিরসন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সে সময়ে তিনি এরূপ ক্লান্ত হইয়াছিলেন যে, আর কোনও ক্রমে অশ্বপৃষ্ঠে গমন করিতে পারেন না।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি, এক আরবসেনাপতির পটমণ্ডপদ্বারে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয়প্রার্থনা করিলেন। আতিথেয়তাবিষয়ে পৃথিবীতে কোনও জাতিই আরবদিগের তুল্য নহে। কেহ অতিথিভাবে আরবদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে তাহার পরিচর্য্যা করেন, সে ব্যক্তি শত্রু হইলেও, অণুমাত্র অনাদর, বিদ্বেষপ্রদর্শন, বা বিপক্ষতাচরণ করেন না।

আরবসেনাপতি তৎক্ষণাৎ প্রার্থিত আশ্রয় প্রদান করিলেন, এবং তাহাকে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় একান্ত অভিভূত দেখিয়া, আহারাদির উদ্যোগ করিয়া দিলেন।

মুরসেনাপতি ক্ষুন্নিবৃত্তি, পিপাসাশান্তি ও ক্লান্তিপরিহার করিয়া উপবিষ্ট হইলে, বন্ধুভাবে উভয় সেনাপতির কথোপকথন হইতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর স্বীয় স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের সাহস, পরাক্রম, সংগ্রামকৌশল প্রভৃতির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, সহসা আরবসেনাপতির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান ও তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিঞ্চিৎ পরেই মুরসেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন, আমার অতিশয় অসুখবোধ হইয়াছে, এজন্য আমি উপস্থিত থাকিয়া, আপনকার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না, আহারসামগ্রী ও শয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, আপনি আহার করিয়া শয়ন করুন। আর, আমি দেখিলাম, আপনকার অশ্ব যেরূপ

ক্লান্ত ও হতবীর্য্য হইয়াছে, তাহাতে আপনি, কোনও ক্রমে নিরুদ্বেগে ও নিরুপদ্রবে, স্বীয় শিবিরে পঁহুছিতে পারিবেন না। অতি প্রত্যূষে, এক দ্রুতগামী তেজস্বী অশ্ব, সজ্জিত হইয়া, পটমণ্ডপের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিবে, আমিও সেই সময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব, এবং যাহাতে আপনি সত্বর প্রস্থান করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে যথোপযুক্ত আনুকূল্য করিব।

কি কারণে আরবসেনাপতি এরূপ বলিয়া পাঠাইলেন, তাহার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া, মূরসেনাপতি, আহার করিয়া, সন্দিহানচিত্তে শয়ন করিলেন। রজনীশেষে, আরবসেনাপতির লোক তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করাইল, এবং বলিল, আপনকার প্রস্থানের সময় উপস্থিত, গাত্রোত্থান ও মুখপ্রক্ষালন করুন, আহার প্রস্তুত। মূরসেনাপতি, শয্যাপরিত্যাগ পূর্ব্বক, মুখপ্রক্ষালনাদির সমাপন করিয়া, আহারস্থানে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সেখানে আরবসেনাপতিকে দেখিতে পাইলেন না, পরে, দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি সজ্জিত অশ্বের মুখরশ্মিধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন।

আরবসেনাপতি দর্শনমাত্র, সাদর সম্ভাষণ করিয়া, মূরসেনাপতিকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করাইলেন, এবং বলিলেন, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন, এই বিপক্ষশিবিরের মধ্যে, আমা অপেক্ষা আপনকার ঘোরতর বিপক্ষ আর নাই। গত রজনীতে, যৎকালে, আমরা উভয়ে, একাসনে আসীন হইয়া, অশেষবিধ কথোপকথন করিতেছিলাম, আপনি, স্বীয় পূর্ব্বপুরুষদিগের বৃত্তান্তবর্ণন

করিতে করিতে, আমার পিতার প্রাণহন্তার নিদেশ করিয়াছিলেন। আমি শ্রবণমাত্র, বৈরসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, বারংবার এই শপথ ও প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সূর্য্যোদয় হইলেই, প্রাণপণে পিতৃহন্তার প্রাণবধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। এখন পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয় হয় নাই, কিন্তু উদয়েরও অধিক বিলম্ব নাই, আপনি সত্বর প্রস্থান করুন। আমাদের জাতীয় ধর্ম্ম এই, প্রাণান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইলেও, অতিথির অনিষ্টচিন্তা করি না। কিন্তু আমার পটমণ্ডপ হইতে বহির্গত হইলেই, আপনকার অতিথিভাব অপগত হইবে, এবং সেই মুহূর্ত্ত অবধি, আপনি স্থির জানিবেন, আমি আপনকার প্রাণসংহারের নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন ও অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিব। এই যে অপর অশ্ব সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিতেছেন, সূর্য্যোদয় হইবামাত্র, আমি উহাতে আরোহণ করিয়া, বিপক্ষভাবে আপনকার অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু, আমি আপনাকে যে অশ্ব দিয়াছি, উহা আমার অশ্ব অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে, যদি উহা দ্রুতবেগে গমন করিতে পারে, তাহা হইলে, আমাদের উভয়ের প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা।

এই বলিয়া, আরবসেনাপতি সাদর সম্ভাষণ ও করমর্দ্দন পূর্ব্বক, তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন। আরবসেনাপতিও, সূর্য্যোদয়দর্শনমাত্র, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তদীয় অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। মূরসেনাপতি কতিপয় মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে প্রস্থান করিয়াছিলেন, এবং তদীয় অশ্বও বিলক্ষণ সবল ও দ্রুতগামী ছিল, এজন্য, তিনি নির্ব্বিঘ্নে স্বপক্ষীয় শিবির-

সন্নিবেশস্থানে উপস্থিত হইলেন। আরবসেনাপতি, সবিশেষ যত্ন ও নিরতিশয় আগ্রহ সহকারে, তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে স্বপক্ষশিবিরে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া, এবং অতঃপর আর বৈরসাধনসঙ্কল্প সফল হইবার সম্ভাবনা নাই বুঝিতে পারিয়া, স্বীয় শিবিরে প্রতিগমন করিলেন।

পতিপরায়ণতার একশেষ

জর্ম্মনির অধীশ্বর তৃতীয় কন্‌রাদের অধিকারকালে, বাবেরিয়ার ডিয়ুক্ গুয়েল্‌ফ্, বিদ্রোহী হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কন্‌রাদ, তাঁহার দমনের নিমিত্ত, বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে, উইন্সবর্গের দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, সেই দুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। গুয়েল্‌ফ্, কিছু দিন বিলক্ষণ সাহস ও পরাক্রম প্রদর্শিত করিয়া, পরিশেষে, পরাজিত হইলেন, এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া, সম্রাটের নিকট দূতপ্রেরণ করিলেন।

দূত, সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, ডিয়ুকের প্রার্থনা নিবেদন করিল। তিনি, দূতের প্রতি সমুচিত সৌজন্য ও সমাদর প্রদর্শিত করিয়া, বলিলেন, তুমি ডিয়ুক্‌কে বল, তিনি, স্বীয় সৈন্য ও অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে, আমার শিবিরের মধ্য দিয়া প্রস্থান করুন, আমি অঙ্গীকার করিতেছি, তাঁহার উপর, কোনও প্রকারে, অত্যাচার করিব না। দূত, দুর্গমধ্যে প্রতিগমন করিয়া, স্বীয় প্রভুর নিকট সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। ডিয়ুক্ ও

তদীয় সেনাপতিগণ শুনিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং অবিলম্বে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ দেখিতে লাগিলেন।

এই সংবাদ শ্রবণে সন্দিহান হইয়া, ডিযুকের পত্নী মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমার স্বামী সম্রাটের সম্পূর্ণ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি যে সহসা এরূপ সৌজন্য-প্রদর্শন করিতেছেন, উহা, বোধ হয বাস্তবিক নহে, ইহাতে কোনও গূঢ় অভিসন্ধি আছে, হয়ত, আমরা দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে, আমাদিগকে আক্রমণ করিবেন। এই সন্দেহভঞ্জনের নিমিত্ত, তিনি আপনার বিশ্বস্ত, বিচক্ষণ, কার্য্যদক্ষ, এক ভদ্র লোককে সম্রাটের নিকট পাঠাইলেন।

এই ব্যক্তি, রাজসমীপে উপস্থিত হইযা, নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আপনি যে, ডিযুকের প্রার্থনা অনুসারে, দযাপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে তিনি ও তদীয় অনুচরবর্গ চরিতার্থ হইয়াছেন। ডিযুকেব পত্নী আপনকার নিকট আর এক প্রার্থনা জানাইয়াছেন, নিবেদন কবি, তিনি বলিয়াছেন, আপনি যে আমার স্বামীর প্রতি ক্ষমাপ্রদর্শন করিয়াছেন, ইহাতে আমরা সকলে চরিতার্থ হইযাছি, এক্ষণে দুর্গমধ্যে যে সকল সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক আছেন, তাঁহাবা ও আমি দুর্গ হইতে নির্গত হইলে, যাহাতে আমাদের উপব কোনও অত্যাচার না হয়, এবং যাহাতে নির্বিঘ্নে কোনও নিবাপদ স্থানে পঁহুছিতে পারি, এরূপ এক অনুমতিপত্র লিখিয়া দিলে, আমরা নির্ভয়ে প্রস্থান করিতে পারি, আর ঐ অনুমতিপত্রে ইহাও নির্দ্দিষ্ট থাকে, আমরা

নিজে যাহা লইয়া যাইতে পারি, তাহা লইয়া যাইব, সে বিষয়ে কোনও আপত্তি না ঘটে।

ডিয়ুক্‌পত্নীর প্রার্থনা শুনিয়া, সম্রাট্‌ তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতিপ্রদান করিলেন। অনন্তর, ডিয়ুক্‌ ও তদীয় অনুচরবর্গ দুর্গমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, এবং সম্রাটের শিবিরের মধ্য দিয়া প্রয়াণ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্‌ ও তাঁহার সেনাপতিগণ, এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন, সর্ব্বাগ্রে ডিয়ুকের পত্নী, তৎপশ্চাৎ ক্রমে ক্রমে অপরাপর সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোক, স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া অতি কষ্টে প্রস্থান করিতেছেন।

যৎকালে ডিয়ুকের পত্নী, সম্রাটের নিকট অনুমতিপত্রের প্রার্থনা করিয়া পাঠান, তিনি ও তদীয় সেনাপতিগণ এই বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, বসন ভূষণ প্রভৃতি যে সমস্ত মহামূল্য বস্তু আছে, তৎসমুদয় নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাইবার অভিপ্রায়েই, ডিয়ুক্‌পত্নী তাদৃশ অনুমতিপত্রের প্রার্থনা করিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে তাঁহারা যে স্ব স্ব স্বামীকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবেন, ইহা, এক মুহূর্ত্তের জন্যও, তাঁহাদের মনে উদিত হয় নাই। এক্ষণে, তাঁহাদের পতিপরায়ণতার ঐকান্তিকতা দর্শনে, সম্রাটের অন্তঃকরণে নিরতিশয় দয়া, বিস্ময় ও সন্তোষের আবির্ভাব হইল। তিনি সেই স্ত্রীলোকদিগকে, মুক্তকণ্ঠে, শতশত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ, এই অদৃষ্টচর অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার দৃষ্টিগোচর করিয়া,

সম্রাট্ এত প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন যে, সেই স্ত্রীলোক-দিগের অদ্ভুত পতিপরায়ণতার পুরস্কারস্বরূপ, তাঁহাদের পতি-দিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, ডিযুক্ ও তদীয অনুচরবর্গের প্রস্থান স্থগিত করিয়া, তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে ও মহাসমা-রোহে আহার করাইলেন, এবং সরল অন্তঃকরণে, সম্পূর্ণ অভয়-প্রদান করিয়া, বিদায় দিলেন।

দস্যু ও দিগ্বিজয়ী

মাসিডোনিয়ার অধীশ্বর, প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী, মহাবীর আলেক্-জাণ্ডরের অধিকারকালে, থ্রেস্ দেশে এক অতি পরাক্রান্ত দুর্দ্দান্ত দস্যু ছিল। ঐ দস্যুর দৌরাত্ম্যে, থ্রেস্ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সকল কম্পিত হইয়াছিল। একদা, সে ধৃত ও আলেক্জাণ্ডরের সম্মুখে নীত হইলে, তিনি সরোষ নয়নে ও উদ্ধত বচনে বলিতে লাগিলেন, অরে দুরাত্মন্, তুই দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিস্। সর্ব্বদাই তোর অশেষবিধ অত্যাচারের কথা শুনিতে পাই। আমি, বহুদিন অবধি তোরে ধরিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। আজ তুই আমার সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছিস্, তোরে সমুচিত শাস্তিপ্রদান করিব। এক্ষণে, তুই আপন সবিশেষ পরিচয় দে।

এই কথা শুনিয়া, সেই দস্যু, কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা ক্ষুব্ধ না হইয়া, বলিল, আমি থ্রেসদেশনিবাসী একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা। আলেক্জাণ্ডর বলিলেন, অরে নরাধম, তুই যোদ্ধা বলিয়া

পরিচয় দিতেছিস্? তুই চোর, তুই দস্যু, তুই লুণ্ঠনব্যবসায়ী, তুই হত্যাকারী, তুই দেশের কণ্টকস্বরূপ। তোর অসাধারণ সাহস আছে, এজন্য আমি তোর প্রশংসা করি। কিন্তু, তুই অতি দুরাচার ও সর্ব্বসাধারণের যার পর নাই অনিষ্টকারী, এজন্য আমি অবশ্যই তোরে ঘৃণা করিব ও সমুচিত শাস্তি দিব।

ইহা শুনিয়া, দস্যু বলিল, আমি কি করিয়াছি যে, আপনি আমায় এত ভৎসনা করিতেছেন? তিনি বলিলেন, তুই, আমার অধিকারে বাস করিযা, আমার প্রভুশক্তির অবমাননা করিযাছিস, এবং আমার প্রজাগণের প্রাণহিংসা ও সর্ব্বস্বলুণ্ঠন করিয়া কালযাপন করিস্। দস্যু বলিল, এক্ষণে আমি আপনকার বশে আসিয়াছি, সুতরাং আপনি যে তিরস্কার, যে অপমান বা যে শাস্তি প্রদান করিবেন, আমায় সে সমস্ত সহ্য করিতে হইবে, আমি সেজন্য কিঞ্চিন্মাত্র শঙ্কিত বা দুঃখিত নহি। কিন্তু, যদি আমায় আপনকার ভৎর্সনাবাক্যের উত্তর দিতে হয়, আমি অকুতোভয়ে দিব।

আলেক্জাণ্ডর বলিলেন, যাহা বলিতে হয়, স্বচ্ছন্দে বল, কোনও ব্যক্তি আমার বশে আসিয়াছে বলিয়া যে, তাহাকে অকুতোভয়ে কথা কহিতে দিব না, আমার সেরূপ রীতি বা প্রকৃতি নহে। দস্যু বলিল, তবে অগ্রে আমি আপনকার প্রতি এক প্রশ্ন করিব, পরে আপনকার প্রশ্নের উত্তর দিব। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি কিরূপে কালযাপন করিতেছেন? তিনি বলিলেন, বীর-পুরুষের ন্যায়, দেশে দেশে আমার নাম ও

কীর্ত্তি ঘোষিত হইতেছে, আমার তুল্য সাহসী, পরাক্রান্ত সম্রাট ও দিগ্বিজয়ী আর কে আছে?

দস্যু বলিল, আমার আত্মশ্লাঘা করিতে ইচ্ছা নাই, আর, যাহারা আত্মশ্লাঘা করে, তাহাদিগকে ঘৃণা করি। কিন্তু, এ সময়ে বলা আবশ্যক, এজন্য বলিতেছি, আমারও বহুদূর পর্য্যন্ত নাম ও কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে, আর, আমার তুল্য সাহসী সেনাপতি আর কেহই নাই। আপনি বিলক্ষণ অবগত আছেন, আমি সহজে বিজিত ও আপনকার বশে আনীত হই নাই।

আলেক্জাণ্ডর বলিলেন, তুই যত বল্ না কেন, তুই পাপাশয় দুর্ব্বৃত্ত দস্যু ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহিস। দস্যু বলিল, আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, দিগ্বিজয়ী কাহাকে বলে? আপনি দিগ্বিজয়ী, আপনি কি অকিঞ্চিৎকর আধিপত্যলাভের দুরাশা-গ্রস্ত হইয়া, অন্যায় পথ অবলম্বন পূর্ব্বক মানবমণ্ডলীর প্রাণবধ, সর্ব্বস্বলুণ্ঠন প্রভৃতি অশেষবিধ উৎকট অনিষ্টাচরণ করেন নাই? আমি শত সহচর সমভিব্যাহারে এক প্রদেশে যাহা করিয়াছি, আপনি লক্ষ সহচর সমভিব্যাহারে শত শত প্রদেশে তাহাই করিয়াছেন। আমি কতিপয় সামান্য ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আপনি শত শত ভূপতির সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। আমি কতিপয় সামান্য গৃহের উচ্ছেদসাধন করিয়াছি, আপনি কত সমৃদ্ধ রাজ্য ও কত সমৃদ্ধ নগরীর উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। এক্ষণে, বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাতে ও আপনাতে বিশেষ কি? তবে, আমি সামান্য-কুলে জন্মিয়াছি, এবং সামান্য দস্যু বলিয়া

পরিচিত হইয়াছি। আপনি বিখ্যাত-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং সেইজন্য, আমা অপেক্ষা প্রবল ও পরাক্রান্ত দস্যু হইযাছেন, এইমাত্র বিশেষ।

আলেক্‌জাণ্ডব বলিলেন, আমি অন্যের ধন লইয়াছি বটে, কিন্তু অকাতরে সেই ধনের বিতরণ করিয়াছি। আমি কোনও কোনও রাজ্যেব ও নগরের উচ্ছেদ করিয়াছি বটে, কিন্তু কত শত সমৃদ্ধ বাজ্য ও নগর সংস্থাপিত করিয়াছি। তদ্ব্যতিরিক্ত, আমার যত্নে ও উৎসাহদানে শিল্প, বাণিজ্য ও দর্শনশাস্ত্রের কত উন্নতি হইয়াছে। দস্যু বলিল, আমি ধনবানের ধনহরণ করিযাছি বটে, কিন্তু, সেই ধন অকাতরে অনেক দরিদ্রকে দান করিয়াছি। আমি কখনও কাহারও গৃহদাহ করিয়াছি বটে, কিন্তু নিজ অর্থ দিয়া, অনেক অনাথের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছি। আমি অন্যের উপর অত্যাচাব করিয়াছি বটে, কিন্তু অনেক বিপন্ন ব্যক্তিব বিপদুদ্ধার করিয়াছি। আপনি যে দর্শনশাস্ত্রের উল্লেখ করিলেন, আমি তাহার কিছুমাত্র জানি না বটে, কিন্তু ইহা স্থির জানি, আমি অথবা আপনি জগতের যত অনিষ্ট করিয়াছি, আমরা কিছুতেই তাহাব প্রতিবিধান করিতে পারিব না।

দস্যুর এইরূপ অকুতোভয়তা ও স্বরূপবাদিতা দর্শনে, আলেক্‌জাণ্ডর যার পর নাই প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন, তৎক্ষণাৎ তাহার বন্ধনমোচনের এবং সমুচিত পরিচর্য্যার আদেশপ্রদান করিলেন, অনন্তর, একান্তে আসীন হইয়া, দস্যু ও দিগ্বিজয়ীর বিশেষ কি, নিবিষ্টচিত্তে, এই বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

নৃশংসতার চূড়ান্ত

সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস্ আমেরিকা মহাদ্বীপ আবিষ্কৃত করিলে, সর্ব্বপ্রথম তথায় স্পানিয়ার্ডদিগের অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহারা, অর্থলালসা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, দুর্ব্বল নিরপরাধ আদিমনিবাসী লোকদিগের উপর, যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করেন। কেয়নাবো নামে এক ব্যক্তি কোনও প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। স্পানিয়ার্ডেরা, তাঁহাকে অধিকারচ্যুত ও কারাগারে রুদ্ধ করিয়া রাখেন। তিনি কারাগারে থাকিয়া, অশেষবিধ কষ্ট ও যাতনা ভোগ করিয়া, প্রাণত্যাগ করেন। এইরূপে তাঁহার অধিকারভ্রংশ ও দেহযাত্রার পর্য্যবসান হওয়াতে, তদীয় সহধর্ম্মিণী এনাকেয়োনা, নিতান্ত নিরুপায় ও নিঃসহায় হইলেন, তাঁহার সহোদর, বিহিচিয়ো, জারাগুয়া-প্রদেশের অধিপতি ছিলেন, তাঁহার অধিকারে গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন।

কিছুদিন পরে, বিহিচিয়োর মৃত্যু হইল। তাঁহার ভগিনী, এনাকেয়োনা, তদীয় অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে, স্পানিয়ার্ডেরা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি, বৈরসাধনবুদ্ধির অধীন না হইয়া, তাঁহাদের প্রতি সাতিশয় সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের অনিষ্টচেষ্টা বা উচ্ছেদ-বাসনা, একক্ষণের জন্য, তাঁহার উন্নত অন্তঃকরণে উদিত হয় নাই। ফলতঃ, তিনি বিলক্ষণ মহানুভাবা ও উদারস্বভাবা

ছিলেন। কিন্তু, এনাকেয়োনার সৌজন্য ও সদয় ব্যবহার দর্শনে, স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি ওবেণ্ডো স্থির করিলেন, জারাগুয়াবাসীরা বিশ্বাস জন্মাইয়া, অনায়াসে আমাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়েই এরূপ আত্মীয়তা করিতেছে, অতএব, তাহাদিগকে সমুচিত প্রতিফল দেওযা উচিত। অনন্তর, তিনি সৈন্যসংগ্রহ পূর্ব্বক, তৎপ্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, প্রচার করিয়া দিলেন, এনাকেয়োনার সহিত সাক্ষাৎকারমাত্র এই যাত্রার উদ্দেশ্য।

স্পানিয়ার্ডদিগের সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইযা, এনাকেয়োনা আপন অনুগত যাবতীয কাসীকদিগের (১) ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গের নিকট এই আদেশ পাঠাইলেন, স্পানিযার্ডদিগেব সেনাপতি সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছেন, সমুচিত সম্মান সহকাবে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করা আবশ্যক। অতএব, তোমবা যথাকালে বাজধানীতে উপস্থিত হইবে। আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগেব মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত ছিল, কোনও মান্য ও আদবণীয ব্যক্তি সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তাঁহারা মহাসমারোহে নগব হইতে বহির্গত হইযা, সংবর্দ্ধনা করিতে যাইতেন। তদনুসারে, ওবেণ্ডো রাজধানীর সন্নিহিত হইবামাত্র, এনাকেয়োনা, স্বীয অমাত্যগণ, পারিষদ্‌গণ, ও প্রধান প্রধান প্রজাবর্গ সমভিব্যাহারে, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ

(১) আমেরিকার আদিমনিবাসীদিগের মধ্যে কোনও কোনও জাতি আপনাদিগের অধিপতিকে কাসীক বলিত।

ও যথোচিত সম্মান পূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিলেন। দেশাচারানুরূপ মঙ্গলাচার অনুষ্ঠিত হইল, যুবতী কামিনীরা, তালতরুশাখা সঞ্চালিত করিয়া, স্পানিয়ার্ডদিগের সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, এবং তৎকালোচিত সঙ্গীত সকল গীত হইতে লাগিল।

ওবেণ্ডো রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, এনাকেয়োনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত ভবনে তাঁহাকে বাস করাইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী লোকেরা তৎসন্নিহিত অপরাপর ভবনে অবস্থিতি করিল। তাঁহাদের মান ও আদরের পরিসীমা রহিল না। এনাকেয়োনা, অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইযা, তাঁহাদের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। সেই প্রদেশে যতদূর পর্য্যন্ত উপাদেয় আহারসামগ্রী প্রভৃতি পাওযা যাইতে পারে, তদীয় আদেশ অনুসারে, সবিশেষ যত্ন সহকারে, তৎসমস্ত আহৃত হইতে লাগিল। প্রতিদিন মহোৎসব ও নৃত্য গীত বাদ্য হইতে লাগিল। যাহাতে তাঁহাদের সুখে, স্বচ্ছন্দে ও আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত হয়, তিনি তদ্বিষয়ে সাধ্যানুরূপ যত্ন করিতে ত্রুটি করিলেন না। ফলতঃ, তিনি শ্বেতকায় জাতির প্রতি পূর্ব্বাপর যেরূপ সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, এ সময়েও সম্পূর্ণ সেইরূপ করিলেন।

কিন্তু ওবেণ্ডো, যে অমূলক সংস্কারের অনুবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিলেন, জারাগুয়াবাসীদিগের ঈদৃশ সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার দর্শনেও তাহা অপসারিত হইল না। তাঁহারা, তাঁহার ও তদীয়

সহচরবর্গের প্রাণবিনাশের মন্ত্রণা করিতেছেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, অবিলম্বে তাঁহাদের উপর বিলক্ষণরূপ বৈরসাধন করিবেন। তদনুসারে, তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা এতদিন, আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত, কত ক্রীড়া কৌতুক দেখাইলে, এক্ষণে, আমি একদিন তোমাদিগকে আমাদের দেশের ক্রীড়া কৌতুক দেখাইব। তোমরা অমুক দিন, অমুক্ সময়ে, অমুক ভবনে উপস্থিত হইবে। তাঁহারা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। তদনন্তর, তিনি স্পানিয়ার্ডদিগকে গোপনে এই উপদেশ দিলেন, তোমরা স্ব স্ব অস্ত্রশস্ত্র লইয়া, এরূপে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে, যেন আমি ইঙ্গিত করিবামাত্র, আমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্যসম্পাদন করিতে পার।

ক্রীড়াকৌতুকপ্রদর্শনের নিরূপিত সময় উপস্থিত হইল। এনাকেয়োনা, স্বীয় কন্যা, অমাত্যগণ, পারিষদবর্গ ও করদ কাসীকদিগের সমভিব্যাহারে, নির্দ্ধারিত আগারে প্রবেশ করিলেন। সকলে যথাযোগ্য স্থানে উপবিষ্ট হইলেন, এবং উৎসুকচিত্তে কৌতুকদর্শনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ওবেণ্ডো, স্পানিয়ার্ডদিগকে যেরূপ আদেশ ও উপদেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন, তদনুযায়ী যাবতীয় কার্য্য সুন্দররূপে সম্পাদিত হইয়াছে দেখিয়া, অভিপ্রেত কার্য্যানুষ্ঠানের সঙ্কেত করিলেন। তদনুসারে, তাঁহার সৈন্যগণ সেই ভবনের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টিত করিল এবং কোনও ব্যক্তিকে তথা হইতে বহির্গত হইতে দিল না, অনন্তর, ভবনের

অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ পূর্ব্বক, কাসীকদিগকে স্তম্ভে বদ্ধ করিয়া, এনাকেযোনাকে নিরুদ্ধ করিল, এবং তোমবা ও তোমাদের রাজ্ঞী আমাদের প্রাণবধেব চেষ্টায় ছিলে, এই বলিয়া কাসীকদিগকে যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা দিতে লাগিল, যাবৎ, অন্ততঃ দুই চারি জন আব সহ্য করিতে না পারিয়া, রাজ্ঞী ও তাঁহারা অপরাধী বলিয়া স্বীকাব না করিলেন, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ক্ষান্ত হইল না।

জাবাগুযাবাসীরা বাস্তবিক তাদৃশ দোষে দূষিত নহেন, কিন্তু স্পানিয়ার্ডেরা, যন্ত্রণাবলে দুই চারি জনকে অপরাধ স্বীকার করাইয়া, বাজ্ঞী প্রভৃতি সকলেরই অপরাধ সপ্রমাণ হইল, স্থির করিয়া লইল, এবং এই অমূলক অপরাধের দণ্ডবিধানার্থে, সেই ভবনে অগ্নিপ্রদান করিল। নিবপরাধ কাসীকেরা স্তম্ভে বদ্ধ থাকিয়া ভস্মাবশেষ হইলেন। অগ্নিদানসমকালে, ভবনের বহির্ভাগে, অতি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড আরব্ধ হইল। নগরের যে সমস্ত লোক, কৌতুকদর্শনবাসনায তথায় সমবেত হইয়াছিল, ওবেণ্ডোর অশ্বারোহী সৈনিকেরা তাহাদের উপর অস্ত্র চালাইতে আরম্ভ করিল। স্ত্রীলোক ও বালক পর্য্যন্ত ঐ নৃশংস রাক্ষসদিগের হস্ত হইতে নিস্তার পাইল না।

এইরূপ প্রতিশ্রুত ক্রীড়া কৌতুক দর্শন করাইয়া, স্পানিয়ার্ডমহাপুরুষেরা এনাকেয়োনাকে সান ডোমিঙ্গোনামক স্বাধিকৃত স্থানে লইয়া গেল, এবং বিচারাসনে আসীন হইয়া, তাঁহাকে অপরাধিনী স্থির করিয়া, উদ্বন্ধন দ্বারা তাঁহার প্রাণদণ্ড করিল।

এই হতভাগ্য রাজ্ঞী, স্পানিযার্ডদিগের প্রতি পূর্ব্বাপর যে সদয় ও অমায়িক ব্যবহার করিযাছিলেন, এতদিনে তাহার সম্পূর্ণ ফললাভ করিলেন।

চাতুরির প্রতিফল

আমেরিকার অন্তর্বর্ত্তী মিশৌরী নদীর তীরে, আদিমনিবাসী অসভ্যজাতির অধিষ্ঠিত যে প্রদেশ আছে, কিযৎকাল পূর্ব্বে, তথায় যুরোপীয় লোকের প্রায় যাতায়াত ছিল না। একদা এক যুরোপীয় বণিক্, নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী লইযা সেই প্রদেশে বাণিজ্য করিতে গিযাছিলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেক বন্দূক ও বারুদ ছিল। তিনি, কিছুদিন তথায় অবস্থিতি করিয়া, তত্রত্য লোকদিগকে বন্দুক ও বারুদের ব্যবহার শিক্ষা করাইলেন। তাহারা মৃগয়াজীবী, বন্দুক ও বারুদ দ্বারা মৃগয়ার পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা দেখিয়া, ব্যগ্র হইযা তাঁহার নিকট হইতে সমুদয় কিনিয়া লইল, এবং তাহার বিনিময়ে, তত্রত্য উৎপন্ন বস্তু পর্য্যাপ্ত পরিমাণে প্রদান করিল। বণিক্, স্বদেশে প্রতিগমন পূর্ব্বক, সেই সমস্ত বস্তু বিক্রয় করিয়া, যথেষ্ট লাভ করিলেন।

কিয়ৎদিন পরে, এক ফরাসি বণিক্, ভূরি পরিমাণে বারুদ লইয়া, সেই প্রদেশে ব্যবসায় করিতে গেলেন। তত্রত্য লোকেরা পূর্ব্বে যে বারুদ লইযাছিল, তাহা তৎকাল পর্য্যন্ত নিঃশেষিত হয় নাই। সুতরাং তাহারা আর বারুদ লইতে সম্মত হইল না।

ঐ ব্যক্তি, বারুদ দিয়া বিনিময়লব্ধ দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা বিলক্ষণ লাভ করিব, এই প্রত্যাশায়, ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, সেইস্থানে গিযাছিলেন। এক্ষণে, সম্ভাবিত লাভবিষয়ে হতাশ হইয়া, তিনি এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে বারুদ-গ্রহণে ইহাদের প্রবৃত্তি জন্মাইব। অবশেষে, তিনি এক উপায় উদ্ভাবিত করিলেন, এবং, তত্রত্য লোকদিগকে সমবেত করিয়া, কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, তোমরা বারুদেব ব্যবহার কবিযা থাক, কিন্তু বারুদ কি পদার্থ, তাহাব কিছুমাত্র জান না, শুনিলে চমৎকৃত হইবে। উহা আমাদেব দেশের শস্যবিশেষ, বৎসরের অমুক সমযে ভূমিতে বপন করিলে, অন্যান্য বীজেব ন্যায, যথা-কালে ফলপ্রদান করে।

এই কথা শুনিযা, সমবেত লোকসকল চমৎকৃত হইল, এবং একবার শস্য জন্মাইতে পারিলে, আমাদেব আর য়ুরোপীয়-দের নিকট হইতে ক্রয করিবার আবশ্যকতা থাকিবে না, এই বিবেচনা করিযা, বহুবিধ দ্রব্যের বিনিময দ্বারা, তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বারুদ লইল, এবং নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে, যত্নপূর্ব্বক, ক্ষেত্রে তৎসমুদযের বপন করিতে লাগিল। য়ুরোপীয় বণিক্, এইরূপ চাতুরী করিয়া স্বদেশে প্রতিগমনপূর্ব্বক বিনিময়-লব্ধ দ্রব্যসমূহের বিক্রয় দ্বারা, যথেষ্ট লাভ কবিলেন।

মিশৌরীর লোকেরা, ক্ষেত্রে বারুদের বপন করিয়া ভূরি পরিমাণে ফললাভ প্রত্যাশায় অশেষবিধ যত্ন করিতে আরম্ভ করিল, এবং চারা জন্মিলে, পাছে বন্য জন্তুতে নষ্ট করিয়া

যায়, এই আশঙ্কায় সতর্ক হইয়া, অহোরাত্র ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। বহুদিন অতীত হইল, তথাঁপি চারা নির্গত হইল না। তখন অনেকেব মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইল, হয় ত সে ব্যক্তি প্রতারণা করিয়া গিযাছে। কিন্তু যখন শস্যের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেল, অথচ অঙ্কুর পর্য্যন্ত অবলোকিত হইল না, তখন তাহারা প্রতাবিত হইয়াছি বলিয়া নিশ্চিত বুঝিতে পারিল, এবং প্রতিজ্ঞা করিল, আর কখনও আমরা য়ুবোপীয়-লোকের সহিত ব্যবহার বা তাহাদেব কথায বিশ্বাস করিয়া কোনও কার্য্য কবিব না।

যথেষ্ট লাভ হওযাতে ফরাসি বণিকের বিলক্ষণ লোভ জন্মিয়াছিল। কিন্তু এই চাতুরীর পর আর মিশৌরী যাইতে সাহস হইল না। তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিযা, অবশেষে অশেষবিধ দ্রব্যসামগ্রী সমভিব্যাহারে দিযা, আপন ব্যবসাযের অংশীকে তথায পাঠাইযা দিলেন , বলিয়া দিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে এই চাতুবী করিয়া আসিয়াছি , সাবধান, যেন তাহারা তোমায় আমার অংশী বা আত্মীয় বলিযা জানিতে না পারে।

অংশীর নিকট হইতে এই উপদেশ লইয়া, সে ব্যক্তি মিশৌ-রীতে উপস্থিত হইলেন। তত্রত্য লোকেরা আনীত দ্রব্যসমুদয়ের দর্শনার্থ জাহাজে যাতাযাত করিতে লাগিল। ফরাসি বণিক্, পরিচয়প্রদান-বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইয়াছিলেন। কিন্তু তত্রত্য লোকেরা কোনও প্রকারে বুঝিতে পারিল, যে ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে চাতুরী করিয়া গিয়াছে, এ তাহার প্রেরিত ও

আত্মীয়, কিন্তু তাহার নিকট কোনও কথাই ব্যক্ত না করিয়া, কতিপয় দিবস ভাবগোপন করিযা রহিল॥ তাহারা গ্রামের মধ্যস্থলে এক স্থান নিরূপিত করিয়া দিলে, বণিক্, সমুদয় দ্রব্য তথায় অবতীর্ণ করিলেন।

যে সকল লোক পূর্ব্বে প্রতারিত হইযাছিল, তাহারা আপনাদের অধিপতিব অনুমতিগ্রহণ পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া, এককালে ফ্রান্সি বণিকের দ্রব্যালয়ে উপস্থিত হইল, এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহার সমুদয় দ্রব্য বলপূর্ব্বিক উঠাইযা লইয়া স্ব স্ব আলযে প্রস্থান করিল। তদ্দর্শনে তিনি কিয়ৎক্ষণ হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন, অনন্তর অধিপতিব নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আপনকার প্রজারা অতি অন্যাযাচরণ করিয়াছে, বিনিময়ে কোনও দ্রব্য না দিযা, আমার সমস্ত বস্তু বলপূর্ব্বক উঠাইয়া আনিযাছে, আপনি তাহাদের সমুচিত শাসন করুন, ও আমার ন্যায্য প্রাপ্য দেওয়াইযা দেন।

এই অভিযোগ শ্রবণগোচর করিয়া, অধিপতি গভীরভাবে এই উত্তরপ্রদান করিলেন, আমি অবশ্যই যথার্থ বিচার করিব, এবং তোমাকে তোমার প্রাপ্য দেওয়াইব, কিন্তু কিছুদিন অপেক্ষা করিতে হইবে। একজন ফরাসি বণিক্, আমার প্রজাদিগকে পরামর্শ দিযা, বারুদের বপন করাইযাছে। শস্য জন্মিলেই ঐ বারুদ লইযা, তাহারা মৃগয়া কবিতে আরম্ভ করিবে, মৃগয়ালব্ধ যাবতীয় পশুচর্ম্ম, তোমার দ্রব্যের বিনিময়ে, তোমায় দেওয়াইব।

বণিক্, অধিপতির এই বাক্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, আমাদের দেশে বারুদের বপন কবিলে শস্য জন্মিয়া থাকে, কিন্তু এখানকার ভূমি তাদৃশ শস্যের উৎপাদনের উপযুক্ত নহে, সুতরাং আপনকার প্রজারা যে বারুদের বপন করিযাছে, তাহাতে শস্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া, আমার প্রাপ্যদানের আদেশ প্রদান করুন। যে ব্যক্তি এদেশে বারুদ-বপনের পরামর্শ দিয়াছিল, সে ভদ্রলোক নহে, সে আপনকাব প্রজাদের সহিত চাতুরী করিয়া গিযাছে। আমি নিরপরাধ, অন্যের অপরাধে, আমার দণ্ড করা বিধেয নহে।

এই কথা শুনিয়া অধিপতি কিঞ্চিৎ কুপিত হইযা, এইমাত্র উত্তর দিলেন, যদি তুমি আপন মঙ্গল চাও, অবিলম্বে আমার অধিকার হইতে চলিয়া যাও। ফরাসি বণিক্, বিষণ্ণ হইয়া, এই ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন, সেবার চাতুরীতে যত লাভ হইয়াছিল, এবার অন্ততঃ তাহার চতুর্গুণ ক্ষতি হইল, এবং চিরকালের জন্য এরূপ এক লাভের পথ রুদ্ধ হইযা গেল। যাহা হউক, আমরা সভ্য, অসভ্য জাতির নিকট বিলক্ষণ নীতিশিক্ষা পাইলাম।

দয়াশীলতা

ইংলণ্ডের অধীশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের জননী অত্যন্ত দয়াশীলা ছিলেন, পরের দুরবস্থা শুনিলে সাধ্যানুসারে তদ্বিমোচনে যত্নবতী হইতেন। তিনি অবাধে সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। ১৭৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, এক ব্যক্তি এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিযাছিলেন যে, "আমি কিছুকাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম, এক্ষণে দুর্ঘটনাক্রমে যার পর নাই দুরবস্থায় পড়িয়াছি, আমার পবিবার আছে, তাহাদেরও অত্যন্ত দুর্গতি ঘটিয়াছে। যাঁহাদের দয়া ও পরের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদের পক্ষে এই বিজ্ঞাপনই যথেষ্ট। তাদৃশ ব্যক্তিরা অমুকস্থানে আসিলে, আমার পূর্ব্বতন ও ইদানীন্তন অবস্থার সবিশেষ পরিচয পাইতে পাবিবেন।"

বিজ্ঞাপন দৃষ্টিগোচর করিয়া, রাজজননী নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া স্বচক্ষে তাহার অবস্থা দেখিবেন, ও স্বকর্ণে তাহার দুঃখের কথা শুনিবেন, স্থির করিলেন। রাজপথে বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহারে জানিতে না পারে, এজন্য তিনি সামান্য বেশে, সামান্য যানে আরোহণ করিয়া, এবং একমাত্র সহচরী সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিযৎক্ষণ পরে তিনি তাহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক শযন করিয়া আছে, রোগ, শোক ও দৈন্যবশতঃ, তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ ও

বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, বক্ষঃস্থলে একটি অতি অল্পবয়স্কা বালিকা শয়ন করিয়া আছে, তাহার আকার জননীর অপেক্ষাও শীর্ণ ও বিবর্ণ, নয়ন দুটি মুদ্রিত, দেখিযা বোধ হইল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে, গৃহের একপার্শ্বে একটি হীনবেশ ম্লানমুখ পুরুষ, শীর্ণকায শিশু-সন্তান ক্রোড়ে লইযা, স্নেহপূর্ণ ও শোকাকুল-লোচনে তাহার মুখনিরীক্ষণ করিতেছে।

গৃহপ্রবেশপূর্ব্বক সেই নিতান্ত নিরুপায় পরিবারের দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র রাজজননী এত দুঃখিত ও ব্যথিত হইলেন যে, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, স্বীয় সহচরীর হস্তধারণ করিয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন। ইতঃপূর্ব্বে ঈদৃশ হৃদয়বিদারণ ব্যাপার কখনও তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। গৃহস্বামী তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র, চকিত হইযা দণ্ডায়মান হইলেন, শিশুসন্তানটীকে তাহার মৃতকল্পা জননীর পার্শ্বদেশে রাখিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইযা সাদরবচনে বসিবার অভ্যর্থনা করিলেন। রাজজননী, আমরা বসিতেছি, তুমি ব্যস্ত হইও না, এই বলিয়া আসনপরিগ্রহ করিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহার সহচরী আগমন-প্রয়োজন ব্যক্ত করিলেন। তিনি গৃহস্বামীকে বলিলেন, আমরা সংবাদপত্রে আপনকার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছি, এবং বিজ্ঞাপনপত্রে যেরূপ লিখিত ছিল, তদনুসারে আপনকার অবস্থার সবিশেষ বিবরণ জানিবার নিমিত্ত আসিয়াছি। তিনি শুনিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, আপনারা যে এই দীনের প্রতি দয়া করিয়া এ পর্য্যন্ত

আগমন করিয়াছেন, ইহাতে আমি চরিতার্থ হইলাম , বোধ হয়, আজ আমার দুঃখের নিশার অবসান হইল। আমার দুরবস্থা আপনারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন, তাহার আর পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। কি কারণে আমি এই দুঃসহ দুরবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার সবিশেষ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন ,—

আমি এক রেজিমেণ্টে এনসাইনের পদে নিযুক্ত ছিলাম , আপন কার্য্যে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করাতে, অল্পদিনের মধ্যে কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহভাজন হইলাম। তদ্দর্শনে আমার সমকক্ষ কতিপয় ব্যক্তির অন্তঃকরণে ঈর্ষ্যার উদয় হইল। ঈর্ষ্যার বশীভূত হইয়া, তাহারা আমার অনিষ্টচেষ্টা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একজন অতি উদ্ধতস্বভাব ছিল। সে অকারণে অথবা অতি সামান্য কারণে, আমার নিকট দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের প্রস্তাব পাঠাইল। তাদৃশ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিয়া, আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। এই উপলক্ষে তাহারা আর কতকগুলি লোক লইয়া চক্রান্ত করিল, এবং যাহাতে আমি অবমানিত ও পদচ্যুত হই, অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল সেই চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা একপরামর্শ হইয়া, সেনাপতির নিকটে আমার কুৎসা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ বলিল, আমি কাপুরুষ , কেহ বলিল, আমি পরনিন্দক , কেহ বলিল, আমি অকর্ম্মণ্য লোক। সেনাপতির আদেশ অনুসারে আমার চরিত্রবিষয়ে অনুসন্ধান আরব্ধ হইল। অনেকেই আমার বিপক্ষ, কৌশল করিয়া আমায় দোষী সপ্রমাণ

করিয়া দিল। আমি পদচ্যুত হইলাম। জর্ম্মনিদেশে এই ঘটনা হয়। কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিচার প্রার্থনায় আমি অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন কবিলাম। কিন্তু, কেহ সহায় না থাকাতে, কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। কর্ত্তৃপক্ষ আমার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং এই স্থলেই আমার আশালতা নির্মূল হইল। সেই সময়েই আমার সহধর্ম্মিণী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইলেন। নিতান্ত অসঙ্গতিপ্রযুক্ত তাঁহার চিকিৎসা করাইতে পারিলাম না. সতত জননীর নিকট থাকিয়া, ও আবশ্যকমত আহারাদি না পাইয়া, পুত্র ও কন্যাটিও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। যদিও বিষম বিপদে ও দুরবস্থায় পড়িয়াছি, কিন্তু নিতান্ত অপদার্থ হইয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্তি হইল না। অবশেষে উপায়ান্তর দেখিতে না পাইয়া, নিতান্ত হতাশ, শোকাকুল ও উন্মত্তপ্রায় হইয়া, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিলাম।

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া, রাজজননীর অন্তঃকরণে অতিশয় দয়ার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহস্বামীর হস্তে দশটি গিনি দিলেন, এবং আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন, যাহাতে তোমার পক্ষে যথার্থ বিচার হয়, তাহা আমি করিব, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিবে। গৃহস্বামী তাঁহার পরিচয় শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং জানু পাতিয়া উপবিষ্ট ও কৃতাঞ্জলি হইয়া, তদীয় দয়া, সৌজন্য ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নিমিত্ত ধন্যবাদ প্রদান করিবার উপক্রম করিলেন। কিন্তু রাজ-

জননী তৎক্ষণাৎ সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, স্বীয় সহচরী সমভিব্যাহারে যানারোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

রাজজননী গৃহে প্রত্যাগমন কবিযা, সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মের অধ্যক্ষকে ডাকাইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত পদচ্যুত ব্যক্তিব দুরবস্থার সবিশেষ বর্ণন করিয়া, তাঁহার পক্ষে যথার্থ বিচার কবিবাব নিমিত্ত বলিয়া দিলেন। সপ্তাহ অতীত না হইতেই, সে ব্যক্তি লেপ্টেনেণ্টপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি যে বেজিমেণ্ট কর্ম্ম পাইলেন, উহা অবিলম্বে ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে প্রস্থান করিবে, এজন্য রাজজননী তাঁহাকে বলিলেন, তুমি নিরুদ্বেগে প্রস্থান কর, আমি তোমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যার সমস্ত ভাব লইলাম, যতদিন তুমি প্রত্যাগমন না কর, আমি তাহাদের ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করিব। তদনুসারে সে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত হইয়া, রেজিমেণ্ট সমভিব্যাহারে প্রস্থান কবিলেন, এবং নিজ কার্য্যে বিলক্ষণ দক্ষতাপ্রদর্শন কবাতে, কর্তৃপক্ষেব অনুগ্রহে অল্পকালমধ্যে মেজবপদে অধিরূঢ হইযা, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন।

উৎকট বৈরসাধন

যৎকালে মুসলমানেরা য়ুরোপের অন্তর্বর্ত্তী অনেক দেশের জয় ও অধিকার করিতেছিলেন, সেই সময়ে ফ্লাণ্ডর্স প্রদেশে বিদবমন নামে এক ব্যক্তি এক নগরের অধিপতি ছিলেন। ঐ নগরে মুসলমানদের আধিপত্য সংস্থাপিত হইলে, বিদ্‌বমন, তাঁহাদের অত্যাচারদর্শনে একান্ত বিকলহৃদয় হইয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং এক খৃষ্টীয় রাজার অধিকারে প্রবিষ্ট হইয়া, তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্বদেশানু-রাগের আতিশয্যবশতঃ, তিনি মনে মনে এই বিবেচনা করিতে লাগিলেন, স্বীয় জন্মভূমির ঈদৃশী দুরবস্থা দেখিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকা নিতান্ত কাপুরুষ ও নিতান্ত অপদার্থের কর্ম্ম। বিশেষতঃ, অধিকারচ্যুত হইয়া, অন্যদীয় আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক, অসারদেহভারবহন করা অপেক্ষা আমার পক্ষে প্রাণত্যাগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃকল্প। এক্ষণে উত্তম কল্প এই, স্বীয় নগরে প্রতিগমন পূর্ব্বক তত্রত্য লোকদিগের হৃদয়ে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপিত করিবার চেষ্টা পাই, যদি এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হই, স্বীয় জন্মভূমিকে মুসলমানদের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে পারিব।

ঈদৃশ-সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া, বিদবমন্ প্রচ্ছন্ন-বেশে স্বীয় নগরে প্রবেশ করিলেন, এবং মুসলমানদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ

করিবার নিমিত্ত স্বদেশীয়দিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে মুসলমানদিগের প্রতিকূলবর্ত্তী হইয়া, তত্রত্য লোকদিগকে যে অসহ্য যন্ত্রণা ও উৎকট অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল, তৎসমুদয় তৎকাল পর্য্যন্ত তাহাদের হৃদয়ে বিলক্ষণ জাগরূক ছিল, এজন্য তাহারা সাহস করিযা, তদীয় উপদেশ ও পরামর্শের অনুবর্ত্তী হইতে পারিল না। তাহারা এই বিবেচনা করিল, যদি মুসলমানদের প্রতিকূলাচরণে প্রবৃত্ত হইয়া কৃতকার্য্য হইতে না পারি, তাহারা অধিকতর অত্যাচার কবিবে, এবং রাজবিদ্রোহী বলিয়া অনেকের প্রাণদণ্ড হইবে, তদপেক্ষা এই অবস্থায কালযাপন কবা অনেক অংশে শ্রেয়স্কর। সুতরাং বিদবমন্ সিদ্ধকাম হইতে পারিলেন না।

একদিন তিনি, কিংকর্ত্তব্য-নিরূপণে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে, এক মুসলমান সৈনিকপুরুষ, পরপ্রেরিত প্রণিধি বলিয়া তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিল। বিচারালয়ে নীত হইলে, তিনি অশেষপ্রকারে আত্মদোষক্ষালনের চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু বিচারকর্ত্তার অন্তঃকরণ হইতে সন্দেহ দূর হইল না। বিচারকর্ত্তা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় পাইলে ও যথার্থ উদ্দেশ্য অবগত হইলে, তিনি সহজে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিতেন না, তাঁহার উপর পরপ্রেরিত প্রণিধিবোধে দুরভিসন্ধির আশঙ্কামাত্র জন্মিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সবিশেষ প্রমাণ পাওয়া গেল না, এজন্য বিচারকর্ত্তা অন্যবিধ উৎকট দণ্ডবিধানে বিরত হইয়া, কোড়া মারিয়া ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

এইরূপ দণ্ড ব্যবস্থা হইলে, বিদবমন তদনুযায়ী কার্য্যকরণের উপযোগী স্থানে নীত হইলেন। রাজপুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট স্তম্ভে তাঁহার হস্তবন্ধন করিল। যে ব্যক্তির উপর কোড়া মারিবার ভার ছিল, সে অপরাধীর নিকট কিঞ্চিৎ পাইলে প্রহারের সংখ্যা ও ঔৎকট্য উভয়েরই অনেক লাঘব করিত। কিন্তু বিদবমন্ উৎকোচদানে অসমর্থ বা অসম্মত হওয়াতে, সে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া, বিলক্ষণ বলপূর্ব্বক প্রহার করিতে লাগিল। বিদবমন, যাতনায় অস্থির হইয়া আর্ত্তনাদ করিলে, সে, অরে দুরাত্মন্! অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বলসহকারে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। বিদবমন, নিতান্ত কাতর হইয়া, কিয়ৎক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে অনুরোধ করিলে, সে পূর্ব্ববৎ, অরে দুরাত্মন্! অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিয়া উপর্য্যুপরি প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ যাতনাভোগ ও অবমাননালাভ করিয়া, বিদবমন বৈরসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং শপথ পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে পারি, এই অত্যাচারের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। তিনি অনতিচির সময়ের মধ্যেই, কি প্রধান, কি সামান্য, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি উদাসীন, কি রাজপুরুষ সর্ব্ববিধ লোকের নিকট বিশিষ্টরূপ পরিচিত ও প্রতিপন্ন হইলেন এবং সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি ও একজন গণনীয় ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন।

যে ব্যক্তি কোড়াপ্রহার করিয়াছিল, তাহাকে সমুচিত শাস্তি-

প্রদান করাই তিনি সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত করিলেন, এবং অনন্যমনা ও অনন্যকর্ম্মা হইয়া, কেবল তদনুকূল উদ্যোগে ব্যাপৃত রহিলেন। সুযোগ পাইয়া, তিনি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে এক বহুমূল্য স্বর্ণপাত্রের অপহরণ করিলেন, এবং কৌশলক্রমে সেই স্বর্ণপাত্র ঘাতকের আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া, অন্য লোক দ্বারা রাজপুরুষদিগের নিকট অপহৃত দ্রব্য অমুক স্থানে আছে, এই সংবাদ দেওয়াইলেন। তাঁহারা ঘাতকের আলয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, অপহৃত স্বর্ণপাত্র বহিষ্কৃত করিলেন। সে চৌর্য্যাভিযোগে বিচারালয়ে নীত হইল। তাহার গৃহে অপহৃত বস্তু লক্ষিত হইয়াছিল, সুতরাং, সেই অভিযোগ নিঃসংশয়িতরূপে সপ্রমাণ হইল। আরবীয় বিধানশাস্ত্রের ব্যবস্থা সকল অত্যন্ত কঠিন, চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণসিদ্ধ হইলে, অপরাধীর প্রাণদণ্ড হয়। তদনুসারে, সেই ঘাতকের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হইলে, সে বধস্থানে নীত হইল। সেই নগরে ঐ ব্যক্তি ব্যতিরিক্ত ঘাতকান্তর নিযুক্ত ছিল না। বিদবমন্, স্বয়ং ঘাতককর্ম্মের অনুষ্ঠানে সম্মত হইয়া, তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া, প্রফুল্লচিত্তে বধস্থানে উপস্থিত হইলেন।

সেই ঘাতকের উপর তাঁহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল, এজন্য তিনি, তাহার বধসাধন করিয়াই, বৈরসাধনপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইল, এরূপ বোধ করিলেন না। কেবল তাঁহার চেষ্টায়, বিনা অপরাধে, তাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, ইহা তাহাকে অবগত না করিলে, তাঁহার চিত্তে সন্তোষবোধ হইল না।

উপস্থিত ব্যাপার নির্ব্বাহের সমুদয় আয়োজন হইলে, তিনি তাহাকে অনুচ্চস্বরে বলিলেন, দেখ, যে অভিযোগে তোমাব প্রাণদণ্ড হইতেছে, সে বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। কিছুকাল পূর্ব্বে তুমি আমায় অত্যন্ত যাতনা দিয়াছিলে, সেই আক্রোশে আমি নগরাধ্যক্ষের আলয় হইতে স্বর্ণপাত্রের অপহবণ করিয়া উহা তোমার আবাসে রাখিয়া, অমূলক চৌর্য্যাভিযোগে তোমাব বধসাধন কবিতেছি।

এই কথা শুনিবামাত্র, ঘাতক, উচ্চৈঃস্বরে, পার্শ্ববর্ত্তী লোক-দিগকে সম্বোধন কবিয়া বলিল, এ ব্যক্তি কি বলিতেছে, তোমরা শুনিলে? তখন বিদব্‌মন, অবে দুরাত্মন! তুমি অসন্তোষ প্রদর্শন করিতেছ, এই বলিযা, এক প্রহারেই তাহার মস্তকচ্ছেদন করিলেন।

মানুষ, ক্রোধের অধীন ও বৈরসাধনবাসনার বশবর্ত্তী হইলে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেচনায় এককালে জলাঞ্জলি দেয়।

যে ব্যক্তির হস্তে বিদবমন্‌কে যাতনাভোগ করিতে হইয়াছিল, তিনি তাহাকে সমুচিত প্রতিফলপ্রদান করিলেন, অতঃপর যাঁহাদের আদেশে তাঁহার যাতনাভোগ ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের উপর বৈরসাধনে উদ্যুক্ত হইলেন। অভিপ্রেত-সম্পাদনের নিমিত্ত, তিনি নগরপ্রাচীরের সন্নিধানে এক বাডী ভাডা লইলেন, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় সহকারে, সুরঙ্গখনন করিতে আরম্ভ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই, সেই সুরঙ্গ প্রস্তুত হইল। ঐ নগরপ্রাচীর এরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল যে,

পুরদ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, বিপক্ষের পক্ষে, সেই নগরে প্রবেশ করা, কোনও ক্রমে, সহজ ব্যাপার নহে। সুরঙ্গ প্রস্তুত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য এই যে, যখন মুসলমানদিগেব কোনও বিপক্ষ সেই নগর আক্রমণ কবিবে, তাহাদিগকে ঐ সুরঙ্গ দেখাইয়া দিবেন, তাহা হইলে, তাহারা, অনায়াসে নগবে প্রবেশ করিয়া, মুসলমানদিগকে পবাজিত করিতে পারিবে।

অতঃপব বিদবমন, উৎসুকচিত্তে বিপক্ষের আগমনপ্রতীক্ষা কবিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে, তাঁহার অভিপ্রেতসিদ্ধির সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিযা উঠিল। কিছু দিন পরেই, ফরাসিসৈন্য সেই নগব আক্রমণ কবিল। প্রথম উদ্যমে নগব হস্তগত করিতে অসমর্থ হইযা, তাহাবা শিবির ভঙ্গ করিয়া প্রতিপ্রয়াণের উদ্যোগ কবিতেছে, এমন সময়ে বিদবমন, ফরাসিসেনাপতির নিকটে গিযা, সবিশেষ সমস্ত বলিয়া, সেই উদ্যোগের নিবাবণ কবিলেন। সেনাপতি, অভিপ্রেতসমাধানের ঈদৃশ অসম্ভাবিত সদুপায়লাভে, যৎপবোনাস্তি প্রীতিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে, বিদবমনেব সমভিব্যাহারে, কতিপয অকুতোভয অসংসাহসিক সৈনিক-পুরুষ প্রেরিত করিলেন। তাহাবা সেই সুরঙ্গ দ্বারা নগবে প্রবিষ্ট হইযা, পুরদ্বার উদ্ঘাটিত করিলে, সমুদয় ফরাসিসৈন্য, অতর্কিত-রূপে, উচ্ছলিত অর্ণবপ্রবাহেব ন্যায়, নগরে প্রবেশ করিল। অনধিক সময়ের মধ্যেই নগরস্থ সমস্ত মুসলমান তদীয় তরবারি-প্রহাবে ছিন্নমস্তক ও ভূতলশায়ী হইল।

পতিব্রতা কামিনী

এবরার্ডনামক এক ব্যক্তি দেশ পর্য্যটন করিযাছিলেন। তিনি পর্য্যটনকালে, যে দেশে যে সমস্ত অসামান্য বিষয় দেখিতেন, তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিযা, এক আত্মীযের নিকট পাঠাইতেন। তাঁহাব লিখিত পত্র সকল ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রচাবিত হয়। তন্মধ্যে এক পত্রে পতিপবাযণতাব এক অভূতপূর্ব্ব উদাহরণ উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ পত্রেব মর্ম্ম এই—

আমি, আল্পস্ পর্ব্বতেব নানা অংশে ও জর্ম্মনি দেশে পর্য্যটন কবিযা, বিবেচনা করিলাম, ইষ্ট্রিযাতে যে পাবদের আকব আছে, তাহা না দেখিযা, স্বদেশে প্রতিগমন কবা উচিত নহে। তদনুসাবে, এক পথদর্শকের সমভিব্যাহারে, আকবে প্রবিষ্ট হইলাম। যাহাবা কর্ম্ম কবিতেছিল, তাহাদের দুববস্থা দেখিয়া, আমার যেরূপ কষ্টবোধ হইল, তাহার বর্ণনা কবিতে পারি না। আমি জন্মাবচ্ছিন্নে, তাহাদের মত হতভাগ্য লোক দেখি নাই। উৎকট অপরাধবিশেষে, রাজদণ্ড অনুসাবে, এক ভযঙ্কব স্থানে যাবজ্জীবন কর্ম্ম কবিতে হয। তাহারা, এই স্থানে প্রবিষ্ট হইযা, এ জন্মে আব সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায না। যাহারা তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করে, তাহারা অত্যন্ত নিষ্ঠুর, প্রহার করিয়া কর্ম্ম করায়। সর্ব্বদা পারা ঘাঁটিযা, তাহাদের আকাব অঙ্গারের ন্যায মলিন, এবং শরীর নিতান্ত শীর্ণ ও নিস্তেজ হইয়া গিযাছে। তাহারা

রাজব্যয়ে আহার পাইয়া থাকে, কিন্তু অল্প দিনেব মধ্যেই, এরূপ উৎকট অগ্নিমান্দ্য ঘটে যে, কিছুমাত্র আহার করিতে পারে না, এবং শরীরের সন্ধিস্থল সকল এরূপ সঙ্কুচিত হইয়া যায় যে, সচরাচর প্রায় দুই বৎসরের অধিক বাঁচে না।

এই হৃদয়বিদারণ নিদারুণ ব্যাপার দর্শনে, আমার অন্তঃকরণে অতি বিষম শোক উপস্থিত হইল। আমি, আক্ষেপ করিয়া, মনে মনে বলিতে লাগিলাম, মনুষ্যের ন্যায় নির্দ্দয় ও নির্বিবেক জন্তু ভূমণ্ডলে আর নাই, দুর্ভর অর্থলালসার বশীভূত হইয়া, দুর্বল-দিগের উপর কি ভয়ানক অত্যাচার করিয়া থাকে। এই সময়ে, পশ্চাদ্ভাগ হইতে কোনও ব্যক্তি, আমাব নামগ্রহণ ও সপ্রণয় সম্ভাষণ করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভ্রাতঃ। তুমি কেমন আছ। সেখানে, আমায় এরূপে সম্ভাষণ করেন, ঈদৃশ ব্যক্তি কেহ ছিলেন না, সুতরাং, আমি চকিত হইয়া মুখ ফিরাইলাম, দেখিলাম, তথাকাব এক কর্ম্মকর আমার নিকট আসিতেছেন। তিনি অবিলম্বে আমার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া বলিলেন, কি হে, আমায় চিনিতে পারিতেছেন না? কিয়ৎক্ষণ অনিমিষ-নয়নে নিরীক্ষণ করিয়া আমি ঐ ব্যক্তিকে চিনিতে পারিলাম, দেখিলাম, আমার বহু কালের বন্ধু কৌণ্ট আল্‌বর্টি সম্ভাষণ করিতেছেন। তোমার অবশ্যই স্মরণ হইবে, তিনি বিয়েনার রাজসভার একজন প্রসিদ্ধ পারিষদ, সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, সর্ব্বলোকের হৃদয়রঞ্জন, এবং স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির আদর ও প্রশংসার আস্পদ ছিলেন। আমি, অনেক বার, তোমার মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি, তুমি

বলিতে, তিনি ইদানীন্তন কালের অলঙ্কারস্বরূপ, দয়া ও সৌজ-ন্যের অদ্বিতীয় আকরস্বরূপ, স্বীয় প্রভূত সম্পত্তি কেবল দীনের দুঃখবিমোচনে নিয়োজিত রাখিযাছেন।

তাঁহার ঈদৃশ অসম্ভাবিত দুরবস্থা দর্শনে, আমি, নিতান্ত শোকাক্রান্ত ও একান্ত হতবুদ্ধি হইযা, দণ্ডাযমান রহিলাম, আমার মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না, নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, শোকসংবরণ করিয়া, তাঁহার ঈদৃশ দশা ঘটিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, কিছুদিন হইল, কোনও কারণে, এক সেনাপতির সহিত আমার বিবাদ উপস্থিত হয়, অপমানবোধ হওয়াতে সম্রাটের আদেশ অমান্য করিয়া, তাঁহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হই, এবং তাঁহার প্রাণসংহার করিযাছি স্থির করিয়া, পলাইয়া, ইষ্ট্রিয়ার জঙ্গলে লুকাইয়া থাকি। রাজপুরুষেরা অনুসন্ধান করিয়া, আমাকে অবরুদ্ধ করে। ঐ স্থানে কতকগুলি দুর্দ্দান্ত দস্যু বাস করিত। তাহারা, রাজপুরুষদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিযা, আমায় আশ্রয় দেয। তাহাদের সহবাসে নয় মাস অতিবাহিত করি। এই দস্যুরা সন্নিহিত জনপদে অত্যন্ত দৌরাত্ম্য করিত। তাহা-দের দমনের নিমিত্ত, একদল সৈন্য প্রেরিত হয়। দস্যুদলে ও সৈন্যদলে ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। অবশেষে, দস্যু-দলের অধিকাংশ নিধনপ্রাপ্ত হইল। হতাবশিষ্ট দস্যুদিগের সহিত ধৃত ও প্রাণদণ্ডার্থে রাজধানীতে নীত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে, সকলে আমায় চিনিতে পারিল। বন্ধুবর্গের

সবিশেষ অনুরোধে, আমার প্রাণদণ্ড রহিত হইয়া, যাবজ্জীবন এই স্থানে রুদ্ধ থাকিয়া, কর্ম্ম করিবার আদেশ হইযাছে।

এইরূপে, আলবর্টি আমার নিকট স্বীয় অবস্থার বর্ণন করিতেছেন, এমন সময়ে সেই স্থলে এক স্ত্রীলোক উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকার প্রকার দেখিবামাত্র, আমার স্পষ্ট বোধ হইল, ইনি সামান্য নারী নহেন, অবশ্যই কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা হইবেন। তাদৃশ ভযঙ্কর স্থানে থাকাতে ও দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করাতেও, তাঁহার অসামান্য রূপলাবণ্য এক কালে লযপ্রাপ্ত হয় নাই, তখনও তাঁহার রূপে বিলক্ষণ মাধুরী ও মোহনী শক্তি ছিল। ফলতঃ, তিনি জর্ম্মনির এক অতি সম্ভ্রান্ত কুলের কন্যা, কৌণ্ট আল্‌বর্টির সহধর্ম্মিণী। তিনি অত্যন্ত পতিপরায়ণা, যাহাতে পতির অপরাধ-মার্জ্জনা হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে, অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া, তদীয় বিরহে প্রাণধারণ করা অসাধ্য ভাবিযা, সমদুঃখভাগিনী হইবার নিমিত্ত, তাঁহার সহিত এই ভযঙ্কর স্থানে আসিযা রহিযাছেন। তিনি, তাঁহার সহবাসে, সন্তুষ্ট চিত্তে, কালহরণ করিতেছেন, তাঁহার সহিত আকরে কর্ম্ম করিতেছেন। পূর্ব্বতন সুখসৌভাগ্যের অবস্থা, একক্ষণের জন্যও, তাঁহার মনে উদিত হয় না। এরূপ স্ত্রীলোককেই পতিব্রতা কামিনী বলে। আমি, ইঁহার আচরণ দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইযাছি।

এই আকরের অনতিদূরে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। কতিপয়

দিন আমি তথায় অবস্থিতি করি। একদিন, তিন ব্যক্তি বিয়েনা হইতে আসিয়া, আমার পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং তত্রত্য লোকের নিকট হতভাগ্য কৌণ্ট আল্‌বর্টির বিষযে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি শ্রবণমাত্র সেই গৃহে উপস্থিত হইলাম, এবং যে রূপে যে অবস্থায় তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে দেখিযা আসিয়াছিলাম, সজল-নযনে তাহার সবিশেষ বর্ণন করিলাম, অনন্তর, জিজ্ঞাসা করিযা, জানিতে পারিলাম, এই তিন জনের মধ্যে এক ব্যক্তি আল্‌বর্টির পরম বন্ধু, দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার সহধর্ম্মিণীর সহোদর, তৃতীয় ব্যক্তি তাঁহার পিতৃব্যপুত্র। আল্‌বর্টি, যে সেনাপতির সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযা, এইরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইযাছেন, তিনি হত হযেন নাই, আহতমাত্র হইয়াছিলেন। সেনাপতি, সুস্থ হইযা, আলবর্টির অপরাধ-মার্জ্জনার প্রার্থনা করাতে, সম্রাট্ তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তদনুসারে, ইঁহারা তিনজনে তাঁহাদের স্ত্রীপুরুষকে লইয়া যাইতে আসিযাছেন।

এই সংবাদ শুনিয়া, আমি আহ্লাদে পুলকিত হইলাম, ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, তাঁহাদিগকে আকরে লইযা গেলাম, আল্‌বর্টি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে এই শুভসংবাদ দিলাম। শুনিযা, ও এই তিন জন আত্মীযকে দেখিয়া, তাঁহারা যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভব করিলেন, তাহার বর্ণন করিতে পারা যায় না। বহির্গমনোপযোগী বেশপরিবর্ত্তন প্রভৃতিতে কতিপয় দণ্ড অতিবাহিত হইল। যখন, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে, তত্রত্য সহচরদিগের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন, আমি দেখিয়া আহ্লাদে

অধীর হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে, আমরা সেই ভয়ঙ্কর স্থান হইতে বহির্গত হইলাম। আল্বর্টি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বহুদিবসের পর, সূর্য্যের মুখ দেখিতে পাইলেন। রাজধানীতে প্রতিগমন করিয়া, তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে পুনরায় রাজপ্রসাদভাজন, পূর্ব্বতন পদে প্রতিষ্ঠিত ও প্রভূত সম্পত্তিতে অধিকারী হইয়াছেন, এবং পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন।

স্বপ্নসঞ্চরণ

ইটালিব অন্তঃপাতী পেডুয়া নগরে, সাইরিলো নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ সুশীল, সচ্চরিত্র, সবলহৃদয ও ধর্ম্মপবাযণ ছিলেন, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় ইহার সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন্ন হইতেন। তিনি, নিদ্রিত অবস্থায, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া, ইতস্ততঃ সঞ্চবণ করিতেন, এবং বহুবিধ বিগর্হিত কর্ম্মেব অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেন।

যৎকালে সাইরিলো বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহার অধ্যাপক, তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন দিয়া, উত্তর লিখিযা আনিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। সেই সকল প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া, পর দিন যথাকালে বিদ্যালয়ে লইয়া যাওয়া অসাধ্য বিবেচনা করিয়া, তিনি যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত হইলেন। না লইয়া গেলে,

অধ্যাপক মহাশযের নিকট ভর্ৎসনা ও অবমাননা প্রাপ্ত হইবেন, এজন্য তাঁহার অতিশয় দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। সেই দুর্ভাবনা বশতঃ কিছু লিখিতে না পারিয়া, তিনি নিতান্ত বিষণ্ণ-মনে শয়ন করিলেন, কিন্তু, পরদিন প্রাতঃকালে, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন, তাঁহার টেবিলের উপব ঐ সমস্ত প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর লিখিত রহিয়াছে, আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তৎসমুদয় তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

এইরূপ অঘটনঘটনা দর্শনে, তিনি যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনপূর্ব্বক, স্বীয অধ্যাপক মহাশযের নিকট, আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন কবিলেন। তিনি শুনিযা সাতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারের সবিশেষ পরীক্ষা করিবার মানসে, সেদিন তিনি তাঁহাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ও অধিক দুরূহ প্রশ্নের উত্তব লিখিয়া আনিতে আদেশ দিলেন, এবং এই অভূতপূর্ব্ব ব্যাপারের নিগূঢ় তত্ত্ব অবধাবিত করিবার অভিপ্রাযে, সে দিবস রজনীযোগে, প্রচ্ছন্নভাবে, তদীয় আবাসগৃহের সন্নিধানে অবস্থিতি কবিলেন। সাইরিলো, শযনগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, নিদ্রাগত হইলেন, কিন্তু, দুই তিন দণ্ড পরেই, প্রগাঢ়নিদ্রাবস্থায় শয্যা হইতে উঠিলেন, প্রদীপ জ্বালিয়া পডিতে ও লিখিতে বসিলেন, এবং অনধিক সমযের মধ্যেই, সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া, সমাপন করিলেন। তদ্দর্শনে যারপরনাই চমৎকৃত হইয়া, অধ্যাপক মহাশয় স্বীয় আবাসগৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

যৌবনকাল উত্তীর্ণ হইলে, সাইরিলো সতত সাতিশয় বিষণ্ণ-চিত্ত ও সর্ব্ববিষয়ে নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া উঠিলেন, সাংসারিক কোনও বিষয়ে তাঁহার আর অনুরাগমাত্র রহিল না। অবশেষে, সংসারাশ্রমে বিসর্জ্জন দিয়া, তিনি এক ধর্ম্মাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায় তিনি স্বয়ং ধর্ম্মচিন্তা, অপেক্ষাকৃত অজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে উপদেশদান ও অশেষবিধ কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই, তিনি সর্ব্বাংশে বিশুদ্ধ-হৃদয়, সদাচারপূত ও উত্তম ধর্ম্মোপদেশক বলিয়া বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিন্তু, তাঁহার এই প্রতিপত্তি দীর্ঘ-কালস্থায়িনী হইল না। দিবাভাগে, যে সকল সদনুষ্ঠান দ্বারা, সাধু বলিয়া গণনীয় ও সকলের আদরণীয় হইতেন, রজনীযোগে, স্বপ্নসঞ্চরণকালীন জঘন্য আচরণ দ্বারা, সে সমুদয় তিরোহিত হইয়া যাইত। তিনি, প্রায় প্রত্যহ, নিদ্রিত অবস্থায় শয্যাপরিত্যাগ করিয়া, অন্যান্য গৃহে প্রবেশ করিতেন, এবং পরুষ ও অশ্লীল ভাষার উচ্চারণ করিতে থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে, আশ্রমবাসী ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার এই অদ্ভুত আচরণের বিষয় অবগত হইলেন। ধর্ম্মাশ্রমবাসীদিগের পক্ষে, এইরূপে গৃহে গৃহে প্রবেশ ও অপভাষাপ্রয়োগ নিরতিশয় দোষাবহ, সুতরাং, তাহার নিবারণের উপায় করা অতি আবশ্যক। কিন্তু, ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মাবলীর বহির্ভূত বলিয়া, তাঁহাকে রজনীযোগে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখা বিহিত বোধ হইল না, সুতরাং, তিনি, প্রতি রাত্রিতেই, ঐরূপ কুৎসিত কাণ্ড করিতে লাগিলেন।

একদিন দৃষ্ট হইল, সাইবিলো স্বীয় গৃহে কেদারায় বসিযা, নিদ্রা যাইতেছেন। তিনি, দুই তিন দণ্ড স্থিরভাবে থাকিয়া, যেন কাহারও সহিত কথোপকথন কবিতেছেন, এই ভাবে অবস্থিত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও অবজ্ঞাসূচক অঙ্গুলি-ধ্বনি করিতে লাগিলেন, অনন্তর, যেন আর কেহ তাঁহাব নিকটে দাঁড়াইযা আছে, এই মনে কবিয়া, ঐ দিকে মুখ ফিরাইযা, তাহার নিকট হইতে নস্য গ্রহণমানসে, অঙ্গুলিবিস্তার করিলেন, কিন্তু তাহা না পাইয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইযা, স্বীয় নস্যধানী বহিষ্কৃত করিলেন, তাহাতে কিছুমাত্র নস্য না থাকাতে, অঙ্গুলি দ্বাবা তাহার অভ্যন্তরভাগ খুঁটরাইয়া কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন, এবং চাবি দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া, পাছে কেহ উহা লয়, এই আশঙ্কায, সাবধানে স্বীয় বসনমধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন। এই-রূপে, কিযৎক্ষণ স্তব্ধভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি অকস্মাৎ সাতিশয় কুপিত হইয়া উঠিলেন, এবং ক্রোধভরে অশেষবিধ জঘন্য শপথ ও অভিশাপবাক্যের উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গ, এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত, কৌতুক দেখিতে-ছিলেন, এক্ষণে ঐ সকল কুৎসাপূর্ণ বাক্য শ্রবণে বিরক্ত হইয়া, স্ব স্ব আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন।

আর এক দিন, তিনি, স্বপ্নাবেশে শয্যাপরিত্যাগ করিয়া, উপাসনাগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং তত্রত্য তৈজস দ্রব্যসমূহেব অপহরণমানসে, তৎসমুদয়ের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। দৈব-যোগে, ঐ সমস্ত দ্রব্য, পরিষ্কৃত করিয়া আনিবার নিমিত্ত, স্থানা-

স্তরে প্রেরিত হইয়াছিল, সুতরাং, তাঁহার অভিপ্রায সম্পন্ন হইয়া উঠিল না। এজন্য, তিনি ক্রোধে অন্ধ হইলেন, এবং রিক্তহস্তে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছু হইযা, সেই গৃহস্থিত কতিপয পরিচ্ছদ লইলেন, এবং সর্ব্বতঃ সশঙ্ক দৃষ্টিপাত করিতে কবিতে, স্বীয গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই সমস্ত অপহৃত বস্তু শয্যাতলে লুকাইযা রাখিযা, পুনবায শয়ন কবিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহাব এই কুৎসিত কার্য্য দেখিতেছিলেন, তাঁহারা, তিনি পবদিন প্রাতঃকালে কিরূপ আচবণ করেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুকচিত্তে বজনীযাপন করিলেন।

বাত্রি প্রভাত হইলে, সাইবিলোর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি, শয্যাব মধ্যস্থল সাতিশয উন্নত দেখিযা, বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং কি কাবণে সেরূপ হইয়াছে, তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইযা, কতিপয পবিচ্ছদ তথায স্থাপিত দেখিযা, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অনন্তব, কিছুই নির্ণয করিতে না পারিয়া, তিনি, আকুলচিত্তে, ধর্ম্মভ্রাতাদিগেব নিকট সবিশেষ সমস্ত নির্দ্দিষ্ট কবিয়া বলিলেন, এই সমস্ত পরিচ্ছদ কিরূপে আমার শয্যাতলে নিহিত হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তাঁহারা বলিলেন, তুমি স্বযং এই কাণ্ড করিযাছ। তিনি শুনিযা কি পর্য্যন্ত শোকাকুল ও অনুতাপানলে দগ্ধ হইলেন, তাহা বলিতে পারা যায না।

এক সম্পত্তিশালিনী ধর্ম্মপরায়ণা নাবী এই ধর্ম্মাশ্রমের যথেষ্ট আনুকূল্য কবিতেন। তিনি মৃত্যুকালে এই প্রার্থনা ও এই

অভিলাষ প্রকাশ কবিয়া যান, যেন্ তাঁহার কলেবর ঐ ধর্ম্মাশ্রমের কোনও স্থানে সমাহিত হয়। তদনুসারে, তাঁহার কলেবর তথায নীত, এবং তদীয মহামূল্য পরিচ্ছদ ও সমস্ত আভরণের সহিত, মহাসমারোহে সমাহিত হইল। উল্লিখিত ব্যাপারেব সমাধানসময়ে আশ্রমস্থ ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গ সমবেত হইযা, যৎপরোনাস্তি শোকপ্রকাশ ও সেই নারীর পারলৌকিকমঙ্গলকামনায জগদীশ্ববেব নিকট প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন। এই সময়ে সাইবিলো যেরূপ অকৃত্রিম শোক, পরিতাপ ও মঙ্গলকামনা কবিযাছিলেন, বোধ হয আর কেহই সেরূপ কবিতে পাবেন নাই।

পবদিন প্রাতঃকালে, আশ্রমবাসীরা অবলোকন করিলেন, সেই নারীর সমাধিস্থান উদ্ঘাটিত হইযাছে, তদীয় কলেবর সর্ব্বাংশে বিকলিত হইয়াছে, যে সকল অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় ছিল, তৎসমুদয ছিন্ন ও মহামূল্য পরিচ্ছদ অপহৃত হইযাছে। এই অতিবিগর্হিত ধর্ম্মবহির্ভূত ব্যাপার দর্শনে সকলেই সাতিশয় শোকাকুল ও বিস্ময়াপন্ন হইলেন, এবং যে নবাধম দ্বারা এই জঘন্য কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছিল, সকলেই তাঁহাকে লক্ষ্য কবিযা, একবাক্য হইয়া, যথোচিত তিবস্কার করিতে লাগিলেন। এই বিষযে সাইরিলো সর্ব্বাপেক্ষায় সমধিক ক্ষুব্ধ ও শোকাকুল হইযাছিলেন। কিযৎক্ষণ পরে, তিনি আপন আবাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং স্বীয শয্যাতলে বস্তুবিশেষের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, ঐ নারীর পরিচ্ছদ, অলঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত বস্তু সেই স্থানে স্থাপিত আছে। তখন, গত রজনীতে তিনিই ঐ সমস্ত

ব্যাপার সম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিয়া, সাইরিলো শোকে ও পরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। অতি বিষম অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, ধর্ম্মভ্রাতৃবর্গকে সমবেত করিয়া, গলদশ্রুলোচনে, শোকাকুল বচনে, সমস্ত বর্ণন করিলেন। অনন্তর, সকলে একমতাবলম্বী হইয়া তাঁহার সম্মতিগ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে আশ্রমান্তরে প্রেরিত করিলেন। তত্রত্য প্রধান ব্যক্তির এরূপ ক্ষমতা ছিল, তিনি আবশ্যক বোধ করিলে, কোনও ব্যক্তিকে গৃহবিশেষে রুদ্ধ করিযা বাখিতে পারেন। এই আশ্রমে সাইরিলো রজনীযোগে এক গৃহে রুদ্ধ থাকিতেন, সুতরাং, স্বপ্নাবেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, যথেচ্ছাচরণ করিতে পারিতেন না।

অকুতোভয়তা

ফবাসিদেশে দেশুলিযব নামে এক সদ্বংশসম্ভূতা কামিনী ছিলেন। তিনি অসাধাবণ কবিত্বশক্তি দ্বারা স্বদেশে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করেন এবং সর্ব্বপ্রকাব লোকের নিকট সাতিশয আদরণীয হয়েন।

একদা তিনি লুনিবেলেব কৌণ্ট ও কৌণ্টেসের (১) সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত তাঁহাদের বাসস্থানে গমন কবিলেন।

(১) কৌণ্ট—ফ্রান্স প্রভৃতি য়ুরোপীয় জনপদে সম্ভ্রান্ত লোকদিগের পদবীবিশেষ। কৌণ্টের সহধর্ম্মিণীর পদবী কৌণ্টেস্।

তথায় উপস্থিত হইলে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস্ তাঁহার সমুচিত সমাদর ও পরিচর্য্যা করিয়া বলিলেন, রাত্রিবাসের নিমিত্ত আপনি ইচ্ছানুসারে গৃহ মনোনীত করিয়া লউন, কিন্তু একটি গৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিলেন, কেবল এই গৃহে থাকিতে পাইবেন না, ইহাতে রাত্রিকালে ভূতের আবির্ভাব ও উপদ্রব হয়। কেবল আমরা উভয়ে ঐরূপ ভাবি, এরূপ নহে, এই বাটীতে যত লোক আছে, দেখিয়া শুনিয়া সকলেরই ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে। এই গৃহের মধ্যে রাত্রিতে প্রায় সর্ব্বদাই বিকট শব্দ ও গোলযোগ শুনিতে পাওয়া যায়। এজন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রিতে এই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না।

এই কথা শ্রবণমাত্র, অতিমাত্র কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, দেশু লিয়র বলিলেন, অদ্য আমি এই গৃহেই রজনীযাপন করিব, এবং কি কারণে ঐরূপ শব্দ ও গোলযোগ হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কৌণ্ট মহাশয় তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং চমৎকৃত হইয়া বলিলেন, আমরা কোনও ক্রমে আপনাকে এই ভয়ঙ্কর গৃহে রাত্রিবাস করিতে দিব না। প্রভূত কৌতূহল বশতঃ এক্ষণে আপনকার এরূপ ইচ্ছা ও সাহস হইতেছে বটে, কিন্তু অকিঞ্চিৎকর কৌতূহল চরিতার্থ করিতে গিয়া পরিণামে আপনকার অসুখ ও যন্ত্রণার সীমা থাকিবে না, অধিক কি, আপনকার প্রাণসংশয় পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে। অতএব আমি কোনও মতে আপনকার এই অসংসাহসিক অধ্যবসায়ের অনুমোদন করিতে পারিব না।

এইরূপে তিনি অনেক বুঝাইলেন ও অনেক ভয় দেখাইলেন, কিন্তু দেশুলিয়র, কোনও ক্রমেই বিচলিত হইলেন না। কৌণ্টেস্ও তাঁহাকে অশেষ প্রকারে বুঝাইলেন ও বিস্তর বাদানুবাদ করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। দেশুলিয়রের এই স্থির-সিদ্ধান্ত ছিল, লোকে সচরাচর যে ভূতের গল্প ও ভূতের উপদ্রবের বর্ণন করে, সে সকল নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিমূলক ও কুসংস্কারজনিত, দুর্ব্বলচিত্ত লোকেরাই তাদৃশ কল্পিত বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া থাকে। এই সংস্কারবশতঃ, কিছুতেই তাঁহার সাহস সঙ্কুচিত বা ব্যতিক্রান্ত হইল না। তদ্দর্শনে কৌণ্ট ও কৌণ্টেস্ ভয়ে ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইযা, যথোচিত বিনয় করিলেন, ভৎর্সনা করিলেন, দুঃখপ্রকাশ করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে অবলম্বিত অধ্যবসায় হইতে বিরত করিতে পারিলেন না, অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিযা, তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

অনন্তর দেশুলিয়র এক পরিচারিকা সমভিব্যাহারে শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন, এবং পরিচ্ছদপরিহার পূর্ব্বক, পল্যঙ্কে আরোহণ করিয়া, পরিচারিকাকে বলিলেন, পল্যঙ্কের শিখরের দিকে একটি বড় বাতি জ্বালিয়া রাখ, এবং দৃঢরূপে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চলিয়া যাও। সে তাঁহার আদেশানুরূপ কার্য্যের সমাধা করিয়া প্রস্থান করিলে পর, তিনি শয়ন করিয়া কিয়ৎক্ষণ পুস্তক পাঠ করিলেন, এবং পাঠ করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলেন।

কিঞ্চিৎ কাল পরে, বিকট শব্দ হইতে লাগিল। সেই শব্দে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। অবিলম্বে দ্বার উদ্‌ঘাটিত ও পদসঞ্চার-ধ্বনি আরব্ধ হইল। শ্রবণমাত্র, দেশুলিয়র স্থির করিলেন, বাটীর সকলে যাহাকে ভূত ভাবিয়া ভয় পাইতে থাকে, সে এই। পরে তিনি অবিচলিত চিত্তে ও অসঙ্কুচিত স্বরে, তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি যে হও না কেন, আমি তোমায় স্পষ্ট বলিতেছি, কিছুতেই ভয় পাইব না, এবং এই বাটীর সকলের যে অমূলক ভয় ও সংস্কার জন্মিয়া আছে, আজ তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবিত করিব বলিয়া, যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, কোনও কারণে তাহা হইতে বিচলিত হইব না। যদি ভয় দেখাইয়া, আমায় তাহা হইতে বিরত করা তোমার অভিপ্রেত হয়, তুমি কদাচ কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। আমার ভাগ্যে যাহা ঘটুক না কেন, শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া, আমি ক্ষান্ত হইব না।

দেশুলিয়র্‌ এই বলিয়া বিরত হইলেন, কিন্তু উত্তর পাইলেন না। তিনি পুনরায় সেইরূপ বলিলেন, তথাপি কোনও উত্তর পাইলেন না। পল্যঙ্কের অতি সন্নিকটে একটি কাঠের পরদা ছিল, উহা উলটিয়া মশারির উপর পতিত হওয়াতে, একটা বিকট শব্দ হইল। যাহাদের ভূতের ভয় আছে, এরূপ অবস্থায় ঐরূপ শব্দ শুনিলে ও ঘটনা দেখিলে, তাহাদের বুদ্ধিভ্রংশ ও চৈতন্য-ধ্বংস হয়, তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু, দেশুলিয়রের মনে ভয় বা উদ্বেগের অণুমাত্র সঞ্চার হইল না। তাঁহার এই

সন্দেহ হইল, বাটীর কোনও ভৃত্য আমায় ভয় দেখাইতে আসিয়াছে। যাহা হউক, তিনি সেই রাত্রিচরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে, কি জন্য এখানে আসিয়াছ, বল। তুমি কখনই এরূপে ভয়প্রদর্শন করিয়া, আমায় ব্যাকুল বা বিচলিত করিতে পারিবে না। সে কোনও উত্তর দিল না, প্রশান্তভাবে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, সে জ্বলন্ত বাতির নিকটে উপস্থিত হইল। অবিলম্বে বৃহৎ বাতি ও বাতির প্রকাণ্ড আধার উলটিয়া পড়িল। ভয়ানক শব্দ ও গৃহ অন্ধকারময় হইল। তাহাতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত বা বিচলিত হইলেন না।

অবশেষে, সেই রাত্রিচর পল্যঙ্কের পাদদেশে উপস্থিত হইল। তখনও দেশুলিয়রের অন্তঃকরণে অণুমাত্র ভয়সঞ্চার হইল না। ভাল হইল, তুমি কি পদার্থ, এখনই আমি অনায়াসে তাহার নির্ণয় করিতে পারিব, এই বলিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক, পল্যঙ্কের পাদদেশে হস্তপ্রসারণ করিয়া, তিনি তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দুই কর মখমলের ন্যায় কোমল দুই কর্ণে সংলগ্ন হইল। তিনি বলপূর্ব্বক সেই দুই কর্ণ ধরিলেন, এবং যাবৎ রাত্রিশেষ ও সূর্য্যোদয় না হয়, ছাড়িবেন না স্থির করিলেন, কিন্তু কাহার কণ ধরিলেন, কিছুই অবধারণ করিতে পারিলেন না। এই ভাবে অবস্থিত হইয়া, তিনি রজনীর অবশিষ্ট ভাগ অতিবাহিত করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে, এই অদ্ভুত ব্যাপারের স্বরূপনির্ণয়

হইল। ঐ বাটীতে এক বৃহৎ কুক্কুর ছিল। দেশুলিয়র দেখিলেন, ঐ কুক্কুরের কর্ণ ধরিয়া আছেন। ভয়ঙ্কর ভৌতিক ব্যাপারের এইরূপে পর্য্যবসান হওয়াতে, তিনি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন, অনন্তর সেই কুক্কুরের কর্ণপরিত্যাগ পূর্ব্বক, নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।

এদিকে, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস্, শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া, যৎপরোনাস্তি উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় রজনীযাপন করিলেন, একবারও নয়ন মুদ্রিত করিতে পারিলেন না। তাঁহারা এই বিষযের যত আন্দোলন করিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর ততই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। অবশেষে, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন, আমরা প্রাতঃকালে উঠিযা, দেশুলিযরেব প্রাণত্যাগ হইয়াছে, অবধারিত দেখিতে পাইব। রজনী অবসন্না হইবামাত্র, তাঁহাবা শয়নাগার হইতে বহির্গত হইয়া, বিষণ্ণ বদনে অবসন্ন গমনে ভূতাবিষ্ট গৃহের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, সাহস করিয়া, সহসা সেই গৃহে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ করিয়াও, কথা কহিতে তাঁহাদের সাহস হইল না। রাত্রিতে কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে, কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া উভয়ে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া, দেশুলিয়ব মশারির অভ্যন্তর হইতে বিনির্গমন পূর্ব্বক, প্রাতঃকর্ত্তব্য নমস্কারসম্ভাষণাদি করিয়া, সহাস্য মুখে তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে জীবিত, অক্ষতশরীর ও প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়া, তাঁহাদের কলেবরে

প্রাণসঞ্চার হইল। রাত্রিতে যার পর যে ঘটনা হইয়াছিল, তিনি তৎসমুদয়ের অবিকল বর্ণন করিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে, তাঁহাদের হৃৎকম্প হইতে লাগিল। অবশেষে, দেশুলিয়র্ কৌণ্ট মহাশয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ বিষয়ে আপনকার বিলক্ষণ ভ্রম জন্মিয়া আছে, এবং প্রশ্রয় দেওয়াতে, সেই ভ্রম, ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আর আপনকার ঈদৃশ অমূলক কুসংস্কার থাকা উচিত নহে। আপনারা যাহাকে ভূত বলিযা স্থির করিয়া রাখিয়াছেন, ঐ দেখুন, সে শুইয়া রহিয়াছে। এই বলিয়া অঙ্গুলিনির্দেশ পূর্ব্বক, তিনি ঐ কুকুর দেখাইয়া দিলেন, এবং হাস্যমুখে রাত্রিবৃত্তান্তের শেষ ভাগের বর্ণনা করিলেন।

সবিশেষ সমস্ত শ্রবণগোচর করিয়া, তাঁহারা স্ত্রী-পুরুষে চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর, দেশুলিয়ব পুনরায় কৌণ্টকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভবাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ কুসংস্কারের বশীভূত হওয়া উচিত নহে। দেখুন, এই অমূলক কুসংস্কারের দোষে, আপনাদের অন্তঃকরণে কত শঙ্কা জন্মিয়াছিল। গত রাত্রিতে আমার কি বিপদ ঘটে, এই দুর্ভাবনায় আপনারা কত অসুখে কালযাপন করিয়াছেন, বলিতে পারি না। লোকে যে সকল ব্যাপারের প্রকৃত কারণের নির্ণয় করিতে না পারে, উহাদিগকে অলৌকিক ঘটনা জ্ঞান করিয়া থাকে। তৎপরে তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, এবং প্রত্যহ চাবি দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখে, অথচ, কুকুর কিরূপে দ্বার খুলিয়া গৃহে প্রবেশ

করে, এই সংশয়চ্ছেদন করিবার নিমিত্ত, দ্বারের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, অবিলম্বে দেখিতে পাইলেন, তাহার কল প্রভৃতি এত শিথিল হইয়া গিযাছিল যে, কিছু বলপূর্ব্বক ধাক্কা মারিলেই, কপাট খুলিয়া যায়।

এইরূপে গৃহপ্রবেশ অনাযাসসাধ্য হওয়াতে, কুক্কুর প্রত্যহ অধিক রাত্রিতে সেই গৃহে প্রবেশ করিত, কিযৎক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিযা, পল্যঙ্কে আরোহণ পূর্ব্বক, তদুপরি নিদ্রা যাইত, এবং রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গ হইলে, গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া স্বস্থানে গিয়া অবস্থিতি করিত। সে রাত্রিতেও পল্যঙ্কে আরোহণ করিবার অভিপ্রাযে, উহার পাদদেশে গমন করিয়াছিল, বোধ হয়, দেশুলিযব বলপূর্ব্বক কর্ণে ধরিয়া না রাখিলে, তদুপরি আরোহণ করিত।

যাহা হউক, কৌণ্ট ও কৌণ্টেস্, এইরূপে ভৌতিক বৃত্তান্তের সিদ্ধান্ত হওয়াতে, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, এবং দেশুলিয়রের সাহস, বুদ্ধিকৌশল ও অকুতোভয়তা দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে তাঁহাকে শত শত সাধুবাদপ্রদান করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তিনি স্ত্রীলোক হইয়া সাহস ও অকুতোভয়তার যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, পুরুষ জাতির মধ্যেও, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

সৌভ্রাত্র

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, পোর্ত্তুগীস্‌দিগের জাহাজ ভারতবর্ষে যাতায়াত করিত, একদা এক জাহাজ, অন্যূন দ্বাদশ শত লোক লইয়া, ভারতবর্ষে আসিতেছিল। প্রথমতঃ কিছু দিন কোনও অসুবিধা বা উপদ্রব ঘটে নাই। ঐ জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে ও নিরুদ্বেগে, আফ্রিকা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইল, অনন্তর উত্তমাশা অন্তরীপ অতিক্রান্ত করিযা, উত্তরপূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে, আরোহীদিগের দুর্ভাগ্যক্রমে, এক জলমগ্ন পাহাড়ে সংলগ্ন হইল। তলভেদ হইযা এরূপে জলপ্রবেশ হইতে লাগিল যে, অবিলম্বে উহার অর্ণবপ্রবাহে মগ্ন হওয়া অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

জাহাজের উপর পিনেস্‌ নামে একখানি ক্ষুদ্র তরী ছিল। এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, কাপ্তেন সেই পিনেস্‌ জলে ভাসাইলেন, এবং কিছু আহারসামগ্রী লইয়া, আর উনবিংশতি ব্যক্তির সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেকে ঐ পিনেসে আসিবাব নিমিত্ত উদ্যম কবিয়াছিল, কিন্তু অধিক লোক হইলে পাছে মগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা তরবারিপ্রহার দ্বারা উহাদিগকে নিবৃত্ত করিলেন। এইরূপে কাপ্তেন ও তৎসমভিব্যাহারীরা প্রস্থান করিলে পর, জাহাজ অবশিষ্ট আরোহিবর্গের সহিত অর্ণবগর্ভে প্রবিষ্ট হইল।

সমুদ্রপথে, কম্পাস্‌ ব্যতিরেকে দিঙ্‌নির্ণয় হয় না। জাহাজে

কম্পাস্ ছিল, কিন্তু কাপ্তেন, প্রাণবিনাশশঙ্কায় নিতান্ত অভিভূত ও একান্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, কম্পাস্ লইতে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিনেসের লোকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে দাঁড় বাহিয়া চলিলেন। সমুদ্রের জল এরূপ লবণময় যে, কোনও ক্রমে পান করিতে পারা যায় না। জাহাজে পানার্থ জল ছিল, পিনেসের লোকেরা ব্যাকুলতা প্রযুক্ত, তাহা লইতে পারেন নাই, এজন্য তাঁহাদের পিপাসানিবন্ধন কষ্টের একশেষ ঘটিয়াছিল। তাঁহারা এইরূপ দুরবস্থায়, পিনেস্ চালাইতে লাগিলেন।

জাহাজের কাপ্তেন পূর্ব্বাবধি পীড়িত ও সাতিশয় দুর্ব্বল ছিলেন, চারি দিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনা দ্বারা পিনেসে অশেষবিধ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। সকলেই কর্তৃত্বভারগ্রহণে ও আজ্ঞাপ্রদানে উদ্যত, কেহই অধীনতাস্বীকারে ও আজ্ঞাপ্রতিপালনে সম্মত নহেন। অবশেষে, সকলে ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক, এক অভিজ্ঞ বৃদ্ধ ব্যক্তির হস্তে কর্তৃত্বভার অর্পিত করিলেন।

কত দিনে তাঁহারা তীর প্রাপ্ত হইবেন, তাহার নিশ্চয় ছিল না। আর তাঁহারা যে আহারসামগ্রী লইয়া পিনেসে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিল। সুতরাং স্বল্পাবশিষ্ট ভাগ দ্বারা সকলের অধিক দিন প্রাণধারণ হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। এজন্য, নূতন কাপ্তেন এই প্রস্তাব করিলেন, আমরা পিনেসে যত লোক আছি, অবশিষ্ট আহার-

সামগ্রী দ্বারা অধিক দিন সকলের প্রাণধারণ অসম্ভব। অতএব লাটরি করিয়া আপাততঃ সমুদয়ের চতুর্থ ভাগ লোককে সমুদ্রে প্রক্ষিপ্ত করা যাউক, তাহা হইলে, তদ্দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক দিন চলিতে পারিবে।

এই প্রস্তাবে সকলে সম্মতিপ্রদর্শন করিলেন। পিনেসে সমুদয়ে উনিশ ব্যক্তি ছিলেন, তন্মধ্যে এক ব্যক্তি পাদরি, আর এক ব্যক্তি সূত্রধর। প্রথম ব্যক্তি, অন্তিম সময়ে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ দিবেন, এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, আবশ্যক হইলে পিনেসের মেরামত করিতে পারিবেন, এই বিবেচনায় সকলে তাঁহাদের উভয়কে ছাড়িয়া, লাটরি করিতে সম্মত হইলেন। আর নূতন কাপ্তেন বয়সে প্রাচীন, বিশেষতঃ তিনি না থাকিলে, পিনেস্ চালান কঠিন হইয়া উঠিবে, এজন্য সকলে তাঁহাকেও ছাড়িয়া দিলেন। তিনি, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত এই বিষয়ে সম্মত হয়েন নাই, পরিশেষে, সকলের সবিশেষ অনুরোধে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল।

এইরূপে তিন জনকে ছাড়িযা দিয়া, অবশিষ্ট ষোল জনের মধ্যে লাটরি হইল। যে চারিজনকে অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত করা অবধারিত হইল, তন্মধ্যে তিন জন তৎকালোচিত উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করিয়া, প্রাণত্যাগে প্রস্তুত হইলেন, চতুর্থ ব্যক্তির কনিষ্ঠ সহোদর পিনেসে ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠের প্রাণনাশের উপক্রম-দর্শনে যৎপরোনাস্তি কাতর ও শোকাভিভূত হইয়া, নিরতিশয়-স্নেহভরে তাঁহাকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, এবং অশ্রুপূর্ণ

লোচনে আকুল বচনে বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ, আমি কোনও ক্রমে আপনাকে প্রাণত্যাগ করিতে দিব না, আপনার স্থলাভিষিক্ত হইয়া, আমি প্রাণত্যাগ করিতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আপনি বিবাহ করিয়াছেন, আপনার স্ত্রী আছেন, অনেকগুলি সন্তান হইযাছে, বিশেষতঃ, তিনটি অনাথা ভগিনী আছে। আপনি জীবিত থাকিলে সকলের ভবণপোষণ করিতে পারিবেন। এমন স্থলে, আপনকার প্রাণত্যাগ কবা, কোনও ক্রমে পরামর্শসিদ্ধ নহে। আপনি প্রাণত্যাগ কবিলে যত অনিষ্ট ঘটিবে, আমি অকৃতদার, আমি মরিলে অপেক্ষাকৃত অনেক অংশে অল্প অনিষ্ট ঘটিবে।

জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠের এই অদ্ভুত প্রস্তাব শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন ও তদীয় স্নেহের ও সৌজন্যের আতিশয্য দর্শনে যৎপরোনাস্তি মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া, অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে গদ্গদ বচনে বলিতে লাগিলেন, বৎস, আমি কোনও ক্রমে তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি না, কাবণ, পবেব প্রাণ দিয়া আপনার প্রাণবক্ষা করা অপেক্ষা অধর্ম্ম আর নাই। বিশেষতঃ, তুমি কনিষ্ঠ সহোদর, নিরতিশয় স্নেহপাত্র, তাহাতে আবার তুমি আমার প্রাণরক্ষার প্রস্তাব করিয়া, অনির্ব্বচনীয় স্নেহপ্রদর্শন করিয়াছ। যদি আমি তোমায় আমাব স্থলে প্রাণত্যাগ করিতে দি, তাহা হইলে আমার অধর্ম্মের একশেষ হইবে, এবং অবশেষে শোকে ও অনুশয়ে দগ্ধ হইয়া, আত্মঘাতী হইতে হইবে। অতএব ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

জ্যেষ্ঠের এই সকল কথা শুনিয়া কনিষ্ঠ বলিলেন, আপনি অবধারিত জানিবেন, আমি কোনও ক্রমে আপনাকে আমার সমক্ষে প্রাণত্যাগ কবিতে দিব না। কনিষ্ঠ, এই বলিয়া, জানু-পাতন পূর্ব্বক, দৃঢবন্ধনে তাঁহার চরণে ধরিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠ ও অন্যান্য সকলে বিস্তর চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু, কোনও ক্রমে তাঁহাব ভুজবন্ধনের অপনয়ন করিতে পারিলেন না। তখন জ্যেষ্ঠ বলিলেন, বৎস, তুমি এ অধ্যবসায় পরিত্যাগ কর। আমি যেরূপ করিতেছিলাম, আমি অবিদ্যমানে তুমি সেইরূপ আমার পুত্রকন্যাদিগেব লালনপালন, আমার পত্নীর রক্ষণাবেক্ষণ ও অনাথা ভগিনীদিগের ভরণপোষণ করিতে পারিবে। অতএব, আমার কথা শুন, ক্ষান্ত হও, আমায় প্রাণত্যাগ করিতে দাও।

এইরূপে জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু কোনও ক্রমে তাঁহাকে বিরত করিতে পারিলেন না। অবশেষে, তাঁহাকে কনিষ্ঠের প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইল। অনন্তর অপর তিন জন ও সেই যুবক অর্ণবপ্রবাহে প্রক্ষিপ্ত হইলেন। তিন জন তৎক্ষণাৎ অদর্শন প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু সেই যুবক সন্তরণ-বিষয়ে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন, এজন্য সহসা জলমগ্ন হইলেন না। তিনি কিয়ৎক্ষণ সন্তরণ পূর্ব্বক, প্রাণভয়ে অভিভূত ও কাতর হইয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বাবা পিনেসের ক্ষেপণী ধারণ করিলেন। একজন পোতবাহ অস্ত্র দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্তচ্ছেদন করিলে, তিনি পুনরায় সন্তরণ করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎ

ক্ষণ পরে, অপর হস্ত দ্বারা পিনেসের ক্ষেপণী অবলম্বন করিলেন। তখন পোতবাহ পূর্ব্ববৎ তাঁহার ঐ হস্তের ছেদন করিল। তিনি পুনরায় অর্ণবপ্রবাহে পতিত হইলেন, কিন্তু তখনও জলমগ্ন না হইয়া, শোণিতোদ্গারী দুই ছিন্ন হস্ত ঊর্দ্ধে তুলিয়া, পোতের সন্নিহিত স্থানে সন্তরণ করিতে লাগিলেন।

সেই যুবকের ভ্রাতৃস্নেহের একশেষ দর্শনে, সকলের হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার এই অবস্থা নয়নগোচর করিয়া, সকলেরই অন্তঃকরণে যারপরনাই করুণার উদয় হইল। তাঁহারা সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে একবাক্য হইয়া বলিলেন, আমাদের ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটিবে, আমরা অবশ্যই উহার প্রাণরক্ষা করিব। জন্মাবচ্ছিন্নে কেহ কখনও ভ্রাতৃস্নেহের এরূপ দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর করি নাই। এই বলিয়া, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পিনেসে উঠাইয়া লইলেন, এবং কথঞ্চিৎ তদীয় হস্তের শিরাবন্ধন করিয়া, শোণিতস্রাব স্থগিত করিলেন।

পিনেসের লোকেরা, সে দিবস অবিশ্রামে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, তাঁহারা অনতিদূরে স্থল দেখিতে পাইলেন। তদ্দর্শনে সকলেরই অন্তঃকরণে সাহস ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহারা, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া, বিলক্ষণ বলসহকারে ক্ষেপণীক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ কাল পরে, পিনেস্ আফ্রিকার অন্তর্বর্ত্তী মোজাম্বিক্ পর্ব্বতের সন্নিহিত হইলে, তাঁহারা জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া, বাষ্পবারি-

পরিপূরিত নয়নে, তীরে অবতীর্ণ হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে, অনতিদূরে পোর্ত্তুগীস্‌দিগের এক উপনিবেশ ছিল, তাঁহারা অনতিবিলম্বে, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া, আশ্রয় প্রাপ্ত হইলেন।

উপনিবেশের লোকেরা, তাঁহাদের দুরবস্থার আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ঐ দুই সহোদরের, বিশেষতঃ কনিষ্ঠের, ভ্রাতৃস্নেহের একশেষ শ্রবণগোচর করিয়া, এবং পরিশেষে যেরূপে কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষা হইয়াছে তৎসমুদয় বিদিত হইয়া, নিরতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং তাঁহাদের দুই সহোদরকে, এবং কনিষ্ঠের প্রাণরক্ষা উপলক্ষে পিনেস্‌স্থিত লোকদিগকে, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্য দস্যুদমন

রাইন্‌ নদীর তীরে যুদফ্‌ নামে এক গ্রাম আছে। ঐ গ্রামস্থ এক গৃহস্থ, রবিবার প্রাতঃকালে সন্নিহিত গ্রামান্তরের দেবালয়ে, সপরিবারে উপাসনা করিতে গেলেন। একটি শিশুসন্তান ও একমাত্র তরুণী পরিচারিকা বাটীতে রহিল। এই পরিচারিকার নাম হাঁচেন্‌। সে গৃহস্থের আহার প্রস্তুত করিতেছে, এমন সময়ে বটেলর্‌ নামক এক যুবক তথায় উপস্থিত হইল। হাঁচেনের সহিত এই ব্যক্তির বিবাহের কথা উত্থাপিত হইয়াছিল, এজন্য সে মধ্যে

মধ্যে আসিয়া, তাহার সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিত। ক্রমে ক্রমে ঐ ব্যক্তির উপর হাঁচেনের অনুরাগসঞ্চার হয়। সে তাহাকে সুবোধ ও সচ্চরিত্র ব্যক্তি বলিয়া বোধ করিত। কিন্তু বটেলর, বাস্তবিক সেরূপ লোক নহেন। হাঁচেন ব্যতিরিক্ত ব্যক্তিমাত্রেই তাহাকে অলস, অকর্ম্মণ্য ও দুশ্চরিত্র বলিয়া জানিত। গৃহস্বামী তাহাকে বিলক্ষণ চিনিতেন, এজন্য তাহাকে তাঁহার বাটীতে আসিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তদনুসারে, সে আর তাঁহার বাটীতে প্রবেশ বা হাঁচেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিত না। হাঁচেন্ সেজন্য অতিশয় দুঃখিত ছিল। রবিবার প্রাতঃকালে গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিরূপ সুযোগ দেখিয়া, সে নির্ভয়ে ঐ বাটীতে আসিযাছিল।

হাঁচেন, তাহাকে সমাগত দেখিয়া, আহ্লাদে পুলকিত হইল, সাদর সম্ভাষণ পুরঃসর তাহাকে বসাইয়া, উত্তম ভক্ষ্য দ্রব্য আনিয়া আহার করিতে দিল, এবং তাহার নিকটে বসিয়া, প্রফুল্লচিত্তে কথোপকথন করিতে লাগিল। আহার করিতে করিতে, বটেলরের হস্ত হইতে ছুরীখানি ভূমিতে পড়িয়া গেল, অথবা সে ইচ্ছা করিয়া ফেলিয়া দিল, এবং হাঁচেনকে ঐ ছুরী তুলিয়া দিতে বলিল। হাঁচেন্ হাস্যমুখে পরিহাস করিয়া বলিল, সকলে বলে, তুমি অত্যন্ত অলস ও অকর্ম্মণ্য লোক, এ কথা নিতান্ত অলীক বোধ হইতেছে না, নতুবা, ছুরীখানি আপনি না তুলিয়া, আমায় তুলিয়া দিতে বলিবে কেন। ছুরী, আমার অপেক্ষা তোমার নিকটে আছে। সুতরাং তুমি অনায়াসে

তুলিয়া লইতে পার। তুমি আপনি তুলিয়া লও, আমি কখনই তুলিযা দিব না। পরিশ্রমে এত কাতর হওযা পুরুষের উচিত নহে।

যাহা হউক, অবশেষে হাঁচেন ছুরী তুলিয়া দিতে, তাহার নিকটে আসিল, এবং মস্তক অবনত করিয়া, যেমন ছুরী তুলিতে গেল, অমনই সেই দুরাত্মা, বাম হস্ত দ্বারা বিলক্ষণ বল-পূর্ব্বক তদীয় গ্রীবা ধরিযা, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বস্ত্রমধ্য হইতে এক তীক্ষ্ণধার অস্ত্র বহিষ্কৃত করিল, এবং কটূক্তিপ্রয়োগ ও ভয়-প্রদর্শন করিয়া বলিল, যদি বাঁচিতে চাও, চীৎকার করিও না, এবং তোমার প্রভুর সম্পত্তি কোন্ স্থানে আছে, দেখাইয়া দাও, নতুবা এখনই তোমার কণ্ঠচ্ছেদন করিব। তদীয় ঈদৃশ ব্যবহার দর্শনে, চমৎকৃত ও ভয়ে অভিভূত হইয়া, হাঁচেন্ বলিল, কি কর, ছাড়িয়া দাও, আমার প্রাণ যায়, আর খানিক এরূপে ধরিয়া থাকিলে, আমি মরিয়া যাইব। সে বলিল, হয় তোমার প্রভুর সম্পত্তি দেখাইয়া দাও, নয় এখনই তোমার প্রাণবধ করিব।

হাঁচেন্ বিস্তর বুঝাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না। অবশেষে, নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া, সে ভাবগোপন করিয়া বলিল, আমি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার অভিপ্রায় অনুসারে না চলিলে, আমাব নিষ্কৃতি নাই। কিন্তু যদি তুমি আমায় তোমার সঙ্গে লইয়া যাও, তবেই আমি তোমায় প্রভুর সম্পত্তি দেখাইয়া দি। কারণ, তুমি সম্পত্তি

লইয়া গেলে পর, প্রভু আমায় চোর বলিয়া সন্দেহ করিবেন; এবং তদুপলক্ষে অনেক শাস্তি পাইতে ও লাঞ্ছনাভোগ করিতে হইবে। সুতরাং আমি কোনও ক্রমে আর এখানে থাকিতে পারিব না, তদপেক্ষা তোমার সঙ্গে যাওযাই, আমার পক্ষে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর। অতএব আমার কথা শুন, গ্রীবা ছাড়িয়া দাও, সত্বর কার্য্য সম্পন্ন কর, তাঁহাদের আসিবার অধিক বিলম্ব নাই, তাঁহারা আসিয়া পড়িলে তোমার সকল চেষ্টা বিফল হইবে, এবং উভযেই মারা পড়িব।

হাঁচেনের কথা শ্রবণগোচর করিযা, সে তাহার মতানুবর্ত্তী হইয়াছে বলিয়া, বটেলরের নিশ্চিত বোধ জন্মিল। তখন সে তাহার গ্রীবা ছাড়িয়া দিল। হাঁচেন, সেই দুরাত্মাকে প্রভুর শয়নাগারে লইয়া গেল, যে করণ্ডকে তাঁহার সম্পত্তি স্থাপিত ছিল, দেখাইয়া দিল, এবং গৃহের কোণ হইতে, এক কুঠার আনিয়া, তাহার হস্তে দিয়া বলিল, এই কুঠার লইয়া করণ্ডক ভগ্ন কর, কেবল হস্তদ্বারা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে না। সত্বর কার্য্য শেষ কর। এই অবকাশে আমি একবার উপরে যাই, আমার যে দ্রব্যসামগ্রী আছে, ও এতদিন কর্ম্ম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছি, সমুদয় লইয়া আসি। হাঁচেনের ভাবদর্শনে ও বাক্যশ্রবণে, সেই দুরাত্মা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল, এবং প্রদর্শিত করণ্ডক ভাঙ্গিযা, তন্মধ্য হইতে অর্থের নিষ্কাশন করিতে লাগিল। হাঁচেন্, এইরূপে সেই দুরাচারের হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, এবং মুহূর্ত্তমাত্র ইতস্ততঃ ভ্রমণ

করিয়া, নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, নিমিষমধ্যে সেই শয়নাগারের দ্বার একরূপে রুদ্ধ করিল যে, আর সে দুরাত্মার গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উপায় রহিল না।

এইরূপে বটেলরকে গৃহমধ্যে রুদ্ধ করিয়া, হাঁচেন বাটীর বহির্দ্বারে উপস্থিত হইল, এবং লোকসংগ্রহ করিবার নিমিত্ত, কাতরস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে সে দিন সে সময়ে সেখানে ব্যক্তিমাত্র ছিল না, কেবল গৃহস্বামীর পঞ্চমবর্ষীয় পুত্রটি কিঞ্চিৎ দূরে খেলা করিতেছিল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া, তাহার নামগ্রহণ পূর্ব্বক হাঁচেন উচ্চৈঃস্বরে বলিল, তুমি ঐ পথ দিয়া দৌড়িয়া তোমার পিতার নিকটে যাও, এবং তাঁহাকে সত্বর বাটীতে আসিতে বল, নতুবা আমার প্রাণান্ত ও তাঁহার সর্ব্বস্বান্ত হইবে। বালক, তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া দৌড়িয়া পিতার নিকটে চলিল। সে তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া, তদনুযায়ী কার্য্য করিতে গেল, ইহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ অংশে নিশ্চিন্ত হইয়া, হাঁচেন্ দ্বারদেশে উপবিষ্ট হইল, এবং ঈশ্বরের কৃপায়, আজ আমি প্রভুর সম্পত্তিরক্ষা করিতে পারিলাম, এই ভাবিয়া আহ্লাদে অধীর হইয়া, আনন্দাশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল।

কিন্তু, হাঁচেনের এই আনন্দ অধিকক্ষণস্থায়ী হইল না। অতি বিকট তূরীশব্দ তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বটেলর এক সহচরকে সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং এই উপদেশ দিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া আসিয়াছিল যে, আবশ্যক হইলে তূরীশব্দ

দ্বারা যেরূপ সঙ্কেত করিব, তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। সে গৃহ-মধ্যে রুদ্ধ হইয়া এবং হাঁচেন্ বালককে তাহাব পিতার নিকট সংবাদ দিতে পাঠাইল ইহা শুনিতে পাইযা, গৃহ হইতে বহির্গত হইবাব অশেষবিধ চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে না পারিযা, জানালা খুলিয়া তুরীশব্দ দ্বারা স্বীয় সহচবকে সতর্ক করিয়া বলিল, ঐ পথ দিয়া যে বালক দৌডিয়া যাইতেছে, তাহাকে ধর এবং হাঁচেনের প্রাণবধ কর। হাঁচেন্ শুনিযা, চকিত হইযা চাবিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইল না। বালক দ্রুতবেগে দৌডিযা যাইতেছে, কেহ তাহাকে ধরিল না, ইহা অবলোকন করিয়া সে বিবেচনা করিল, দুরাত্মা আমায ভয দেখাইয়া বশীভূত করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা আস্ফালন কবিতেছে। কিন্তু কিয়ৎ দূর গিয়া, বালক এক সেতুব উপব উপস্থিত হইবামাত্র, বটেলরের সহচর সেতুর নিম্ন-দেশ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, বালককে বগলে লইয়া সেই বাটীর দিকে ধাবমান হইল।

এই অতর্কিত নূতন বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া, হাঁচেন্ অত্যন্ত শঙ্কিত ও চিন্তান্বিত হইল, এবং সত্বর বাটীব মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দৃঢরূপে বহির্দ্বার রুদ্ধ করিযা ফেলিল। এই দ্বার ব্যতিরিক্ত বাটীতে প্রবেশ কবিবার আর পথ ছিল না। অনেক-গুলি জানালা ছিল বটে, কিন্তু সে সমস্তই লোহার গরাদ দ্বারা বিলক্ষণরূপে রক্ষিত। সুতরাং দ্বিতীয় দস্যুর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই এই স্থির করিয়া, হাঁচেন্ ভাবিতে

লাগিল, যদি প্রভুর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত ইহাদিগকে এই অবস্থায় রাখিতে পারি, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা ইহাবা আমার প্রাণ-বধ কবে তাহাও স্বীকার, তথাপি প্রাণ থাকিতে প্রভুর সর্ব্বনাশ কবিতে পাবিব না।

হাঁচেন, উদ্বিগ্নচিত্তে উপবিষ্ট হইয়া এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে সেই দুবন্ত দস্যু দ্বাবদেশে উপস্থিত হইল, এবং কুৎসিত কটূক্তিপ্রয়োগ ও অশেষবিধ ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক, হাঁচেন্‌কে সম্বোধন করিযা বলিল, যদি ভাল চাহিস্, দরজা খুলিযা দে, নতুবা আমি দবজা ভাঙ্গিযা প্রবেশ করিব। ঈশ্বরের ইচ্ছায যাহা আছে তাহাই হইবে, হাঁচেন্ এইমাত্র উত্তর দিল। বালক, ভযে অস্থির হইযা ক্রমাগত বিকট চীৎকার কবিতে লাগিল। হাঁচেন্ কোনও ক্রমে দ্বাব উদ্‌ঘাটিত কবিল না দেখিয়া, জানালা হইতে মুখ বাড়াইযা বটেলব স্বীয় সহচরকে বলিল, যদি সে অবিলম্বে দরজা খুলিযা না দেয, তাহাব সমক্ষে ঐ বালকের গলা কাটিয়া ফেল। ঈদৃশ ভয়প্রদর্শন শ্রবণে, হাচেনের হৃৎকম্প ও বুদ্ধিভ্রংশ হইল। তখন সে দ্বার খুলিযা দিয়া, বালকের প্রাণরক্ষা কবিতে উদ্যত হইল। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষণেই বিবেচনা করিল, নিবপরাধ বালকের প্রাণবধ কবায উহাদের কোনও ইষ্টাপত্তি দেখিতেছি না। কিন্তু দ্বার খুলিযা দিলে, আমাব প্রাণবধ ও প্রভুব সর্ব্বনাশ অবধারিত। বিশেষতঃ, দ্বার খুলিয়া দিলে, বালকের প্রাণবধ করিবে না, তাহারই স্থিরতা কি। অতএব আমি কোনও ক্রমে দ্বার খুলিব না, ভাগ্যে যাহা আছে,

তাহাই ঘটিবে। এই স্থির করিয়া, সে উপবিষ্ট রহিল। কিন্তু সেই দস্যু, দরজা খুলিয়া দে, নতুবা বালককে কাটিয়া ফেলি, এবং বাটীতে আগুন লাগাইয়া দি, নিরন্তর এই ভয়প্রদর্শন করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেই দস্যু, বালককে ভূতলে ফেলিয়া, বাটীতে আগুন লাগাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে, অগ্নিপ্রজ্বালনের উপযোগী দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে লাগিল। ঐ বাটীতে একটি মিল্ (১) ছিল। যে গৃহে মিল্ থাকিত, উহার ভিত্তিতে একটি বৃহৎ গর্ত্ত ছিল। ঐ গর্ত্ত দ্বারা মিলের চক্রের উপর যাইতে পারা যায়। দস্যু, সহসা সেই গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া, এবং গর্ত্ত দ্বারা বাটীতে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায় বুঝিতে পারিয়া, অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং বালকের পলায়ননিবারণার্থ তাহার হস্ত-পদবন্ধন পূর্ব্বক, উদ্ভাবিত গর্ত্ত দ্বারা বাটীতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা দেখিতে গেল। বাটীতে ঐরূপ গর্ত্ত আছে, কিংবা তদ্দারা বাটীতে প্রবেশ করিতে পারা যায়, হাঁচেন ইহা অবগত ছিল না, এবং দস্যু ঐ উপায় অবলম্বন করিয়া বাটীতে প্রবেশ করিবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহাও জানিতে পারে নাই, কারণ, সে যেখানে বসিয়াছিল, তথা হইতে ঐ দিক্ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে, এই সময়ে তাহার মনে সহসা এক বিষয় উদিত হইল। সে বিবেচনা করিল, রবিবারের দিন মিল্

(১) যব কলায় প্রভৃতি শস্য বা অন্যবিধ কঠিন দ্রব্য চূর্ণ করিবার যন্ত্র

অবধাবিত বন্ধ থাকে, কেহ কখনও উহা চলিতে দেখে নাই। কিন্তু আজ যদি মিল্ চালাইযা দি, তাহা হইলে প্রতিবেশীরা নিঃসন্দেহ বোধ করিবে, অবশ্যই কোনও অসামান্য ব্যাপার ঘটিযাছে, এবং সেরূপ বোধ হইলে অনেকে এস্থানে উপস্থিত হইতে পারে। আব, প্রভুও দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, এরূপ বিরূপ ঘটনার কারণনির্ণয কবিতে না পাবিযা, ব্যস্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কবিতে পারেন।

এই স্থিব কবিয়া, হাঁচেন মিল্ চালাইতে চলিল। বহু দিন ঐ বাটীতে থাকাতে, সে মিল্ চালাইবার প্রণালী বিলক্ষণ অবগত ছিল, এক্ষণে মিল্ঘরে প্রবেশ করিযা, মুহূর্ত্তের মধ্যে কল চালাইযা দিল। সমুদয যন্ত্র প্রবলবেগে চলিতে আরম্ভ করিল। চক্র ও যন্ত্রেব অপরাপর অবয়ব হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। এই সময়ে, সেই দস্যু অতি কষ্টে গর্ত্ত দ্বারা প্রবেশ কবিয়া, মিলের বৃহৎ চক্রে দণ্ডায়মান হইল, এবং নিতান্ত অনাযত্ত হইয়া, সেই চক্রেব সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। প্রথমতঃ, সে যন্ত্রেব গতি স্থগিত করিবার, তৎপরে ঘূর্ণমান চক্র হইতে অপসৃত হইবাব বিস্তর চেষ্টা পাইল, কিন্তু কোনও ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। তখন সে ভয়ে ও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইযা গেল, এবং প্রতিক্ষণেই প্রাণবিনাশের আশঙ্কা কবিতে লাগিল। অবশেষে, প্রাণবক্ষা বিষযে নিতান্ত হতাশ হইয়া, সে বিকট আর্ত্তনাদ ও উৎকট আত্মভৎ সনা আরব্ধ করিল। হাঁচেন, অসম্ভাবিত আর্ত্তনাদ শ্রবণে চকিত হইয়া,

সত্বরগমনে সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং দেখিল, ইঁদুর যেমন কলে পড়িয়া বিবশ হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে, ঐ দুরন্ত দস্যুর অবিকল সেই অবস্থা ঘটিয়াছে।

হাঁচেন্‌কে উপস্থিত দেখিয়া, দস্যু নিতান্ত কাতরবাক্যে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল, তুমি যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, আমায় প্রাণদান কর, আমি জন্মের মত তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব। হাঁচেন্‌ তাহার প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না, দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে কৌতুক দেখিতে লাগিল। চক্রের সঙ্গে, অবিশ্রামে ঘূর্ণিত হওয়াতে, দস্যু ক্রমে ক্রমে বিচেতন হইল, এবং যন্ত্রের নিম্নভাগে পতিত হইয়া, সেই অবস্থায় ঘুরিতে লাগিল। যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার চেতনা ছিল, সে একবার বিনয়, একবার লোভপ্রদর্শন, একবার বা ভয়প্রদর্শন করিয়া নিরন্তর হাঁচেনের নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিল, তুমি আমায় প্রাণদান কর। সে মনে করিলে, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিয়া, অনায়াসে ঐ দস্যুকে অবতীর্ণ করিতে পারিত, কিন্তু সেরূপ করা তাহার পক্ষে কোনও ক্রমে পরামর্শসিদ্ধ ছিল না, কারণ, বিপদ্‌ হইতে উত্তীর্ণ হইলেই দস্যু পুনরায় নিজমূর্ত্তি ধরিত, তাহার সন্দেহ নাই। হাঁচেন ইহাও জানিত, যন্ত্রে থাকিলে তাহার প্রাণনাশের কোনও আশঙ্কা নাই, কেবল উৎকট ভয়ে সাতিশয় অভিভূত থাকিয়া, আন্তরিক যাতনা ভোগ করিবে। এই সকল কারণে, সে তাহার অবতারণে বিরত রহিল।

অবশেষে, হাঁচেন বহির্দ্বারের কপাটে উৎকট আঘাত শুনিয়া, সত্বরগমনে তথায় উপস্থিত হইল, এবং স্বীয় প্রভুকে প্রত্যাগত দেখিয়া, অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল। গৃহস্বামী সপরিবারে ও সমবেত প্রতিবেশিবর্গ সমভিব্যাহারে বাটীতে প্রবেশ করিলেন। তিনি, রবিবারে মিল চলিতে দেখিয়া, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন, পরে বাটীর বহির্ভাগে পঞ্চমবর্ষীয় বালককে বদ্ধহস্ত বদ্ধপদ, ভূতলে নিক্ষিপ্ত, এবং বহির্দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া, কি সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছিলেন, এজন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইয়া, হাঁচেনকে এই সমস্ত বিরূপ ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসিলেন। সে, সংক্ষেপে সমস্ত বৃত্তান্ত বিদিত করিয়া, মূর্চ্ছিত ও ভূতলে পতিত হইল। গৃহস্বামী, অনেক কষ্টে তাহার চৈতন্যসম্পাদন করিলেন। অনন্তর সকলে মিলঘরে প্রবেশ করিয়া, যন্ত্রের গতি স্থগিত করিলেন। অচেতন দস্যু তন্মধ্য হইতে নিষ্কাশিত হইল। পরে, সকলে গৃহস্বামীর শয়নাগারের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া, রটেলরকে রুদ্ধ করিলেন। উভয়ে তৎক্ষণাৎ রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পিত হইল, এবং অনতিবিলম্বে উৎকট অপরাধের সমুচিত প্রতিফল পাইল। গৃহস্বামী, হাঁচেনের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সবিশেষ অবগত হইয়া, তদীয় অদ্ভুত সাহস, অবিচলিত প্রভুভক্তি ও নিরতিশয় প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দর্শনে মোহিত ও চমৎকৃত হইলেন, এবং এই সমস্ত অসাধারণ গুণের যথোপযুক্ত

পুরস্কারস্বরূপ আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। ইঁহারা অতি দীনের কন্যা। তাহার ভাগ্যে ঈদৃশ সমৃদ্ধিশালী পরিবারে পরিণয় ঘটিবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সে, এক্ষণে আশার অতিরিক্ত ফললাভ করিয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালহরণ করিতে লাগিল।

দয়া ও সৌজন্যের পরাকাষ্ঠা

খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে কোয়েকর নামে এক সম্প্রদায় আছে। ঐ সম্প্রদায়ের লোকদিগের নিয়ম এই, তাঁহারা প্রাণান্তেও অন্যের অনিষ্টাচরণ করেন না, এবং অন্যে তাঁহাদের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইলেও, তাঁহারা রোষের বশবর্ত্তী হইয়া বৈরসাধনে উদ্যত হয়েন না। ইংলণ্ডের অধীশ্বর দ্বিতীয় চার্লসের অধিকারকালে, এক জাহাজ বাণিজ্যার্থে বিনীস্ যাত্রা করিয়াছিল। ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারী কোয়েকর সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী য়ুরোপীয় লোক ও মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী তুরুষ্কজাতি, এ উভয়ের পরস্পর ভয়ানক বিরোধ ও বিদ্বেষ ভাব চলিতেছিল। সুযোগ পাইলে, তাঁহারা পরস্পরের জাহাজ লুণ্ঠন ও তত্রত্য লোকদিগকে রুদ্ধ করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিতেন। পূর্ব্বোক্ত জাহাজ বিনীস্ হইতে প্রতিগমন করিতেছে, পথিমধ্যে তুরুষ্কজাতীয় দস্যুদল আক্রমণ করিয়া,

তত্রত্য লোকদিগকে নিবস্ত্র ও আপনাদিগেব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিযা লইল, এবং দশ জন তুরুষ্কদস্যু, আয়ত্তীকৃত লোকদিগেব দাসরূপে বিক্রয কবিবাব নিমিত্ত, ঐ জাহাজ আফ্রিকায় লইযা চলিল।

পরদিন রজনীতে, অনবধানবশতঃ তুরুষ্কেবা সকলেই এককালে নিদ্রাগত হইয়াছিল। এই সুযোগ দেখিয়া, জাহাজের সহকাবী অধ্যক্ষ তাহাদেব সমস্ত অস্ত্র হস্তগত করিলেন, এবং আপন লোকদিগকে বলিলেন, দেখ, আমি তুরুষ্কদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছি, এক্ষণে উহাবা আমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিযাছে। কিন্তু সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছি, কেহ কোপাবিষ্ট হইযা, উহাদের উপব কোনও প্রকারে অত্যাচার কবিও না। যাবৎ আমবা মাজর্কায না পঁহুছি, তাবৎ উহাদিগকে বশে রাখিব। মাজর্কা দ্বীপ স্পেন্‌দেশীয়দিগের অধিকৃত, এজন্য তিনি ভাবিযাছিলেন, তথায় পঁহুছিলে সকল শঙ্কা দূব হইবে, এবং নির্বিঘ্নে ও সত্বরে স্বদেশে প্রতিগমন করিতে পারিবেন।

রজনী প্রভাত হইল। এক জন তুরুষ্কের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, সে জাহাজের উপরিভাগে গিয়া দেখিল, তাহারা ইংবেজদিগের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছে, জাহাজ মাজর্কা অভিমুখে চালিত হইতেছে, এবং ঐ স্থান এত সন্নিহিত হইয়াছে যে, অল্প সময়ের মধ্যেই জাহাজ তথায উপস্থিত হইবে। স্পেন্‌দেশীয়েবা তুরুষ্কজাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী, যদি উহারা তাহাদের নিকট বিক্রীত হয়, উহাদেব দুরবস্থার একশেষ ঘটিবে। এই ভাবিযা, সে

ব্যক্তি ভয়ে একান্ত অভিভূত হইল, এবং ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে স্বজাতীয়দিগকে জাগরিত করিয়া, উপস্থিত বিপদের বিষয় তাহাদের গোচর করিল। সকলেই ভয়ে ম্রিয়মাণ ও কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, তুরুষ্কেরা জাহাজের অধ্যক্ষ ও তদীয় সহকারীর নিকট উপস্থিত হইল, এবং অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কাতর বচনে বলিতে লাগিল, আমরা তোমাদিগকে আপন বশে আনিয়া, দাসরূপে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছিলাম। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় আমরা এক্ষণে তোমাদের সম্পূর্ণ বশে আসিয়াছি। এখন তোমরা আমাদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবে, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, তোমাদের নিকট একমাত্র প্রার্থনা এই, আমাদিগকে স্পেন্‌দেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিও না। তাহারা অত্যন্ত নির্দ্দয় ও তুরুষ্ক-জাতির অত্যন্ত বিদ্বেষী, তাহাদের হস্তগত হইলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। অধ্যক্ষ ও সহকারী, তাহাদের এই প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন, তোমরা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হও, আমরা অঙ্গীকার করিতেছি, তোমাদের প্রাণহিংসা বা স্বাধীনতার উচ্ছেদ করিব না। অনন্তর তাঁহারা তাহাদিগকে জাহাজের অভ্যন্তরভাগে লুকাইয়া থাকিতে বলিলেন, এবং আপন লোকদিগকে সবিশেষ সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন, যতক্ষণ মাজর্কার বন্দরে জাহাজ থাকিবে, আমাদের সঙ্গে তুরুষ্কজাতীয় লোক আছে, ইহা কোনও মতে প্রকাশ না হয়। তুরুষ্কেরা,

তাঁহাদেব দয়া ও সৌজন্যের একশেষ দর্শনে নিরতিশয প্রীত হইযা, আন্তরিক ভক্তিসহকারে অশেষপ্রকারে সাধুবাদপ্রদান করিতে লাগিল।

অল্প সময়ের মধ্যেই, জাহাজ মাজর্কার বন্দরে উপস্থিত হইল। সেই স্থানে আব একখানি ইংলণ্ডীয জাহাজ ছিল। উহার অধ্যক্ষ, এই জাহাজে আসিযা কথোপকথন কবিতে লাগিলেন। কথায কথায, অধ্যক্ষ ও তদীয সহকাবী তাঁহার নিকট তুরুষ্কদিগেব বৃত্তান্ত ব্যক্ত কবিয়া বলিলেন, আমরা উহাদিগকে বিক্রয কবিব না, স্থিব করিযাছি, আফ্রিকাব কোনও নিরাপদ্ স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিব। তিনি তাঁহাদের দযা ও সৌজন্যের বিষয় অবগত হইয়া হাসিতে লাগিলেন, এবং বলিলেন, যদি আপনারা উহাদিগকে বিক্রয কবেন, প্রত্যেক ব্যক্তিতে দ্বাত্রিংশৎ শত মুদ্রা পাইতে পারেন। তাঁহাবা বলিলেন, যদি আমরা এই দ্বীপেব সম্পূর্ণ আধিপত্য পাই, তথাপি উহাদিগকে বিক্রয় করিব না।

কিযৎ ক্ষণ কথোপকথনেব পব, অপর জাহাজের অধ্যক্ষ প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানকালে তাঁহাবা তাঁহাকে এই অঙ্গীকাব করাইলেন, আপনি তুরুষ্কদিগেব বিষয় কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কিন্তু তিনি সেই অঙ্গীকারের প্রতিপালন না করিয়া স্পেনদেশীয়দিগের নিকট সবিশেষ সমুদয ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা শুনিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে পারি, ঐ জাহাজ হইতে তুরুষ্কদিগকে লইযা আসিব। অধ্যক্ষ ও

তাঁহার সহকারী, এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হইবামাত্র জাহাজ খুলিয়া দিলেন। স্পেনদেশীযেরাও ঐ জাহাজ ধরিবার জন্য, আপনাদেব এক জাহাজ খুলিযা দিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডীয় জাহাজ ধবিতে পারিলেন না।

এইরূপে পলায়ন করিযা, তাঁহারা ক্রমাগত নয দিন ভূমধ্যসাগবে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু, কিরূপে তুরুষ্কদিগেব পরিত্রাণ কবিবেন, স্থিব কবিতে পাবিলেন না। যাহা হউক, ইহা অবধারিত কবিযা রাখিযাছিলেন, তাহাদিগকে কোনও মতে খৃষ্টীযদিগের অধিকারে অবতীর্ণ করিয়া দিবেন না। একদা, তুরুষ্কেরা ইঙ্গরেজদিগকে আপন বশে আনিবার নিমিত্ত উদ্যম করিযাছিল, কিন্তু অধ্যক্ষ ও সহকারীব সতর্কতা প্রযুক্ত কৃতকার্য্য হইতে পাবিল না। ইহাতে কোযেকব্দিগের অন্তঃকবণে তাহাদের প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিব উদয হইল না, তাঁহাদের দয়া ও সৌজন্য পূর্ব্ববৎ অবিচলিতই রহিল।

এই সমযে জাহাজের কর্ম্মচারীরা সাতিশয বিরাগ ও অসন্তোষ প্রদর্শিত করিয়া, অধ্যক্ষদিগকে বলিতে লাগিল, আমরা আপনাদেব আজ্ঞানুবর্ত্তী বলিযা, আমাদিগকে বিপদে ফেলা আপনাদের উচিত নহে। কি আশ্চর্য্য! আপনারা আমাদের অপেক্ষা তুরুষ্কদিগেব জীবন ও স্বাধীনতার রক্ষার নিমিত্ত অধিক ব্যগ্র হইয়াছেন। এই প্রদেশে তুরুষ্কদিগের জাহাজ সতত যাতায়াত করে, সুতরাং আমাদিগকে ত্বরায় তুরুষ্কদিগের হস্তে পডিতে হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অধ্যক্ষ ও

সহকারী, অনেক বুঝাইয়া তাহাদের অসন্তোষ নিবারণ করিলেন।

পরিশেষে জাহাজ বার্বরি উপকূলে উপস্থিত হইলে, তুরুষ্কদিগকে তথায় অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া অবধারিত হইল। ঐ স্থান মুসলমানদের অধিকৃত। এক্ষণে এই বিচার উপস্থিত হইল, কিরূপে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দেওয়া যায়। যদি বোটে পাঠাইয়া দেওয়া যায়, উহারা অস্ত্রসংগ্রহ পূর্ব্বক আসিয়া, জাহাজ আক্রমণ ও অধিকার করিতে পারে। যদি দুই চারি জন নাবিক সঙ্গে দিয়া পাঠান যায়, উহারা তাহাদের প্রাণ-বিনাশ করিতে পারে। যদি দুই ভাগ করিয়া দুইবারে পাঠান যায়, যাহারা প্রথম তীরে অবতীর্ণ হইবে, তাহারা লোকসংগ্রহ করিয়া আমাদের উপর অত্যাচার করিতে পারে।

এইরূপে কিয়ৎক্ষণ বিবেচনার পর, সহকারী অধ্যক্ষ বলিলেন, আমি দুই তিন জন লোক সঙ্গে লইয়া, এককালে সকলকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া আসিতেছি। অধ্যক্ষ সম্মতি-প্রদান করিলে, সহকারী নির্ব্বিরোধে ও নিরুদ্বেগে উহাদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া দিলেন। তুরুষ্কেরা, তাঁহাদের যার পর নাই সদয় ও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে মোহিত হইয়াছিল, এক্ষণে তীরস্থ হইয়া আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল, এবং কৃতজ্ঞতা-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে বলিল, আপনারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক, আমাদের সঙ্গে ঐ গ্রাম পর্য্যন্ত চলুন, আমরা আপনাদের যথোচিত সমাদর ও পরিচর্য্যা করিব। আপনারা আমাদের প্রতি যেরূপ

ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা যাবজ্জীবন তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না। যাহা হউক, সহকারী তাহাদের প্রার্থনানুযায়ী কার্য্য না করিয়া, অবিলম্বে জাহাজে প্রতিগমন করিলেন।

অনুকূলবায়ুবশে তাঁহাদের জাহাজ অনতিবিলম্বে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইল। তুরুষ্কদস্যুসংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত, অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইল। কোয়েকরদিগের সদয় ব্যবহার শ্রবণে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বস্তুতঃ, এই বৃত্তান্ত শ্রবণে সর্ব্বসাধারণের অন্তঃকরণে এমন অসাধারণ কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল যে, যাহারা বিপক্ষের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে পারে, তাহারা কিরূপ মনুষ্য, ইহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত, ইংলণ্ডেশ্বর স্বয়ং স্বীয় সহোদর ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক সমভিব্যাহারে, সেই জাহাজে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদের মুখে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে, তিনি সহকারী অধ্যক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, তুরুষ্কদিগকে আমার নিকটে আনা তোমার উচিত ছিল। সহকারী বলিলেন, আমি তাহাদিগকে স্বদেশে পঁহুছাইয়া দেওয়া, তাহাদের পক্ষে অধিকতর শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলাম।

যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ

জর্ম্মন্ সাগরের উপকূলে এক সমৃদ্ধিশালী জনপদ আছে। কিছু কাল পূর্ব্বে, ঐ জনপদে সাবিনস নামে এক যুবক ছিলেন। এই

যুবক সমৃদ্ধবংশসম্ভূত। তিনি যেরূপ অসাধারণগুণসম্পন্ন ছিলেন, সচরাচর সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার প্রতিবেশিনী অলিন্দানাম্নী এক কামিনী অলৌকিকরূপলাবণ্যপূর্ণা ও অসামান্যগুণসম্পন্না ছিলেন। ক্রমে ক্রমে, উভয়েরই অন্তঃকরণে প্রণয়সঞ্চার হইলে, সাবিনস্ যথানিয়মে অলিন্দার পাণিগ্রহণ করিলেন। এইরূপে দম্পতিভাবে সম্বদ্ধ হইয়া, উভয়ে মনের সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সুখসম্ভোগে কালহরণ করা অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। অন্যশুভদ্বেষিণী ঈর্ষ্যা, কিয়ৎ কালের নিমিত্ত তাঁহাদের সুখে কালহরণ করিবার দুরতিক্রম প্রত্যূহ হইয়া উঠিল। ঐ স্থানে এরিয়ানানাম্নী অপর এক কামিনী ছিলেন। তাঁহার সহিত সাবিনসের সন্নিহিতকুটুম্বসম্বন্ধ ছিল। এরিয়ানা বিলক্ষণ সুরূপা, সাতিশয় সমৃদ্ধিশালিনী, স্বভাবতঃ প্রফুল্লহৃদয়া, সদ্বিবেচনাপূর্ণ ও দয়াদাক্ষিণ্যাদিসদ্‌গুণসম্পন্না ছিলেন। তাহার একান্ত বাসনা ছিল, সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইয়া সুখে কালযাপন করিবেন। কিন্তু সাবিনস্, অলিন্দার পাণিগ্রহণ করাতে, তাঁহার সে বাসনা বিফল হইয়া গেল। তদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় ঈর্ষ্যাকলুষিত ও বিদ্বেষদূষিত হইল। ঈর্ষ্যার কি অনির্বচনীয় মহিমা! তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্লহৃদয়তা ও দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণ অন্তর্হিত হইল। তিনি ঈর্ষ্যার বশীভূত ও বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া, অনবরত এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিরূপে তাঁহাদের অনিষ্টসাধন করিতে পারিবেন, এবং

কিরূপেই বা তাঁহাদের বিয়োগসংঘটন করিয়া দিবেন। উভয়ের মধ্যে অলিন্দার উপরেই তাঁহার সমধিক আক্রোশ জন্মিয়াছিল। কারণ, অলিন্দা না থাকিলে তাঁহার সাবিনসের সহিত পরিণয়-সংঘটনের আর কোনও প্রতিবন্ধক ছিল না।

কিছুদিন পরেই, এরিয়ানার মনস্কামনা পূর্ণ হইবার বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া, অপর এক ব্যক্তির সহিত সাবিনসের বিবাদ চলিতেছিল। ঐ বিবাদে তাঁহার পরাজয়ের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না। দৈববিড়ম্বনায় উহার একরূপে নিষ্পত্তি হইল যে, সাবিনসের সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেল। এতদিন তিনি বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তি বলিয়া গণনীয় ছিলেন, এক্ষণে একবারে নিতান্ত নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন। এরিয়ানার যে তাঁহার উপর মর্ম্মান্তিক রোষ ও দ্বেষ জন্মিয়াছিল, এপর্য্যন্ত তিনি তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, এরিয়ানা তাঁহার অতি আত্মীয়, এজন্য এই দুঃসময়ে তাঁহার নিকট আনুকূল্যপ্রার্থনা করিলেন। এরিয়ানা আনুকূল্যপ্রদানে সম্মত হইলেন না। তদ্দর্শনে সাবিনস্ বিস্তর অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করিলেন। তখন এরিয়ানা বলিলেন, তুমি যদি আমার মতানুসারে চল, এবং আমি যে প্রস্তাব করিব তাহাতে সম্মত হও, তাহা হইলে আমি তোমার হস্তে সর্ব্বস্বসমর্পণ করিব, এবং যাবজ্জীবন তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চলিব। আমার প্রস্তাব এই, তুমি অদ্যাবধি অলিন্দার সংস্রব পরিত্যাগ কর।

সর্ব্বস্বান্ত হওয়াতে, সাবিনস যার পর নাই দুরবস্থায়

পড়িয়াছিলেন, যথার্থ বটে, কিন্তু তিনি সুশীল, সচ্চরিত্র, সদ্বিবেচক ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, এবং অলিন্দাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তিনি অর্থলোভে পত্নীপরিত্যাগে সম্মত হইবার লোক ছিলেন না, এজন্য ঘৃণা ও রোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, এরিয়ানার প্রস্তাবে অমত ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। এরিয়ানা তাহাতে অবমানিত বিবেচনা করিয়া, যৎপরোনাস্তি কুপিত হইলেন, এবং তদবধি সাবিনসের সহধর্ম্মিণী হইবার প্রত্যাশায় বিসর্জ্জন দিয়া, যাহাতে তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করিতে পারেন, সর্ব্বপ্রযত্নে তাহারই চেষ্টা ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে সাবিনসের পিতা, এরিয়ানার পিতার নিকট ঋণগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহার পরিশোধ করিয়া যান নাই। ইতঃপূর্ব্বে সে বিষয়ের কোনও উল্লেখ ছিল না। কি এরিয়ানা, কি সাবিনস্, কেহই এ পর্য্যন্ত ঐ ঋণের বিষয় কিছু-মাত্র অবগত ছিলেন না। সদ্ভাব থাকিলে, এরিয়ানা কদাচ ঐ ঋণের আদায়ের চেষ্টা পাইতেন না। কিন্তু, এক্ষণে উল্লিখিত ঋণের সন্ধান পাইয়া, তিনি বিচারালয়ে সাবিনসের নামে অভি-যোগ উপস্থিত করিলেন। সাবিনস্, ঋণপরিশোধে অসমর্থ হওয়াতে, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রেয়সী অলিন্দা, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহার সহিত কারাগারে প্রবেশ করিলেন।

এরূপ অবস্থায় অনেকেরই চিত্তবৈকল্য ও বুদ্ধিবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, এবং সাতিশয় সুখসম্ভোগের অবস্থায় সহসা দুঃসহ ক্লেশভোগ ঘটিলে, প্রায় সকলেই শোকাকুল ও ম্রিয়মাণ

হয়। কিন্তু সাবিনস ও অলিন্দা, সচ্ছন্দচিত্তে ও অবিচলিত সদ্ভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন, একদিন, একক্ষণের জন্য তাঁহাদের বিষাদ বা অসন্তোষের লক্ষণ ঘটে নাই। উভয়েই উভয়কে সুখী ও সচ্ছন্দচিত্ত কবিবাব নিমিত্ত, প্রাণপণে যত্ন ও প্রযাস করিতেন। কখনও কখনও সাবিনস্, অলিন্দাব কষ্ট-দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু অলিন্দা বলিতেন, অয়ি নাথ, তুমি অকাবণে আক্ষেপ করিতেছ কেন? যদি আমি তোমাব সহবাসসুখে বঞ্চিত না হই, তাহা হইলে যত দুরবস্থা ঘটুক না কেন, আমি অণুমাত্র অসুখবোধ করিব না। যতদিন আমার এরূপ বিশ্বাস থাকিবে, আমার উপব তোমার স্নেহের ও অনুরাগের বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই, ততদিন কোনও কাবণেই আমার চিত্তবৈকল্য বা কষ্টবোধ হইবে না, এবং যত দিন তোমার প্রেয়সী বলিযা আমাব অভিমান থাকিবে, ততদিন সম্পত্তিনাশ, বন্ধুবিচ্ছেদ বা অন্যবিধ কোনও কারণে আমি কিছুমাত্র দুঃখবোধ করিব না। অলিন্দার এইরূপ বাক্যবিন্যাস শ্রবণে মোহিত ও পুলকিত হইয়া, সাবিনস্ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

সর্ব্বস্বান্ত ঘটিবার পরেও, তাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ যাহা সংস্থান ছিল, কিছুদিনের মধ্যেই তাহা নিঃশেষিত হইল, সুতরাং সকল বিষয়েই তাঁহাদের দুঃখের একশেষ ঘটিল। তাঁহারা তাহাতে অণুমাত্র বিষাদ বা অসন্তোষপ্রদর্শন করিলেন না। অল্পদিন হইল, তাঁহাদের যে সন্তান জন্মিয়াছিল, সেইটিকে অবলম্বন করিয়া,

তাঁহারা নিরুদ্বেগচিত্তে কালহরণ করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এই সময়ে তাঁহাদের দুঃখের অবধি ছিল না, এবং কত কালে সেই দুঃখের অবসান হইবে, তাহারও স্থিরতা ছিল না।

একদিন অপরাহ্ণসময়ে, তাঁহাদের পুত্রটি ক্রীড়া করিতেছে, এবং তাঁহারা উভয়ে প্রফুল্লচিত্তে ও উৎসুকনয়নে, তাহার ক্রীড়ানিরীক্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে, সহসা এক ব্যক্তি তাঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইল, এবং অনুচ্চস্বরে তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিল, অদ্য দুই দিবস হইল এরিযানার মৃত্যু হইয়াছে, মৃত্যুকালে তিনি বিনিযোগপত্র দ্বারা, আপন সর্ব্বস্ব এক আত্মীয় ব্যক্তিকে দান করিয়া গিয়াছেন। ঐ আত্মীয় ব্যক্তি এক্ষণে উপস্থিত নাই, কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে আছেন। কিঞ্চিৎ ব্যয় করিলে, ঐ বিনিযোগপত্র অনায়াসে আপনাদের হস্তগত ও অগ্নিসাৎ হইতে পারে, তাহা হইলে আপনারা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারেন, কারণ, ঐ বিনিযোগপত্রের অসদ্ভাব ঘটিলে, আপনারাই সর্ব্বাগ্রে অধিকারী।

সাবিনস্‌ ও অলিন্দা, এই ধর্ম্মবিদ্বিষ্ট প্রস্তাব শ্রবণগোচর করিয়া, যৎপরোনাস্তি ঘৃণাপ্রদর্শন করিলেন, সাতিশয় অসন্তোষ ও রোষ প্রদর্শন পূর্ব্বক, প্রস্তাবকারীকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, এবং এরিয়ানার মৃত্যুসংবাদশ্রবণে সাতিশয শোকাকুল হইয়া, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। বস্তুতঃ, এরিয়ানার মৃত্যু হয় নাই, তিনি, সাবিনস্‌ ও অলিন্দার মনের ভাবপরীক্ষার্থে, ছলনা করিয়া ঐ লোককে ঐরূপ বলিতে

পাঠাইয়া দেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ইহারা যেরূপ দুরবস্থায় পড়িয়াছে, এই প্রস্তাব শুনিলে অবশ্য তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সম্মত হইবে। বিশেষতঃ, আমা হইতে তাহাদের কারাবাস ঘটিয়াছে, সুতরাং আমার মৃত্যু শুনিলে, নিঃসন্দেহ তাহাদের আহ্লাদ জন্মিবে। তিনি, পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং স্বকর্ণে ও তাঁহার প্রেরিত প্রতিনিবৃত্ত লোকের মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি জন্মিল, এবং যে বিদ্বেষবুদ্ধির অধীন হইয়া এতদিন তাঁহাদিগকে কষ্ট দিয়াছিলেন, তাহা এককালে অন্তর্হিত হইল। এরূপ সুশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগকে অকারণে অবমানিত করিয়াছি, ও যারপরনাই কষ্ট দিয়াছি, ইহা ভাবিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইলেন।

তখন এরিয়ানার হৃদয়ে স্বভাবসিদ্ধ দয়াদাক্ষিণ্যপ্রভৃতি সদ্গুণসমুদয় পুনরায় আবির্ভূত হইল। তিনি, অশ্রুপূর্ণলোচনে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, আকুলবচনে পূর্ব্বকৃত নৃশংস আচরণের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন, এবং উভয়কেই স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া, প্রবলবেগে বাষ্পবারিবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সাবিনস্ ও অলিন্দা সেই দিবসেই কারামুক্ত হইলেন। এরিয়ানা, বিনিয়োগপত্র দ্বারা তাঁহাদিগকে স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিলেন, এবং যাহাতে তাঁহারা আপাততঃ সুখে ও সচ্ছন্দে কালযাপন

করিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহারা এইরূপে সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরেই এরিয়ানার মৃত্যু হইল। অন্তিম সময়ে তিনি এই কথা বলিয়া যান যে, ধর্ম্মপথে থাকিলে অবশ্যই সুখ, সম্পত্তি ও সৌভাগ্যলাভ ঘটে, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে যদিও কোনও কারণে আপাততঃ কষ্টভোগ করিতে হয়, কিন্তু যদি তিনি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত না হন, চরমে জয়লাভ স্থির সিদ্ধান্ত।

অকৃত্রিম প্রণয়

দুই যুরোপীয় ব্যক্তি, দৈবঘটনায় আল্‌জিয়র্স্‌ প্রদেশে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইযাছিল। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি স্পানিয়ার্ড্‌, তাহার নাম এণ্টোনিয, অপর ব্যক্তি ফরাসি, তাহার নাম রজব্‌। তাহারা উভয়ে একস্থানে কর্ম্ম ও একসঙ্গে আহারাদি ও অবস্থিতি করিত। ক্রমে ক্রমে পরস্পর প্রণয় জন্মিলে, নিশ্চিন্তসময়ে একত্র বসিয়া উভয়ে দুঃখের কথা কহিত। এইরূপে পরস্পরের নিকট স্ব স্ব মনোদুঃখের বর্ণন করিয়া, তাহাদের দাসত্বনিবন্ধন অসহ্য যন্ত্রণার অনেক লাঘব বোধ হইত। যাহা হউক, জন্মভূমি, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, স্বজন প্রভৃতি বিরহিত ও দূরদেশে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া, পশুর ন্যায় পরি-শ্রম করা নিরতিশয় কষ্টপ্রদ, সে কষ্ট সহ্য করিয়া কালযাপন করা সহজ ব্যাপার নহে।

সমুদ্রের তীরবর্ত্তী এক পর্ব্বতের উপর দিয়া যে পথ প্রস্তুত হইতেছিল, তাহারা উভয়ে একদিন ঐ পথে কর্ম্ম করিতেছে, এমন সময়ে এণ্টোনিয়, সহসা কর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া সমুদ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সহচরকে বলিল, এই অর্ণবের অপর পারে আমার যাবতীয় অভিলষিত পদার্থ আছে, প্রতিক্ষণেই আমার বোধ হয়। যেন আমি এক একবার দেখিতে পাইতেছি, আমাব স্ত্রী ও সন্তানেরা সমুদ্রের তীরে আসিয়া, একদৃষ্টিতে এই দিকে চাহিযা রহিযাছে, এবং আমার মৃত্যু হইযাছে ভাবিযা, অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত করিতেছে, আমার ইচ্ছা হয়, সন্তরণ দ্বারা এই জলরাশি অতিক্রম করিযা, তাহাদের নিকটে যাই। ফলতঃ সেই দিন অবধি এণ্টোনিয যখন যখন সেই স্থলে কর্ম্ম করিতে যাইত, সমুদ্রে দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তাহাব অন্তঃকরণে ঐরূপ ভাবের আবির্ভাব হইত।

একদিন, কর্ম্ম করিতে কবিতে এণ্টোনিয় ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া রজর্‌কে বলিল, সখে, বোধ হয় এতদিনের পর আমাদের দুঃখের অবসান হইল। রজব্ বলিল, কিরূপে? এণ্টোনিয় বলিল, ঐ দেখ, একখান জাহাজ নঙ্গর করিযা রহিয়াছে, উহা এখান হইতে দুই তিন ক্রোশের অধিক নহে। এস, আমরা এই পর্ব্বতের উপবিভাগ হইতে ঝাঁপ দিয়া সমুদ্রে পড়ি, এবং সাঁতারিয়া গিয়া ঐ জাহাজে উঠি। যদি এই চেষ্টায কৃতকার্য্য না হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়, তাহা, একপে দাসত্ব করা অপেক্ষা সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর।

এই কথা শুনিয়া রজর্ বলিল, যদি তুমি এইরূপে আপনার পরিত্রাণ করিতে পার, আমি তাহাতে আহ্লাদিত আছি। তবে তোমার সহিত আমার যে প্রণয় জন্মিয়াছে, কলেবরে প্রাণসঞ্চার থাকিতে সে প্রণয়েব অপনযন হইবে না, সুতরাং তোমার বিরহে আমায আরও অধিক যন্ত্রণাভোগ করিতে হইবে। সে যাহা হউক, আমি তোমার নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি এই বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া নিরাপদে দেশে যাইতে পার, আমার পিতার অন্বেষণ করিও। তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, যদি পুত্রশোকে অদ্যাপি জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বলিবে—

এই পর্য্যন্ত বলিবামাত্র, এণ্টোনিয় তাহার কথা স্থগিত করিয়া বলিল, তুমি কি মনে করিযাছ, আমি তোমায় এই অবস্থায রাখিয়া, একাকী এখান হইতে যাইব? তাহা কখনই হইবে না। তোমায় আমায় অভেদশরীর, হয় দুই জনেই নিস্তার পাইব, নয় দুই জনেই প্রাণত্যাগ করিব।

এণ্টোনিয়ের কথা শুনিয়া রজব বলিল, সখে, তুমি যাহা বলিতেছ, যথার্থ বটে, কিন্তু আমি সন্তরণ জানি না, কিরূপে তোমার সঙ্গে দুস্তর সলিলবাশি অতিক্রম করিয়া জাহাজে যাইব। এণ্টোনিয় বলিল, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। তুমি আমার কটিবন্ধ ধরিযা থাকিবে, আমার শরীরে প্রভূত সামর্থ্য ও সন্তরণে বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে, আমি অনায়াসে তোমায় লইয়া জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারিব। রজব বলিল, এণ্টোনিয়, ও কল্পনায় কোনও ফলোদয় হইবে না, হয় আমি,

ভয়ে অভিভূত হইয়া তোমার কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিব, নয় টানাটানি করিয়া তোমাকেও জলমগ্ন করিব, অতএব ও কথায় আর কাজ নাই। বলিতে কি, তোমার প্রস্তাব শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইতেছে। আমার কথা শুন, আমার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে, তুমি আত্মরক্ষার উপায় দেখ। আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না, এস, তোমায় শেষ আলিঙ্গন করি। এই বলিয়া রজব, অশ্রুপূর্ণলোচনে এণ্টোনিয়কে আলিঙ্গন করিল। তখন এণ্টোনিয় বলিল, বয়স্য, রোদন করিতেছ কেন? এ অশ্রুবিসর্জ্জনের সময় নয়। উপায়চিন্তনে বিরত অথবা উপস্থিত উপায়ের অবলম্বনে বিমুখ হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করা নারীর কর্ম্ম, এরূপ আচরণ করা পুরুষের ধর্ম্ম নহে। অতএব সাহস অবলম্বন কর, আর বাধা দিও না। যদি আর বিলম্ব কর, উভয়েই মারা পড়িব, পরে আর এরূপ সুযোগ ঘটিবে না। আমি তোমায় শেষ কথা বলিতেছি, যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, আমি এই মুহূর্ত্তে তোমার সমক্ষে আত্মঘাতী হইব।

এণ্টোনিয় এই কথা বলিয়া, স্বীয় প্রিয় বয়স্যের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই, তাহাকে ধাক্কা দিয়া সমুদ্রে ফেলিল, এবং স্বয়ং তাহার অনুবর্ত্তী হইল। রজব, সমুদ্রে পতিত হইবামাত্র, ভয়ে বিহ্বল হইয়া জীবনের আশায় বিসর্জ্জন দিয়াছিল। কিন্তু এণ্টোনিয় তাহাকে আশ্বাস ও সাহস প্রদান করিয়া, অনেক কষ্টে স্বীয় কটিবন্ধধারণে সম্মত করিল, এবং পাছে রজব

কটিবন্ধ ছাড়িয়া দেয়, এই আশঙ্কায় বারংবার তাহার দিকে সোৎকণ্ঠ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, সেই জাহাজকে লক্ষ্য করিয়া, বিলক্ষণ বলপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া চলিল। এই সময়ে এণ্টোনিয় যাদৃশ উৎকণ্ঠাসহকারে রজবের দিকে দৃষ্টিসঞ্চারণ করিতে লাগিল, বোধ করি, জননীও পুত্রের বিপৎকালে তাদৃশ উৎকণ্ঠাপ্রদর্শন করেন না।

যাহারা জাহাজে ছিল, তাহারা, দুই জনের গিরিশিখর হইতে সমুদ্রে পতন দেখিতে পাইয়াছিল। কিন্তু কি উদ্দেশে উহারা এরূপ অসংসাহসিকের কর্ম্ম করিল, তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া, তাহারা নানা বিতর্ক করিতেছে, এমন সময়ে দেখিতে পাইল, একখান নৌকা উহাদের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইয়াছে। যাহাদের উপর দাসবর্গের তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহারা উহাদের দুই জনকে এইরূপে পলায়ন করিতে দেখিয়া, ধরিবার নিমিত্ত ঐ নৌকা লইয়া আসিতেছিল। রজব সর্ব্বাগ্রে ঐ নৌকা দেখিতে পাইল, এবং বুঝিতে পারিল, ইহা নিঃসন্দেহ তাহা-দিগকে ধরিবার নিমিত্ত আসিতেছে। আর, সে ইহাও বুঝিতে পারিল, এণ্টোনিয়, বহুক্ষণ বলপূর্ব্বক সন্তরণ করিয়া, ক্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছে। তখন সে সাতিশয় কাতর হইয়া বলিল, বয়স্য এণ্টোনিয়, একখান নৌকা আমাদের অনুসরণ করিতেছে। তুমি একাকী হইলে, ঐ নৌকা আমাদিগকে ধরিবার পূর্ব্বে, অনায়াসে জাহাজে পঁহুছিতে পার, আমি কেবল তোমার গতি-প্রতিরোধ করিতেছি। তুমি আমার আশায় বিসর্জ্জন দিয়া,

আত্মরক্ষার উপায় দেখ, নতুবা দুই জনেই ধৃত ও পুনরায় তীরে নীত হইব।

এই বলিযা রজব, এণ্টোনিয়ের কটিবন্ধ ছাড়িয়া দিল, এবং তৎক্ষণাৎ জলমগ্ন হইল। অকৃত্রিম প্রণয়ের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব। এণ্টোনিয়, রজবকে কটিবন্ধপরিত্যাগপূর্ব্বক জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, তাহাকে তুলিবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ জলে প্রবিষ্ট হইল। কিয়ৎক্ষণ, উভয়েই অলক্ষিত হইযা রহিল।

নৌকার লোকেরা, উহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কোন দিকে যাইতে হইবে স্থির করিতে না পারিয়া, কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া রহিল। জাহাজের লোকেরাও, কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে ও অবিচলিতনয়নে, এই অদ্ভুত ব্যাপারের অবলোকন করিতেছিল। তাহারা, দুই জনকে জলমগ্ন হইতে দেখিয়া, উহাদেব উদ্দেশের নিমিত্ত একখান বোট খুলিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া বোটের লোকেরা দেখিতে পাইল, এণ্টোনিয়, এক হস্তে রজবকে ধরিয়া আছে, অপর হস্ত দ্বারা বোটের নিকট আসিবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে। নাবিকেরা তদ্দর্শনে কারুণ্যরসে পরিপূর্ণ হইয়া, যৎপরোনাস্তি বলপূর্ব্বক ক্ষেপণী চালিত করিয়া তাহাদের নিকটে উপস্থিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ উভয়কে বোটে উঠাইয়া লইল।

এই সময়ে, এণ্টোনিয় এরূপ নির্ব্বীর্য্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে, উভয়ে নিঃসন্দেহ জলমগ্ন হইত। তোমরা আমার বন্ধুর প্রাণরক্ষা কর, এইমাত্র বলিয়া সে অচেতন

হইল। বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। বোটে উঠাইবার সময় রজব অচেতন ছিল। সে, কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিল, এবং এণ্টোনিযকে মৃত্যুলক্ষণাক্রান্ত পতিত দেখিয়া, শোকে একান্ত বিকলচিত্ত হইল, হায়! কি সর্ব্বনাশ ঘটিল! বলিয়া, এণ্টোনিয়ের অচেতন কলেবর আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুজলে ভাসাইযা দিল, এবং নিতান্ত অধীর হইয়া, আকুলবচনে বলিতে লাগিল, বয়স্য, আমিই তোমার প্রাণবধ করিলাম। তুমি যে আমার দাসত্বমোচন ও প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত এত যত্ন ও এত আয়াস করিতেছিলে, আমা হইতে তাহার এই পুরস্কার পাইলে! আমি অতি নৃশংস ও নরাধম, নতুবা এখন পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছি কেন! তোমার প্রাণবিয়োগ দেখিযা কি আমায় প্রাণধারণ করিতে হয়! তোমায় হারাইয়া, আমি প্রাণধারণের কোনও ফল দেখিতেছি না।

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া, সে সহসা দণ্ডায়মান হইল, এবং যদি নাবিকেরা বলপূর্ব্বক নিবারণ না করিত, তাহা হইলে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিত। নাবিকেরা নিবারণ করাতে, সে যৎপরোনাস্তি বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিল, কেন তোমরা আমায় নিবারণ করিতেছ। আমি এরূপ বন্ধুর বিরহে, কখনই প্রাণধারণ করিতে পারিব না। আমার জন্যই উঁহার প্রাণনাশ ঘটিয়াছে। অনন্তর এণ্টোনিয়ের শরীরের উপর পতিত হইয়া সে বলিতে লাগিল, এণ্টোনিয়, আমি অবশ্যই তোমার অনুগামী হইব, কেহই আমায় নিবারণ

করিয়া রাখিতে পারিবে না। অহে নাবিকগণ, তোমাদিগকে ঈশ্বরের দোহাই, তোমরা আমায় আর নিবারণ করিও না। আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমায় প্রাণাধিক বন্ধুর অনুগামী হইতে দাও।

সৌভাগ্যক্রমে কিয়ৎক্ষণ পবে এণ্টোনিয এক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। তদ্দর্শনে বজব, আহ্লাদে অধীর হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, আমার বন্ধু জীবিত আছেন, আমার বন্ধু জীবিত আছেন, জগদীশ্বরের কৃপায এখনও উঁহাব প্রাণত্যাগ হয় নাই। নাবিকেরা তাহার চৈতন্যসম্পাদনের নিমিত্ত যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া, এণ্টোনিয় স্বীয় প্রিয বযস্যের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিল, বজব, আমি তোমার প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছি, এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দাও। রজব, এণ্টোনিয়ের চেতনা-সঞ্চার ও নয়নোন্মীলন দর্শনে এবং অমৃতায়মান বাক্য শ্রবণে, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইল। তদীয় নয়নযুগল হইতে প্রবল-বেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে, সেই বোট জাহাজের নিকটে উপস্থিত হইল। জাহাজস্থিত লোকেরা, নাবিকদিগের মুখে সবিশেষ সমস্ত শ্রবণ করিয়া, কারুণ্যবসে পরিপূর্ণ হইল, এবং তাহাদের প্রতি সাতিশয় স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন কবিতে লাগিল। ঐ জাহাজ মালাকাপ্রদেশে যাইতেছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের দুই বন্ধুকে সেই স্থানে অবতীর্ণ করিয়া দিল। তাহারা

আন্তরিক কৃতজ্ঞতাসহকারে তদীয় দয়া ও সৌজন্যের উল্লেখ পূর্ব্বক, প্রভূত সাধুবাদ প্রদান করিয়া, অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহাদের নিকট বিদায় লইল। এই ঘটনা দ্বারা দুই বন্ধুর চিরবর্দ্ধিত অকৃত্রিম প্রণয় সহস্র গুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। অতঃপর উভয়কে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে যাইতে হইবে, সুতরাং পরস্পরের বিচ্ছেদ অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। কিরূপে এরূপ বন্ধুর বিচ্ছেদযাতনা সহ্য করিব, এই ভাবনায় উভয়ে নিতান্ত অস্থির হইল। অবশেষে বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে প্রণয়রসপূর্ণ সম্ভাষণ ও বারংবার গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, স্ব স্ব জন্মভূমি, পরিবার ও আত্মীয়বর্গের উদ্দেশে প্রস্থান করিল।

পিতৃভক্তি ও পতিপরায়ণতা

পূর্ব্বকালে গ্রীস্ দেশের অন্তঃপাতী স্পার্টা নগরে লিয়নিডাস নামে রাজা ছিলেন। তিনি ঐ নগরের ক্লিয়ম্ব্রোটস্ নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত খিলোনিস্ নাম্নী সর্ব্বগুণসম্পন্না স্বীয় তনয়ার বিবাহ দেন। খিলোনিস্, পিতা ও পতি উভয়ের প্রতি এরূপ ভক্তিমতী ও স্নেহশালিনী ছিলেন যে, আবশ্যক হইলে, তাঁহাদের জন্য অকাতরে প্রাণত্যাগ করিতে পারিতেন, এবং তাঁহারাও উভয়ে, তদীয় প্রশংসনীয় গুণগ্রাম দর্শনে সাতিশয় প্রীত ছিলেন, এবং তাঁহাকে আপন আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

ক্লিয়ম্ব্রোটস্, শ্বশুরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া, স্বয়ং রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার অভিলাষে, চক্রান্ত করিলেন। লিয়নিডাস্, চক্রান্তের সন্ধান পাইয়া, এবং জামাতার অভিসন্ধি কতদূর পর্য্যন্ত, তাহার নিশ্চিত সংবাদ জানিতে না পারিয়া, প্রাণবিনাশশঙ্কায এক দেবালয়ের আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বকালীন গ্রীক্‌-দিগের এই রীতি ছিল, যদি কোনও ব্যক্তি প্রাণভয়ে পলাইযা দেবালয়ে প্রবেশ কবিত, সে উৎকট অপরাধ করিলেও, যতক্ষণ দেবালয়ের সীমার মধ্যে থাকিত, তাঁহারা তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইতেন না।

খিলোনিস, পিতাব এই অতর্কিত বিপৎপাতেব বিষয় সবিশেষ অবগত হইযা, শোকে ম্রিয়মাণ হইলেন, এবং পতিসমীপে উপস্থিত হইযা কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন, কেন তুমি এরূপ অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ, ইহাতে অধর্ম্ম, অপযশ ও পরিণামে নানা অনর্থ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। অতএব আমাব কথা শুন, এ অধ্যবসায় হইতে বিবত হও। যদি তুমি আমার অনুরোধরক্ষা না কর, আমি তোমার সমক্ষে আত্মঘাতিনী হইব। আমি জীবিত থাকিয়া, পিতার দুরবস্থা দর্শন করিতে পারিব না।

এই বলিয়া, পতির চরণে পতিত হইয়া, খিলোনিস্ অবিশ্রান্ত অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ক্লিয়ম্ব্রোটস্, দুরাকাঙ্ক্ষাব আতিশয্যবশতঃ, রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইযা বলিলেন, কেন তুমি আমায় বিরক্ত করিতেছ। তুমি আমার

প্রেয়সী, আমি তোমায় প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসি, তাহার কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বিষয়ে আমি তোমার অনুরোধরক্ষা করিতে পারিব না। তুমি স্ত্রীজাতি, রাজনীতির মর্ম্ম কি বুঝিবে, এরূপ বিষয়ে তোমার হস্তার্পণ করা উচিত নহে। খিলোনিস্, এইরূপে হতাদর হইয়া, আপন আবাসগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পিতার নিমিত্ত নিতান্ত আকুলচিত্ত হইয়া, স্বামিসহবাসসুখে বিসর্জ্জন দিয়া, পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। সেই অবস্থায় পিতাকে যত দূর সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিতে পারা যায়, তিনি প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ, তদীয় সন্নিধান, পরিচর্য্যা ও সান্ত্বনাবাদ দ্বারা, লিযনিডাসের দুঃখ ও শোকের অনেক লাঘব হইযাছিল।

কিযৎ দিন পরে, লিযনিডাসের অবস্থার পরিবর্ত্ত হইল। তিনি পুনরায রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তদ্দর্শনে খিলোনিস্, আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইয়া পতিগৃহে প্রতিগমন করিলেন, এবং পতির অগোচরে ও অসম্মতিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত তাঁহার নিকট যে অপরাধিনী হইয়াছিলেন, তজ্জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। তিনি, তদীয় বিনয় ও আত্মীয়বর্গের অনুরোধের বশীভূত হইয়া, অবশেষে তাঁহার অপরাধমার্জ্জনা করিলেন।

জামাতা যে অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, লিয়নিডাস্ তাহা বিস্মৃত হইতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি বৈরনির্য্যাতনে উদ্যুক্ত হইলেন। তখন ক্লিয়ম্ব্রোটস্‌কে প্রাণবিনাশশঙ্কায়,

দেবালয়ের আশ্রয় লইতে হইল। তদ্দর্শনে খিলোনিস, শোকাকুল হইয়া, দুই শিশুসন্তান সমভিব্যাহারে লইয়া পতিসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন, এবং সমদুঃখভাগিনী হইয়া দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

কতিপয় দিবস অতীত হইলে, লিয়নিডাস্ কিয়ৎসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই দেবালয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, তাঁহার তনয়া ধূলিধূসরিত কলেবরে স্বামীর পার্শ্বদেশে আসীন হইয়া, বিষণ্ণবদনে রোদন করিতেছেন, দুটি শিশু সন্তান, জননীর বিষাদ ও রোদন দর্শনে নিতান্ত আকুল হইয়া, বিরসবদনে ও নিস্পন্দনয়নে তাঁহার মুখনিরীক্ষণ করিয়া রহিয়াছে।

যতগুলি লোক সেই স্থলে উপস্থিত ছিলেন, এই শোচনীয় ব্যাপার দর্শনে, সকলেরই হৃদয় দ্রবীভূত হইল, অনেকেরই নয়ন হইতে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল, এবং সকলেই রাজকন্যার পতিপরায়ণতাগুণের একশেষ দর্শনে মোহিত হইয়া, মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদপ্রদান করিতে লাগিলেন। লিয়নিডাস, জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, অরে দুরাত্মন, আমি যে তোরে কন্যাদান করিয়াছিলাম, তাহাতেই শ্লাঘাজ্ঞান করিয়া, তোর চরিতার্থ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তুই এমন দুরাশয় যে, দুর্বুদ্ধির অধীন হইয়া আমার নির্বাসনে ও রাজ্যাপহরণে উদ্যত হইয়াছিলি। এক্ষণে তোরে তাহার প্রতিফল প্রদান করিব।

ক্লিয়ম্ব্রোটস্ বাস্তবিক অপরাধী। শ্বশুরের তিরস্কারবাক্য-

শ্রবণে, অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, উত্তরপ্রদান করিতে পারিলেন না।

অনন্তর লিয়নিডাস্, স্বীয় তনয়াকে সম্বোধন ও সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, বৎসে, তুমি আমার আবাসে চল, এ নরাধমের নিমিত্ত শোকাকুল হইয়া বিলাপ, পরিতাপ ও ক্লেশ-ভোগ করিতেছ কেন? তখন খিলোনিস্ বলিলেন, তাত, আপনি আমায যে শোকে আকুল দেখিতেছেন, আমার স্বামীর দুরবস্থাই তাহাব আদিকারণ নহে। ইতঃপূর্ব্বে আপনাব যে বিপদ ঘটিয়াছিল, সেই অবধি উহার সূত্রপাত হইযাছে, এবং সেই অবধি এ পর্য্যন্ত আমার সহচব হইযা বহিয়াছে। আপনি বিপক্ষ জয করিযা, পুনবায বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, ইহা আমাব পক্ষে মহোৎসবের এক প্রধান কাবণ বটে, কিন্তু আপনি আমায যাঁহাব হস্তে সমর্পিত কবিয়াছেন, এবং যাঁহাব সহচরী হইযা আমায় যাবজ্জীবন কালহরণ কবিতে হইবে, যখন সে ব্যক্তি আপনার কোপদৃষ্টিতে পতিত হইযাছেন, এবং অবশেষে তাঁহার কি অবস্থা ঘটিবে তাহার স্থিরতা নাই, তখন আমি কিরূপে উৎসবে কালহরণ কবিতে পাবি? যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, এবং আমারে চিরদুঃখিনী করা অভিপ্রেত না হয়, কৃপা করিযা উঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কন্যার এই প্রার্থনা শুনিয়া, লিয়নিডাস বলিলেন, বৎসে, আমি তোমায আপন প্রাণ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি, এবং তোমার অনুরোধে সকল কর্ম্ম করিতে পারি। কিন্তু, এই

দুরাত্মা আমার যেরূপ বিদ্রোহাচরণে উদ্যত হইয়াছিল, তাহাতে আমি কখনও উহার উপর অক্রোধ হইতে পারিব না। বোধ হয়, উহার শোণিত দর্শন না করিলে আমার কোপশান্তি হইবে না। তখন খিলোনিস্ বলিলেন, তাত, আপনি ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিবেন, আমি জীবিত থাকিযা, কখনই উঁহার প্রাণদণ্ড দেখিতে পারিব না। যখন উঁহার প্রাণবধ অবধারিত জানিতে পারিব, তখন অগ্রে আমি আত্মঘাতিনী হইব। যাহা হউক, যখন উনি আপনার বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, আমি উঁহাকে অতিশয দুরাচার ও অধার্ম্মিক বোধ করিযাছিলাম। কিন্তু, এখন আমি উঁহারে আব সেরূপ বোধ করিতেছি না, কারণ, আমি স্পষ্ট দেখিতেছি, রাজ্যভোগ মনুষ্যের এত প্রার্থনীয বিষয় যে, তাহাব জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ, উচিতানুচিতবিবেচনা ও হিতাহিতবিবেক থাকে না। আপনি যে রাজ্যভোগের নিমিত্ত তনযাকে অনাথা ও চিবদুঃখিনী করিতে উদ্যত হইয়াছেন, উনিও সেই রাজ্যভোগের লোভসংবরণে অসমর্থ হইয়া, তাদৃশ অসদাচরণে দূষিত হইয়াছিলেন।

এই বলিয়া, খিলোনিস্ কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, অনন্তর বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে সম্বোধন করিয়া, পিতাকে বলিতে লাগিলেন, তাত, আমি বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, আমার মত হতভাগা ও পাপীয়সী ভূমণ্ডলে আর নাই। পিতা ও পতির নিকট যেরূপ অবমানিত হইলাম, তাহাতে আব আমার প্রাণধারণে কোনও ফল নাই। পিতা ও পতি উভয়েই

যাহার প্রতি সমান বিগুণ, তাহার প্রাণধারণ বৃথা, এই দণ্ডে প্রাণবিয়োগ হইলে, আমার সকল যন্ত্রণার শেষ হয়। এই বলিয়া, স্বামীর গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া খিলোনিস্ অনর্গল অশ্রু-বিসর্জ্জন কবিতে লাগিলেন।

লিযনিডাস্, পূর্ব্বাপব সমস্ত শ্রবণ ও অবলোকন পূর্ব্বক, কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া বহিলেন, অনন্তর সন্নিহিত আত্মীযবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া, ক্লিয়ম্ব্রোটস্‌কে বলিলেন, অবে দুরাত্মন, আমি কেবল কন্যার অনুবোধে তোর প্রাণবধে ক্ষান্ত হইলাম। কিন্তু, তোবে আর আমার অধিকারে থাকিতে দিব না। আমি আদেশ দিতেছি, তুই এই দণ্ডে স্পার্টা হইতে প্রস্থান কব্। অনন্তব তিনি তনয়াকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসে, আমি কেবল তোমাব অনুরোধে এই নবাধমের প্রাণবধ করিলাম না। এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আবাসে আইস, তোমায় উহার সমভিব্যাহারিণী হইতে হইবে না। এ বিষয়ে আমি তোমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও দয়া প্রদর্শিত করিলাম, তাহাতে তোমার আমায় পরিত্যাগ কবিযা যাওয়া উচিত নহে।

লিয়নিডাসের অনুরোধ ফলদায়ক হইল না। ক্লিযম্ব্রোটস্ উত্থিত ও দণ্ডায়মান হইলে, খিলোনিস্ জ্যেষ্ঠ সন্তানটিকে তাঁহার হস্তে দিলেন, এবং কনিষ্ঠটিকে স্বয়ং ক্রোড়ে লইয়া, পিতার চরণ-বন্দনাপূর্ব্বক পতিসমভিব্যাহারে নির্বাসনে প্রস্থান করিলেন।

পুরুষজাতির নৃশংসতা

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন নগরে, তামস্ ইঙ্কল্ নামে এক ব্যক্তি ছিল। সে সঙ্গতিপন্ন লোকের সন্তান, যাহাতে সে উপার্জ্জনে ও লাভালাভপরিদর্শনে সম্যক্ সমর্থ হয়, তাহার পিতা তাহাকে বিলক্ষণরূপে তদুপযোগিনী শিক্ষা দিযাছিলেন। ইঙ্কলের পিতা যথেষ্ট সঙ্গতি করিযা গিয়াছিলেন, তথাপি সে অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, অধিকতর উপার্জ্জনেব অভিলাষে, বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে আমেরিকায় প্রস্থান করিল। ইঙ্কল্ যে অর্ণবপোতে যাইতেছিল, খাদ্যসামগ্রীব অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়াতে; তৎসংগ্রহার্থে উহা আমেরিকার এক স্থানে গিযা নঙ্গর করিল। অর্ণবপোতস্থিত অনেকেই তীবে অবতীর্ণ হইল, এবং ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও অবলোকন করিতে লাগিল। তন্মধ্যে ইঙ্কল্ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি, অপরিজ্ঞাতরূপে অনেক দূর পর্য্যন্ত গমন করিযাছিল।

ইতঃপূর্ব্বে, য়ুরোপীযেরা আমেবিকার আদিম নিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিযাছিলেন, এজন্য উহারা তাঁহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছিল, সুযোগ পাইলে বৈরসাধনের ত্রুটি করিত না। কতিপয় য়ুরোপীয়কে তীরে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, উহারা অস্ত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিল। অনেকেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল; একমাত্র ইঙ্কল্, পলাইয়া অলক্ষিতরূপে সন্নিহিত

অরণ্যে প্রবেশ করিল, এবং প্রাণভয়ে দ্রুতপদে ধাবমান হইয়া, অরণ্যের অতি নিবিড় অংশে উপস্থিত হইল। ভয়ে ও শ্রমে সে নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়াছিল, এক গণ্ডশৈলের নিকটে গিয়া, আর চলিতে না পারিয়া ভূতলে পতিত হইল।

এই সময়ে, ঐ প্রদেশের অধিপতির কন্যা ইয়ারিকোনাম্নী কামিনী, যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে ভ্রমণ করিতে আসিযাছিল। সে ঐ স্থানে উপস্থিত হইযা এক য়ুরোপীযকে মৃতকল্প পতিত দেখিয়া, প্রথমতঃ চকিত হইযা উঠিল, কিন্তু তদীয় আকার দর্শনে বুঝিতে পারিল, এ ব্যক্তি বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ দয়ার্দ্র ও স্নেহপূর্ণ। ইঙ্কলের এই অবস্থা দেখিয়া, ইয়ারিকোর অন্তঃকরণে স্নেহ ও দযার সঞ্চার হইল। তখন সে, সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা অভযপ্রদান করিয়া, ইঙ্কলকে এক গিরিবিবরে লইয়া গেল। সে ক্ষুধায ও তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হইয়াছে বুঝিতে পারিযা, স্বল্প সময়ের মধ্যে সুস্বাদ ফল মূল সংগৃহীত করিয়া, আহারার্থে প্রদান করিল, এবং পানার্থে এক নির্ম্মল নির্ঝর দেখাইয়া দিল। এইরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি ও পিপাসা-শান্তি হইলে, ইঙ্কলের শরীরে বলাধান হইল, তখন সে, সঙ্কেত দ্বারা সেই কামিনীর নিকট কৃতজ্ঞতাপ্রদর্শন করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ইয়ারিকো তথা হইতে প্রস্থান করিল, এবং একখানি সুদৃশ্য পশুচর্ম্ম আনিয়া, তাহার শয়নার্থে প্রদান করিল। সে দিবস সায়ংকাল পর্য্যন্ত সেই স্থানে থাকিয়া, তাহাকে সঙ্কেত দ্বারা অভয়প্রদান পূর্ব্বক,

ঐ নিভৃত স্থানে রাত্রিযাপন করিতে বলিয়া, ইযারিকো স্বীয আবাসে প্রতিগমন করিলে, ইঙ্কল্ একাকী সেই গুহাগৃহে রজনীযাপন করিল।

পরদিন প্রভাত হইবামাত্র, ইযারিকো ইঙ্কলের নিকট উপস্থিত হইল, এবং অরণ্য হইতে নানাবিধ সুরস ফল মূলের আহরণ করিযা, আহারার্থে প্রদান করিল। তাহার আহার সমাপ্ত হইলে, ইযারিকো তদীয সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল। ইঙ্কল্ অতি সুশ্রী সুগঠন পুরুষ। কিয়ৎ ক্ষণ অবিচলিতনযনে অবলোকন করিয়া, ইয়ারিকো তাহার হস্তগ্রহণ পূর্ব্বক, আপনার হস্তের সহিত তুলনা করিতে লাগিল, তাহার বক্ষঃস্থলের বসনোদ্ঘাটন করিয়া নিরীক্ষণ করিল, পরে তাহার চিবুকে ধরিয়া, মুখ, নাসিকা, নয়ন প্রভৃতি প্রত্যেক অবযবের পরীক্ষা করিতে লাগিল। ইয়ারিকোর নিতান্ত ইচ্ছা, তাহার সহিত কথোপকথন করে, কিন্তু, পরস্পরের ভাষার বিজাতীয় বিভিন্নতা প্রযুক্ত তাহা সম্পন্ন হইয়া উঠিল না। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে ইঙ্কলের উপর ঐ কামিনীর নিরতিশয় স্নেহ ও অনুরাগ জন্মিল।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, তাহাদের পরস্পর বিলক্ষণ সদ্ভাব ও প্রণয জন্মিয়া উঠিল, এবং ক্রমে ক্রমে উভয়েই উভযের ভাষা কিছু কিছু বুঝিতে পারিতে লাগিল। একদিন উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন করিতেছে, এমন সময়ে ইঙ্কল্ পরিণয়প্রস্তাব করিল। ইয়ারিকো সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, উভযে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া পরিণয়পাশে বদ্ধ হইল, এবং

পরস্পর নিরতিশয় প্রণয়ে কালযাপন করিতে লাগিল। ইযারিকো, প্রায় সমস্ত দিন তাহার নিকটে থাকিয়া, তদীয় আহারাদির সমবধান করিয়া দিত, এবং ঐরূপ অবস্থায়, সে যতদূর সুখে, স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে কালযাপন করিতে পারে, তদ্বিষয়ে যথাশক্তি যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটি করিত না।

এই ভাবে কতিপয় মাস অতিক্রান্ত হইলে, একদিন ইঙ্কল্ বলিল, দেখ, এ অবস্থায় কালযাপন করা অতিশয় কষ্টদায়ক, প্রাণভয়ে আমায় সদা সশঙ্ক থাকিতে হয়, আর তুমিও আমার নিমিত্ত নিয়ত ব্যাকুল ও শঙ্কাকুল থাক। যদি তোমার মত হয়, সুযোগক্রমে এখান হইতে প্রস্থান করি। যে স্থলে আমার স্বদেশীয়েরা আছেন, তথায় গেলে সকল কষ্ট ও সকল শঙ্কার নিবারণ হইযা যায়। তুমি অসময়ে আশ্রয় দিয়া যেমন আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, এবং এতাবৎ কাল পর্য্যন্ত নির্বিঘ্নে ও সুখস্বচ্ছন্দে রাখিয়াছ, আমিও আপন আয়ত্ত স্থানে তোমায় তেমনই সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিব। তুমি আমার প্রাণেশ্বরী, তোমায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে, আমার কোনও মতে ইচ্ছা নাই। আমি বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন লোক, আমার সমভিব্যাহারে গেলে, তুমি যাবজ্জীবন নিরতিশয় সুখসম্ভোগে কালহরণ করিতে পারিবে। তুমি এ বিষয়ে অসম্মত হইও না। ইযারিকো এই প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদর্শন করিলে, ইঙ্কল্ বলিল, অতঃপর তুমি প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে যাইবে, এবং য়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইলে আমায় সংবাদ দিবে।

একদিন ইয়ারিকো, য়ুরোপীয় অর্ণবপোত দেখিতে পাইয়া ইঙ্কল্‌কে সংবাদ দিলে, সে তৎসমভিব্যাহারে অর্ণবতীরে উপস্থিত হইল, এবং সঙ্কেতবিশেষ দ্বারা পোতস্থিত লোকদিগকে আপন গমনমানস জানাইল। একজন য়ুরোপীয়কে একাকী দেখিয়া, তাহারা তাহাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ এক বোট পাঠাইয়া দিল। ইঙ্কল্ ও ইয়ারিকো, সেই বোটে আরোহণ করিয়া অর্ণবপোতে গমন করিল। ঐ পোতে কতিপয় য়ুরোপীয়া কামিনী ছিলেন, ইয়ারিকো, তাহাদের পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, প্রিয়তমের আবাসে উপস্থিত হইলে, আমারও এইরূপ পরিচ্ছদ, সমাদর ও আধিপত্য হইবে। আমি অসভ্য জাতির কন্যা, সভ্যজাতীয়ের সহধর্ম্মিণী হইয়া, অসুলভ সুখসম্ভোগে কালহরণ আমার ভাগ্যে ঘটিবে, ইহা আমি একদিন একক্ষণের জন্য মনে ভাবি নাই।

ঐ অর্ণবপোত বারবেডোনামক স্থানে যাইতেছিল। ঐ প্রদেশ দাসদাসীবিক্রয়ের এক প্রধান স্থান। যে সকল য়ুরোপীয়েরা তথায় কৃষিব্যবসায় করিত, তাহাদের তৎসংক্রান্ত কর্ম্মনির্ব্বাহার্থে কর্ম্মকরের অত্যন্ত প্রয়োজন হইত, এজন্য য়ুরোপীয়েরা বলপূর্ব্বক, আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগকে অর্ণবপোতে উঠাইয়া লইত, এবং আমেরিকার কৃষিব্যবসায়ী য়ুরোপীয়দিগের নিকট বিক্রয় করিত। সুতরাং তত্তৎপ্রদেশে অর্ণবপোত উপস্থিত হইলেই, ক্রেতৃগণ দাসক্রয়ার্থে

আসিত। এই সময়ে দাসদাসীর সাতিশয় প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, এজন্য ঐ জাহাজ নঙ্গর করিবামাত্র, ক্রেতৃগণ নৌকায় চড়িয়া জাহাজে উপস্থিত হইতে লাগিল। সে বার, ঐ জাহাজে বিক্রয়োপযোগী দাসদাসী ছিল না, সুতরাং তাহারা নিতান্ত হতাশ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ইয়ারিকোকে দেখিতে পাইয়া, এক ব্যক্তি তাহাকে ইঙ্কলের সম্পত্তি বলিয়া বুঝিতে পারিয়া, তাহার নিকটে ক্রয়প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল্ অসম্মতি-প্রদর্শন করিলে, প্রথমপ্রস্তাবিত ন্যূন মূল্যই অসম্মতির কারণ, এই বিবেচনা করিয়া সে একবারে অত্যন্ত অধিক মূল্যদানের প্রস্তাব করিল। ইঙ্কল্, কোনও ক্রমে বিক্রয় করিতে সম্মত হইল না। পরে সে বাসস্থান স্থির করিয়া, ইয়ারিকোকে লইয়া তথায় গমন করিল।

ইঙ্কলের অর্থলালসা অত্যন্ত প্রবল, অধিক অর্থলাভের অভিলাষেই, সে আমেরিকায় গমন করে। কিন্তু, দৈবঘটনায় এ পর্য্যন্ত উপার্জ্জন দূরে থাকুক, প্রাণান্ত ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। যত দিন অরণ্যে ইয়ারিকোর আশ্রয়ে ছিল, বাঁচিয়া স্বদেশীয় সমাজে আসিতে পারে কি না, তাহারই নিশ্চয় ছিল না, সুতরাং তৎকালে লাভালাভের ভাবনা একবারও তাহার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। এক্ষণে, ঐ সকল শঙ্কা একবারে নিবারিত হওয়াতে, সে অনুক্ষণ এই ভাবিতে লাগিল, যদি আমি বিপদ্‌গ্রস্ত না হইয়া, যথাকালে এই স্থানে আসিতে পারিতাম, তাহা হইলে এতদিন আমার কত লাভ হইত। এখন কি

উপায়ে অপচয়পূরণ করিব, এই চিন্তাই বিলক্ষণ বলবতী হইয়া উঠিল। আপাততঃ ক্ষতিপূরণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, এক দিন সে মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, যদি ইয়ারিকোর সহবাস না ঘটিত, তাহা হইলে আমি কোনও ক্রমে সে অরণ্যে এতদিন থাকিতাম না, অবশ্যই সুযোগ করিয়া, অনেক পূর্ব্বে এখানে আসিয়া উপার্জ্জন করিতে পারিতাম। বিবেচনা করিতে গেলে, উহার জন্যই আমার এত ক্ষতি হইয়াছে। সে দিবস এক ব্যক্তি উহাকে অনেক মূল্যে কিনিতে উদ্যত হইয়াছিল। এক্ষণে দাসদাসীর যেরূপ আবশ্যকতা দেখিতেছি, বোধ করি, তদপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিব, তাহা হইলে আপাততঃ কিয়ৎ অংশে ক্ষতিপূরণ হইবে।

এই স্থির করিয়া, সমধিক মূল্য পাইয়া, ইঙ্কল্ তত্রত্য এক দাসবণিকের নিকট ইয়ারিকোকে বিক্রয় করিল। ইয়ারিকো, এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, বারংবার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ করাইতে লাগিল। ইঙ্কল্ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। অবশেষে, তোমার সহযোগে আমার গর্ভ হইয়াছে অন্ততঃ প্রসবকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, এমন অবস্থায় আমার প্রতি এরূপ নৃশংস আচরণ করা তোমার কদাচ উচিত নয়। কাতরবচনে গলদশ্রু-লোচনে এই সকল কথা বলিয়া, ইয়ারিকো তাহার অন্তঃকরণে করুণা জন্মাইবার যথেষ্ট চেষ্টা পাইল। কিন্তু তাহার নিষ্ঠুর অন্তঃকরণ পূর্ব্ববৎ অবিচলিতই রহিল, বরং গর্ভসংবাদ অবগত হইয়া, সে দাসক্রয়বিক্রয়ের নিয়মানুসারে, ক্রেতার নিকট অধিক

মূল্যের প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রেতা, তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া, ক্রীত-দাসী লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

মহানুভাবতা

ইটালির অন্তঃপাতী জেনোয়া প্রদেশের শাসনকার্য্য সর্ব্বতন্ত্র (১) প্রণালীতে সম্পাদিত হইত। কিন্তু, তত্রত্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তেই, সচরাচর শাসনকার্য্য ন্যস্ত থাকিত। সম্ভ্রান্ত মহাশয়েরা সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ আধিপত্য করিতেন, এবং স্বশ্রেণীস্থ লোকদিগের হিতসাধনপক্ষে যাদৃশ যত্ন ও আগ্রহ প্রদর্শন করিতেন, সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কদাচ সেরূপ করিতেন না। এজন্য উভয় পক্ষের মধ্যে সর্ব্বদা বিষম বিরোধ উপস্থিত হইত। ফলতঃ, উভয় পক্ষই সুযোগ পাইলে, পরস্পর অহিতচিন্তনে ও অনিষ্ট-সাধনে পরাঙ্মুখ হইতেন না। একদা, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ করিয়া, সাধারণ লোকে কতিপয় স্বপক্ষীয় কার্য্যদক্ষ ব্যক্তির হস্তে শাসনকার্য্যের ভারার্পণ করাতে, তাঁহারাই জেনোয়াসমাজের শাসনসংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপার সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহা-দের সর্ব্বপ্রধানের নাম যুবর্টো। তিনি অতি দীনের সন্তান,

(১) যেখানে রাজা নাই, সর্ব্বসাধারণ লোকের মতানুসারে শাসন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যের নির্ব্বাহ হয়, তাহাকে সর্ব্বতন্ত্র বলে। সর্ব্ব—সাধারণ, তন্ত্র—রাজ্যচিন্তা।

কিন্তু, স্বীয় বুদ্ধি, যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে, বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক বিলক্ষণ সঙ্গতিপন্ন ও অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন হইয়া উঠেন।

২ কিছু দিন পরে, সম্ভ্রান্ত পক্ষ সাধারণ পক্ষকে পর্য্যুদস্ত করিয়া, পুনরায় আপনাদের হস্তে শাসনকার্য্যের ভারগ্রহণ করিলেন। উত্তরকালে আর তাঁহাদিগকে কোনও ক্রমে পর্য্যুদস্ত হইতে না হয়, এজন্য তাঁহারা সাধারণপক্ষীয় প্রধান ও ক্ষমতাপন্ন লোকদিগের দমন করিতে আরম্ভ করিলেন, সর্ব্বপ্রধান য়ুবর্টোকে সর্ব্বতন্ত্রবিদ্রোহী বলিয়া অবরুদ্ধ করাইলেন, এবং তাঁহার সর্ব্বস্বহরণ করিয়া, সর্ব্বতন্ত্রের অধিকারসীমা হইতে নির্ব্বাসনের আদেশপ্রদান করিলেন। এই আদেশ স্বকর্ণে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, য়ুবর্টো প্রধান বিচারকের নিকট আনীত হইলেন। সম্ভ্রান্তপক্ষীয় এডর্ণোনামক এক ব্যক্তি প্রধান বিচারক ছিলেন, তিনি বিচারাসন হইতে গর্ব্বিতবাক্যে সম্বোধন করিয়া য়ুবর্টোকে বলিলেন, অরে পাপিষ্ঠ নরাধম, তুই অতি নীচের সন্তান, কিঞ্চিৎ অর্থসঞ্চয় করিয়া তোর এত আস্পর্দ্ধা বাড়িয়াছিল যে, তুই আপন পূর্ব্বতন অবস্থার বিস্মরণপূর্ব্বক, সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অপদস্থ ও অবমানিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলি। কিন্তু তাঁহারা তোর প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহপ্রদর্শন করিয়াছেন, তোর যেমন অপরাধ, তদুপযুক্ত দণ্ডবিধান না করিয়া, তোরে কেবল পূর্ব্বতন অবস্থায় স্থাপিত ও জেনোয়ার অধিকার হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

এইরূপ গর্ব্বিত ভৎ‍র্সনাবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, যুবর্টো কোনও প্রকারে ঔদ্ধত্য বা কোপচিহ্ন প্রদর্শিত করিলেন না, বিচারকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন, কিন্তু এডর্ণোকে এই মাত্র বলিলেন, আপনি আমার প্রতি যে সকল পরুষ ভাষার প্রয়োগ করিলেন, হয় ত ইহার নিমিত্ত উত্তরকালে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে। অনন্তর, তিনি নেপল্‌স্ প্রস্থান করিলেন। তত্রত্য কতিপয় বণিক্ তাঁহার নিকট ঋণী ছিলেন। তাঁহারা সবিশেষ সমস্ত অবগত হইয়া, স্ব স্ব ঋণের পরিশোধ করিলেন। এইরূপে কিছু অর্থ হস্তগত হওয়াতে, তিনি এক সন্নিহিত দ্বীপে গমন করিলেন, এবং তন্মাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক পুনর্বার বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া, অসাধারণ বুদ্ধি, ক্ষমতা ও পরিশ্রমের গুণে, অল্প দিনের মধ্যে বিলক্ষণ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

বিষয়কার্য্যের অনুরোধে, যুবর্টো সর্ব্বদা যে সকল স্থানে যাতায়াত করিতেন, তন্মধ্যে টিউনিস্ নগর মুসলমানদের অধিকৃত। মুসলমানেরা খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিষম বিদ্বেষী। তৎকালে তাঁহাদের এই রীতি ছিল, যুদ্ধে পরাজিত খৃষ্টীয়দিগকে বন্দী করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে দাস ও লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, রাজদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদিগের ন্যায়, অতি নিকৃষ্ট কষ্টদায়ক কর্ম্মে নিযুক্ত রাখিতেন। একদা, যুবর্টো এই নগরে গিয়া, তত্রত্য এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, এক অল্পবয়স্ক খৃষ্টীয়

দাস পথের ধারে মাটি কাটিতেছে। তাহার দুই চরণ লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ। তদীয় আকার প্রকার দেখিয়া, ভদ্রসন্তান বলিয়া স্পষ্ট প্রতীতি হইল। যেরূপ কষ্টসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছে, সে কোনও ক্রমে তাহা করিতে পারিতেছে না, এক এক বার কর্ম্ম করিতেছে, এক এক বার বিরত হইয়া দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ ও অশ্রুবিসর্জন করিতেছে।

এই ব্যাপার দর্শনে, যুবর্টোর অন্তঃকরণে সাতিশয় দয়ার উদয় হইল। তিনি ইটালিক্ ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সে, স্বদেশীয় ভাষাশ্রবণে, স্বদেশীয়জ্ঞানে তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল, এবং শোকাকুলবচনে আপন দুরবস্থার পরিচয় দিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর সে বলিল, আমি জেনোয়ার প্রধান বিচারক এডর্ণোর পুত্র।

এই কথা কর্ণগোচর হইবামাত্র, নির্ব্বাসিত বণিক্ চকিত হইয়া উঠিলেন, তৎকালে ভাবগোপন করিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, যে ব্যক্তি এডর্ণোর পুত্রকে দাস করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া তদীয় আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, আপনি কি লইয়া এই খৃষ্টীয় যুবককে দাসত্বমুক্ত করিতে পারেন। তিনি বলিলেন, আমার এরূপ বোধ আছে, ঐ যুবক ধনবান্ লোকের সন্তান, এজন্য আমি পাঁচ সহস্র টাকার ন্যূনে উহাকে ছাড়িয়া দিব না। যুবর্টো, অবিলম্বে ঐ টাকা দিয়া, সেই যুবকের দাসত্বমোচন করিলেন।

এইরূপে আপন অভিপ্রেত সিদ্ধ হওয়াতে, তিনি আন্তরিক পরিতোষলাভ করিলেন, এবং অবিলম্বে এক ভৃত্য ও এক উত্তম পরিচ্ছদ সমভিব্যাহারে লইয়া, সেই যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, অহে যুবক, তুমি স্বাধীন হইয়াছ, আর তোমায় মুসলমানদিগের দাসত্ব করিতে হইবে না। এই বলিয়া, তিনি স্বহস্তে তদীয় পদদ্বয় হইতে শৃঙ্খলমোচনপূর্ব্বক, নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া দিলেন। সে, চমৎকৃত ও হতবুদ্ধি হইয়া, এই সমস্ত ব্যাপার স্বপ্নদর্শনবৎ বোধ করিতে লাগিল, এবং সে যে যথার্থই দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইযাছে, কোনও ক্রমে তাহার এরূপ প্রতীতি জন্মিল না। কিন্তু, যখন যুবর্টো, আপন আবাসে লইযা গিয়া, তাহার প্রতি স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহপ্রদর্শন করিতে লাগিলেন, তখন তাহার অন্তঃকরণ হইতে সকল সংশয় অপসারিত হইল। সেই যুবক, য়ুবর্টোর এই অসাধারণ দয়ার কার্য্য ও অলোকসামান্য সৌজন্য দর্শনে মোহিত ও বিস্মিত হইযা, তদীয় আবাসে কতিপয় দিবস অবস্থিতি করিল।

কিছু দিন পরেই, এক জাহাজ ইটালি যাইতেছে জানিতে পারিয়া, যুবর্টো সেই যুবককে স্বদেশে পাঠাইয়া দেওয়া অবধারিত করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি তাহাকে পাথেয়ের উপযোগী অর্থ ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্য দিয়া বলিলেন, বৎস, তোমার উপর আমার এমনই স্নেহ জন্মিয়াছে যে, তোমাকে ছাড়িয়া দিতে আমার কোনও মতে ইচ্ছা হইতেছে না। তোমার পিতা মাতা

তোমার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল আছেন, এবং অনবরত বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, কেবল এই অনুরোধে আমি তোমায় তাঁহাদের নিকটে পাঠাইয়া দিতেছি, নতুবা আমি তোমায় অন্ততঃ আরও কিছু দিন আমার নিকটে রাখিতাম। যাহা হউক, জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, নিরাপদে স্বদেশে প্রতিগমন করিয়া জনকজননীর শোকাপনোদন ও আনন্দবর্দ্ধন কর। এই বলিয়া, একখানি পত্র তাহার হস্তে সমর্পিত করিয়া যুবর্টো বলিলেন, এই পত্রখানি তোমার পিতার হস্তে দিবে।

সেই যুবক, তদীয় স্নেহ, সদাশয়তা ও অমায়িকতার আতিশয্যদর্শনে মুগ্ধ হইয়া বলিল, মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ স্নেহ ও অনুগ্রহপ্রদর্শন করিয়াছেন, কেহ কখনও কাহারও প্রতি সেরূপ করে না, আপনার স্নেহ ও দয়া, যাবজ্জীবন আমার অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবে, আমি একদিন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তে তাহা বিস্মৃত হইতে পারিব না, প্রার্থনা এই, আপনি যেন এ চিরক্রীত অধীনকে বিস্মৃত না হন। এই বলিয়া সে, অকৃত্রিম ভক্তিপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রণাম ও আলিঙ্গন করিল। যুবর্টো, স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, গলদশ্রু-লোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন, যুবক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে প্রস্থান করিল।

এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী, বহু দিন পুত্রের কোনও উদ্দেশ না পাইয়া স্থির করিয়াছিলেন, সে নিঃসন্দেহ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার পুনর্দর্শনবিষয়ে নিতান্ত নিরাশ

হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই যুবক সহসা তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাঁহারা চমৎকৃত ও আহ্লাদসাগরে মগ্ন হইলেন, এবং উভয়েই এককালে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, প্রভূত আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তিনজনেই কিয়ৎক্ষণ জড়প্রায় হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ হইতে বাক্যনিঃসরণ হইল না। অনন্তর, এডর্ণো ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস, তুমি এত দিন কিরূপে কোথায় ছিলে, বল। তখন সেই যুবক, যেরূপে অবরুদ্ধ ও দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হয়, তাহার সবিস্তর বর্ণন করিলে, এডর্ণো বাষ্পপূর্ণনয়নে বলিলেন, কোন্ মহানুভাব তোমায় দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত কবিয়া, আমাদিগকে জন্মের মত কিনিয়া রাখিলেন, বল। সে বলিল, এই পত্রে দৃষ্টিপাত কবিলে, সকল অবগত হইতে পারিবেন।

এডর্ণো, ব্যস্ত হইযা সেই পত্রের উদ্‌ঘাটন করিলেন। পত্রের মর্ম্ম এই, আপনি যে পাপিষ্ঠ নীচের সন্তানকে, যৎপরোনাস্তি গর্ব্বিতবাক্যে ভর্ৎসনা কবিয়া, সর্ব্বস্ব হরণপূর্ব্বক নির্বাসিত করিয়াছিলেন, সেই নরাধম আপনকার একমাত্র পুত্রকে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিয়াছে। পত্র পাঠ করিয়া, এডর্ণো, পূর্ব্বকৃত নিজ নৃশংস আচরণ ও য়ুবর্টোর অসাধারণ দয়া ও সৌজন্যপ্রদর্শন, এ উভয়ের তুলনা কবিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও লজ্জায় অধোবদন হইলেন। এই সময়ে, তাঁহার পুত্র ভক্তিরসে পবিপূর্ণ হইযা, য়ুবর্টোর স্নেহ, দয়া ও সৌজন্যের সবিস্তর বর্ণন করিতে লাগিল। এ ঋণের পরিশোধ নাই বুঝিতে পারিয়া,

এডর্ণো, যথাশক্তি প্রত্যুপকারকরণে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং যাবতীয় সম্ভ্রান্তদিগকে সম্মত করিয়া, য়ুবর্টোকে পত্র লিখিলেন, আপনি আমায় জন্মের মত কিনিয়া রাখিয়াছেন, আপনি যে কেমন মহানুভাব ব্যক্তি, তাহা আমি এতদিনে বুঝিতে পারিলাম। প্রার্থনা এই, আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, আমায বন্ধু বলিয়া পরিগণিত করেন। আপনকার পক্ষে যে নির্ব্বাসনের আদেশ হইযাছিল, তাহা রহিত হইয়াছে। এক্ষণে আপনি অনাযাসে জেনোয়ায আসিয়া অবস্থিতি করিতে পারেন।

অল্প দিনের মধ্যেই, য়ুবর্টো জেনোয়ায় প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সর্ব্বসাধারণের সম্মানাস্পদ হইয়া, সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

অপত্যস্নেহের একশেষ

আমেরিকাব অন্তঃপাতী চিলিনামক জনপদে সান্‌ফর্নাণ্ডো নামে এক নগর আছে। ষাটি বৎসরের অধিক অতীত হইল, তথায স্পেনদেশীয় মিশনরিদিগের এক আশ্রম ছিল। ঐ আশ্রমেব অধ্যক্ষ মহোদয়েব এই ব্যবসায় ছিল, তিনি অস্ত্রধারী ভৃত্যবর্গ সমভিব্যাহারে লইয়া, অসহায় আদিম নিবাসীদিগের শিশুসন্তান হরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহাদিগকে খৃষ্টান করিযা, দাসের ন্যায় স্বজাতীয়বর্গের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিতেন।

একদা তিনি ঐ উদ্দেশে জলপথে প্রস্থান করিলেন, এক-

স্থানে উপস্থিত হইয়া,নৌকাবন্ধনের আদেশ দিলেন ; ভৃত্যদিগকে তীরে অবতীর্ণ করিয়া, শিশুসংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং সেই নৌকায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদীয় ভৃত্যেরা ইতস্ততঃ অনেক অন্বেষণ করিয়া, পরিশেষে এক কুটীর দেখিতে পাইল। তাহারা অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা দর্শনে, সাতিশয় হৃষ্ট হইয়া কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইল। দেখিল, এক নারী আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিতেছে, আর তাহার দুটি শিশুসন্তান সমীপদেশে ক্রীড়া করিতেছে।

ঐ নারী দর্শনমাত্র, তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, স্বীয সন্তানদ্বিতয় লইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্রধারী মিশনরিভৃত্যেরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল। একে স্ত্রীজাতি পুরুষ অপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহাতে আবার ক্রোড়ে দুই সন্তান, সুতরাং পলায়ন দ্বারা সেই অনুসরণকারী দস্যুদিগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া, কোনও ক্রমে সম্ভাবিত নহে। সে, কিয়ৎ ক্ষণের মধ্যেই ধৃত ও সন্তানদ্বয সমভিব্যাহারে, বলপূর্ব্বক নদীতীরে নীত হইল। মিশনরি মহোদয়, নৌকায় অবস্থিত হইয়া, উৎসুকচিত্তে স্বীয় ভৃত্যদিগের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহাদিগকে শিশুদ্বয় সমভি-ব্যাহারে প্রত্যাগত দেখিয়া, প্রীতমনে ও প্রফুল্লবদনে প্রশংসাবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

ঐ নারীর স্বামী ও দুই তিনটি অধিকবয়স্ক সন্তান, মৎস্য ধরিবার নিমিত্ত, স্থানান্তরে গিয়াছিল, তাহাদিগকে ছাড়িয়া

যাইতে হইতেছে, এবং হয় ত আর তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে না, এই শোকে কাতর হইয়া, সে আর্ত্তনাদ, রোদন ও নৌকারোহণে অনিচ্ছাপ্রদর্শন করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মিশনরি মহোদয় স্বীয় ভৃত্যদিগকে এই আদেশ দিলেন, উহারে বলপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করাও। তদনুসারে তাহারা বলপ্রদর্শনের আরম্ভ করিলে, ঐ স্ত্রীলোক নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া বাধাদানে বিরত হইল। যদি সে, অতঃপরও নৌকারোহণে অসম্মতিপ্রদর্শন করিত, তাহা হইলে, তাহারা নিঃসন্দেহ উহার প্রাণবধ করিয়া, দুই শিশুকে নৌকায় লইয়া যাইত।

অবশেষে ঐ হতভাগা নারী, শিশুসন্তান সহিত নৌকায় আরোহিত ও মিশনরির আশ্রমে নীত হইল। স্থলপথে গেলে অনায়াসে পথ চিনিতে পারা যায়, সুতরাং সে পলাইয়া পুনরায় আপন আলয়ে যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় মিশনরি মহোদয় উহাদিগকে জলপথে লইয়া গেলেন। স্বামী ও অবশিষ্ট সন্তানদিগের অদর্শনে, সেই স্ত্রীলোকের অন্তঃকরণে অতি প্রবল শোকানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। সে আহারনিদ্রাপরিহার পূর্ব্বক, উন্মত্তার ন্যায় কালক্ষেপ করিতে, এবং মধ্যে মধ্যে দুই সন্তান লইয়া, আপন আবাসের উদ্দেশে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল, সতর্ক মিশনরিভৃত্যেরাও, প্রতিবারেই তাহাকে ধরিয়া আশ্রমে আনিতে লাগিল।

অবশেষে, মিশনরি মহাশয় অতিশয় বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তদীয় আদেশক্রমে, তাঁহার ভৃত্যেরা একদিন ঐ স্ত্রীলোককে

নিতান্ত নির্দয় প্রহার করিল। অনন্তর তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন, উহার পুত্রেরা এখানে থাকুক, উহাকে অন্য এক আশ্রমে পাঠান যাউক। তদনুসারে সে একাকিনী আতাবাপো নদীর তীরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরিত হইল। মিশনরিভৃত্যেরা, হস্তবন্ধনপূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করাইয়া, তাহাকে ঐ আশ্রমে লইয়া চলিল। সে, আমায় কি অভিপ্রায়ে কোথায় লইয়া যাইতেছে, তাহার কোনও অবধারণ কবিতে পারিল না, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিল, অনেক দূরে লইয়া যাইতেছে। অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হইলে, আর আমি আবাসে আসিতে, এবং পতিদর্শন ও পুত্রমুখনিরীক্ষণ করিতে পাইব না, সেই জন্যই ইহারা আমায় এরূপে স্থানান্তরিত করিতেছে।

এই সমস্ত ভাবিয়া নিতান্ত হতাশ হইয়া, ঐ স্ত্রীলোক অকস্মাৎ আবির্ভূত প্রভূতবলসহকারে, হস্তের বন্ধনচ্ছেদন পূর্ব্বক ঝম্পপ্রদান করিল, এবং সন্তরণ করিয়া নদীব অপর পারে চলিল। স্রোতের প্রবলতা বশতঃ অনেক দূর ভাসিয়া গিয়া, সে তীরবর্ত্তী গণ্ডশৈলের পাদদেশে সংলগ্ন হইল। ঐ গণ্ডশৈল, এই ঘটনা প্রযুক্ত অদ্যাপি মাতৃশৈল নামে প্রসিদ্ধ আছে। সে, তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক লুকাইয়া রহিল। তদ্দর্শনে নৌকাস্থিত মিশনরি, সাতিশয় কুপিত হইয়া ঐ পর্ব্বতের নিকট নৌকা লাগাইতে আদেশপ্রদান করিলেন। নৌকা সেই স্থানে লগ্ন হইলে, তদীয় আদেশক্রমে ভৃত্যেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া, সেই স্ত্রীলোকের অন্বেষণ করিতে লাগিল;

কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইল, সে নিতান্ত ক্লান্ত হইয়া, গণ্ডশৈলের পাদদেশে মৃতবৎ পতিত আছে। তাহারা তাহাকে উঠাইয়া নৌকায় লইযা গেল, এবং যৎপরোনাস্তি প্রহারপূর্ব্বক তাহার দুই হস্ত পৃষ্ঠদেশে লইয়া দৃঢরূপে বদ্ধ করিল, এবং জাবিতানামকস্থানবাসী মিশনরিদিগের আশ্রমে লইয়া চলিল।

জাবিতায নীত হইয়া সেই স্ত্রীলোক এক গৃহে রুদ্ধ রহিল। এই স্থান সান্‌ফর্নাণ্ডো হইতে চল্লিশ ক্রোশ বিপ্রকৃষ্ট, মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ গভীর অরণ্য দ্বারা পরিবৃত, সেই অরণ্য দুষ্প্রবেশ ও দুরতিক্রম বলিযা, তৎকাল পর্য্যন্ত তত্রত্য লোকমাত্রের বোধ ও বিশ্বাস ছিল। কেহ কখনও স্থলপথে, এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার চেষ্টা করিত না। ফলতঃ, যাতায়াতের পক্ষে জলপথ ভিন্ন উপাযান্তর পরিজ্ঞাত ছিল না। বিশেষতঃ বর্ষাকাল, বর্ষাকালে ঐ প্রদেশে গগনমণ্ডল নিরন্তর নিবিড় ঘনঘটায় আচ্ছন্ন থাকে, রাত্রিকাল এরূপ অন্ধতমসে আবৃত হয় যে, কোনও ব্যক্তি বা বস্তু সম্মুখে থাকিলেও লক্ষ্য করিতে পারা যায় না। ঈদৃশ প্রবল প্রতিবন্ধক সত্বে, অতি দুঃসাহসিক ব্যক্তিও সাহস করিয়া, স্থলপথে জাবিতা হইতে সানফর্নাণ্ডো যাইতে উদ্যত হইতে পারে না।

কিন্তু, সুতবিরহবিধুরা জননীর পক্ষে, এই সমস্ত প্রতিবন্ধক, প্রতিবন্ধক বলিয়াই গণনীয় নহে। সেই হতভাগা নারী এই চিন্তা করিতে লাগিল, আমার পুত্রেরা সানফর্নাণ্ডোতে রহিল, আমি তাহাদের বিরহে একাকিনী এখানে থাকিয়া, কোনও

ক্রমে প্রাণধারণ করিতে পারিব না, তাহারাও আমার অদর্শনে শোকাকুল হইযা, নিঃসন্দেহ প্রাণত্যাগ করিবে। অতএব আমি অবশ্য তাহাদের নিকটে যাইব, এবং যেরূপে পারি, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদেব পিতার নিকটে লইযা যাইব। তিনি আবাসে আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া, কতই বিলাপ ও কতই পরিতাপ করিতেছেন, আমরা অকস্মাৎ কোথায় গেলাম, কিছুই অনুধাবন করিতে না পারিয়া, ইতস্ততঃ কতই অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং কোনও সন্ধান করিতে না পারিয়া, হতবুদ্ধি ও ম্রিযমাণ হইয়া, যারপরনাই অসুখে ও দুর্ভাবনায কালহরণ করিতেছেন। পুত্রেরাও, মাতৃশোকে ও ভ্রাতৃশোকে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং অহোরাত্র হাহাকার করিতেছে।

সেই স্ত্রীলোকের পলাইবার কোনও আশঙ্কা নাই, এই ভাবিযা আশ্রমবাসীরা তাহার রক্ষণ বিষয়ে সবিশেষ মনোযোগ রাখে নাই। আর, প্রহার ও দৃঢ বন্ধন দ্বাবা, তাহাব হস্তদ্বয ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল, এজন্য আশ্রমেব পরিচারকেরা, কর্ত্তৃপক্ষেব অগোচরে তাহার হস্তের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া দিযাছিল। সে পুত্রদিগকে দেখিবার নিমিত্ত নিতান্ত অধীর হইয়া, দন্ত দ্বারা হস্তের বন্ধনচ্ছেদনপূর্ব্বক, গৃহ হইতে বহির্গত হইল, সাধ্য অসাধ্য বিবেচনা না করিয়া, সান্‌ফর্নাণ্ডো উদ্দেশে প্রস্থান করিল, এবং চতুর্থ দিবস প্রত্যূষে সেই স্থানে উপস্থিত হইযা, যে কুটীরে তাহার পুত্রদিগকে রুদ্ধ

করিয়া রাখিয়াছিল, উহার চতুর্দিকে উন্মত্তার ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

এই হতভাগা নারী যেরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপারের সমাধান করিয়াছিল, অসাধারণ বলবান্ ও অত্যন্ত সাহসী পুরুষেরাও তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। বর্ষাকালে তাদৃশ দুষ্প্রবেশ, দুরতিক্রম, হিংস্রজন্তুপরিবৃত অরণ্যের অতিক্রম করা, কোনও ক্রমে সহজ ব্যাপার নহে। প্রহারে ও অনাহারে সে নিতান্ত নির্বীর্য্য হইয়াছিল, বর্ষার প্রাবল্যনিবন্ধন জলপ্লাবন হওয়াতে, সেই অরণ্যের অধিকাংশ জলমগ্ন হইয়াছিল, মধ্যে মধ্যে সন্তরণ দ্বারা বহুসংখ্যক নদীরও অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। এই চারি দিন, কি আহার করিয়া প্রাণধারণ করিলি, এই জিজ্ঞাসা করাতে সে বলিয়াছিল, অত্যন্ত ক্ষুধা ও ক্লান্তিবোধ হইলে, অন্য কোনও আহার না পাইয়া, যে সকল বৃহৎ কাল পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বৃক্ষে উঠে, তাহাই ভক্ষণ করিতাম।

অপত্যস্নেহের অনির্বচনীয় প্রভাব!!!

কিয়ৎ ক্ষণ পরে আশ্রমবাসীরা সেই স্ত্রীলোককে প্রত্যাগত দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইল, এবং ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে, তাহাকে আশ্রমের অধ্যক্ষ মিশনরি মহোদয়ের নিকটে লইয়া গেল। তিনি দেখিয়া, অত্যন্ত কোপাবিষ্ট হইয়া, কি জন্য ও কি রূপে সে তথায় উপস্থিত হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন। সে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে, আকুলবচনে সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিল। শুনিয়া, মিশনরি মহাপুরুষের অন্তঃকরণে কিছুমাত্র দয়ার সঞ্চার

হইল না।' তিনি তাহাকে তৎক্ষণাৎ অধিকতরদূরবর্ত্তী আশ্রমান্তরে প্রেরিত করিবার আদেশপ্রদান করিলেন, মিশনরি-ভৃত্যদিগের নির্দয় প্রহার ও অরণ্যে কণ্টকাবৃত স্থানের অতিক্রম দ্বারা, তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহার শোষণের নিমিত্তও ঐ পাপীয়সীকে দুই চারি দিন সেই পবিত্র আশ্রমে অবস্থিতি করিতে দিলেন না।

অকনোকোনদীর তীরে মিশনরিদিগের যে আশ্রম ছিল, ঐ হতভাগা নারী অবিলম্বে তথায় প্রেরিত হইল, আর যে পুত্র-দিগের স্নেহের বশীভূত হইয়া, এত কষ্ট ও এত যাতনা সহ্য করিয়াছিল, একবার একক্ষণের জন্য তাহাদের মুখ দেখিতে পাইল না। এই আশ্রমে নীত হইয়া, সে নিতান্ত হতাশ ও শোকে একান্ত অভিভূত হইল, এবং একবারেই আহারত্যাগ ও কতিপয় দিবসেই প্রাণত্যাগ করিল।

দয়ালুতা ও ন্যায়পরতা

১ জর্ম্মনির সম্রাট্ দ্বিতীয় জোজেফের এই রীতি ছিল, সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, রাজধানীর উপশল্যে একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। একদা, এক দীন বালক তদীয় সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে সাহসী হইয়া, সহসা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সে তাঁহাকে সম্রাট্ বলিয়া জানিত না, একজন সামান্য ধনবান্ ব্যক্তি জ্ঞান করিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে, কাতরবচনে বলিল, মহাশয়,

আপনি কৃপা করিয়া আমায় কিছু ভিক্ষা দেন। সম্রাট্ অত্যন্ত দযালুস্বভাব, এই ব্যাপাব দর্শনে তাঁহার অন্তঃকরণে করুণা-সঞ্চার হইল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অহে বালক, তোমার আকারপ্রকার ও প্রার্থনাপ্রণালী দেখিয়া স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তুমি অতি অল্প দিন ভিক্ষা করিতে আরম্ভ কবিয়াছ।

২ এই কথার শ্রবণমাত্র বালক বলিল, মহাশয, আমি ইহার পূর্ব্বে কখনও কাহারও নিকট ভিক্ষা কবি নাই, আমাদের অত্যন্ত দুরবস্থা ও বিপদ্ ঘটিযাছে, এজন্য আজ ভিক্ষা করিতে আসিযাছি। অল্পদিন হইল, আমার পিতৃবিযোগ হইয়াছে। আমাদের কেহ সহায় নাই, এবং জীবিকা নির্ব্বাহের কোনও উপায নাই। আমরা দুই সহোদর, আমি জ্যেষ্ঠ। আমাদের জননী আছেন, তিনি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া শয্যাগত রহিয়াছেন। সম্রাট জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তোমার জননীর চিকিৎসা করিতেছে। বালক বলিল, মহাশয়, তিনি বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া আছেন, চিকিৎসককে দিতে, অথবা চিকিৎসক যে ঔষধের ব্যবস্থা করিবেন, তাহা কিনিতে পারি, আমাদের এমন সঙ্গতি নাই, সেই জন্য ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি।

৩ দীন বালকেব মুখে দুরবস্থাবর্ণন শ্রবণ করিয়া, সম্রাটের হৃদয়ে প্রভূত কারুণ্যরস উচ্ছলিত হইল। তিনি, শোকপূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, সেই বালকের বাটীর ঠিকানা জানিয়া লইলেন, এবং তাহার হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তুমি সত্বর তোমার জননীর নিমিত্ত চিকিৎসক

লইয়া যাও, কোনও খানে বিলম্ব করিও না। বালক, মুদ্রালাভে প্রফুল্ল হইয়া, চিকিৎসক আনিবার নিমিত্ত দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

৪ এদিকে, সম্রাট্ অন্বেষণ করিতে করিতে, সেই বালকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন, এবং দর্শনমাত্র বুঝিতে পারিলেন, বালক যেরূপ বর্ণন করিযাছিল, তাহাদের দুরবস্থা তদপেক্ষা অনেক অধিক, দেখিলেন, তাহার জননী শয্যাগত আছে, আর, একটী শিশুসন্তান নিতান্ত অশান্ত হইয়া তাহার পার্শ্বে রোদন ও উৎপাত করিতেছে। তিনি তাহার নিকটবর্ত্তী হইযা, চিকিৎসাব্যবসাযী বলিয়া আপন পরিচয দিলেন, এবং নিরতিশয় সদয়ভাবে, মৃদুবচনে তাহার পীডার বিষয়ে সবিশেষ সমস্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

৫ তদীয় সদয় ভাব অবলোকন ও কোমল সম্ভাষণ শ্রবণ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক বলিল, মহাশয, কযেক দিবস অবধি আমার অতিশয পীডা হইয়াছে বটে, কিন্তু আমি পীডা অপেক্ষা, দুরবস্থায় অধিক অভিভূত হইযাছি, আমার দুর্ভাগ্যের বিষয়ে আপনার নিকটে কি পরিচয় দিব। অল্প দিন হইল, স্বামীর মৃত্যু হইযাছে, যাহা কিছু সংস্থান ছিল, অমুক বণিক্ দেউলিযা হওযাতে, সমস্ত লোপ পাইয়াছে। আমার দুটি সন্তান, দুটিই শিশু, উহাদের প্রতিপালনের কোনও উপায় নাই। বিশেষতঃ, আমার উৎকট রোগ জন্মিয়াছে, অর্থাভাবে চিকিৎসা হইতেছে না, সুতরাং ত্বরায় আমার প্রাণবিয়োগ হইবে, তখন এই

দুই হতভাগ্যের কি দশা ঘটিবে, সেই ভাবনায় আমি অতিশয় অভিভূত হইয়াছি। বড পুত্রটি অতিশয় মাতৃবৎসল, সে আমার চিকিৎসাব নিমিত্ত ভিক্ষা করিতে গিযাছে।

৬ এই অনাথ পরিবারের দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া, সম্রাট্ সাতিশয় শোকাকুল হইলেন, এবং বাষ্পবারিপরিপূরিত নয়নে বলিলেন, তুমি উদ্বিগ্ন হইও না, তোমার এ দুরবস্থা অধিক দিন থাকিবে না। ত্বরায় তোমার রোগশান্তি ও দুঃখশান্তি হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। এক্ষণে তুমি আমায় একখণ্ড কাগজ দাও, তোমাব অবস্থানুরূপ ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া দিতেছি। অন্য কাগজ ছিল না, এজন্য সেই স্ত্রীলোক, জ্যেষ্ঠ পুত্রের পডিবার পুস্তকের প্রান্তভাগে যে কাগজ ছিল, তাহাই ছিন্ন করিযা তাঁহার হস্তে দিল। তিনি, লিখন সমাপ্ত করিয়া টেবিলের উপর রাখিযা দিলেন, এবং আমি যে ব্যবস্থা করিলাম, উহাতে তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিবে, এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

৭ সম্রাট্ বহির্গত হইবার অব্যবহিত পরক্ষণেই, সেই দুঃখিনীর জ্যেষ্ঠ পুত্র, চিকিৎসক সঙ্গে লইয়া গৃহপ্রবেশ করিল, এবং আহ্লাদে অধীর হইয়া জননীকে সম্ভাষণ কবিয়া বলিতে লাগিল, মা, তুমি আর ভাবনা করিও না, আমি টাকা পাইয়াছি ও চিকিৎসক আনিয়াছি। পুত্রের আহ্লাদ দর্শনে, তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল; সে, পুত্রকে পার্শ্বে বসাইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিল, এবং বলিল, বৎস, তোমার যত্ন ও আগ্রহ

দেখিয়া আমার বোধ হইতেছে, তুমি অতিশয় মাতৃবৎসল, জগদীশ্বর তোমায় দীর্ঘজীবী ও নিরাপদ করুন। এই বলিয়া সে বলিল, আর চিকিৎসক না হইলেও চলিত। ইতঃপূর্ব্বে একজন আসিয়াছিলেন। তিনি অত্যন্ত দয়ালু, ঔষধের ব্যবস্থা লিখিয়া, টেবিলের উপর রাখিয়াছেন, আমায় অনেক উৎসাহ ও আশ্বাস দিয়া এইমাত্র চলিয়া গেলেন।

এই কথা শুনিয়া, পুত্রের আনীত চিকিৎসক সেই স্ত্রীলোককে বলিলেন, যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তিনি কি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, দেখি। সে বলিল আমার কোনও আপত্তি নাই, আপনি স্বচ্ছন্দে দেখুন। তখন তিনি, সেই কাগজ হস্তে লইয়া, সম্রাটের স্বাক্ষরদর্শনে চকিত হইয়া উঠিলেন, এবং বলিলেন, আজ তোমার কি সৌভাগ্যের দিন বলিতে পারি না। আমার পূর্ব্বে যে ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, তিনি অন্যবিধ—চিকিৎসক। তিনি তোমার পক্ষে যে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, আমার সেরূপ ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা নাই। তাঁহার ব্যবস্থা দ্বারা তোমার যেরূপ উপকার দর্শিবে, আমার ব্যবস্থায় কোনও ক্রমে সেরূপ হওয়া সম্ভাবিত নহে। অধিক আর কি বলিব, আজ অবধি তোমার দুরবস্থার অবসান হইল। যিনি তোমার আলয়ে আসিয়াছিলেন, তিনি চিকিৎসক বা অন্যবিধ ব্যক্তি নহেন, জর্ম্মনির সম্রাট্ পরম দয়ালু দ্বিতীয় জোজেফ্। তিনি তোমার দুরবস্থাদর্শনে দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, এই কাগজে তোমাকে অনেক টাকা দিবার অনুমতি লিখিয়া দিয়াছেন।

শ্রবণমাত্র, সেই স্ত্রীর ও তাহার পুত্রের অন্তঃকরণে যেরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহার বর্ণন করিতে পারা যায় না। তাহারা উভয়েই, সম্রাটের দয়া ও সৌজন্যের একশেষ দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইয়া, কিয়ৎ ক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, অনন্তর অশ্রুপূর্ণলোচনে, গদগদবচনে, জগদীশ্বরের নিকট তাঁহার অচল রাজ্য ও দীর্ঘ আয়ুর প্রার্থনা করিতে লাগিল। এই অতর্কিত আনুকূল্য লাভ করিয়া, সেই স্ত্রীলোক ত্বরায় রোগ-মুক্ত হইল, এবং সুখে ও স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রানির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

আর একদিন সম্রাট্ রাজপথে একাকী ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে এক দীন বালিকা সেই পথ দিয়া আপনার বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছে। সে সম্রাট্‌কে চিনিত,না, সুতরাং তাঁহাকে লক্ষ্য না কবিযা, তাঁহাব সম্মুখ দিয়া, চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু, তিনি তাহার মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, সে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহাকে সদয় সম্ভাষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অয়ি বালিকে! কি জন্য তোমায় বিবর্ণ ও বিষণ্ণ দেখিতেছি, বল।

এই সস্নেহবাক্য শ্রবণগোচর করিয়া, বালিকা দণ্ডায়মান হইল, এবং বলিতে লাগিল, মহাশয়, কিছু দিন হইল, আমি পিতৃহীন হইয়াছি, আমাদের এরূপ দুরবস্থা যে, দিনপাত হওয়া কঠিন। আমার জননী অসুস্থ হইয়াছেন, তাঁহার পথ্য ও ঔষধের নিমিত্ত, আর কোনও উপায় দেখিতে না পাইয়া,

অবশেষে আমার পরিধেয় বস্ত্র বিক্রয় করিতে যাইতেছি, আমার আর বস্ত্র নাই। আজ ইহা বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ চলিবে, কাল কি উপায় হইবে, এই ভাবিয়া আমি অস্থির হইয়াছি। বোধ হয়, পথ্য ও ঔষধের অভাবে, জননীকে প্রাণত্যাগ কবিতে হইবে।

এই বলিতে বলিতে সেই বালিকার নয়নযুগল হইতে, প্রবলবেগে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সে কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিল, অনন্তর শোকসংবরণ করিয়া বলিতে লাগিল, মহাশয, যদি এ রাজ্যে ন্যায় অন্যায বিচার থাকিত, তাহা হইলে কখনই আমাদের একপ দুরবস্থা ঘটিত না। আমার পিতা, বহুকাল সৈন্যসংক্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, এবং, যেরূপ যত্ন ও উৎসাহ সহকারে কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, সম্রাট্ ন্যায়বান্ হইলে, তিনি সবিশেষ পুরস্কার পাইতে পারিতেন, পুরস্কার পাওয়া দূরে থাকুক, যখন তিনি বৃদ্ধ ও অকর্ম্মণ্য হইলেন, তখন আর সম্রাট্ তাঁহার কোনও সংবাদ লইলেন না। তিনি অর্থাভাবে, শেষ দশায় অনেক ক্লেশভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সম্রাট্ শুনিয়া সাতিশয় দুঃখিত ও শোকাকুল হইলেন,এবং তাহাকে সান্ত্বনাপ্রদানার্থ বলিলেন, তুমি সম্রাটের উপর যে দোষারোপ করিতেছ, তাঁহা বোধ হয় বিচারসিদ্ধ নহে। তাঁহাব উপর তোমাদের যে দাওয়া আছে, হয় ত তিনি তাহা জানিতেই পারেন নাই। তাঁহাকে রাজ্যশাসনসংক্রান্ত নানা বিষয়ে নিরন্তর

ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তোমার পিতাব দুরবস্থার বিষয় তাঁহার গোচর হইলে, অবশ্যই তিনি সমুচিত বিবেচনা করিতেন। এক্ষণে তোমায পরামর্শ দিতেছি, সবিশেষ সমস্ত বিবরণ লিখিয়া, তাঁহার নিকট প্রার্থনাপত্র প্রদান কর।

এই কথা শুনিযা বালিকা বলিল, মহাশয, আপনি প্রার্থনা-পত্রপ্রদানেব পবামর্শ দিতেছেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদের উপকাবের কোনও প্রত্যাশা নাই। আমাদের কেহ সহায় নাই। দুঃখীর পক্ষে অনুকূল কথা বলেন, এমন লোক দেখিতে পাই না। যদি আমাদেব সম্পত্তি থাকিত, অনেকে আমাদের আত্মীয হইতেন ও সহাযতা করিতেন। আমাদের মত লোকের প্রার্থনা সম্রাটের গোচব হওযা, কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। তখন সম্রাট্ বলিলেন, তুমি সে জন্য উদ্বিগ্ন হইও না। সম্রাটের নিকট আমাব বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্যানুসারে তোমাদের সহাযতা করিব। আর বোধ কবি, যাহাতে তোমাদেব পক্ষে যথার্থ বিচার হয, আমি তাহা করিতে পারিব।

ইহা বলিযা, তিনি সেই বালিকাব হস্তে কতিপয় মুদ্রা প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, তোমার বস্ত্রবিক্রয করিবাব প্রয়োজন নাই, গৃহে গমন কর। তুমি দুই দিবস পরে রাজবাটীতে গিয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ইতিমধ্যে আমি তোমাদের বিষযে চেষ্টা দেখিব, এবং কত দূর করিতে পারি, তাহা তোমাকে জানাইব। তুমি ঐ দিন অবশ্য আমার নিকটে যাইবে, কোনও

মতে অন্যথা করিবে না। এই বলিয়া, সম্রাট্ তাহার পিতার নাম জানিয়া লইলেন; এবং তাহাকে আশ্বাসিত হইতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বালিকা তাঁহার এইরূপ নিরুপাধি দয়া ও অসামান্য সৌজন্য দর্শনে, মোহিত ও চমৎকৃত হইল, এবং আহ্লাদে পুলকিত হইয়া, বাষ্পবারিপরিপূরিতনয়নে কিয়ৎক্ষণ তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিয়া রহিল, পরে তিনি দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলে, গৃহপ্রতিগমনপূর্ব্বক, সবিশেষ সমস্ত আপন জননীর গোচর করিল।

সম্রাট্, রাজবাটীতে প্রবিষ্ট হইয়াই উপস্থিত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অবিলম্বে জানিতে পারিলেন, বালিকা যাহা বলিয়াছিল, তাহার সমস্তই সম্পূর্ণ সত্য। বালিকা ও তাহার জননী যে অকারণে এত দিন কষ্টভোগ করিতেছে, এবং তাহার পিতাও যে, শেষদশায় ক্লেশভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে জন্য তিনি যৎপরোনাস্তি ক্ষোভ ও পরিতাপ প্রাপ্ত হইলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, তাহাদের উভয়কে রাজবাটীতে আনাইলেন। সেই বালিকার পিতা যত বেতন পাইতেন, তৎসমান পেন্সন্ প্রদানের আদেশ দিয়া, তিনি তাহাদিগকে বিনীতভাবে বলিলেন, যথাকালে পেন্সন্ না পাওয়াতে তোমাদিগকে অনেক ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছে, সে জন্য আমি তোমাদের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতেছি। তোমরা বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদিগকে

ক্লেশ দি নাই। যদি তোমাদের পরিচিতের মধ্যে কাহারও পক্ষে কোনও অন্যায় ঘটিয়া থাকে, এই প্রার্থনা করিতেছি, তোমরা তাহাদিগকে আমায় জানাইতে বলিবে।

এই বলিয়া সম্রাট্ তাহাদিগকে বিদায় দিলেন, এবং তদবধি এই নিয়ম করিলেন, এবং এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তিনি সপ্তাহের মধ্যে অমুক দিন, অমুক সময়ে প্রজাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এবং যাঁহার যে প্রার্থনা বা অভিযোগ থাকে, তিনি সেই সময়ে তাঁহাকে জানাইতে পারিবেন।

সম্পূর্ণ।

সীতা

প্রথম খণ্ড

সীতার জন্ম-কথা।

সংস্কৃত সাহিত্যে রামায়ণ বলে এক খানি মস্ত মহা-কাব্য আছে। এই বইকে পুরাণও বলে, কেন না, অযোধ্যার রাজা, শ্রীরামচন্দ্রের জীবন-কথা এ'তে বলা হ'য়েছে। হিন্দুশাস্ত্র-মতে শ্রীরামচন্দ্র বিষ্ণুর অবতার, আর তাঁ'র স্ত্রী, সীতা, স্বয়ং লক্ষ্মী।

রামায়ণকে মূল ধরে লেখা, সংস্কৃতে এ রকম অনেক গুলি কাব্য ও নাটক আছে। বাঙ্‌লার মহাকবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ, সংস্কৃত রামায়ণের গল্পটা নিয়ে লেখা। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের মতো মধুর ও করুণ কাব্য বাঙ্‌লার অন্য কোনো ভাষাতেও বেশী নাই। তোমরা সকলে রাম-সীতার গল্প শুনেছো। সীতা রাজার মেয়ে,—রাজার বউ

হ'য়েও, জীবনে অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন, আর এতো কষ্ট পেয়েও, ধর্ম্ম,—বিশেষ ক'রে, নারী-ধর্ম্ম বজায় রেখেছিলেন, তাই তাঁর চরিত্রের এতো মহিমা। হিন্দুদের বিশ্বাস যে সকালে উঠে সীতার নাম করলে, সে দিন ভালো যায়।

কিন্তু কারো কারো মতে, সীতার গল্পটা একটা রূপক মাত্র। সীতা পৃথিবীর মেয়ে, আর পৃথিবীতেই তাঁর লয়। জনক তাঁর পিতা লাঙলের মুখে তাঁর জন্ম। ধনুক ভেঙে তাঁকে পেতে হয়েছিল আর পরে সীতার অগ্নি-পরীক্ষা হয়। অর্থাৎ কিনা,—সীতা হ'চ্ছেন শস্য—ভূঁয়েতে যাঁর জন্ম,—যাঁকে লাঙল চ'ষে পেতে হয়। জনক তাঁর বাপ, জনক মানে,—যে জন্মায়, অর্থাৎ চাষী। ধনুক ভেঙে কিনা, —তুঁষ ছাড়িয়ে, পরে আগুন দিয়ে সিদ্ধ ক'রে লোকে শস্যকে ব্যবহার করে। এই শস্যই আবার নাড় হ'য়ে ভূঁয়ে ফিরে যায়। এই জন্যে সীতার রূপক গল্পের মানে। সে যা' হোক, এই গল্পটী যে অসাধারণ এবং বিশেষ নীতি-মূলক, সে বিষয়ে কোনো ভুল নাই।

সেকালে মিথিলা নামে একটী রাজ্য ছিল। বিহারের ত্রিহুত, অতীতের সেই মিথিলা। এই মিথিলায় নিমি নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁর ছেলে মিথি। মিথি এই রাজ্যটী বসান ব'লে, এর নাম হ'য়েছিল, মিথিলা। মিথির বংশে

জনক রাজার জন্ম, এঁকে সকলে রাজর্ষি জনক ব'লতো। এই রাজর্ষি কথাটার মানে হয়তো তোমরা সকলে জানো না। রাজা ও ঋষি—এই দু'টি কথা মেলালে রাজর্ষি কথাটী হয়। রাজা জনক, রাজা হ'য়েও ধর্ম্মে-কর্ম্মে ঋষির মতো চ'লতেন ব'লে তাঁ'র এই উপাধি। সুতরাং বেশ বুঝতে পারছো যে জনক বড় ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। সেকা'লে তাঁ'র মতো ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং জ্ঞানী লোক এদেশে বড় বেশী ছিলেন না। অনেক বড় বড় মুনি ঋষি জনক রাজার কাছে গিয়ে নানা উপদেশ নিতেন। যাগ যজ্ঞ ক'রেই জনকের বেশী সময় কাটতো।

জনক রাজা শাস্ত্র ও ধর্ম্ম অনুযায়ী প্রজার পালন ও রাজ্যের শাসন ক'রতেন, আর তাঁ'র যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি মুনি-ঋষিদের মতো চ'লতো।

এ হেন ধার্ম্মিক রাজার কোনো ছেলে-পুলে নেই। তাই সকলে জনককে ব'ললে- আপনি হ'চ্ছেন, রাজর্ষি— মহা-ধার্ম্মিক রাজা। আপনি যদি একটা যজ্ঞ করেন, তবে আপনার সন্তান হ'বেই হবে। যা'হোক, জনক রাজা সন্তানের জন্যে যজ্ঞ ক'রবেন, ঠিক হ'লো।

রাজা জনকের মস্ত বড় একটা যজ্ঞ-ভূমি ছিল। অনেক দিন বে-প'ড়ে থাকায়, তা'তে ছোট-বড় অনেক গাছ-পা ছড়া হ'য়েছিল। তাই তিনি যজ্ঞ করার আগে, যজ্ঞের ক্ষেতটাকে

সাফ করার মানস ক'রে, এক দিন নিজেই লাঙল নিয়ে সেখানে গিয়ে হাজির হ'লেন। যজ্ঞের কাজ,—দেবতার কাজ, কাজেই কোনো অবহেলা না ক'রে,—কারুর উপর ঐ কাজের ভার না দিয়ে,—রাজা নিজেই যজ্ঞের ভুঁয়ে লাঙল দিতে সুরু ক'রে দিলেন। এই ভাবে যজ্ঞ-ভূমি চাষ ক'রতে ক'রতে, হঠাৎ লাঙলের ফালের মুখে একটী অতি সুন্দরী মেয়ে মাটী হ'তে ভেসে উঠলো। রাজর্ষি তে দেখেই অবাক্। চাষ বন্ধ ক'রে তিনি মেয়েটীকে কোলে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন। বুঝলেন যে আর যজ্ঞ ক'রতে হ'বে না, কেন না, দেবতা সদয় হ'যে যজ্ঞের আগেই ফল দিয়ে দিয়েছেন।

অন্দরে পৌঁছুলে, রাণীও মেয়েটীকে দেখে কোলে তুলে নিযে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—এ'কে কোথায় পেলে?

রাজর্ষি ব'ললেন,—মেয়েটীকে সীতায় পেযেছি।

সীতা কা'কে বলে তোমরা জানো?—লাঙলের টানে মাটী কেটে দু'ভাগ হ'যে যায়, আর মধ্যে যে গভীর দাগটী পড়ে, সেই দাগের নাম সীতা। এই জন্যেই জনক "সীতায় পেযেছি" এ কথা ব'ললেন।

শুনে রাণী উত্তর ক'রলেন,—তবে এই মেয়েটীর নাম 'সীত' রাখা যাক্।

দু'-এক দিনের মধ্যে সকলে জানলে, রাজর্ষি জনক

পৃথিবীর কন্যা পেয়েছেন, আর সেই মেয়ের নাম রাখা হ'য়েছে, "সীতা"।

শুক্ল পক্ষের চাঁদের মতো সীতার রূপ দিন দিন বাড়তে লাগলো। রূপ যেন আর ধরে না—ভরা বর্ষার নদীর মতো সীতার শ্রী উছলে প'ড়ছিল। দিনে দিনে মেয়েটী যত বড় হ'চ্ছিল—তা'র রূপও ততো বাড়ছিল। আর এক কথা,—সীতার যেমন রূপ, তাঁর গুণও তা'র অনুরূপ। লেখা-পড়ায়, কাজে-কর্ম্মে আর ব্যবহারে, এরূপ আর একটী মেয়ে পাওয়া কঠিন। দিনে দিনে বেড়ে বেড়ে সীতার প্রায় বিয়ের বয়স হ'য়ে এলো।

জনক রাজা মহা দুশ্চিন্তায় প'ড়লেন। এমন অপূর্ব্ব সুন্দরী,—এমন অসাধারণ গুণের মেয়ে, সীতাকে না জানি কেমন মানুষের হাতে দিতে হয়,—না জানি সীতার স্বামী কেমন হয়। তা'র রূপ, গুণ আর শক্তি, না জানি কেমন থাকে? যেমন মেয়ে, তা'র যোগ্য বর তো চাই?

জনক রাজার ভাই কুশধ্বজ ও মন্ত্রীরা ব'ললেন—অতো ভা'ববার কথা কি আছে? স্বয়ংবর ক'রে দিলেইতো সব লেঠা চুকে যাবে। সীতা নিমন্ত্রিত সমস্ত রাজকুমারদের দেখে, যা'কে ইচ্ছে বরণ ক'রবে। কেউ বা ব'ললেন—দেশের মধ্যে সকলের চে'যে বড় রাজার সঙ্গে সীতার বিয়ে হো'ক না? কেউ বা প্রস্তাব ক'রলেন, অমুক রাজকুমার

দেখতে বেশ—তা'র মতো সুশ্রী কেউ নেই, তার সঙ্গে সীতাব বিযে দিন।

. এইরূপে নানা জনে নানা কথা ওঠালেন, কিন্তু একটা কথাও জনকের পছন্দ হ'লো না। বিশেষ ক'রে, স্বয়ংবরেব কথাটা তা'ব মোটেই ভাল লা'গলো না। স্বয়ংবর হ'লে, কত রাজা বাজপুত্র আ'সবেন--আব আর সীতাকে দেখে সকলেই মোহিত হ'বেন। এমন সুন্দরী মেযে—সে যা'র গলাতেই মালা দিক না কেন—আর সব বাজাবা লডাই ক'বে সীতাকে কেডে নেবে। ফল দাঁড়াবে এই, একটা মস্ত বড যুদ্ধ হ'যে, খণ্ড-প্রলযেব মতো কিছু একটা ঘ'টবে। তাই বাজা ইচ্ছা ক'বলেন, সীতাব বিযেব জন্যে একটা নূতন কিছু কবা চাই। শেষে ঠিক হ'লো, বলেব পবীক্ষায় সীতাব বিযে দেওযা হ'বে। যা'ব শক্তি বেশী, সে-ই সীতাকে বিযে ক'রবে।

কিছু দিন ধ'রে, এই সব কথার ভাঙা-গড়া চ'লতে লাগলো। শেষে ঠিক হ'লো, এমন একটা পরখ দেওয়া চাই, যা' সকলে পাব হ'তে পারবে না। বিশেষ কঠিন রকমেব পরখের কথাই ভাবা হ'তে লাগলো। রাজর্ষির একান্ত ইচ্ছা, সামান্য বাজপুত্রদের সীতার আশায় একেবারে আসতেই না দেওয়া।

সীতার বিয়ে

সীতার কাহিনী যে কালের, সে সময়ের আচার-ব্যবহার ও আজ-কা'লক'র চা'ল-চলনে অনেক তফাৎ। তখন এ দেশে মেয়ের বিয়ের অনেক রকম ব্যবস্থা ছিল। আজ-কাল যেমন টাকা হ'লেই মেয়ের সব দোষ ঢেকে যায়, তখন সে রকম অন্যায় ব্যবস্থা চলেনি। সে কালে টাকা-কড়ির জন্যে মানুষ এতো ব্যস্ত ছিল না। তখন সুন্দরী, গুণবতী ও সুলক্ষণা কন্যার দস্তুর মতো আদর ছিল।

আবার বর সম্বন্ধেও সে কালের ব্যবস্থা এ কালের মতো ছিল না। এ কালে বরের পাশের খুব বেশী খাতির, কিন্তু তা'র স্বাস্থ্য, শক্তি বা অন্যান্য গুণের তেমন কদর নেই, সে কালে শক্তি ও বংশের যথেষ্ট মর্য্যাদা ছিল।

তখন মেয়ের বিয়ে দেবার সময়, রাজারা, হয় স্বয়ংবর, নয় শৌর্য্যবরণ, এই দুই প্রধান উপায়ের, একটী গ্রহণ ক'রতেন।

স্বয়ংবরে দেশের বড় বড় রাজা, রাজপুত্রদিগে নিমন্ত্রণ ক'রে এ'নে একটা সভা করা হ'তো। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজকন্যা সখীকে নিয়ে মালা হাতে ক'রে সেই সভায় আসতেন। সঙ্গিনী এক এক জন রাজার রূপ, গুণ আর

ঐশ্বর্য্যের বর্ণনা ক'রলে পর, রাজকন্যা যাঁ'কে ইচ্ছা মালা দিতেন, তার পরে তাঁ'র সঙ্গেই রাজকন্যার বিয়ে হ'তো। এরূপ জায়গায়, কখনো কখনো অন্যান্য রাজারা মেয়ে কেড়ে নেবার জন্যে লড়াই ক'রতেন। যুদ্ধে মেয়ে ছিনিয়ে নিয়ে বিয়ে করার রীতিও তখন ছিল। আর সেরূপ ক'রতে পা'রলে খুব যশ পাওয়া যেতো।

শৌর্য্যবরণে নিজের শক্তি দ্বারা অপর সকলকে হটিয়ে কন্যা গ্রহণ ক'রতে হ'তো। এইটেই ছিল সব চেয়ে বাহাদুরীর কাজ।

রাজর্ষি জনক সকল দিক ভেবে-চিন্তে সীতার জন্যে শৌর্য্যবরণের ব্যবস্থা ক'রবেন, ঠিক ক'রলেন।

অনেক ভাং-চুরের পর, কি রকমে সীতার বিবাহ দেওয়া হবে, ঠিক হ'লো, বলি, শোনো।

হিন্দুদের দেবতাগণের মধ্যে শিব এক জন প্রধান দেবতা। তিনি কৈলাস পাহাড়ে থাকেন। শিবের আরও কতকগুলি নাম আছে, যেমন মহাদেব হর ইত্যাদি। এঁর এক খানি প্রকাণ্ড ধনুক ছিল। ঐ ধনুক এত বড় যে, উহা নাড়াচাড়া করার মতো লোক দেশে বড় কেউ ছিল না। তাই দেবতারা ঐ ধনুকখানি মিথিলার রাজা দেবরাতের ঘরে রেখে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ঐ ধনুক মিথিলার রাজবাড়ীতেই থা'কতো। ওর কোনো ব্যবহার

ছিল না ;—আব কে-ই বা অতো বড ধনুক ব্যবহার ক'রবে ? তাই ওটা একটা ঘবে প'ডে ছিল মাত্র। শিব বা হরের দেওয়া ধনু ব'লে, লোকে তা'কে ব'লতো "হর-ধনু"।

সেই পূর্ব্বপুরুষের আমলেব ধনুকেব কথা, আ'জ সহসা রাজর্ষি জনকেব মনে প'ডলো। এই ধনুক দিয়ে তাঁর মতলবেব মতো কাজ খুব ভালই হবে দেখে, তিনি পণ কবলেন,—এই হবধনুতে যে গুণ পবা'তে পাব্‌বে, আমি তা'র সঙ্গে সীতাব বিয়ে দেবো।

তোমবা সকলে নিশ্চযই ধনুক ও গুল্‌তি দেখেছো। ধনুক ও গুল্‌তিকে বাঁকিযে বা'খবাব জন্যে তা'দের মুখে যে বশি বাঁধা থাকে, তা'বই নাম গুণ।

মতলব ঠিক হ'যে গেলে, বাজর্ষি জনক এই পণেব কথা, ভাটদেব মুখে দেশের মধ্যে প্রচাব ক'রে দিলেন। তাঁ'ব পণ ঘোষিত হওযা মাত্রেই, মিথিলায় বাজকুমার, রাজা, মহারাজাদের আগমন হ'তে লাগলো। কেন না, আগেই, সীতার গুণ ও রূপেব কথা, দেশময় ছডিয়ে প'ড়েছিলো। কিন্তু অতি-বড ধনু দেখেই সকলের মাথা ঘুরে গেলো। কেউ কেউ বা সেই বিরাট ধনুতে হাত দিয়ে দেখলে যে ঐ বিশাল ধনু কি কেবল দে'খবার জন্যেই তৈয়ার হয়েছে, না ও কারো ওঠানোও সম্ভব ? যখন এরা

দেখালে—যে না, এ ধনুক কেবল একটা দে'খবার জিনিষ মাত্র—তখন সকলেই রাজর্ষি জনকের এই আজগুবি পণের উপর বেজায় বকম চ'টে গেলো। কেউ বা ব'ললে, জনক রাজা আমাদিগে ডেকে এনে অপমান ক'বছে। তুলুক তো দেখি কে পারে, এই ধনুক খান?—তাহ'লে বলি, হাঁ,—বীব বটে। কেউ কেউ বা জনকেব বিরুদ্ধে লডাইয়েব জন্যে কোমব বাঁধতে লা'গলেন।

এই ভাবে সীতাকে পাবাব জন্যে বাজা, রাজকুমাব ও বড বড বীবগণের চেষ্টা-চরিত্রেব মধ্যে দিন যেতে লা'গলো। ছোট বড যত বাজা, নামজাদা যত বীবগণ, সকলেই এক এক বার কোমব বেঁধে ধনুতে গুণ পরাতে গেলেন—কিন্তু হায়, ধনুকট তুলতে পর্য্যন্ত না পেবে, সকলকেই ঘাম মুছে ঘবে ফিবে যেতে হ'লো। কেউ কেউ বা এই সমস্ত ব্যাপার শুনে, মিথিলাতে না গিযেই দেশে ব'সে বডাই ক'রে ব'লতে লা'গলেন,—হাঁ, ভাবি তো একটা ধনুক, তা'তে গুণ পবাতে যাবো আমি। অমন বত্রিশ গণ্ডা ধনুক আমার ঘরে গডাগডি যা'চ্ছে। কেউ বা ব'ললেন, দু-চার শ' মন লোহা আব কচ্ছপের খোলা দিযে, বিশ্বকর্ম্মা ও ধনুক গ'ড়েছেন, ও আবার নাকি মানুষে তুলতে পারে? নিজে শিবই পা'রলেন না যে। কোথায় লাগি আমি আর উনি। মহাদেব যদি ঐ ধনুকটা ব্যবহারই ক'তে পা'রতেন,

তবে কি আর ওটা জনক রাজার ঘরে থাকে? কৈলাসে কি ধনুকটা রাখবারও জায়গা হয়নি? মোট কথা, ওটা কেবল একটা আজগুবি—দেখনাই জিনিষ,—ব্যবহারের জন্যে নয়।

এইরূপে দিন দিন কত রাজা, কত বীর আসেন, আর ধনুক তুলতে না পেরে লজ্জায় ফিরে যান। কত দেশ-বিদেশের রাজা-রাজকুমারের চেষ্টা সব বিফল হ'য়ে গেল। এমন সময়ে এলেন, লঙ্কা-দ্বীপের রাবণ নামে রাক্ষসদের রাজা। তা'র দশটা মাথা, কুড়ি খানা হাত—গায়ে অপরিমিত বল, ইনি দেবতাদিগে পর্য্যন্ত যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু এ হেন রাবণকে পর্য্যন্ত ফিরে যেতে হ'লো। এই রাক্ষস রাবণের মতো বীর, সে কালে কেউই ছিল না। এ হেন বীর যখন হর-ধনু তুলতে গেলেন, তখন সকলে মনে ক'রলে, হায়! এমন সোনার সীতা বুঝি আজ রাক্ষসের হাতে পড়ে। এই রাবণ এক দিন কৈলাস পাহাড় পর্য্যন্ত তুলেছেন, কিন্তু আজ হর-ধনুখান তুলতে পর্য্যন্ত পা'রলেন না। বিষম লজ্জা পেয়ে, রাবণ দেশে পালিয়ে গেলেন, যাবার সময় জনক রাজার সঙ্গে দেখা পর্য্যন্ত ক'রে গেলেন না।

ধনুক-ভাঙা।

মুনিরা যজ্ঞ আরম্ভ ক'রতেন, আর রাক্ষসে তা' নষ্ট ক'রতো।

যজ্ঞ কা'কে বলে, তা' তোমরা হয়তো জানো না। আজ-কাল আর যজ্ঞ করা হয় না যে। বিয়েতে, পৈতেতে যে হোম করা হয়, তাই-ই যজ্ঞ। দেবতার নাম ক'রে, আগুনে ঘি পুড়িয়ে, ধোঁয়া আর তাপ করা যজ্ঞের উদ্দেশ্য। আজকাল জানা গেছে, এ'তে অনেক সুফল হয়।

রাক্ষসেরা নেংটা, কালো, অসভ্য জাত,—তা'রা মানুষ খায়। এমন কি, অনেক মুনি তা'দের পেটে হজম হ'য়ে গিয়েছিলেন। তা'দের অত্যাচারে মুনিদের যজ্ঞ বন্ধ হওয়ার যো হ'লো। অযোধ্যা ও মিথিলা-রাজ্যের মধ্যে যে সকল বন ছিল, তা'তে অনেক মুনি-ঋষি বাস ক'রতেন। এঁদের মধ্যে বিশ্বামিত্র নামে এক মুনি, যজ্ঞ রক্ষার জন্যে অযোধ্যার রাজা দশরথের নিকট উপস্থিত হ'লেন। অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় রাজাদের চিরকালই বীরত্বের খ্যাতি ছিল। বিশেষতঃ এই সময়ে, অযোধ্যার রাজা দশরথের চা'রটী ছেলের বীরত্বের খ্যাতি দেশের মধ্যে ছড়িয়ে প'ড়ছিল। তাই বিশ্বামিত্র, রাজা দশরথকে গিয়ে ব'ললেন,

মহারাজ, তোমাব বড ছেলে রামচন্দ্রকে আমার সঙ্গে দাও,—সে আমাদেব যজ্ঞ রক্ষা ক'রবে। দশবথ শুনেই ভয়ে জড-সড আর অবাক্! পনব বছরেব ছেলে বাম,—সে কি ক'বে মাবীচ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবে? দশরথ মুনিকে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে ব'ললেন—মহর্ষি, আমি বহুকাল সাধনা ক'রে, পরে যজ্ঞফলে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত আর শত্রুঘ্ন, এই চা'ব পুত্র লাভ ক'বেছি। তা'রা আমাব চোখেব মণি। আমি তা'দেব কাকেও মুহূর্ত্তের জন্যে চোখেব আড়াল করি না। প্রভু, আপনি আদেশ করুন, আমি নিজে গিয়া আপনাদের যজ্ঞরক্ষা ক'বে আসি।

কিন্তু মুনিবা ছিলেন মহা তেজস্বী লোক। তাঁ'রা নিজেবা যা' ঠিক, তাই ক'রতেন, আব পবকেও ঐরূপ ক'রতে উপদেশ দিতেন। তাঁ'দেব কথা না শুনলে, তাঁ'রা ভাবী চ'টে যেতেন। তাই রাজার এই কাতর প্রার্থনায, কোনো ফলই হ'লো না। বিশ্বামিত্র কিছুই শুনলেন না, তিনি আরো উলটে ভয়ানক রাগ ক'রে ব'ললেন—মহারাজ, যে পুত্রকে দু'দিন পবে বাজা হ'য়ে রাজ্য রক্ষা ক'রতে হবে, তা'কে অমন ক'রে কাপুরুষ বানালে চ'লবে না। তুমি রামকে আমার সঙ্গে দাও; নতুবা আমি অভিশাপ দিয়ে তোমার রাজ্য একেবারে

নষ্ট করে দেবো। তোমাকে ফেব ব'লছি, বামকে আমার সঙ্গে দাও, কোনো ভয়ই নেই।

কিন্তু আসল কথাটা কি জানো, দশবথ তাঁ'ব চা'ব ছেলের কা'কেও যজ্ঞরক্ষার জন্যে পাঠাতে ভীত ছিলেন না, কিন্তু বড ছেলে বাম, চোখের সামনে না থা'কলে, তাঁ'ব বড়ই কষ্ট হ'তো। তাই তিনি বামকে পাঠ্যা'তে ইতস্ততঃ ক'বছিলেন। সে যা হো'ক, দশবথকে শেষটা বিশ্বামিত্রেব কথায় স্বীকার হ'তে হ'লো, তিনি বাম-লক্ষ্মণকে মুনিদেব যজ্ঞরক্ষাব জন্যে বিশ্বামিত্রেব সঙ্গে পাঠিযে দিলেন।

মুনি রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিযে যজ্ঞ বক্ষা ক'রতে বওনা হ'লেন। পথে তাডকা নামে এক ভয়ানক বাক্ষসীর ঘাঁটী ছিল। সে অনেক মুনিকে মেরে খেযেছে, বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিযে সেই তাডকার বাডীব কাছে যেতেই, সে তর্জ্জন-গর্জ্জন ক'রে, তাঁ'দিগে খেতে এলো। বামচন্দ্র বিশ্বামিত্রের আদেশে তাডকাকে মেবে ফে'ললেন।

মুনি যথাসময়ে রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে নিজেদেব যজ্ঞ-স্থানে পৌঁছুলেন। এখন রাম-লক্ষ্মণের ভরসা পেযে মুনিরা ফের যজ্ঞ আরম্ভ ক'রে দিলেন। মাবীচ প্রভৃতি বাক্ষসেরা আবারও যজ্ঞ নষ্ট ক'রতে এলো। কিন্তু রাম ধনুর্ব্বাণ নিয়ে এমন আশ্চর্য্য যুদ্ধ ক'বতে লাগলেন যে রাক্ষসদেব মধ্যে অনেকগুলি মারা প'ড়লো; আর বাকী-

গুলো পালিয়ে বাঁচলো। তা'দের সর্দ্দার মারীচ, একটা বাণের বিষম ঘা খেয়ে, চরকীর মত ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে ছুট দিলে। এর পরে মুনিরা নির্ভয়ে ও নির্ব্বিঘ্নে যজ্ঞ শেষ ক'রলেন।

যজ্ঞ শেষ হ'লে, বিশ্বামিত্র ব'ললেন,—বাছা রাম, এখন চলো, তোমাদিগে দেশে রেখে আসি। কিন্তু একটা কথা আছে,—মিথিলার রাজা জনক আমার বন্ধু, সীতা নামে তাঁর সর্ব্বরূপগুণযুক্তা একটী কন্যা আছে। বো'ধ হয়, তুমি তাঁ'র জন্ম-বৃত্তান্ত শুনেছো। এখন জনক সেই সীতার বিবাহে, সকল রাজার শক্তি পরীক্ষা ক'রছেন। এক খানা ধনুক মিথিলাতে আছে,—যে তা'তে গুণ দিতে পা'রবে, জনক রাজা তাঁকেই কন্যাদান ক'রবেন, পণ ক'রেছেন। অনেক রাজা ও রাজকুমা'র এই ধনুকে গুণ দিতে না পেরে ফিরে ফিরে যাচ্ছেন। এমন কি, কেউ তা' তুলাতেই পারছে না। তুমি ক্ষত্রিয় বালক, যেখানে শক্তি-পরীক্ষার নিমন্ত্রণ, সেখানে তোমার যাওয়াই উচিত। নতুবা নিতান্ত লজ্জার বিষয় হয়। বিশেষতঃ, মিথিলাও অতি নিকট। তাই ব'লছি, চলো, কা'ল আমরা জনক রাজার ধনুক দে'খতে যাই।

সেকালে শক্তি-পরীক্ষার নিমন্ত্রণ কেউই ফিরাতো না। বিশেষভাবে ক্ষত্রিয় রাজগণ এ বিষয়ে খুব আগ্রহ দেখাতেন। সুতরাং রামচন্দ্র ব'ললেন,—চলুন তবে, মিথিলার ধনুকখানা দেখেই বাড়ী যাওয়া যাবে।

সীতা

সেকালে অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয রাজাদের বহু মান ছিল; সেই বংশেব দু'টী কুমাব আর বিশ্বামিত্রেব আগমনে, রাজর্ষি জনক মস্ত একটা সভা ক'বে, রাজ্যের ভাল ভাল সমস্ত লোকদিগে নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। সামনের একটা ঘবে হব ধনুখানি বাখা আছে। এই বিবাট সভাব সকলেই তাকিযে তাকিয়ে রাম-লক্ষ্মণ দু'টী ভাইকে দেখছে। তেজঃ-পুঞ্জ মহর্ষি বিশ্বামিত্রেব পেছুতে, এই দু'টী অপূর্ব্ব সুন্দব কুমাব। মহর্ষি বিশ্বামিত্র তাঁ'দিগে ডেকে ব'ললেন,—বাছা রামচন্দ্র, এখানকার সকলেই একান্ত আগ্রহ প্রকাশ ক'রছেন যে তুমি ঐ বিশাল ধনুকখানি তুলে, তা'তে গুণ দাও।

বাম-লক্ষ্মণ বিনযী বালক। এতক্ষণ উভয়েই হেঁটমুখে দাঁড়িযে ছিলেন, এইবার মুখ তুলে সেই ধনুকেব দিকে চাইলেন। সেই প্রকাণ্ড ধনুক অপূর্ব্ব কৌশলে তৈয়াব করা। রামচন্দ্র ধনুকেব দিকে চেয়ে তা'র কারিকুরি দেখতে লা'গলেন। তাই দেখে, উপস্থিত কেউ কেউ মনে ক'বলে, যে ধনুক কত কত মহাবীব তুলতেই পারেন নি, একটা দুধেব ছেলে তা'তে গুণ দেবে কি ক'রে? এই অসম্ভব প্রস্তাবটীকে তা'বা অতি সন্দেহেব সহিত গ্রহণ ক'রলে। লোকের এই অবিশ্বাস দেখে, লক্ষ্মণেব একটু রাগ হ'লো, তিনি রামকে ব'ললেন,—দাদা, মহর্ষির আদেশ

আর এই সব লোকের আগ্রহ,—তুমি ধনুকে গুণ দাও ; নইলে ক্ষত্রিয়ের মর্য্যাদা থাকে না।

রামচন্দ্র তখন ভক্তিভরে মাতা-পিতা ও গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে, সেই বিশাল ধনুকখানিকে অনায়াসে বাঁ হাতে তুলে নিলেন। সভায় জয়-ধ্বনি প'ড়ে গেল। যা' কেউ কোনো দিন সম্ভব হবে ব'লে ভাবে নি, তাই ঘ'টতে দেখে, সভাস্থল কলরব-মুখরিত হ'য়ে উঠলো।

রামচন্দ্র ধনুকখানি তুলে নিযে অল্পক্ষণ মধ্যেই তা'তে গুণ দিয়ে ফে'ললেন। সভায় সকল লোক অবাক্ হ'য়ে চেয়ে রইলো,—তা'দের কারো মুখে আর কথাটী নেই।

এতক্ষণ রাম গুণ দেওয়া ধনুক হাতে ক'রে দাঁড়িয়েই আছেন। তখন বিশ্বামিত্র ব'ললেন,—রাম, তুমি যদি ধনুকেব গুণ টেনে, ওকে ভাঙতে পারো, তা'হ'লে বুঝবো যে তোমার বীরত্ব অ-সাধারণ বটে।

রাম উত্তরে ব'ললেন,—শুনেছি, এই ধনুকখানি মহাদেবের, শিব-ধনু ভাঙলে, হয়তো আমার অকর্ত্তব্য করা হবে।

না, না, বাছা, তোমার কোনো দোষই হবে না। আমি আদেশ দিচ্ছি, তুমি অনায়াসে পালন করো। পৃথিবীর লোকে জানুক, যে ধনুক কেউ তুলতে পর্য্যন্ত পারেনি, তুমি অনায়াসে তা' ভেঙে ফেলেছো।

চোখের সামনে অসম্ভবকে সম্ভব হ'তে দেখে, সভার

লোক এতক্ষণ বিস্ময়ে নিস্তব্ধ হ'য়ে ছিল। কিন্তু বিশ্বামিত্রের এই নিতান্ত অসম্ভব প্রস্তাবটী শুনে, তা'রা আর সইতে পারলে না। অনেকে একস্বরে ব'লে উঠলো,—না, না, এ ধনুক কিছুতেই ভাঙা যাবে না। এ দেবতার ধনুক; এ ভাঙা নরলোকের পক্ষে অসম্ভব।

এইরকম কথা হজম করা লক্ষ্মণের পক্ষে একেবারে অসাধ্য। তাঁ'র অত্যন্ত রাগ হ'লো। কি! ক্ষত্রিয়ের, তায় আবার আমার দাদার শক্তি নেই—এ কথা কে সহ্য ক'রবে? লক্ষ্মণ ব'লে ফে'ললেন,—দাদা, ধনুকখানা ভেঙে দেখাও তো যে ওটা তোমার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। এদিকে বিশ্বামিত্র, জনক ও সভাসদ্‌গণও রামকে হর-ধনুখানি ভাঙতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ ক'রতে লা'গলেন। সুতরাং রামচন্দ্র এমন জোরে গুণে টান দিলেন যে মড় মড় ক'রে, সেই বিশাল ধনু দু'খান হ'য়ে প'ড়ে গেলো। সেই ভয়ঙ্কর শব্দে মিথিলার প্রাণীমাত্রেই ভয় পেলে ও বাড়ী-ঘর সব কেঁপে উঠলো।

লোকে বলে, "ধনুক-ভাঙা পণ"—অর্থাৎ কিনা একটা ভারী শক্ত ব্যাপার,—যা' সাধারণ লোকের সাধ্যের অতীত। রাজা জনকের সেই "ধনুক-ভাঙা পণের" আ'জ পূরণ হ'লো। শ্রীরামচন্দ্র অতি তরুণ বয়সেই অন্যের অসাধ্য, এই গৌরবের কার্য্য সাধন ক'রলেন।

আজ রাজর্ষি জনকের আনন্দ দেখে কে?—অযোধ্যার বড় রাজকুমার, তা'তে আবার অমন বীর,—তিনি তাঁর জামাই হবেন। একি সামান্য আনন্দের,—সামান্য গৌরবের,—সামান্য সৌভাগ্যের কথা। সীতার বিবাহের জন্যে তাঁ'র যত ভয় হয়েছিল, এখন সেই পরিমাণে আনন্দ হ'তে লাগলো। জনক এসে বিশ্বামিত্রকে কোলাকুলি দিয়ে ব'ললেন,—বন্ধু, তবে এখন সীতার বিবাহের উদ্যোগ করি? তোমার চেষ্টায় যখন রামকে পেলাম, তখন প্রথমেই তোমার অনুমতি নিয়ে কাজ আরম্ভ ক'রতে চাই।

রাজা জনকের আগ্রহ দেখে ও কথা শুনে, রামচন্দ্র ব'ললেন,—আমার মাতা-পিতার অনুমতি গ্রহণ না ক'রে বিবাহ হ'তেই পারে না। দ্বিতীয় কথা, আমরা চা'র ভাই এক দিনে জন্মেছি, আমাদের বিয়েও এক দিনে হয়, আমার এই ইচ্ছা।

রাজর্ষি জনক হাস্‌তে হাস্‌তে উত্তর ক'রলেন,—এ'তে আর ভাবনা কি আছে, বাবাজী? আমার ঘরেই যে তোমাদের চা'র ভাইয়ের জন্যে চা'রটী মেয়ে মজুদ রয়েছে।

কথাই একটু খুলে বলি। সীতাকে পাবার কিছুকাল পরে জনকের একটী মেয়ে হয়। রাজা তাঁর নাম রাখেন,

ঊর্ম্মিলা। আর তাঁর ভাই কুশধ্বজের দু'টী মেয়ে, তাঁ'দের নাম, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্ত্তি। এই চা'র মেয়ের কথাই জনক হাস্‌তে হাস্‌তে রামকে ব'ললেন।

এই কথা শুনে বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে মিথিলায় রেখে, দশরথকে আ'নতে অযোধ্যায় চ'ললেন।

অযোধ্যার পথে।

যথা সময়ে দশরথ, কুলগুরু বশিষ্ঠ ও অন্যান্য পরিজনকে নিয়ে মিথিলায় এসে প'ড়লেন। আর এ'র অল্প-দিনের মধ্যে মহাসমারোহে চা'র ভাইয়ের বিয়ে হ'য়ে গেল। রামের সহিত সীতার, লক্ষ্মণের সহিত ঊর্ম্মিলার আর জনকের ভাই কুশধ্বজের মেয়ে মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের বিয়ে হ'ল। ধনুক-ভাঙার পর থেকে, অনেক দিন পর্য্যন্ত মিথিলায় পান-ভোজন ও অন্যান্য আমোদ-আহ্লাদ চ'ল্‌তে লাগলো। মোটের উপর জনকের রাজধানীতে আনন্দের আর অবধি র'ইলো না।

এখানে একটু আগেকার কথা ব'লে নিতে হবে। লঙ্কার রাক্ষস-রাজা রাবণ খুব বীর হ'লেও ধনুক ওঠাতে পারেনি, এ কথা আগেই বলা হ'য়েছে। রাবণের বীর ব'লে খ্যাতি ছিল, আর সে অত্যাচারীও ছিল খুব। রাবণ ভেবে দেখে বুঝলে, যে এই হরের ধনুক ভাঙবে, সে যে শুধু সীতাকেই পাবে, তা' নয়। ইচ্ছা করলে, সে, যে কোনো দিন তা'কেও অনায়াসে জয় ক'রতে পা'রবে। এই রকম সাত-পাঁচ ভেবে চিন্তে, রাবণ তা'র মাতামহ বুড়া রাক্ষস মাল্যবান্‌কে গোপনে মিথিলায় রেখে দিলে। মতলব এই,—

যে-ই ধনুক ভাঙা প'ড়বে, অমনি যা'তে রাবণের কাছে সে খবরটা পৌঁছে।

রাম ধনুক ভাঙতেই, মাল্যবান্ লঙ্কায় সেই খবর পাঠিয়ে দিলে। কিন্তু সে নিজেও নিশ্চিন্ত র'ইলো না; তা'র মনে বিষম ভয় হ'তে লাগলো, এইবার বুঝি বা তা'র নাতির সব বুজরুকী ভেঙে যায়।

অনেক মাথা ঘামিয়ে,—অনেক বুদ্ধি খরচ ক'রে, সে স্মরণ ক'রলে, শিবের প্রিয় শিষ্য আছেন, পরশু-রাম ঠাকুর। ইনি ভারী রাগী লোক, এক কুড়ুলের কোপে নিজের মায়েরই মাথাটা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর নাম হয় পরশু-রাম। পরশু মানে, কুড়ুল।

মাল্যবান্ মনে মনে বুঝলে যে এই ঠাকুরটী যখন শু'নবেন যে তাঁ'র গুরুর ধনুক ভাঙা গেছে'— আর একটী ক্ষত্রিয়ের ছেলে এই দুষ্কর্ম্ম করেছে, তখনই তিনি তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উ'ঠবেন। কেন না, ক্ষত্রিয়দের উপর পরশু-রামের ভারী রাগ ছিল। আর এই রাগের বশে, তিনি একুশ বার পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দের কেটে ফেলেছিলেন। ধনুক-ভাঙার সময়ে পরশু-রাম দক্ষিণাপথের মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস ক'রছিলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে বুড়া-রাক্ষস মাল্য-বান্ নিজেই তাঁ'কে হর-ধনু ভাঙার খবরটা দিতে গেলো। সে মনে মনে বেশ বুঝলে, তিনি এ খবর পাবামাত্র এসে

এই বাচ্চা-রামের দফা রফা ক'রবেন। আর অতি সহজেই রাবণেব তুষমনেব শেষ হ'য়ে যাবে। যা'কে বলে,—যা শত্রু পরে পবে।

এতো দিনে বিবাহের আমোদ-আহ্লাদ প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে। দশরথ, চা'র ছেলে ও তাঁদের চা'ব বৌ নিয়ে অযোধ্যায় যাত্রা ক'ববেন, মনে ক'বছেন, এমন সময়, এক দিন মিথিলা'ব রাজধানীতে এক মহা শোব-গোল উঠলো। যে যে-দিকে পারে, পলাতে লাগলো, —ছেলে, বুড়ো, পুরুষ ও স্ত্রী উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চ'লেছে। কেউ আর দাঁড়ায় না, কেবল দে ছুট—দে ছুট। দাবোযান এসে রাজাকে ব'ললে,—আব উপায় নেই, বিষম চ'টে-ফেটে সেই পরশু-রাম ঠাকুব আ'সছেন। এই খববটা দিয়েই দারোযান নিজেও ছুট দিলে।

এর একটু পরেই ক্ষত্রিয়দেব যম, মহাবীর পরশু-রাম গর্জ্জাতে গর্জ্জাতে সেখানে হাজির। তাঁ'র দেহ বিষম উঁচু ও বলিষ্ঠ; লম্বা লম্বা জটা কোমর পর্য্যন্ত নেমেছে, লম্বা দাড়ি—রক্তবর্ণ চোক—হাতে ধারালো মস্ত বড় এক খানা কুড়ুল। তাঁ'কে দেখে সকলেই মহা ভয় পেলেন।

পরশু-রাম এসেই হুঙ্কার দিয়ে ব'ললেন,—কোথায় রাম?—কে রাম?—কে হর-ধনু ভেঙেছে,—শীঘ্র বলো, নইলে আ'জ কারো মঙ্গল হবে না।

ভৃগু-নন্দনের এই রুদ্রমূর্ত্তি দেখে ও কথা শুনে দশরথ বড়ই ভয় পে'লেন। তিনি যোড়হাতে অনেক বিনয় ক'রলেন,—কিন্তু পরশু-রামের রাগ ক'মলো না। তিনি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ব'লতে লা'গলেন,—হরের শিষ্য রাম আ'জও জীবিত, হরের পুত্র কীর্ত্তিকেয় আ'জও জীবিত,—কে এমন শক্তিধর যে এই দু'জন জীবিত থা'কতেই হর-ধনু ভেঙে ফেলে? আমি তা'কে কখনই ক্ষমা ক'রবো না। এমন কি, নিজে গুরুদেব তা'কে ক্ষমা ক'রলেও, আমি বধ ক'রবো।

মহারাজ দশরথ, রাজর্ষি জনক, মহর্ষি বিশ্বামিত্র এবং উপস্থিত সভাসদ্‌গণ ভৃগু-নন্দনকে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রলেও, তাঁ'র রাগ প'ড়লো না পরশু-রামের কর্কশ কথায় আর আস্ফালনে সকলে বড়ই ব্যস্ত হ'যে প'ড়লেন। তিনি আবার ব'লতে লা'গলেন,—আমি একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার করেছি। জনক, ঋষিমধ্যে গণ্য ব'লে, তাঁ'কে বধ করিনি, আর বিশ্বামিত্র, একে আত্মীয়—তা'তে আবার ঋষি, তাই তাঁ'কেও ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু আ'জ আর কা'কেও ছাড়বো না।

ভৃগু-নন্দনের এইরূপ আস্ফালন দেখে, রামচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁ'র সামনে এসে ব'ললেন,—মহাশয়, আপনি একুশ বার ক্ষত্রিয় সংহার ক'রেছেন জানি, কিন্তু এখানে আপনি

ভয় দেখাচ্ছেন কা'কে ? আপনার এমন কি ক্ষমতা আছে, যা'র জন্যে এতো অহঙ্কার করেন ? হর-ধনু যে ভাঙতে পারবে, তা'কে কন্যা দান ক'রবেন, রাজর্ষি এই পণ ক'রে, দেশের ক্ষত্রিয়গণকে আহ্বান ক'রেছিলেন। সেই আহ্বানে কোন্ বলবান্ ক্ষত্রিয় উপস্থিত না হবে ? তা'দের মধ্যে যা'র শক্তি অধিক, সে সেই পণ রক্ষা ক'রেছে। ক্ষত্রবীর তা'র নিজ কর্ত্তব্য ক'রেছে, এতে অন্যায়ই বা কোথায়, আর ভয়ের কারণই বা কি ?

রামের কথা শুনে ভৃগুকুমার ব'ললেন,—দাম্ভিক বালক, সামান্য এক জীর্ণ ধনুক ভেঙে অহঙ্কার ক'রছো ? আচ্ছা, আমি আজ তোমার শক্তির পরীক্ষা ক'রবো। এই আমার ধনুক রাখছি,—পারো যদি এই ধনুক তুলে এ'তে গুণ পরাও দেখি।

যেমন অনুরোধ, অমনি কাজ। রাজচন্দ্র অনায়াসে পরশু-রামের ধনুকখানি হাতে নিয়ে তা'তে গুণ দিলেন। মহাবীর ভার্গবের এ'তে বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না। তাঁর ধারণা ছিল—একমাত্র মহাদেব আর নিজে তিনি ব্যতীত আর কেউ এই ধনুকে গুণ দিতে পারে না। এখন রামচন্দ্রের বীরত্ব দেখে পরশু-রাম একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলেন। অতঃপর তিনি শান্ত ভাবে ব'ললেন,—বু'ঝলাম, ভগবান বিষ্ণু তোমার রূপে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। এখন তুমিই

অধর্ম্মের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপন কর। আজ হ'তে আমার কাজ শেষ হ'ল। আমাব বিজয ধনু তোমাকে দিলাম। তুমি এই ভারতকে কর্ম্মক্ষেত্র কব। আমি চ'ললাম, অবশিষ্ট জীবন তপস্যা ক'বে কাটাবো। বামচন্দ্র, তুমি বীব, ধার্ম্মিক ও ধীব,—তুমি অধর্ম্মের ধ্বংস কব।"

পবশু-রাম চ'লে গেলে, পুত্র ও পুত্রবধূ নিয়ে দশরথ নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় ফিবে এলেন।

অযোধ্যা বাজধানীতে একেবারে চা'বটি নূতন বউ ববণেব ধুম প'ড়ে গেলো। রামের মা, কৌশল্যা দেবী, ভবতের মা, কৈকেযী ও লক্ষ্মণ-শত্রুঘ্নের মা, সুমিত্রার কত আনন্দ! পুরবাসীবাও আনন্দে অধীর। তা'রা অতি সুন্দর ক'রে নিজ নিজ ঘর বাড়ী সাজিয়েছে। অযোধ্যায় নাচ-গান, আমোদ-আহ্লাদ, কাঙাল-ভিখারিকে বস্ত্র ও খাদ্য দান চ'লতে লা'গলো। নূতন বউ চা'রটি দেখে, সকলে মনে ক'বতে লাগলো,—তাই তো, মানুষ নাকি এমন সুন্দর হয? আর চা'ব জনেরই কি ধীর-স্থিব স্বভাব! সকলেই খুব আনন্দিত হ'লো। অযোধ্যার লোক জন বামচন্দ্রের অদ্ভুত বীবত্বের কথা শুনে বিস্মিত হ'য়ে গেল। যে তাড়কার নামে সেই পথে কেউ চ'লতো না—তা'কে বধ। যে হর-ধনু কেউ তুলতেও পারেনি—তাই অবহেলায় ভেঙে ফেলা। যে ভার্গবের নামে ক্ষত্রিয় মাত্রে শিউরে

ওঠে, তাঁকে পরাভব। এই সব বিষয় নিয়ে দেশময় আন্দোলন চ'লতে লাগলো। সব জায়গায়ই রামচন্দ্রের গুণ কীর্ত্তন। দশরথের যত বিপক্ষ,—যত শত্রু ছিল—তারা ক্রমে ক্রমে সকলেই বন্ধু হ'য়ে গেল।

এদিকে অন্তঃপুরে সীতা ও অন্য বউ তিনটীকে পেয়ে, পুরমহিলাগণের আনন্দের আর সীমা নাই। অল্পদিনের মধ্যে সীতার গুণে ও রূপে সকলে একেবারে মোহিত হ'য়ে গেলো।

চক্রান্ত।

রাজা দশরথ বুড়া হ'যে প'ডছেন, রাজকাজে আর মন যায় না। তাই তিনি রামচন্দ্রের হাতে রাজ্য-ভার দিযে বিশ্রাম ক'রতে মনন ক বলেন। শুনে প্রজাগণের বড়ই আনন্দ হ'লো। আজ রামের অধিবাস—কাল অভিষেক। দুঃখের বিষয় এই—উৎসবের সময ভরত, শত্রুঘ্নকে নিযে তাঁর মামার বাড়ী—নন্দীগ্রামে গেছেন। তাঁ'কে তাড়াতাড়ি সংবাদ দেওয়ার সুবিধা হ'লো না। রাম রাজা হ'বেন শুনে, অযোধ্যায় আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেছে। ঘরে ঘরে হুলুধ্বনি, মঙ্গল বাজনা ও নাচ-গান, ঘরে ঘরে রঙ-বিরঙের নিশান উ'ড়তে লা'গলো। কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা, ছাদে উঠে দে'খলে, নগরে যেন কি একটা নূতন মহোৎসব। সে তাড়াতাড়ি নেমে এসে, ব্যাপারটা জানতে গেলো।

মন্থরাকে লোকে কুঁজী ব'লে ডা'কতো। কারণ তার পিঠে একটা বেশ বড় রকমের কুঁজ ছিল। আর তা'র প্রকৃতিও ছিল আকৃতির অনুরূপ। কুঁজী রামের অভিষেকের কথা শুনে, [illegible] অন্ধ[illegible] ক'রে কৈকেয়ীর নিকট গিয়ে ব'ললে,—তুমি [illegible]তো ঘুমি[illegible] আছো, এদিকে যে তোমার সর্ব্বনাশ; তার কিছু খবর রাখো কি?

কৈকেয়ী হাঁ ক'রে রইলেন। তিনি কুঁজীর কথা তো কিছুই বু'ঝতে পারলেন না। তারপর মন্থরা যখন রামের অভিষেকের খবর দিলে, কৈকেয়ী তখন আনন্দে গলার বহুমূল্য হার খুলে মন্থরাকে বক্‌সিস দিলেন। ও হরি! মন্থরা ভা'বলে এক, আর হ'ল কিনা তার ঠিক উল্টো; সে রেগে হার ছুড়ে ফেলে দিলে। রাম রাজা হ'লে, কৈকেয়ীর যে দুর্দ্দশা-দুর্গতির সীমা থাকবে না, আর ভরত যে পথের কাঙাল হ'য়ে যাবে, সে এ সকল কথা কৈকেয়ীকে বোঝাতে আরম্ভ ক'রলে। কৈকেয়ী প্রথমে রাগ ক'রে ও সকল কথায় কাণ দেন নি। কিন্তু কু-মন্ত্রী সবই পারে। মন্থরা ঘণ্টাখানেক বুঝিয়ে বুঝিয়ে কৈকেয়ীকে হাত ক'রলে, তার পর দু'জনে ব'সে—কিরূপে রামের অভিষেক বন্ধ হ'তে পারে,—কিরূপে ভরতকে রাজা করা যায়,—অনেক ক্ষণ ধ'রে তার পরামর্শ চ'ললো। তখন কৈকেয়ী গায়ের গহনা ছুঁড়ে ফেলে—ছেঁড়া কাপড় প'রে মাটিতে শুলেন।

প্রাতঃকালে অযোধ্যায় মধুর রাগিণীতে কত বাজনা বাজতে লাগলো। আজ রামের অভিষেক। সীতা দেবী মনের আনন্দে রামচন্দ্রকে প্রণাম ক'রে ব'ললেন,—আজ তুমি জগতে প্র[illegible] হ'ব[illegible] পথে পা দিচ্ছ। আমার কত সৌভাগ্য! পুরবাসীরা কত আনন্দ ক'রতে লা'গলো। কুলগুরু বশিষ্ঠ দেব প্রাতঃস্নান ক'রে সভায় এলেন।

মন্ত্রিগণও সকলে হাজির হ'লেন। কেবল রাজা আসেন নি। অনেক বেলা হ'য়ে গেলো। তখন বশিষ্ঠদেব সুমন্ত্রকে ব'ললেন,—দেখ তো, মহারাজের বিলম্ব কেন? সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

অভিষেকের দিন ব'লে, আজ রামের কাজের অন্ত নেই। রাজ্যের নানা জায়গায় লোক এসে তাঁর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রছে।

রাজ-সভা বসবার সময় হয়েছে। কিন্তু রাজা এখনো সভায় আসেন নি, এমন সম সুমন্ত্র রামকে বাড়ীর ভিতর ডেকে নিয়ে গেলেন।

রাম ভিতরে গিয়ে দেখেন, মহারাজ দশরথ কৈকেয়ীর ঘরের মেঝের উপর প'ড়ে কাঁদছেন—কৈকেয়ী দূরে ব'সে আছেন। পিতার দশা দেখে, রাম ব্যস্ত হ'য়ে কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলে, কৈকেয়ী ব'ললেন,—তোমার পিতা আমাকে দু'টী বর দেবেন ব'লে সত্য ক'রেছিলেন। আজ আমি ঐ দু'টী বর চাচ্ছি। এক বরে চৌদ্দ বছরের জন্যে ভরত রাজা হ'বে, অপর বরে, ঐ চৌদ্দ বছর, তুমি জটা-বাকল প'রে বনবাস যাবে। মহারাজা তোমাকে ভারী স্নেহ করেন ব'লে, কথটা ব'লতে পা'রছেন না। তু[illegible] তাঁ[illegible]ণ-মুক্ত করো।

কৈকেয়ীর এই রকম খোলা-খুলি আর নিষ্ঠুর কথা শু'নে দশরথ হাহাকার ক'রে কেঁদে উঠলেন।

সমস্ত বুঝে-সুঝে,—দেখে-শুনে, রাম বনে যাবেন, ঠিক ক'রলেন।

কৌশল্যা দেবীর বিলাপ, লক্ষ্মণের প্রবোধ, সুমিত্রার মধুর বাক্য,—এ সকলের কিছুতেই, যখন রাম বনবাসে যা'বার সংকল্প ত্যাগ ক'রলেন না, তখন সীতা ব'ললেন,—আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাবো। আমি কখনোই তোমা ছাড়া থাকবো না।—

"তুমি যে পরম গুরু, তুমি যে দেবতা,
তুমি যথা যাও প্রভু আমি যাই তথা।
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের আর নাহি গতি,
স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি।
পতি দেব, একা কেন হবে বনবাসী?
[illegible] দোষের হব, সঙ্গে লও দাসী।
বনে প্রভু, ভ্রমণ করিবে নানা ক্লেশে,
দুখ পাসরিবে, যদি দাসী থাকে পাশে।
যদি বা সীতা, বনে পাবে নানা দুখ,
শত দুখ ঘোচে, যদি দেখি তব মুখ।
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি,
তোমার সেবায় দুখ, সুখ হেন মানি।"

সীতার এই সকল কথা শু'নে, রামচন্দ্র তাঁ'কে অনেক বোঝালেন। ব[illegible]র যে কতো কষ্ট ও বিপদ্, তা' তন্ন তন্ন ক'রে ব'ললেন। সেখানে পথ ঘাট নেই,—কাঁটা-খোঁচার জন্যে, চলা বিষম দায়। বনে সিংহ, বাঘ,

সাপ, প্রভৃতি কতো ভয়ঙ্কর জীব—কতো রাক্ষস থাকে, এ ছাড়া আরো কতো ভয়ের কারণ আছে। ফল-মূল বই অন্য কোনো খা'বার জিনিস মি'লবে না, আর মাঝে মাঝে কতো উপোসও ঘ'টবে। গাছের তলায়,—পাতার বুঁড়েতে,—মাটীতে প'ড়ে, রা'ত কাটা'তে হ'বে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। স্বামীর কথা শুনে, সীতা অভিমান-ভরে ব'লতে লা'গলেন,—

"তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফোটে
তৃণ হেন গণি, তুমি থাকিলে নিকটে।
তব সঙ্গে থাকি', যদি ধূলা লাগে গায়
অগুরু চন্দন চুয়া, জ্ঞান করি তায়।
তব সঙ্গে থাকি', যদি পাই তরু-মূল,
অন্য স্বর্গ-গৃহ নহে, তার সমতুল।
তব দুখে দুখ মম,—সুখে সুখ ভার
আহারে আহার—আর বিহারে বিহার
ক্ষুধা তৃষ্ণা লাগে যদি ভ্রমিয়া কানন
তব রূপ নিরখিয়া করিব বারণ।
বহু তীর্থ দেখিব, অনেক তপোবন,
নানাবিধ পর্ব্বতে করিব আরোহণ।
তুমি ছাড়ি গেলে, আমি ত্যজিব জীবন,—
স্ত্রী-বধ হইলে, পাপ নহে বি[illegible]"

রামের বন-গমনে সীতার দুঃখ নাই, কিন্তু রাম যদি তাঁ'কে সঙ্গে না নিয়ে যান, তবেই অতি-বড় দুঃখ। রাম

বনেই থাকুন,—বা নগরেই থাকুন, উভয়ই সীতার নিকট সমান। পতি ছেড়ে সীতা মুহূর্ত্ত-কালও বাঁ'চবেন না, তাই তিনি পতির সঙ্গে বনে যেতেও প্রস্তুত। তিনি রামের সঙ্গে বনে যা'বেন-ই যা'বেন,—কোনো বাধা মা'নবেন না।

রাজ্যের সুখ, রাজধানীর নানাবিধ বিলাস,—এ সমস্তই যেন সীতার মন থেকে একেবারে মুছে গিয়েছে। তাঁ'র মনে হ'চ্ছিল যে,—যেখানে রাম, সেখানেই সুখ,—সেখানেই সৌন্দর্য্য।

নানা কথা ভেবে-চিন্তে, রাম সীতাকে সঙ্গে নিলেন।

এদিকে শ্রীমান্ লক্ষ্মণ তো প্রস্তুত হ'যেই আছেন। তিনি ব'ললেন,—দাদা, এও কি হয়? তুমি যেখানে,—আমিও সেখানে। তোমা ছাড়া, লক্ষ্মণ থাকিতেই পারে না। আমি রাজ্য, রাজধানী—কিছু জানি না, কিছুই চাই না। আমার তুমিই গতি, তুমিই রাজ্য,—তুমিই ঐশ্বর্য্য, তুমিই সব। আমি তোমার সঙ্গে বনে যাবোই যাবো।

কাজে কাজেই লক্ষ্মণও রামের সঙ্গের সাথী হ'লেন।

বন-গমনে প্রস্তুত হ'য়ে, সীতা আপনার সমস্ত দামী দামী গহনা,—এবং আর আর সব ধন-রত্ন দীন-দরিদ্র ও ব্রাহ্মণগণকে বিলিয়ে দিতে লা'গলেন।

আ'জ বনে যা'বার দিন। সীতার আ'জ বড় আনন্দ। আ'জ তাঁ'র স্বামী পিতৃ-সত্য পালনের জন্যে বনে যা'চ্ছেন,

আর তিনি সীতাকে সঙ্গে যেতে অনুমতি দিয়েছেন! এব চেযে সীতাব কি আনন্দের বিষয় থা'কতে পারে? বনঃবাসের দুঃখ?—সে তো অতি সামান্য আর নগণ্য! স্বামীব সঙ্গে থাকায যে সুখ,—বন-বাস, পথ হাঁটা কিংবা গাছ-তলায় থাকা,—এ গুলি তো তার কাছে কোনো দুঃখ-ই নয। এই তুচ্ছ দুঃখগুলি সীতার অ-সাধারণ সুখের কাছে আস'তেই পারে না।

তাই তিনি পবম আনন্দে স্বামীব সঙ্গে বনে যেতে প্রস্তুত হ'লেন।

দ্বিতীয় খণ্ড

বন-গমন।

একদিন সকালে, রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা, দীনবেশে, পায়ে হেঁটে, রাজবাড়ী থেকে নগরের পথে বেরিয়ে, বন-বাসে যাত্রা ক'রলেন। হাজার হাজার নগরবাসী তাঁ'দের সঙ্গে সঙ্গে যেতে লা'গলো। নগর-বাসীরা ব'ললে যে, তা'রাও রামের সঙ্গে বনে যাবে। বহু দূর সঙ্গে সঙ্গে যাবার পর, অনেক বুঝিয়ে-পড়িয়ে, রাম তা'দিকে বিদায় দিলেন।

কতো বন, আর কতো দেশ, পার হ'য়ে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, তিন জনে পঞ্চ-বটী নামক বনে এসে উপস্থিত হ'লেন। এই জায়গাটী দক্ষিণ-দেশে। আ'জ-কা'লকার নাসিক জেলা, সে-কালের পঞ্চ-বটী। বট, অশ্বত্থ, বেল, আমলকী ও অশোক—এই পাঁচ রকমের বট-জাতীয় গাছ, সেই বনে অনেক ছিল বোধ হয়; তাই এ'র নাম হ'য়েছিল, 'পঞ্চ-বটী'।

বন-বাসের কষ্ট, ফল-মূল খেয়ে থাকার অসুবিধা, পথের পরিশ্রম; কুটীরে, গাছের তলায়, নদীর তীরে বাস,—এই

সমস্ত ক্লেশ, সীতাকে একটুও দুঃখ দিতে পা'রলে না। তিনি স্বামীর কাছে ব'সে কতো মনোহর গল্প, কতো ধর্ম্ম-কথা আর উপদেশ শোনেন। কখনো কখনো বনে বনে ঘু'রে কতো আনন্দ পা'ন। কখনো বা নানা রকম ফুল তু'লে মালা গাঁথেন, সেই মালা দিয়ে স্বামীকে সাজান,—নিজে সাজেন,—আর তাই দেবরকেও উপহার দেন। বনে থেকেও, সীতা-দেবীর মনে হয়, যেন কোনো অসুবিধার মধ্যেই পড়েন নি। যত দিন যায়,—ততই যেন তিনি নূতন নূতন আনন্দের সন্ধান পেয়ে সুখী হ'ন।

যখন তাঁ'রা কোনো মুনি-ঋষির আশ্রমেব নিকট থাকেন, তখন সীতা মুনি-পত্নী ও মুনি-বালকবালিকাদের সঙ্গে কতো আমোদ-আহ্লাদ করেন। মুনি-পত্নীদের পতি-সেবা, ধর্ম্ম-কথা, সকল প্রাণীর প্রতি দয়া প্রভৃতি, সীতাব বড়ই ভাল লাগে। তিনি মুনি-পত্নীদের সঙ্গে মিলে মিশে বড়ই সুখ পান। আশ্রমে পালিত কতো হরিণের বাচ্ছা, কতো পাখীকে, সীতা খাবার দেন। তা'রা কাছে এলে, গায়ে হাত বুলিলে দেন। মমতা ক'রলে যে, বনের পশু-পাখীও বশ হয়, সীতা তা' দেখে ভারী সুখী হন। কখনো বা তিনি মালা গেঁথে হরিণ-শিশুর গলায় পরান।

এই ভাবে মনের সুখে সীতার বনবাসের দিনগুলি

যেন বড়ই তাড়াতাড়ি ক'রে যেতে লা'গলো। ভাবনা-চিন্তা নেই—দুঃখ-অভাব নেই। সঙ্গে স্বামী আছেন, চিন্তা কি? তিনি মহাবীর, ভয়ের কোন কারণই নেই। সেবক দেবর লক্ষ্মণ আছেন; সেবার কোনো ত্রুটী নেই। কুটীরের দুয়ারে অস্ত্র ধ'রে লক্ষ্মণ সারা রাত্রি চৌকী দেন। ফল-মূল যোগাড় ক'রতে লক্ষ্মণ বড় দক্ষ। রাম-সীতা নদীর তীরে বে'ড়াতে যান, পাছে পাছে লক্ষ্মণ চ'লেছেন, পাহারায়। এমন ভক্ত-সেবক,—এমন মহাবীর-সেবক,—এমন কর্ত্তব্য-পরায়ণ-সেবক লক্ষ্মণ, সব সময়েই সঙ্গে আছেন, সীতার কিসের অভাব? তিনি অযোধ্যার রাজ-সুখ ভু'লে যেতে লা'গলেন।

কিন্তু এতো সুখ তাঁ'র কপালে সইলো না। সীতার সুখের উপর মহা-দুঃখের এক খানি কালো মেঘ এসে হাজির হ'লো।

সীতা-হরণ।

রাক্ষসদের রাজা রাবণের এক বিধবা ভগিনী ছিল, যা'র নাম, সূর্পণখা। সে প্রায়ই পঞ্চ-বটী বনে এসে থা'কতো। একদিন সেই রাক্ষসী সূর্পণখা, বেড়া'তে বেড়া'তে পঞ্চ-বটীতে সীতাকে দেখে ভারী আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। এমন রূপ তো সে কখনো দেখেনি ; তা'দের লঙ্কায় কতো সুন্দরী স্ত্রী আছে, কিন্তু সীতার মতো রূপসী তো একটীও নেই! সূর্পণখার মনে ধারণা ছিল যে সে-ও ভারী সুন্দরী। সীতাকে দেখে তার এই অহঙ্কার দূর হ'য়ে গেলো। তাই সে বড় বেশী খুসীও হ'তে পা'রলে না। তা'র পর, সে মনে ক'রলে, এই বৌটাকে খেলে কেমন হয়?—যেমন মনে ভাবা, অমনি কাজ ; রাক্ষসী হাঁ ক'রে, সীতাকে গি'লতে গেলো। তিনি মহা ভয় পেয়ে রামের পিছনে লুকুলেন। রাক্ষসী কিন্তু রাম-লক্ষ্মণকে একটুও ভয় ক'রলো না,—ফের সীতাকে তাড়া ক'রে ধ'রতে গেলো। এবার লক্ষ্মণ রাগ ক'রে সূর্পণখাকে সাজা দিলেন, শয়তানীটার নাক-কাণ কেটে ফে'ললেন। যেমন কর্ম্ম,—তেমন সাজা। রাক্ষসী কাঁ'দতে কাঁ'দতে, তা'র ভাই লঙ্কার রাজা রাবণের নিকট গেলো।

সূর্পণখার মুখে রাবণ সব কথা শুনলে—জানলে। লক্ষ্মণের হাতে তা'র বো'নের যে খোয়ার হ'য়েছে, তা-ও স্ব-চক্ষে দে'খলে। সে একটা রাক্ষসকে পঞ্চ-বটী বনে পাঠিয়ে সেখানকার সব খবর আনালে। তা'তে জানা গেলো যে, সীতা থাকেন, এক খানা ছোটো কুঁড়ের ভিতর, আর সঙ্গে আছেন, রাম-লক্ষ্মণ। এখান থেকে সীতাকে চুরি ক'রে নিয়ে, সূর্পণখার নাক-কাণ কাটার শোধ নিতে, রাবণের সাহসে কুলুলো না, অথচ প্রতিশোধ নেওয়া চাই-ই। তাই রাবণ সেই তাড়কার ছেলে মারীচকে সাথে নিয়ে নিজেই পঞ্চ-বটী বনে এসে হাজির হ'লো। মতলব, যে রকমেই হো'ক, রামকে জব্দ ক'রতেই হবে।

মারীচ-রাক্ষস ছিল, মহা মায়াবী। রাবণের কথাতে সে একটী সুন্দর সোনার হরিণের রূপ ধ'রে, রামদেব কুটীরের সামনে নেচে-নেচে খেল্‌তে লা'গলো। সীতা হরিণটীকে দে'খে, রামকে ব'ললেন,—আচ্ছা, এমন সুন্দর হরিণ তো কোনো বনেই দেখি নি, একে ধ'রে দাও, আমি পু'ষবো।

লক্ষ্মণ কিন্তু ভারী সাবধান। একটা অদ্ভুত হরিণকে তাঁ'দের চোখের সামনে, ঐ ভাবে নাচতে দে'খে, তাঁ'র মনে কেমন একটা খটকা লা'গলো। সূর্পণখার নাক-কাণ কাটার সময়ে, জানা গিয়েছিল যে, সে রাবণের ভগিনী।

সেই থেকে লক্ষ্মণ, ভয়ে ভয়ে আছেন যে, রাক্ষসগুলো কখন-না-কখন একটা অঘটন ঘটায়। তাই তিনি ব'ললেন,—এ নিশ্চয়ই রাক্ষসের মায়া, আমাদিগকে ভোলাবার জন্যে, কোনো রাক্ষস নিশ্চয়ই হরিণের রূপ ধ'রে এসেছে। নইলে হরিণ কি কখনো সোণার হয়?

কিন্তু সীতা কোনো কথাই শোনেন না,—তিনি ঐ হরিণটার জন্যে ভারী বায়না ধ'রে ব'সলেন। কাজেই লক্ষ্মণকে সাবধান থা'কতে ব'লে, ধনুর্ব্বাণ নিয়ে রাম হরিণটাকে ধ'রতে চ'ললেন।

রাম হরিণটার পেছু-পেছু চ'লেছেন, সেটা এক বার কাছে আসে, আবার দূরে যায়। এই ভাবে সে এঁকে-বেঁকে ছুটে চ'ললো। রাম মনে কল্লেন, এইবার হরিণটাকে ধ'রলাম, আর কি। তাই তিনি বাণ ছুঁড়ে, তা'কে প্রাণে মা'রতে চান না। শেষে যখন দে'খলেন যে, কুটীর থেকে অনেক দূরে এসে প'ড়েছেন, তখন ভয় হ'লো, তাই তো লক্ষ্মণের অনুমানই হয় তো ঠিক, এ হয় তো কোনো মায়াবী রাক্ষসের শয়তানী। তখন রাম একটা চোখা বাণ মা'রলেন, আর রাক্ষসটা মায়া ছেড়ে মাটীতে প'ড়লো, কিন্তু তবুও ভয়ানক চীৎকার ক'রে ব'ললে,—কোথায় ভাই লক্ষ্মণ! কোথায় সীতা! বনের মধ্যে আমাকে রাক্ষসে

মেরে ফে'ললে—শীঘ্র ছুটে এসে, বাঁচাও। এই ব'লে, রাক্ষস মাটীতে প'ড়ে, মরে গেলো।

এই চীৎকার শুনে, রাম বড়ই ভয় পেলেন। হায়, হায়। এ যে রাক্ষসের শত্রুতা। সূর্পণখার নাক-কাণ কাটার ফল। এ'রা নিশ্চয়ই লক্ষ্মণকে ভুলিয়ে এনে, কোন বিপদ্ ঘটাবে রামচন্দ্র ব্যস্ত হযে কুটীরেব দিকে যেতে লা'গলেন। ভাবনা হ'ল, যদি মারীচেব ডাকে লক্ষ্মণ চ'লে আসেন, তবে একাকিনী সীতাকে কে দে'খবে-শু'নবে? রাম অনেক দূরে এসে প'ড়েছেন। গভীর বন, পথ নেই,—ঘুরে ফিরে যেতে কত বিলম্ব হবে। তিনি খুব জোরে চ'লতে আরম্ভ ক'রে দিলেন।

রামের কাতর আহ্বান শুনে, সীতা বড়ই অধীর হ'য়ে প'ড়লেন। লক্ষ্মণ প্রথমে একটু চ'মকে ছিলেন, কিন্তু পরে ধীব ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন। সীতা লক্ষ্মণকে স্থির থাকতে দেখে, কাতর ভাবে ব'ললেন,—লক্ষ্মণ! তুমি এখ্খুনি যাও। প্রভু নিশ্চয়ই কোনো বিপদে প'ড়েছেন, হয় তো রাক্ষসে তাঁ'কে আটক ক'রেছে!

লক্ষ্মণ যেতে দেরী ক'রছেন দেখে, সীতা পাগলিনীর মতো হ'য়ে, লক্ষ্মণকে বার বার ব'লতে লাগ্লেন,—ওগো, তুমি এখনো বিলম্ব ক'রছো। যাও, এখ্খুনি যাও; কেউ হয় তো তোমার দাদাকে বিপদে ফেলেছে।

লক্ষ্মণ ধীর ভাবে উত্তর ক'রলেন,—দেবী, তুমি কি মনে করো, রামকে বিপদে ফে'লতে পারে, এমন কেউ আছে ? আর তাঁর মুখ হ'তে ওরূপ কাতর আহ্বান কখনো বেরোয় ?—অসম্ভব। এ কোনো রাক্ষসের মায়া। তুমি ভেবো না। রামচন্দ্র মহাবীর, তা আমার বেশ জানা আছে। তোমারও কি হর-ধনু ভাঙার কথা মনে নেই ?

সীতার ধৈর্য্যের লোপ হ'য়েছিল। তিনি মনে ক'রলেন, লক্ষ্মণ নানা কথায় সময় নষ্ট ক'রছে। তাই রাগ ক'রে ব'লতে লা'গলেন,—বুঝেছি, তুমি তোমার দাদার সাহায্যে যেতে সাহস কর না। গভীর বনে রাক্ষস আছে, সেখানে যেতেই তোমার ভয়। তুমি অতি কাপুরুষ ও ভীরু। মিছে মিছি একখানা মস্ত ধনুক ঘাড়ে ক'রে, আমাদের সঙ্গে এসেছো। ভাইয়ের বিপদে নিশ্চিন্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছ। কিন্তু তুমি না গেলেও, আমি যাবো, আমার স্বামীর বিপদে প্রাণ দিয়ে সাহায্য ক'রবো। আমি ক্ষত্রিয় রমণী, আমি স্বামীর জন্যে প্রাণ দিতে জানি। তুমি অতি হীন ও কাপুরুষ।

ক্ষত্রিয়কে ভীরু ও কাপুরুষ ব'ললে, সে কিছুতেই তা' সহ্য ক'রতে পারে না। লক্ষ্মণ সীতার মুখে বার বার এই অসঙ্গত দুর্ব্বাক্য শু'নে, ধৈর্য্য হারালেন। ব'ললেন,— মা জানকী, আমার ভ্রাতৃ-প্রেমে ও বীরত্বে তোমার সন্দেহ।

আমি যাচ্ছি, দেখি কে আমায় ডাকে। কিন্তু জানিনে, আজ অদৃষ্টে কি আছে। আমার না ফেরা পর্য্যন্ত খুব সাবধানে থা'কবে। কোনো কারণেই কুটীরের বাইরে যাবে না।

এই ব'লে লক্ষ্মণ সীতাকে প্রণাম ক'রে, তাঁর আশীর্ব্বাদ নিয়ে, রামের উদ্দেশে গেলেন।

একটু পরেই, এক দিব্য-কান্তি সন্ন্যাসী এসে, মধুর বচনে অতিথি-সৎকার প্রার্থনা ক'রলেন। সীতা অতিথিকে ব'সতে ব'লে, স্বামী ও দেবরেব ফেরা পর্য্যন্ত অপেক্ষা ক'রতে অনুরোধ ক'বলেন। কিন্তু অতিথিটী জানালেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত্ত, বিলম্ব ক'রতে অক্ষম। তিনি তখনি ভিক্ষা চান, নইলে শাপ দেবেন, এ ভয়ও দে'খালেন। একে অতিথি, তাতে আবার সন্ন্যাসী। সীতা ভীত হ'লেন, কি জানি, যদি ভাগ্যহীন, রাজ্যহীন, বনবাসী স্বামীর আরো কোনো অমঙ্গল ঘটে। তাঁ'র বড়ই চিন্তা হ'লো। অতিথি আবার ব'ললেন,—ভিক্ষা দাও, নয় বলো, চ'লে যাই।

সীতা ভা'বলেন, সূর্য্য-বংশে কেউ তো কোনো দিন অতিথি ফেরায় নি। আমি ফেরাবো?—এই ভেবে, কিছু ফল-মূল হাতে নিয়ে, যে-ই সীতা কুটীরের বাইরে এলেন, অমনি কপট-সন্ন্যাসী দুষ্ট রাবণ, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁ'কে

ধ'রে ফে'ললে। ইসারা মাত্রে, একটা ঝোপের আড়াল থেকে, তা'র রথ এলো। এই রথে সীতাকে তুলে নিয়ে রাবণ আকাশ দিয়ে পলা'তে লা'গলো। সীতা কান্না-কাটি ক'রতে লা'গলেন।

এদিকে রামচন্দ্র মারীচকে মেরে হন্ হন্ ক'রে, কুটীরের দিকে আ'সছেন। তাঁ'র মনে নানা রকমের আশঙ্কা ও কত ভয় হ'তে লাগলো। লক্ষ্মণ যদি মারীচের চীৎকার শুনে, সীতাকে একাকিনী কুটীরে রেখে, চ'লে আসেন, তবে কি উপায় হবে? এই ভয়ানক বনের মধ্যে, কত মায়াবী রাক্ষস আছে। কে সীতাকে তা'দের হাত থেকে রক্ষা ক'রবে? বিপদের আশঙ্কায় রামচন্দ্র আরো তাড়াতাড়ি চ'লতে আরম্ভ করলেন। যেতে যেতে, তিনি কেবলই বিপদের লক্ষণ,—আর নানা রকমের অমঙ্গলের চিহ্ন দে'খতে লা'গলেন। এমন সব কু-লক্ষণ তাঁ'র চোখে প'ড়তে লা'গলো যে, তিনি বেশ বু'ঝতে পা'রলেন, তাঁর পক্ষে আ'জ বড়ই দুর্দ্দিন। এ সব দেখে-শুনে রামচন্দ্রের মন বড় আকুল হ'য়ে উঠ্‌লো। কিন্তু আবার ভা'বলেন—নাঃ, ভয় কি। কুটীরে মহা-বীর লক্ষ্মণ আছেন; তিনি বড় বুদ্ধিমান। তিনি নিশ্চয়ই মারীচের আর্ত্তনাদে ভু'লবেন না। লক্ষ্মণ, সীতাকে একাকিনী রেখে, কুটীর পরিত্যাগ ক'রতেই পারেন না।' এ-ও কি সম্ভব?—এ হ'তেই পারে না।

সাত-পাঁচ ভা'বতে ভা'বতে, রামচন্দ্র চ'লতে লা'গলেন। সহসা পথের মাঝে দেখেন,—ধনুর্ব্বাণ হাতে ক'রে লক্ষ্মণ আ'সছেন। দেখেই রামের বুক কেঁপে ল'ঠলো। তিনি ভয়ে 'ও সন্দেহে লক্ষ্মণকে নান৷ রকম প্রশ্ন ক'রতে লা'গলেন। বিষম সন্দেহে ও ত্রাসে, দু' জনই অধীর, তাই দু' ভাই খুব জোরে জোরে কুটীরের দিকে চ'ললেন। দু' জনেরই মনে বিষম আশঙ্কা,—দু' জনেরই প্রাণ সমান অস্থির। এই ভাবে চ'লতে চ'লতে, কুটীরে পোঁছে দেখেন,—সীতা নাই, কুটীর খালি প'ড়ে আছে। যে দেউটী এতো দিন রামের কুটীর ও হৃদয় আলো ক'বে ছিল, আ'জ কোন্ চোরে তা' অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে। রামের বিলাপের ও খেদের আর পরিসীমা র'ইলো না।

মহাকবি কৃত্তিবাস, তাঁ'র রামায়ণে, সীতা-হরণে রামের বিলাপের অংশটী বড়ই করুণ আর হৃদয়গ্রাহী ক'রে রচনা ক'রেছেন।

সীতার অনুসন্ধান।

পাঁতি পাঁতি ক'রে, রাম-লক্ষ্মণ সমস্ত বনে সীতার অনুসন্ধান ক'রতে লা'গলেন, কিন্তু কোথাও সীতার খোঁজ পাওয়া গেলো না। দু' ভাই এই ভাবে সীতাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, এমন সময়ে দেখা গেলো যে, একটা মস্ত পাখী, ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তে রাঙা হ'য়ে, বনে পড়ে আছে! রাম-লক্ষ্মণ বু'ঝলেন,—এই পা খীই সীতাকে খেয়েছে।

রাম-লক্ষ্মণের মনের ভাব বু'ঝে, পাখী ব'ললে,—বৎস রাম, আমি তোমার পিতার বন্ধু। আমার নাম জটায়ু। লঙ্কার রাক্ষস-রাজ রাবণ, তোমার সীতাকে চুরী ক'রে নিয়ে গে'ছে। তাঁ'কে রক্ষা করার চেষ্টা ক'রতে গিয়ে, আমার এই দশা হ'য়েছে। আমি বুড় হ'য়েছি, সেই জন্যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে পারি নি।

সীতার কথা ব'লতে ব'লতে জটায়ু ম'রে গেলো। রাম-লক্ষ্মণ তা'র দেহের সৎকার ক'রে, আবার সীতার অনুসন্ধানে বেরুলেন।

খুঁজতে খুঁজতে, পথের নানা জায়গায় তাঁ'রা খান-কতক গহনা দে'খতে পেলেন। সেগুলি সবই সীতার;

তখন আর রাম-লক্ষ্মণের বু'ঝতে বাকী রইলো না, যে পাষণ্ড রাবণ, সীতাকে লঙ্কাতেই নিয়ে গে'ছে।

ঘু'রতে ঘু'রতে, দু' ভাই কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যে গিয়ে পৌঁছুলেন। সেখানে সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি বানরদের সঙ্গে তাঁ'দের মিতালি হ'লো। সুগ্রীব, কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালির ভাই,—মহা শক্তিশালী রাজ-পুত্র। তিনি সৈন্য দিয়ে সাহায্য ক'রে, সীতার উদ্ধার ক'রে দেবেন, অঙ্গীকার ক'রলেন।

সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি বাস্তবিকই বানর ছিল, না তা'রা দক্ষিণা-পথের নিম্নশ্রেণীর লোক,—যা'রা সমুদ্রে নৌকা-বহর চালাতে খুব মজবুত ছিল,—তা' ঠিক জানা যায় না। বোধ হয়, তা'রা অনার্য্য-জাতীয় মানুষই হবে।

রাম বালিকে মেরে, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা ক'রে দিলেন। তখন সুগ্রীব সৈন্য নিয়ে সীতার উদ্ধার ক'রতে চ'ললেন। রাবণ, সীতাকে কোথায় রে'খেছে,—তা'র সন্ধানেও চা'র দিকে চর গেলো, এ'দের মধ্যে হনুমান্ ছিলেন মহাবীর। তিনি এক লাফ দিয়ে ভারতবর্ষ হ'তে সমুদ্রের মাঝে লঙ্কা-দ্বীপে গিয়ে প'ড়লেন। সেখানে রাবণের বাড়ী। সে তা'র অশোক-বন ব'লে বাগানের একটা কুঁড়েতে সীতাকে রেখেছিল। আর তাঁ'কে পাহারা দেবার জন্যে, রাবণ সেখানে কতকগুলি চেড়ী বা পাহারা-

ওয়ালী পাঠিয়ে দিয়েছিল। সেগুলি অতি ইতর ও শয়তান, তাই তা'রা সীতাকে কষ্টও দিতো ভারী।

সেই অশোক-বনে গিয়ে, হনুমান সীতাকে খুঁজে বা'র ক'রলেন। তিনি সেখানে পৌঁছে দেখেন যে সীতাদেবী রামের জন্যে রা'ত-দিন কাঁ'দছেন। ভাবনায়, শোকে, অনাহারে ও অনিদ্রায়, তাঁ'র শরীর শুকিয়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। দে'খে হনুমানের চক্ষে জল এলো।

সেখানে গিয়ে হনুমান্ একটা গাছের ডালের উপর পাতার আড়ালে, গা-ঢাকা হ'য়ে ব'সে রইলেন। একটু নিরিবিলি পেলেই, সীতার সঙ্গে কথা কইবেন,—এই তাঁর লতলব। একটুখানি ব'সে থা'কতেই, হনুমান্ দে'খলেন যে, একটা পুরুষ, অনেকগুলি স্ত্রীলোক সঙ্গে ক'রে, সীতার কাছে এলো। এসে সে সীতাকে ব'ললে,—এত দিন তো দে'খলে,—তোমার রাম কি আর আছে? সে কবে মারা গেছে! হয় তো তা'কে বাঘ-ভালুকেই খেয়েছে। আর বেঁচে থা'কলেই বা কি?—সে তো আর এই সাগর পার হ'য়ে লঙ্কায় আ'সতে পা'রবে না? তুমি রামের আশা ছেড়েই দাও। আমার কথা শোনো;—এখন তুমি আমার রাণী হও; তা' হ'লে, তোমার কোনো দুঃখই থা'কবে না।

লোকটা আর কেউ নয়; লঙ্কার রাজা রাবণ নিজেই। সীতা হেঁটমুখে নিজের ভাবনায় ছিলেন; রাবণের কথা

কতক শু'নলেন, কতক বা তাঁ'র কানেই গেলো না। তিনি ব'ললেন,—তোমার মতো শয়তান দু'টী নেই, তুমি পরের স্ত্রী চুরি ক'রে এনে, যে মহা-পাপ করেছো, তা' থেকে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাবে না। এই পাপে তোমার সর্ব্বনাশ হবেই হবে। আমি বেশ জানি, আমার স্বামী বেঁচে আছেন; আর তিনি শীঘ্রই এসে তোমার ধ্বংস ক'রবেন। আমি তোমার এই রাজ্য-ঐশ্বর্য্য বাঁ পা দিয়েও ছোঁবার মতো মনে করি নে।

সীতা রাবণকে আরো অনেক কড়া-কড়া কথা শোনালেন। তাই রেগে সে সীতাকে কাটতে এলো। কিন্তু রাবণের সঙ্গে তা'র রাণী মন্দোদরী ছিল,—সে বাধা দিলে। যা' হোক, রাবণ চেড়ীগুলিকে, সীতাকে নানা রকম লোভ দেখা'বার উপদেশ দিয়ে, সে দিনকার মতো ফিরে গেলো।

এ'র পর, চেড়ীরা সীতার উপর নানা রকমের জুলুম আর দিক্ ক'রে, তা'রাও একটু পরে চ'লে গেলো।

কেউ কোথাও নেই দেখে, হনুমান্ ধীরে ধীরে গাছ থেকে নেমে প'ড়লেন, আর সীতার কাছে গিয়ে, তাঁ'র পায়ের গোড়ায় ঢিপ ক'রে একটী প্রণাম ক'রে, জোড় হাত হ'য়ে দাঁড়ালেন।

সীতা প্রথমে মনে ক'রেছিলেন, এ-ও বুঝি বা

রাক্ষসদের একটা মায়া, কিন্তু হনুমান্ তাঁ'কে 'মা' ব'লে ডা'কতে, আর রামের হাতের আংটী দেখাতে, তাঁর বিশ্বাস হ'লো। তিনি রামের খবর শুনে কতো কাঁদ'লেন।

হনুমান্ তাঁ'কে ঠাণ্ডা ক'রে ব'ললেন,—মা, শীগ্‌গিরই আমরা তোমায় উদ্ধার ক'রে ফেলবো,—ভয় কি? আর যদি হুকুম করো, তো আমিই তোমাকে কাঁধে তুলে নিয়ে এক লাফে সাগর পার হ'য়ে যাই।

সীতা ব'ললেন,—বাছা হনুমান্, আমি সোয়ামী ছাড়া অন্য পুরুষকে তো ছোঁবো না। রাবণ যে আমায় চুরি ক'রে এনেছে, তা কি ক'রবো, বলো। বাছা, তুমি যাও,—আব শীগ্‌গির ফিরে এসে, আমায় এখান থেকে উদ্ধার করো, তাঁ'কে ছেড়ে থাকা, আমাব ভারী অসহ্য হ'যেছে।

হনুমান্ সীতার কাছে বিদায় নিয়ে, দেশে চ'ললেন। লঙ্কা জায়গটা কেমন,—তা' একটু দেখে শুনে যাওয়া, তাঁ'র বড়ই ইচ্ছা হ'লো, তাই প্রথমে তিনি রাজসভায় গিয়ে, রাজা আর সমস্ত সভাসদ্‌দের গালি দিয়ে এলেন। পরে বাবণের প্রমোদ-বন ভেঙে, যুদ্ধ ক'বে, আর শেষটা, সমস্ত লঙ্কা সহর-খানকে পুড়িয়ে, ছারখার ক'রে দিয়ে, সাগর পাড়ি দিলেন।

সীতা-উদ্ধার—অগ্নি-পরীক্ষা

রাম-রাবণের যুদ্ধের কথা, কৃত্তিবাসের রামায়ণে খুব ভালো ক'রে বর্ণন করা হ'য়েছে। রাবণ দেবতাদিগকে পর্য্যন্ত আটকে, তাদের দিয়ে নানা রকমের ছোট কাজ করাচ্ছিলো। এ হেন রাবণের সঙ্গে লড়াই করা, তো আর যে-সে ব্যাপার নয়। সে নিজেই খুব বড় বীর ছিল, তা' ছাড়া, তার ভাই কুম্ভকর্ণ,—ছেলে মেঘনাদ, বীরবাহু,—মহী-রাবণ,—এ'রা সকলেই মহাবীর। এ'দের যুদ্ধের বিবরণ, এক-একটা অদ্ভুত কাহিনী।

সে যা' হোক, রাম এ'দের সকলকে যুদ্ধে জিতে, রাবণকে স্ব-বংশে ধ্বংস ক'রলেন।

এখন রাম-রাবণের ভীষণ যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গেছে। রাক্ষস-বংশে কেবল মাত্র রাবণের ভাই বিভীষণ,—রামের সঙ্গে মিতালি ক'রেছিল ব'লে,—বাঁচলো, কিন্তু আর একটী প্রাণীও রইলো না।

অনেক দিন পরে, সীতাদেবী আ'জ স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রতে চ'লেছেন। চেড়ীরা আ'জ তাঁ'র পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে ব'ললে,—মা, আমরা রাবণের হুকুমে তোমার

উপর বড়ই কড়া শাসন ক'রেছি। তুমি যদি এখন সে সব কথা মনে রাখো, তা' হ'লে হনুমান্ আমাদিগে আর আস্ত রা'খবে না। সীতা তা'দের সকলকে অভয় দিয়ে, ধীরে ধীরে পাল্কীতে উ'ঠতে গেলেন। এমন সময়, রাবণের রাণী—মন্দোদরী, পাগলিনীর মতো ছুটে এসে, ব'লতে লা'গলো,—শোনো সীতা, আমার স্বামী, পুত্র,—আমার রাজ্য-ঐশ্বর্য্য,—তোমার জন্যে সবই গেলো। আ'জ তুমি বড় সাধ ক'রে, স্বামি-দর্শনে চ'লেছো। কিন্তু আমি ব'লছি, তোমার এই হর্ষে, বিষাদ ঘ'টবে,—ঘ'টবে,—ঘ'টবে।

সীতা মনে মনে সাত-পাঁচ ভা'বতে ভা'বতে পাল্কীতে উ'ঠলেন।

সমুদ্রের ধারে, পাত্র-মিত্রদের নিয়ে সভা ক'রে, শ্রীরামচন্দ্র ব'সে আছেন। রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ জিতে, সকলের আনন্দের সীমা নাই। বিশেষ ক'রে, আ'জ তা'রা 'মা জানকী'কে দে'খবে,—তাই আজ তা'দের ভারী আহ্লাদ আর আগ্রহ।

বেহারারা সীতার সোণার পাল্কীখানি শ্রীরামের সামনে নিয়ে গিয়ে রা'খলে, আর অমনি রামের লক্ষ সৈন্য 'জয় মা জানকীর জয়', ব'লে জয়-ধ্বনি ক'রে উঠলো। সীতাদেবী ধীরে ধীরে পাল্কী থেকে নেমে, যোড় হাতে রামের সুমুখে গিয়ে দাঁড়া'লেন।

এক লহমার মধ্যে, রাম যেন একেবারে ব'দলে গেলেন। তাঁ'র চোখ মুখের ভাবে কঠোরতা দেখা দিল। তিনি রুক্ষ-কণ্ঠে ব'ললেন,—যাও সীতা, তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে। তোমায় আমি গ্রহণ ক'রতে চাই নে। রাবণের ঘরে বন্দিনী রেখে গেলে, লোকে আমাকে ভীরু-কাপুরুষ ব'লতো, তাই আমি সেই কলঙ্ক দূর ক'রবার জন্যে, তোমাকে উদ্ধার ক'রলাম। তুমি অনেক দিন রাবণের ঘরে বন্দিনী ছিলে, তোমায় আমি কিছুতেই গ্রহণ ক'রতে পারি নে।

রামের মুখে এই সব অদ্ভুত কথা শুনে, সকলে বড়ই আশ্চর্য্য ও ভীত হ'লো, এর উপর কেউ কোনো কথা ব'লতেও সাহস ক'রলে না। একটু পরে, লক্ষ্মণ, দাদার পায়ে ধ'রে, অনেক ব'ললেন,—অনেক বোঝা'লেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'লো না। রামচন্দ্র সীতাকে রুক্ষ রুক্ষ কথা ব'লতে লা'গলেন।

রামচন্দ্র বিনা দোষে তাঁ'কে ত্যাগ ক'রছেন,—এই কথাটা সীতার অসহ্য হ'লো। তিনি রামের সমস্ত ভৎ'সনা নীরবে শু'নলেন। তার পর, সহসা মাথা তুলে ব'ললেন,—স্বামী, দেবতা, আমি তোমা বই অন্য কোনো পুরুষকে দেখিই নি; সমুদ্রের জলে, রাবণের ছায়ামাত্র দেখেছিলাম। রাবণ আমাকে হরণ ক'রেছিল; তা' ছাড়া, জ্ঞানে আমি

অন্য পুরুষকে স্পর্শও করি নি। আ'জ তুমি আমাকে বিনা দোষে ত্যাগ ক'রছো। আমি জানি,—আর ধর্ম্ম জানেন, চন্দ্র-সূর্য্য, দিন-রা'ত জানেন,—আমি নিষ্পাপ। তবুও তুমি আমায ত্যাগ ক'রতে চাচ্ছো। আমি অন্যত্র যাবো কি দুঃখে?—আমি তোমারি সামনে, আগুনে আত্ম বিসর্জ্জন ক'রবো।

এই কথা ব'লে, সীতা লক্ষ্মণকে চিতা সাজাতে অনুরোধ ক'বলেন। অগত্যা লক্ষ্মণ কাঁদতে কাঁদতে, চিতা সাজিযে তা'তে আগুন দিলেন। সমুদ্রের তীরে, বিশাল কুণ্ড জ্বলে', আকাশ সমান উঁচু হ'য়ে উঠলো।

সীতাদেবী কাঁ'দতে কাঁ'দতে ব'ললেন,—ম'রবো, তা'তে দুঃখ নেই। জন্মিলে মরণ অবশ্যই আছে,—মরণকে ভয় করি নে। আর স্বামী যা'কে ত্যাগ ক'রেছেন, তা'র মৃত্যুই মঙ্গল। দুঃখ এই যে,—রঘু-কুলের শ্রেষ্ঠ রাজা, রামচন্দ্রেব মতো স্বামী পেযেও, আমাব অদৃষ্টে তাঁ'ব সঙ্গে দীর্ঘকাল যাপন, ঘ'টে উ'ঠলো না। যা' হোক,—হে দেবতারা, হে দেবী ভগবতী, তোমরা সকলে আশীর্ব্বাদ করো, আমি যেন জন্ম-জন্ম এই মহাত্মাকেই পতিরূপে পাই। আমি জন্ম-জন্মান্তরেও যেন এঁরি দাসী হ'য়ে থাকি। পরে অগ্নি-কুণ্ড প্রদক্ষিণ ক'রতে ক'রতে সীতা আবার ব'লতে লা'গলেন,—হে দেব অগ্নি! আমি জানি, আমি নিষ্পাপ।

তুমি পাবক ,—সকলের পবিত্রতার পরীক্ষা ক'রে থাকো। তাই প্রার্থনা ক'রছি, আমাতে যদি পাপ থাকে,—তবে যেন আমি ভস্ম হ'যে যাই ,—আমার পাপের এই সাজা দেও যে, আমাব শবীবকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলো। আর আমি যদি নিষ্পাপ হই, তা' হ'লে তুমি যেন আমাকে দগ্ধ ক'রতে না পারো।—এই ব'লে সীতাদেবী অগ্নিদেব ও রামকে প্রণাম ক'বে, সেই বিশাল কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়ে প'ড়লেন। উপস্থিত সকলে, কি হ'লো, কি হ'লো, ব'লে বিলাপ ক'রতে লা'গলো।

সীতা অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ ক'বলে, রামের মোহ কেটে গেলো , তাঁ'র ক্ষণিকের ভুলে, যে বিষম বিপত্তি ঘ'টলো, এখন তাঁ'র মনে বেশ বু'ঝতে পা'রলেন। সীতাব শোক রামকে এমন লা'গলো যে, কেউই তাঁ'কে আর প্রবোধ দিতে পারছিল না। সীতাব জন্যে রাম আকুল হ'য়ে কাঁ'দতে লা'গলেন। কখনো বা তিনি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, সীতাকে খুঁজতে যান, আবার কখনো বা ধনুর্ব্বাণ নিয়ে, অগ্নিকে ভয় দেখিয়ে বলেন,—অগ্নিদেব! আমার সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়ে দাও, নতুবা তোমার শক্তি সংহার ক'রবো। আমি, কি জানি কি মোহে, সীতাকে কটু ব'ললাম, তাই অভি-মানে সে অগ্নিতে প্রবেশ ক'রলে। আমার নির্ব্বুদ্ধিতায় সব নষ্ট হ'লো।—এই ভাবে রামচন্দ্র বিলাপ ক'রতে লা'গলেন।

এর পর এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘ'টলো। যা' কেউ কখনো দেখেনি,—শোনে নি,—ভাবে নি,—তা'ই হ'লো। সেই বিশাল অগ্নি-কুণ্ড হ'তে সীতাদেবী বা'র হ'য়ে এলেন। তাঁ'র পেছুতে স্বয়ং অগ্নিদেব। দেবগণ আকাশ হ'তে পুষ্প-বৃষ্টি ক'রতে লা'গলেন। অগণিত দর্শকের উচ্চ জয়-ধ্বনিতে সাগরকূল মুখরিত হ'য়ে উঠলো। সীতার সতীত্ব, সীতার অ-সাধারণ নিষ্ঠা, পতি-ভক্তি ও ঐকান্তিকতা, আর সীতার জীবনের অপূর্ব্ব পবিত্রতা দেখে, সকলে মোহিত হ'য়ে, তাঁ'কে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রতে লা'গলো। স্বয়ং রামচন্দ্র বিস্ময়ে ও আনন্দে নির্ব্বাক্ হ'য়ে, এই মহীয়সী পত্নীর প্রতি শ্রদ্ধাভরে অবনত হ'য়ে প'ড়লেন। উপস্থিত দেবগণ ব'ললেন,—রঘুনাথ, এই দেবী-জানকী, জগতে অদ্বিতীয়া পতিব্রতা। এঁ'র জন্ম-গ্রহণে, জগৎ পবিত্র, মানবজাতি গরীয়ান্ এবং ভগবানের সৃষ্টির পূর্ণতা হ'য়েছে। আপনি নিঃসন্দেহে এঁ'কে গ্রহণ করুন; সম্পূর্ণ পবিত্র না হ'লে, অগ্নি-পরীক্ষায় কেউ-ই উত্তীর্ণ হ'তে পারে না।

রামচন্দ্র পরম সমাদরে সীতার হাত দু'খানি ধ'রে ব'ললেন,—এসো, এসো, আমার হৃদয়ের দেউটী, রঘু-কুলের রাজ-লক্ষ্মী! তোমার সম্বন্ধে আমি যে মস্তো ভুল করেছিলাম, তুমি তা' মাপ করো।

এই রকম ক'রে, রাম-সীতার পুনর্ম্মিলন হ'লো। এখন তাঁ'দের অযোধ্যায যা'বার কথা।

পুষ্পক-বথেব কথা তোমবা শুনে থা'কবে শাস্ত্রগ্রন্থে এই রথেব উল্লেখ আছে। আজ-কালকার এরোপ্লেনের মতো, পুষ্পক বথও আকাশ দিয়ে চ'লতো। লঙ্কাব রাবণ রাজাব পুষ্পক-রথ ছিল। এই পুষ্পক-রথে ক'রে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা, অযোধ্যায রওনা হ'লেন।

এরোপ্লেনের মতোই পুষ্পক-রথ শূন্যপথ দিয়ে অতি বেগে চ'লতে লা'গলো। সীতা নীচেকার এক একটা জায়গার কথা জিজ্ঞাসা ক'বছিলেন, আর বামচন্দ্র তাঁ'কে সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। ক্রমে তাঁ'রা, কিষ্কিন্ধ্যা, পঞ্চ-বটী আর গোদাবরী নদীর তীরবর্ত্তী জাযগাগুলির উপর দিয়ে চ'লে যেতে থা'কলেন। যেখানে যেখানে লক্ষ্মণ-ঠাকুর কুঁড়ে বেঁধেছিলেন, সেই সব জায়গা,—সেই সব ভাঙা কুঁড়ে,—তাঁ'রা দে'খতে দে'খতে চ'লেছেন। কুঁড়েগুলি দেখে, সীতার আগেকার সব কথা মনে প'ড়তে লা'গলো। এই ভাবে চ'লতে চ'লতে, তাঁ'বা যথাসময়ে অযোধ্যায় এসে পৌঁছুলেন।

অযোধ্যার সকলে চৌদ্দ বছর ধ'রে, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার জন্যে বিশেষ অসুখে ছিল। আ'জ তাঁ'দের আসবার দিন। রাজধানী ভারী সুন্দর ক'রে সাজানো হ'য়েছে;

অগণিত নর-নারী রাজধানীর বড় রাস্তায় মিলে, রামচন্দ্রের আসার প্রতীক্ষা ক'রছে। কেউ কেউ বা অনেক দূর পর্য্যন্ত এগিয়ে গিয়ে, রামের রথ দেখা যায় কি না, তা'র খবর নিচ্ছে। এমন সময়ে, আকাশ দিয়ে উড়ে, পুষ্পক-রথ অযোধ্যা নগরে এসে নামলো। রামের আগমনে, লক্ষ লক্ষ নর-নারী আনন্দে জয়ধ্বনি ক'রে উ'ঠলো। অযোধ্যার কেউ, আগে কখনো পুষ্পক-রথ দেখেনি, তাই একেবারে অনেক লোক রথখানিকে ঘিরে ফে'ললে। রাম-সীতা রথ হ'তে না'মলে, ভক্ত ভরত শত্রুঘ্ন তাঁ'দিকে প্রণাম ক'রলেন, আর লক্ষ্মণকে কোলাকুলি দিলেন। কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা,—রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কোলে ক'রে, অনেক কান্না কাঁ'দলেন।

দু' এক দিনের মধ্যে, রামের ফিরে আসার খবর, রাজ্যময় ছড়িয়ে প'ড়লো, আর দে'খতে দে'খতে, সারা অযোধ্যা-রাজ্য আনন্দে মাতোয়ারা হ'য়ে উ'ঠলো।

তৃতীয় খণ্ড

রামের রাজত্ব।

রাম অযোধ্যায় ফিরে আসা থেকে প্রজাদেব আনন্দের অবধি নাই। রাজবাড়ীতে ও নগরে লাগাড ধূম চ'লেছে. এক দণ্ডও খাওয়া-মাথার বিরাম নাই।

যত দিন রাম বনবাসে ছিলেন, তত দিন ভরত, রামের খড়ম জোড়া সিংহাসনে রেখে, প্রতিনিধির মতো কাজ চালাচ্ছিলেন। তিনি, রাম আসা মাত্রেই, বাম-সীতাকে যথারীতি সিংহাসনে বসিযে দিযে, নিজে বামের মাথায় ছাতা ধ'রে দাঁ'ডালেন।

সীতার আ'জ কতো সুখ। তিনি স্বামীর পাশে, অযোধ্যার সিংহাসনে, রাণী হ'য়ে ব'সেছেন। তা' ছাড়া, স্বামীর আদর, স্বামীর সম্পূর্ণ ভালবাসাও তিনি পেয়েছেন; আর সব জায়গায়, স্বামীর সুনাম ও যশ শুনছেন—এ' ছাড়া নারী-জীবনে আর কি চাই? সীতা ভগিনীদের সহিত, সখীগণের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদে সময় কাটিয়ে দেন। সমস্ত পুরনারীগণের সঙ্গেই তাঁ'র সদ্ভাব। যতখানি সুখ,

মানুষে ভা'বতে পারে,—মনে মনে যত সুখের ধারণা করা যায়, অযোধ্যায় এ'সে অবধি, ততখানি সুখ, সীতাদেবী ভোগ ক'রছিলেন। আগে যেমন কষ্ট পেয়েছেন, আজ-কাল যেন তেমনি সুখ ও তৃপ্তির মধ্যে ডুবে আছেন।

এই রকম সুখে রাম-সীতার দিন যায়। রাজ্যের প্রজা সাধারণও মহা সুখী।

কিছু দিনে সীতার গর্ভ-লক্ষণ প্রকাশ পেলে। রাজ-পুরীতে এই সংবাদ প্রচার হ'বামাত্র, আবার নূতন আনন্দের সাড়া প'ড়ে গেলো। গর্ভবতী স্ত্রীলোককে যে ভাবে চলা-ফেরা ক'রতে হয়,—সাবধানে থা'কতে হয়, সীতার সম্বন্ধেও সেই সব নিয়মাদি পালনের ব্যবস্থা হ'তে লা'গলো।

দে'খতে দে'খতে পাঁচ মাস কা'টলো। গর্ভ হ'লে, স্ত্রীলোকদের নানা রকম জিনিষ খা'বার-দে'খবার সাদ-ইচ্ছা হয়। যা'তে সীতার গর্ভকালের সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয়, সে বিষয়েরও ব্যবস্থা হ'তে থা'কলো। মোট কথা, যা'তে সীতার কোনো সাদ অপূর্ণ না থাকে, রামচন্দ্র সেই রকম বন্দোবস্ত ক'রে দিলেন।

এই সময়ে সীতার সাদ হ'লো যে, তিনি তপোবন দে'খতে যাবেন, আর গত-জীবনের সঙ্গীদের সঙ্গে দেখা ক'রবেন।

তাই এক দিন তিনি রামকে ব'ললেন,—দেখো,

আমাদের বনবাসের সময়ে, আমরা কি সুখেই তপোবনে দিন কাটিয়েছি। তপোবনগুলি আমার কাছে বড়ই শান্তিময় ও মধুর ব'লে মনে হয়। চলো না, একটী বার, আবার ক'টা দিন তপোবনে কাটিয়ে আসি? ঋষি-পত্নী, আর তাঁ'দের ছেলে-মেয়েগুলিকে, সহরের নানা রকম ভালো ভালো খাবার, কাপড আব খেলনা দিযে আ'সবো, ভা'বছি। তখন আমরা গিয়েছিলাম ভিখারী-ভিখারিণীর বেশে, আর আ'জ আমবা রাজা-রাণী। এখন তাঁ'দিগে অনেক রকমের ভালো ভালো জিনিষ দিযে আ'সবো-এখন, কেমন?

রাম জবাবে ব'ললেন,—তা' বেশ তো। রাজ-কাজ থেকে একটু ছুটী পেলেই, চলো না, ঘুবে আসি, ক'দিনের জন্যে।

রাম আরও ব'ললেন,—আমাব কিন্তু আর একটা কথা মনে হ'চ্ছে। দেখো, যে ক'দিন আমাদের তপোবনে যাওযা না হ'চ্ছে,—তা'র মধ্যে, তপোবনের আর আমাদের পূর্ব্ব-জীবনের খান-কয়েক ছবি আঁকিয়ে এনে দেখা যাক্। আমি ব'লছি, তা'তে তুমি অনেক আমোদ পাবে। লক্ষ্মণের কাছে সে দিন ক'জন ভালো ভালো প'টো এসেছিল। লক্ষ্মণকে ব'ললে, সে তা'দেরি দিয়ে, এই সব ছবি আঁকিয়ে নিতে পা'রবে-এখন। আমি ভেবে দেখেছি, চিত্র-কলা একটা মস্তো বড বিদ্যা,—এই ব্যবসার লোকদিগকে রাজ-কোষ থেকে সাহায্য দেওয়া উচিত। তুমি কি বলো'?

সীতা ব'ললেন,—সে তো বেশ ভালো কথা; তুমি এখনি ঠাকুর-পো'কে ডেকে ব'লে দাও না। আমরা দু'জনে মিলে ছবি দে'খলে, আগেকার অনেক কথা মনে প'ড়ে যাবে, আর তা'তে ভাবী আমোদ হবে।

সেকালের সমস্ত রাজবাড়ীতে এক একটা চিত্রশালা থা'কতো। রামের ইচ্ছামতে, লক্ষ্মণ ভালো ভালো চিত্রকর দিয়ে রাম-সীতার জীবনের, আর তপোবনের অনেকগুলি ছবি আঁকিয়ে এনে, চিত্র-গৃহের দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলেন।

আজ রাম-সীতা ঐ সমস্ত ছবি দে'খতে এসেছেন। লক্ষ্মণ নিজে হাজির থেকে' তাঁ'দিগকে ছবির মানে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সীতা,—এটা কি, ওটা কি,—ব'লে, নানা প্রশ্ন ও মাঝে মাঝে দু' একটা কৌতুকও কর'ছেন।

এমন সময়, এক জন চাকর এসে, রামকে আস্তে আস্তে কি ব'ললে। শুনেই তিনি সীতাকে চিত্রশালায় রেখে, দরজার কাছে এলেন। এসে দেখেন, দুর্ম্মুখ দাঁড়িয়ে আছে।

এই দুর্ম্মুখের কথা তোমাদিগকে কিছু বলার দরকার। সেকালে সমস্ত ভালো ভালো রাজার গুপ্ত-চর থা'কতো। এই দুর্ম্মুখই সেই গুপ্ত-চর। রাজবাড়ীর সব জায়গায় গিয়ে, দুর্ম্মুখ রাজার সঙ্গে দেখা ক'রতে পা'রতো।

প্রজারা রাজ্য-শাসন সম্বন্ধে কি ব'লছে তারি গোপন

খবর এনে, রাজাকে শোনানো ছিল এই দুর্ম্মুখের কাজ। অর্থাৎ, এই দুর্ম্মুখ হ'চ্ছে, আজ কা'লকার খবরের কাগজ আর কি।

প্রণাম ক'রে, দুর্ম্মুখ দাঁড়িয়ে রইলো।

রাম জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—কিহে, খবর কি?

দুর্ম্মুখ। সমস্তই মঙ্গল, প্রভু। প্রজা-সাধারণ আপনার রাজত্বের অনেক প্রশংসা ক'রছে।

রাম। না হে, না। ও-সবতো বাজে খবর, বন্দীদের কথা,—রাজার সাধারণ স্তব-গান। তোমার কাজ তো তা' নয়। কি মন্দ খবর শু'নলে, তা'ই বলো না? খবর নিশ্চয়ই কিছু আছে, নইলে তুমি চিত্র-গৃহ পর্য্যন্ত এলেই বা কেনো? তোমার মুখ দেখে বেশ বোধ হ'চ্ছে, নিশ্চয়ই কোনো মন্দ খবর এনেছো।

দুর্ম্মুখ আবার প্রণাম ক'রে ব'ললে, হাঁ প্রভু, আমায় মাপ করুন। ভারী মন্দ খবরই আছে। কিন্তু সে খবর ব'লতে যে আমার জিভ কেঁপে যাচ্ছে, প্রভু।

রাম-সীতার মধ্যে যে কি রকম ভালবাসা, তা' রাজ্য-ময় সকলেই জা'নতো,—তাই দুর্ম্মুখের এই ভণিতা।

রাম ব'ললেন,—না, দুর্ম্মুখ, তোমার কোনো ভয় নেই, তুমি নির্ব্বিঘ্নে তোমার খবর বলো।

দুর্ম্মুখ ব'ললে,—তবে শুনুন, প্রভু। প্রজারা দেবীর

চরিত্রে খুসী নয়। তা'রা বলে, সীতাদেবী দশ মাস কাল রাবণের প্রমোদ-বনে, অসহায় হ'য়ে, নির্জ্জনে বন্দী ছিলেন। রাবণের যে রকম চরিত্র, তা' ভাবলে, এরূপ অবস্থায়, তাঁ'র সতীত্বের হানি হওয়ারই সম্ভাবনা। শুনেছি, সমুদ্রে-তীরে তাঁ'র নাকি এক অগ্নি-পরীক্ষা হ'য়েছিল,—কিন্তু আমরা তা' দেখি নি। আমাদের রাজা, এক রকম বিনা বিচারেই—সীতাদেবীকে গ্রহণ ক'রেছেন, ব'লতে হবে। রাজা নিজেই যদি ওরূপ উদাহরণ দেখান,—তবে তাঁ'র প্রজাদের স্ত্রী বা ভগিনীরা যে কু-পথে যাবে, তা'তে আর বিচিত্র কি। রাজ্যের যতো নষ্টা-দুষ্টা স্ত্রীলোক, সবাই রাণীর দৃষ্টান্তই দেখাবে!

এই খবর শুনে, রামের উপর যেন আকাশ ভেঙে প'ড়লো! তাঁ'র মাথা ঘু'রতে লাগলো। তিনি অতি কষ্টে, দুর্ম্মুখকে ব'ললেন,—আচ্ছা, তোমার খবর আমি শুনেছি, তুমি এখন যাও, বিশ্রাম করো গিয়ে।

দুর্ম্মুখ প্রণাম ক'রে, চ'লে গেলো।

সীতার বনবাস।

অতি কষ্টে নিজকে সাম'লে নিয়ে, রাম একেবারে মন্ত্রণার ঘরে গেলেন, চিত্র-গৃহে তাঁ'র আর সেবা হ'লে না। তিনি সেখানে গিয়েই, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, বশিষ্ঠ ও সুমন্ত্রকে ডে'কে পাঠা'লেন।

তা'রা এসে, রাম সব কথা খুলে ব'ললেন। শুনে সকলেই ব'ললেন, —ও একটা কথাই নয়! দুষ্ট লোকদের কে কবে তুষ্ট ক'রতে পেরেছে?—ঘায়ের মাছি ঘায়ে ব'সবেই ব'সবে। আর যখন লক্ষাধিক লোকের সামনে, সীতাদেবী অগ্নি-পরীক্ষা দিয়েছেন, স্বয়ং অগ্নি, আর অন্যান্য দেবতারা এসে, তাঁ'কে ভালো ব'লে গেছেন, তখন দু'-এক জন দুষ্ট লোকের কথায়, কি আসে-যায়?

রাম উত্তরে ব'ললেন, —ও সব কথা যে সত্য নয়, তা' নয়। কিন্তু আমি যখন প্রজা-রঞ্জনের জন্যে রাজ্য নিয়েছি, তখন আমাকে তা'র চেষ্টা করাই উচিত।

একটু চুপ ক'রে থেকে, রাম ফের কঠোর-ভাবে ব'লতে লা'গলেন,—আমি সীতাকে বর্জ্জন ক'রবো। দুর্ব্বল হৃদয়কে বিশ্বাস নেই। তাই আমি সমস্তই ঠিক্ ক'রে ফেলেছি। লক্ষ্মণ, আমি তোমায় অনুমতি ক'রছি, মনোযোগ দিয়ে শোনো। সীতা তপোবন দে'খতে চেয়েছিলো; সেই

আছিলায়, তুমি আ'জই তা'কে রথে ক'রে নিয়ে গিয়ে, দূরের কোনো তপোবনে রেখে এসো। সুমন্ত্র রথ নিয়ে যাক্। এ বিষয়ে, আর যা' যা' তোমার ভালো বিবেচনা হয়, ক'রবে। আগেই ব'লে দিচ্ছি কিন্তু, এ সম্বন্ধে, আমি আর কোনো কথা ব'লবো না,—বা শু'নবোও না।

এই ব'লে, রাম উঠে বিশ্রাম ক'রতে গেলেন। লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নের অনুনয়-বিনয়ে কোনো ফল হ'লো না। বশিষ্ঠদেব আর সুমন্ত্র, মুখ আঁধার ক'রে, চুপ ক'রে র'ইলেন।

কাঁ'দতে কাঁ'দতে, লক্ষ্মণ রাজার হুকুম পালন ক'রতে গেলেন। গিয়ে সীতাকে ব'ললেন,—দেবি, প্রভুর আদেশ হ'য়েছে, চলো, আ'জই তোমায় তপোবন দেখাতে নিয়ে যাই। সীতার আর আহ্লাদ ধরে না। তিনি তাড়াতাড়ি নানা রকমের জিনিস-পত্র, কাপড়, জামা, গহনাদি নিয়ে, লক্ষ্মণের সঙ্গে গিয়ে, রথে চ'ড়লেন। বু'ঝলেন, কাজের গতিকে, রাম নিজে যেতে না পেরে, লক্ষ্মণকে সঙ্গে দিয়েছেন। দেওরের ভার-ভার মুখ-চোখের দিকে, আ'জ তাঁ'র নজরই পড়লো না।

রথ সীতাকে নিয়ে, অযোধ্যা-সহর ছেড়ে, বাইরে এসে প'ড়লো।

গঙ্গা পার হ'য়ে, রথ, বাল্মীকির তপোবনে উপস্থিত হ'লো। সীতা ও লক্ষ্মণ, এখানে রথ থেকে নেমে প'ড়লেন। তার পর লক্ষ্মণ, 'হায় মা জানকী, তোমার কপালে এই

ছিলো,'—ব'লে মাটীতে প'ড়ে কাঁদতে লা'গলেন। সীতা ভা'বলেন,—হয় তো অযোধ্যায় কোনো অমঙ্গল ঘ'টেছে,— যা' তাঁ'র কাছে গোপন রাখা হ'চ্ছে। তাই তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে, লক্ষ্মণের কাছে সকলের মঙ্গল জিজ্ঞাসা ক'রতে লা'গলেন। তখন লক্ষ্মণ কাঁ'দতে কাঁ'দতে কোনো মতে সীতাকে, রামের হুকুম শোনা'লেন।

কথাটা শু'নে, সীতা ক্ষোভে ও শোকে, খানিকক্ষণ চুপ ক'রে র'ইলেন। পরে ব'লতে লা'গলেন —এতো দিনে বু'ঝলাম, কেবল অপমান ও দুঃখ ভোগের জন্যেই আমার জন্ম। প্রভু আমায় বর্জ্জন ক'রছেন, এ কথা যদি তুমি আমায়, অযোধ্যায় থা'কতে থা'কতে ব'লতে, —তবে জন্মের মতো, তাঁ'র চরণে প্রণাম ক'রে আ'সতাম। যা হোক্, তুমি ফিরে গিয়ে, শাশুড়ীদিগকে আর প্রভুকে আমার প্রণাম জানাবে, আর ব'লবে, আমার এই অনুরোধ,—আমার জন্যে তিনি যেন, প্রজাদের প্রতি কর্ত্তব্য না ভোলেন। শাশুড়ীদিগকে ব'লবে যে, শ্বশুর-কুলের কলঙ্ক দূর ক'রবার জন্যে, আমার এই বন-বাস,—রাজ-পুরীতে থাকার চেয়ে, হাজার গুণে সুখের।

এই কথা ব'লতে ব'লতে, সীতার দুঃখ অসহ্য হ'য়ে উ'ঠলো, তিনি পাগলিনীর মতো কেঁদে উ'ঠলেন। তাঁ'র বিলাপে, বনের পশু-পাখীরাও যেন কাঁ'দতে লা'গলো। লক্ষ্মণ, কাঁ'দতে কাঁ'দতে রথে চ'ড়লেন। পাঁচ মাস গর্ভ-

বতী সীতাকে, সেই ভয়ানক বনে প'ড়ে থা'কতে হ'লো। অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মী, মিথিলার রাজ-কন্যা, আ'জ বড়ই অনাথিনীর মতো নির্ব্বাসিতা হ'লেন। সীতা দে'খলেন, লক্ষ্মণ চ'লে যাচ্ছেন। তখন তিনি, চোক মুছে আস্তে আস্তে তাঁ'কে বলতে লা'গলেন :—

ব'লো নাকো,—না, না—নাথ ব[illegible]বো না আর,
নির্ব্বাসিতা সীতার কি আছে অধিকার?—
[illegible] সেই রঘু-নাথে যদিও কানন মাঝে
ত্যজিলেন, তবু এই অভাগিনী হায়
জীবনে-মরণে তাঁরে ভাবিবে [illegible]।

লক্ষ্মণ, চোখের জলে ভা'সতে ভা'সতে, অযোধ্যায় ফিরে গেলেন। সীতার দুঃখে দুঃখিত হ'য়েই, যেন সূর্য্যদেব সেই সময়ে অস্ত গেলেন। পাখীগুলিও যেন, কাঁ'দতে কাঁ'দতে বাসায় ফিরে যেতে লা'গলো। হায়, হায়, এই বনে সীতার আশ্রয় কোথায়? এমন সময়ে, কে মধুর কণ্ঠে তারক-ব্রহ্ম নাম গান ক'রতে ক'রতে সেখানে এলেন। সীতা চেয়ে দেখেন, প্রসন্ন মূর্ত্তি, লম্বা ও পাকা চুল-দাড়ী-ওয়ালা, মহর্ষি বাল্মীকি তাঁ'র সামনে দাঁড়িয়ে। সীতা মাটীতে মাথা ছুঁইয়ে তাঁ'কে প্রণাম ক'রলেন। মহর্ষি ব'ললেন,—এসো মা জানকী, তুমি আমার তপোবনে এসো। আমি যোগ-বলে সবই জেনেছি। আ'জ থেকে আমিই তোমায় পালন ক'রবো। এখানে তোমার কোনো ভয়-ভাবনার কারণ থা'কবে না।

এই রকমে, অযোধ্যার রাজ-লক্ষ্মী সীতাদেবী, বাল্মীকির তপোবনে কুটীর-বাসিনী হ'লেন।

সময়ে সীতার দু'টী জমজ ছেলে হ'লো। মহর্ষি একটীর নাম দিলেন লব, আর অপরটীর নাম হ'লো কুশ। তাঁ'রা দে'খতে, ঠিক যেন দু'টী ছোট রাম,—চোখে, মুখে, রঙে কিছু মাত্র তফাৎ নেই।

এই ভাই দু'টী, ক্রমে একটু বড় হ'লো। তা'রা এখন তপোবনে খেলে' বেড়ায়, দে'খলে মনে হয়, যেন এক জোড়া চাঁদ, সেই সবুজ পাতা'য় ঢাকা আশ্রমের মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছে। সীতা এই দু'টী শিশুকে নিয়েই, নিজের মনের দুঃখ কতকটা ভুলে আছেন।

দিন যায়, ছেলে-দু'টী আরো বড় হ'য়ে উ'ঠছে। মহর্ষি বাল্মীকি ব'ললেন,—মা জানকী, এ'রা অযোধ্যার রাজ-কুমার। এদের শরীরে, রাজা হ'বার স্পষ্ট চিহ্ন আছে, আর হবেও এরা রাজা। তাই ব'লছি, এ'রা কি তপোবনে ঋষি-কুমারের মতো হ'য়ে চ'লবে? এ'দিগে ক্ষত্রিয়ের মতো রণ-পণ্ডিত আর বিদ্বান্ হ'তে হবে।

সীতা ব'ললেন,—বাবা, আপনার ইচ্ছা অনুসারেই কাজ করুন। এই দু'টী ক্ষত্রিয়ের ছেলেকে, তা'দের বাপের মতো ক'রে গ'ড়ে তুলুন, কালে যেন তা'রা বাপের যোগ্য ছেলে হ'তে পারে।

বাল্মীকি পরম যত্নে লব-কুশকে ধনুর্ব্বেদ শেখাতে লা’গলেন। দে’খতে দে’খতে, শিশু-দু’টী অদ্বিতীয় বীর হ’য়ে উ’ঠলো। এদিকে আবার তা’রা অনেক বই প’ড়ে নানা রকম জ্ঞান লাভ ক’রতে লা’গলো। কিন্তু ছেলে দু’টী তখনো পর্য্যন্তও, তা’দের বাপের নাম জা’নতে পারে নি। তখন তা’রা শুধু এই মাত্র জা’নতো যে, তা’দের মায়ের নাম—সীতা।

মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ নাম দিয়ে, রামচন্দ্রের এক খানি জীবন-চরিত রচনা ক’রেছেন, আর পরম যত্নে লব-কুশকে সেই রামায়ণের গান শেখাচ্ছেন। শিশু-দু’টী যখন সকালে ও সন্ধ্যায়, তপোবনের ধারে বা নদীর তীরে ব’সে, বীণা বাজিয়ে রামায়ণ গান করে, তখন পাখীরা পর্য্যন্ত, এক মনে লব-কুশের রামায়ণ গান শোনে। বনের পশু পর্য্যন্ত, এই গানে মুগ্ধ হ’য়ে, ছেলে-দু’টীকে দেখে।

শিশু দু’টী কিছু না জেনেও, এক মনে তা’দেরই মায়ের করুণ-কাহিনী গাইতে থাকে :—

রাজার নন্দিনী, রাজার ঘরণী,
জানকী বন-বাসিনী,
জনম-দুখিনী, মলিন-বদনী
রমণীর শিরোমণি।

সীতার দুঃখ-কাহিনী শুনে, কেউ-ই আর শুকনো চোখে ফি’রতে পারে না।

রামের অশ্বমেধ ও সীতার তিরোভাব।

সীতার বর্জ্জন ক'রে অবধি, বড়ই কষ্টে,—বড়ই অশান্তিতে, রামের দিন যা'চ্ছে। উদাস মনকে, কাজে লাগিয়ে রাখার জন্যে, তিনি সকলের পরামর্শে অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রলেন। চা'রদিকে এ কথা ছড়িয়ে প'ড়লো।

বনে ব'সে সীতা শু'নলেন, রাম অশ্বমেধ-যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছেন। এই খবরে তাঁ'র মনে কেমন একটা আঘাত লা'গলো। সীতা জা'নতেন, স্ত্রী ছাড়া যজ্ঞাদি কোনো ধর্ম্ম কাজই হয় না। তাঁ'র মনে হ'লো, তা' হ'লে রাম নিশ্চয়ই ফের বিয়ে ক'রেছেন। সীতা একেবারে মুসড়ে প'ড়লেন। এ সমস্ত দেখে-শুনে, সখীরা এ বিষয়ে নিশ্চিত খবর সংগ্রহ ক'রে আ'নলে। জানা গেলো, রাম ফের বিয়ে করেন নি—কেউ তাঁ'কে সে কথায় রাজী ক'রতে পারে নি। কাজেই, যজ্ঞের জন্যে তাঁ'কে সোনার সীতা-মূর্ত্তি গ'ড়ে নিতে হ'য়েছে। এই খবরে, সীতার আর আহ্লাদ ধরে না। রাম যে তাঁ'র স্মৃতিকে হৃদয়ে জাগিয়ে রেখেছেন, এ কথায় তিনি যেন নূতন জীবন পেলেন। সীতার মনে হ'তে লা'গলো, আ'জও যেন তিনি অযোধ্যার রাজ-মহিষীই আছেন।

কিছু দিন পরে, একটা বড় সুন্দর ঘোড়া, সেই তপোবনে এসে ঢু'কলো। ঘোড়ার কপালে জয়-পত্রে লেখা আছে,—যে সতীর ছেলে,—বীরের ছেলে, সে যদি সাহস পায়, তবে যেন সে এই ঘোড়া ধরে, এ রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞের ঘোড়া। সঙ্গে মহা-বীর লক্ষ্মণ আছেন, অতএব সাবধান।

লব ব'ললে,—ভাই কুশ, দে'খছো, বেটাদের আস্পর্দ্ধা! কান্ দেশের বা রাজা, আর কে-ই বা তা'কে জানে! আয় তো ভাই, আমরা ঘোড়া ধ'রি।

দু' ভাই তো ঘোড়া ধ'রে বাঁধলে। আর অমনি যুদ্ধ আরম্ভ হ'লো। লক্ষ্মণ দে'খলেন, অবিকল রামচন্দ্রের ছায়া-মূর্ত্তির মতো দুটী ছেলে, যুদ্ধ ক'রতে এসেছে। কিন্তু ছেলে-দু'টী লক্ষ্মণকে পরিচয় দিলে না, বরং উপহাস ক'রতে লা'গলো। লক্ষ্মণ বীর,—তিনি উপহাস শু'নে ক্রুদ্ধ হ'লেন। কিন্তু যুদ্ধে লক্ষ্মণকেই মূর্চ্ছিত হ'যে প'ড়তে হ'লো।

ক্রমে ভরত, শত্রুঘ্ন এবং সকলের শেষে, রামচন্দ্র এলেন; আর সকলেই যুদ্ধে হেরে, মূর্চ্ছিত হ'য়ে রণক্ষেত্রে প'ড়ে র'ইলেন।

এই যে ক'দিন ধ'রে যুদ্ধ হ'চ্ছে, সীতা তা'র কিছুই জানেন না। মহর্ষি তপোবনে নেই, তীর্থ-দর্শনে গিয়েছেন। লব-কুশের উপর তপোবন রক্ষার ভার আছে। তপোবনের

পারে যুদ্ধ হয়, সীতা তা'র কি জান্‌বেন? কিন্তু আ'জ যখন দে'খলেন যে, লব-কুশ একটা প্রকাণ্ড বানরকে পিঠ মোড় ক'রে বেঁধে এনেছে, তখন তিনি চি'নলেন, এই বানর, তাঁ'র প্রিয় ভক্ত,—মহা-বীর হনুমান্। সীতা হনুমানের নিকটে সব কথা শুনে, কাঁ'দতে কাঁ'দতে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে গেলেন এবং রামের পায়ের তলায় প'ড়ে, শোক ক'রতে লা'গলেন।

এমন সময়, মহর্ষি বাল্মীকি এসে ব'ললেন,—দেবী, কোনো ভয় নেই। এঁ'রা সকলেই বাঁ'চবেন। আমি মৃত সঞ্জীবনী এনেছি। তুমি কুমার দু'টীকে নিয়ে কুটীরে যাও। কেনো না, এখন পরিচয় দেওয়া হবে না।

* * * *

রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞ শেষ হ'বো-হবো হ'য়েছে। দেশের কতো রাজা, কতো মুনি-ঋষি এসেছেন, তা'র কি লেখা-জোখা আছে? এক এক মুনির সঙ্গের অনেক শিষ্য। সকলেই অযোধ্যায় এসে, রামচন্দ্রের যজ্ঞ দর্শন ক'রছেন; আদর-যত্নে সকলেই পরম সুখী হ'য়েছেন। ক্রমে অশ্বমেধ-যজ্ঞ যথাশাস্ত্র শেষ হ'লো। এমন সময়, শিষ্যদের নিয়ে মহর্ষি বাল্মীকি, সেই যজ্ঞে এসে উপস্থিত হ'লেন।

বাল্মীকিকে দেখে, সকলেই তাঁ'র অভ্যর্থনা ক'রলে;

কারণ, ইনিই আদি-কবি আর ভারী জ্ঞানী ও যোগী পুরুষ। সুতরাং সকলেই তাঁ'কে বিশেষ ভক্তি ক'রতেন।

বাল্মীকি ব'ললেন,—মহারাজ, আমার সঙ্গে দু'টী বালক-শিষ্য আছে। আমি তোমার চরিত্র অবলম্বন ক'রে, রামায়ণ-গান রচনা ক'রেছি। এই শিষ্য দু'টীকে সেই গান শিখিয়েছি, যদি আদেশ হয়, তবে এই সভায় আপনাকে সেই রামায়ণ-গান শোনা'তে, সেই ছেলে দু'টীকে বলি।

সকলেই রামায়ণ শু'নতে আগ্রহ প্রকাশ ক'রলেন। তখন বাল্মীকি লব-কুশকে, রামায়ণ-গান ক'রতে ব'ললেন। ঋষি-কুমারের বেশে, লব-কুশ বীণা যন্ত্র নিয়ে গান আরম্ভ ক'রলেন। রামের জন্ম-কথা, ছেলেবেলার খেলা-ধূলো, তাড়কা-বধ, হর-ধনুর্ভঙ্গ, ইত্যাদি হ'তে আরম্ভ ক'রে, ক্রমে সীতা-হরণ পর্য্যন্ত গান ক'রলে, সে দিনের মতো, সভা ভঙ্গ হ'লো।

মহর্ষি বাল্মীকির রচনা অতি মধুর, আর রাম-চরিতও অদ্ভুত। ছেলে দু'টী যেমন সুন্দর ভাবে তা' রাজসভায় গাইলে, তা'তে সকলেই মোহিত হ'য়ে গেলেন। যেমন চমৎকার রচনা, তেমনি চমৎকার বিষয়, আর তেমনি চমৎকার গান।